এঙ্গেলস এবং অ্যান্টি-ড্যুরিং

সরদার ফজলুল করিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ্যান্টি-ডুরিং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এঙ্গেলস-এর

এ্যান্টি-ডুরিং

[ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর
'এ্যান্টি-ডুরিং' গ্রন্থের
'দর্শন' অংশের অনুবাদ]

অনুবাদ

সরদার ফজলুল করিম

বাংলা একাডেমী ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৯২/সেপ্টেম্বর ১৯৮৫। প্রকাশক : পরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪০৪/অক্টোবর ১৯৯৭। প্রকাশক : সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প] বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মুদ্রক : ওবায়দুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা। প্রচ্ছদ : সমর মজুমদার। মুদ্রণসংখ্যা : ২২৫০ কপি। মূল্য : ৬০.০০ টাকা।

Engel's ANTI-DUHRING : Bengali Translation of Part I : 'Philosophy' by Sardar Fazlul Karim. Published by Bangla Academy. Dhaka. Bangladesh. First Reprint October 1997. Price : Tk. 60.00 Only.

ISBN 984-07-3688-4

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এঙ্গেলস্-এর এ্যান্টি-ডুরিং'-এর
দর্শন ভাগের বাংলা অনুবাদের
বর্তমান দ্বিতীয় প্রকাশটি
বাংলা ভাষাভাষী নিবেদিতপ্রাণ
চিন্তাবিদ এবং কর্মীবৃন্দ, যাঁরা
মনুষ্য সমাজের ক্রম মঙ্গলজনক
রূপান্তরের ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রত্যয়
পোষণ করেন, তাঁদের উদ্দেশে
উৎসর্গিত হলো —

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা ও উন্নয়ন বাংলা একাডেমীর মূল লক্ষ্য। বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ সাধনেও একাডেমী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। মননশীল প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর অবদান দেশ-বিদেশের বিদ্বৎসমাজে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। একাডেমীর জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত তার প্রকাশনার সংখ্যা তিন হাজারের বেশি। এই বিপুল সংখ্যক প্রকাশনার মধ্যে এমন কিছু বই আছে যা ইতঃপূর্বে বাংলা ভাষায় প্রণীত ও প্রকাশিত হয়নি। শিক্ষক, ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের কাছে আদৃত হওয়ায় বাংলা একাডেমীর অনেক বই দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা একাডেমী চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ কিছু বইয়ের পুনর্মুদ্রণ করে থাকে। এই অভিলক্ষে ১৯৯১ সাল থেকে পুনর্মুদ্রণযোগ্য গ্রন্থসমূহের প্রকাশনার যাবতীয় দায়িত্ব একাডেমীর 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্পে'র অধীনে সম্পন্ন হয়ে আসছে।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর 'এ্যান্টি-ডুরিং- গ্রন্থের 'দর্শন' অংশ সরদার ফজলুল করিম 'এঙ্গেলস-এর এ্যান্টি-ডুরিং' নামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। বাংলায় অনূদিত এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত এই গ্রন্থ পাঠকসমাজে বেশ সমাদৃত হয়েছে। তাঁদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করা হলো।

এই গ্রন্থ আগের মতো পাঠকসমাজের চাহিদা পূরণ করবে এই আমাদের বিশ্বাস।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
মহাপরিচালক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় প্রকাশের মুখবন্ধ

প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলা একাডেমীর আমি যেমন একজন নগণ্য কর্মী তেমনি কয়েকখানি চিরায়ত সাহিত্যের যে ভাষ্য আমি বাংলাভাষার পাঠকবর্গের জন্য তৈরি করার চেষ্টা করেছি তার বেশ ক'খানি যে বাংলা একাডেমীর প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষ তার গুরুত্ব অনুধাবন করে একাধিকবার প্রকাশ করেছেন তার জন্য তাঁদের কাছে আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। এদের মধ্যে রয়েছে 'প্লেটোর সংলাপ', 'এ্যারিস্টটল-এর পলিটিকস'। আমার 'দর্শন কোষ'ও একখানি প্রয়োজনীয় জ্ঞানকোষ হিসেবে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

বেশ কয়েকবছর আগে মার্কসবাদী সাহিত্যের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ 'এঙ্গেলস-এর এ্যান্টি-ডুরিং'-এর দর্শনভাগটির বাংলা তৈরি করে দিলে সেখান ও তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন। আমি যা প্রত্যাশা করিনি, এই বাংলাদেশে, সে ঘটনাও আমার জীবনে সংঘটিত হতে দেখেছি। এঙ্গেলস-এর এ্যান্টি-ডুরিং'-এর বাংলা অনুবাদখানি রাজনীতিক পাঠক, চিন্তাবিদদের হাতে সমাদৃত হয়েছে। প্রকাশিত সে গ্রন্থের কপি এখন নিঃশেষিত। পরিচিত-অপরিচিত চিন্তাবিদ ও পাঠকবৃন্দের কাছ থেকে তার একটি পুনর্মুদ্রণের দাবি আমার কাছে তাঁরা সাক্ষাৎমাত্র উপস্থিত করেছেন। কিন্তু তাঁদের সে দাবি পূরণের ক্ষমতা ব্যক্তিগতভাবে যে আমার নেই, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একথা বাংলা একাডেমীর কর্মীবৃন্দ এবং একাডেমীর পূর্বতন মহাপরিচালক বন্ধুবর অধ্যাপক মনসুর মুসার কাছে উল্লেখ করাতে তাঁরা সাগ্রহে 'এঙ্গেলস-এর এ্যান্টি-ডুরিং' গ্রন্থখানা পুনঃপ্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমি পূর্বের ন্যায় সবল থাকলে গ্রন্থখানির ২য় সংস্করণটিকে সাধ্যমতো পরিমার্জিত করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু বর্তমান শারীরিক অবস্থায় তেমনটি যেমন করা সম্ভব নয়, তেমনি সুস্থতার আশায় কালক্ষেপণ করাও উচিত নয়।

তবে একটি আনন্দ এবং ভরসার কথা এই যে 'এঙ্গেলস-এর এ্যান্টি-ডুরিং' প্রকাশিত হবার পর থেকে সহৃদয় সাহিত্যিক এবং পাঠকবৃন্দের কাছ থেকে প্রশংসাবাচক অভিনন্দন ব্যতীত গুরুতর কোনো ভুল বা ত্রুটির উল্লেখ পাই নি। সে কারণে ১ম সংস্করণটিকে ব্যক্তিগতভাবে পুনরায় পাঠ করে বাংলা একাডেমীকে তার একটি কপি যথাশীঘ্র পুনঃপ্রকাশের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। পাঠকবৃন্দ আমার সমুদয় অবস্থাকে অকৃত্রিম সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন, এই ভরসা নিয়ে শেষ করছি। সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সরদার ফজলুল করিম
জুলাই ১৯৯৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর এ্যান্টি-ডুরিং মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার অন্যতম চিরায়ত গ্রন্থ। এ গ্রন্থের মধ্যে এঙ্গেলস মার্কসীয় তত্ত্বের দর্শন, অর্থনীতি এবং সমাজতন্ত্র : এই তিনটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা উপস্থিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে আলোচিত তিনটি ভাগেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশও ঘটেছে। বর্তমান অনুবাদটি হচ্ছে এ্যান্টি-ডুরিং-এর প্রথম ভাগ তথা 'দর্শন'-এর অনুবাদ। এ অনুবাদের প্রধান ভিত্তি মস্কো থেকে প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ। বাংলাদেশে এঙ্গেলস-এর এ্যান্টি-ডুরিং-এর কোনো অংশের অনুবাদ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয় নি। বর্তমান অনুবাদের আগ্রহ এসেছে প্রীতিভাজন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ বদরুদ্দীন উমরের কাছ থেকে। তাঁরই নিরন্তর তাগিদে এই অনুবাদ কর্মটি আমাকে শুরু করতে হয় প্রায় চার বছর পূর্বে। তাঁর 'সংস্কৃতি' সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে এটি প্রকাশিত হয়। ইংরেজি ভাষাতেও এঙ্গেলস-এর রচনার যে প্রাঞ্জলতার পরিচয় পাওয়া যায় তার যেমন তুলনা হয় না, তেমনি তাকে ভাষান্তরিত করাও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রথমে যতটা সহজ মনে হয়েছিল ক্রমান্বয়ে উপলব্ধি করেছি, ব্যাপারটি তা নয়। কাজটি যথার্থই দুরূহ। প্রায়ই মনে হয়েছে কাজটি ছেড়ে দিই। কিন্তু যেমন বদরুদ্দীন উমর, তেমনি 'সংস্কৃতি'র আগ্রহী পাঠকবৃন্দের উৎসাহ প্রদান এবং তাগিদের ফলে কাজটি পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়নি।

এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু আমাদের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনেরই বিষয়বস্তু : তার সমস্যা ও জিজ্ঞাসা। এঙ্গেলস-এর আলোচনা তাঁর সমকালীন এক জার্মান লেখক ইউজেন ডুরিং-এর ভ্রান্ত বক্তব্যাদির বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা প্রসঙ্গে রচিত হয়েছে। উনিশ শতকের ইউরোপের শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং মার্কসীয় চিন্তার জগৎ এ আলোচনার পটভূমি। সে পটভূমি পাঠক হিসাবে আমাদের অনেকের নিকট কিছুটা অপরিচিত হলেও, এই আলোচনা প্রসঙ্গে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এঙ্গেলস-এর উপস্থাপিত তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্বসমূহের অনুধাবন করতে আমাদের কষ্ট হয় না। এবং আমাদের চিন্তার বিকাশের জন্য এ্যান্টি-ডুরিং-এর মূল বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। প্রয়োজনের সেই বোধ থেকেই কাজটি সম্পাদিত হয়েছে।

অনুবাদের কোনো বাক্যের, কোনো বিষয়ের যথার্থতা সম্পর্কে সুহৃদ পাঠকবর্গের কোনো জিজ্ঞাসা কিংবা মন্তব্য থাকলে তা অনুবাদককে জানালে অনুবাদক পাঠকবর্গের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব মনজুরে মওলা ব্যক্তিগতভাবে অনুবাদটি প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং গ্রন্থখানিকে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, এজন্য আমি ঐকান্তিকভাবে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থের প্রকাশনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, বাংলা একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক বিভাগের জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম এবং তাঁর সহকর্মীগণ : জনাব ফজলুল হক সরকার, জনাব মোশাররফ হোসেন এবং প্রেসের ব্যবস্থাপক জনাব ওবায়দুল ইসলাম এবং জনাব আফজল হোসেন : এঁদের সকলের সযত্ন তত্ত্বাবধানের জন্যও আমি কৃতজ্ঞ।

সরদার ফজলুল করিম

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

অনুবাদকের ভূমিকা	১
ফ্রেডারিক এঙ্গেলস	১
'এ্যান্টি-ডুরিং'	৩
এ্যান্টি-ডুরিং-এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকা	৪
১. কয়েকটি কথা	৭
২. ডুরিং সাহেবের ওয়াদা	১৮
৩. দর্শন : অভিজ্ঞতাপূর্বত্ব	২৪
৪. বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব	৩১
৫. প্রাকৃতিক দর্শন : সময় এবং স্থান	৩৭
৬. প্রাকৃতিক দর্শন : মহাজগৎ দর্শন, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র	৪৭
৭. প্রাকৃতিক দর্শন : জৈব জগৎ	৫৬
৮. প্রাকৃতিক দর্শন : জৈব জগৎ (সমাপ্ত)	৬৬
৯. নৈতিকতা এবং আইন : শাশ্বত সত্যসমূহ	৭৪
১০. নৈতিকতা এবং আইন : সমতা	৮৫
১১. নীতি এবং আইন : স্বাধীনতা এবং অনিবার্যতা	৯৭
১২. দ্বান্দ্বিকতা : পরিমাণ এবং গুণ	১০৯
১৩. দ্বান্দ্বিকতা : নাস্তির নাস্তি : নেগেশন অব নেগেশন	১২০
১৪. উপসংহার	১৩৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদকের ভূমিকা

পশ্চিম বাংলায় একটি ব্যতীত কোথাও এ পর্যন্ত ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর 'এ্যান্টি-ডুরিং' গ্রন্থের বাংলা রূপান্তর হয় নি। মৌলিক মার্কসবাদী গ্রন্থ সমূহের মধ্যে এঙ্গেলস-এর এই গ্রন্থ কেবল যে অন্যতম প্রধান গ্রন্থ, তাই নয়। মার্কসবাদী বিশ্বদর্শনের এমন প্রাঞ্জল উপস্থাপনার দৃষ্টান্তও বিরল। মার্কসবাদী সমাজদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কার্লমার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। মানুষের জ্ঞান সাধনার ইতিহাসে দুই সুহৃদ এবং সহকর্মীর এমন সৌহার্দ্যও অনন্য। মার্কসবাদের জীবনে কার্লমার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বস্তুত দুটি পৃথক নাম নয়; একটি পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা এবং সমাজ পরিবর্তন প্রচেষ্টার স্মারক একটি নাম। এঙ্গেলস-এর এ্যান্টি-ডুরিং পৃথিবীর সকল প্রধান ভাষাতেই রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলাতে এর সম্ভব মতো পরিচয় দান সমাজ বিকাশের ও পরিবর্তনের আন্দোলনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এ্যান্টি-ডুরিং-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, এ গ্রন্থ কেবল সাধারণভাবে কোনো মতাদর্শ পেশের গ্রন্থ নয়। এ গ্রন্থ একটি প্রতিবাদী গ্রন্থ। পরিহাস, ব্যঙ্গ এবং বিশ্লেষণ সহকারে হের ডুরিং-এর মার্কসবাদ এবং সমাজের মার্কসবাদী ব্যাখ্যাকে বিকৃত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী গ্রন্থ। 'এ্যান্টি-ডুরিং' নামটির অর্থ 'ডুরিং বিরোধী'। এই নামেই গ্রন্থখানি পৃথিবীব্যাপী পরিচিত। কিন্তু এর মূল শিরোনাম ছিল : 'হের ইউজেন ডুরিংস রিভোলিউশন ইন সায়েন্স' —বা 'হের অর্থাৎ মিষ্টার ডুরিং কৃত বিজ্ঞানের বিপ্লব'। একদিক দিয়ে এ গ্রন্থখানি মার্কসবাদের মূল দর্শন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি অপরদিকে হের ডুরিং-এর রচনার বিস্তারিত উধৃতি এবং বিশ্লেষণে এ গ্রন্থ ঊনবিংশ শতকের শেষভাগের জার্মানির চিন্তাজগতের ধারা, প্রতি ধারার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। এ কারণে এই সময়ের ইউরোপ এবং জার্মানিতে ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক সামাজিক সংগ্রাম, আন্দোলন এবং চিন্তার ধারা উপধারা-বিছিন্নভাবে এ্যান্টি-ডুরিং অনুধাবন করা সহজ নয়।

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫ খ্রিঃ)*

আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদী আন্দোলন এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কার্লমার্কস-এর সঙ্গে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর নাম যুক্তভাবে উচ্চারিত হয়। চিন্তা, আদর্শ এবং সংগ্রামী আন্দোলনের ইতিহাসে যৌথ প্রয়াস এবং অবিচ্ছিন্ন সাথীত্বের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। জার্মানিতে জন্ম হলেও এঙ্গেলস তাঁর সংগ্রামী জীবনের অধিকাংশকাল ইংল্যান্ডে অতিবাহিত করেন। ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের পারিবারিক একটি শিল্পের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন ব্যাপদেশে তিনি ইংল্যান্ড আগমন করেন এবং কার্লমার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)-এর সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকে তাঁর আমরণ সংগ্রামী সাথীতে পরিণত হন। কার্লামার্কস

---

* দর্শন কোষ : সরদার ফজলুল করিম, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপ্লবী চিন্তা এবং আন্দোলনের জন্য জার্মানির তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক সরকার কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়ে ইংল্যান্ডে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই এঙ্গেলস চিন্তাধারায় বস্তুবাদী এবং সংগ্রামী অগ্রসর মানুষের পক্ষভুক্ত ছিলেন। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি জার্মান দার্শনিক শেলিং-এর ভাববাদী দর্শনকে সমালোচনা করে একখানি বই লিখেন। ১৮৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দ জার্মানিতে সামন্তবাদের বিরুদ্ধে কৃষক ও শিল্পের শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলনের কাল ছিল। এই বিপ্লবী আন্দোলনের পরাজয়ের পরে তিনি দেশ ত্যাগ করে ইংল্যাণ্ড গমন করেন। ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকাশে ইংল্যাণ্ড তখন শীর্ষস্থানে। ইংল্যান্ডের শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বাস্তব জীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা এঙ্গেলসকে ধনতন্ত্রবাদের মৌলিক বিরোধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহরূপে প্রত্যয়ী করে তোলে। এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এঙ্গেলস 'ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা' নামে তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে মার্কস-এর সঙ্গে যুক্তভাবে তিনি 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' রচনা করেন। 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' ছিল তখনকার সাম্যবাদী দলগুলির ঘোষণাপত্র। 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' তখন থেকে কেবল বিপ্লবী দলের ঘোষণাপত্র নয়, মার্কসবাদী তত্ত্বের স্পষ্টতম এবং অতুলনীয় ঘোষণা-সার হিসাবে পৃথিবীময় পরিচিত হয়ে আসছে। এঙ্গেলস-এর আর্থিক আনুকূল্য ব্যতীত মার্কস-এর পক্ষে ইংল্যান্ডে জীবন ধারণ করা এবং তাঁর সামাজবাদী গবেষণা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ত। পুঁজিবাদী সমাজের বিশ্লেষণ ও সমালোচনার গ্রন্থরাজি হিসাবে মার্কস-এর 'পুঁজি' বা 'ক্যাপিটাল' সুবিখ্যাত। এ গ্রন্থ সমূহের রচনাতে মার্কস এঙ্গেলস-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং বাস্তব সাহায্য লাভ করেন। মার্কস-এর মৃত্যুর পরে তাঁর ;'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদনার কাজ এঙ্গেলস সমাধা করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা, 'এ্যান্টি-ডুরিং', 'লুডউইগ ফয়েরবাক', 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' — প্রভৃতি গ্রন্থ এঙ্গেলস-এর মনীষার উদাহরণ। তাঁর অনবদ্য আকর্ষণীয় রচনারীতি মার্কসবাদের সামাজিক বিশ্লেষণ ও দার্শনিক অভিমত সমূহকে জনপ্রিয় করে তুলতে বিরাট ভাবে সাহায্য করেছে। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক গ্রন্থেই তিনি মার্কসবাদের প্রতিপক্ষীয়দের অভিমতকে খন্ডন করে ব্যাখ্যার মাধ্যমে মার্কসবাদের তত্ত্বে আপন মনীষার সংযোজন ঘটিয়েছে। দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি প্রচলিত ধারণাকে সমালোচনা করে দেখান যে, দর্শনকে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বা এরূপ অতি-বাস্তব উচ্ছ্বাস মূলক আখ্যাদান কৃত্রিম এবং অজ্ঞানতার পরিচায়ক। দর্শন কোনো রহস্যালয় নয়। দর্শনের ভূমিকা হবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাকে সংযুক্ত করে জানার কৌশল উদ্ভাবনে মানুষকে সাহায্য করা, কোনো অতি-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার নয়। তাঁর সমস্ত গ্রন্থেই তিনি যে কোনো যুগ বা ব্যক্তির দর্শনের শ্রেণীচরিত্র প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। দ্বান্দিক বস্তুবাদকে ব্যাখ্যা করে এঙ্গেলস দেখিয়েছেন যে স্থূল বস্তুবাদ বা ইতঃপূর্বকার যান্ত্রিক বস্তুবাদের সাথে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পার্থক্য আছে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মনকে যেমন বস্তুর অতিরিক্ত স্বাধীন কোনো সত্তা বলে স্বীকার করে না, মনকে বস্তুর জটিল বিকাশের বিশেষ পর্যায় বলে বিবেচনা করে, তেমনি মনকে সে অস্বীকারও করে না। বস্তুর সঙ্গে মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ককে সে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করে। সমাজের বিকাশে মানুষের জীবিকার ভূমিকা প্রধান ; কিন্তু ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকাকেও মার্কসবাদ নস্যাৎ করে না। জীবিকা যেমন ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি আবার ব্যক্তিই তার মস্তিষ্ক ও মনের চিন্তাভাবনা দ্বারা সেই বাস্তব জীবিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থা পরিবর্তন করার ক্ষমতা বহন করে। এঙ্গেলস-এর রচনাবলীতে বস্তু এবং গতি, সময় ও স্থানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক, অজ্ঞেয়বাদের অসারতা, বস্তুর উপাদানের জটিল গঠন এবং তার অনুন্মোচিত অসীমতা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এবং এ সব বিষয়ে তাঁর সুস্পষ্ট মার্কসবাদী অবদানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

'এ্যান্টি-ডুরিং'

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর একখানি গ্রন্থের প্রচলিত নাম হচ্ছে 'এ্যান্টি-ডুরিং'। আসলে এঙ্গেলস-এর গ্রন্থখানির মূল নাম হচ্ছে : হার ইউজেন ডুরিংস রিভোল্যুশন ইন সায়েন্স' বা 'হার ইউজেন ডুরিংকৃত বিজ্ঞানে বিপ্লব'। নামটির মধ্যে একটি ব্যঙ্গাত্মক সুর আছে। কারণ ডুরিং নামক সমকালীন এক লেখক মার্কসবাদের ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। তাঁর সেই ভুল ব্যাখ্যার সমালোচনা হিসাবে এঙ্গেলস ১৮৭৬ সালে ধারাবাহিক প্রবন্ধ শুরু করেন। এই সমস্ত সমালোচনামূলক প্রবন্ধের সঙ্কলন উল্লেখিত নামে ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়। 'এ্যান্টি-ডুরিং'-এর মধ্যে এঙ্গেলস মার্কসবাদের তিনটি মূল দিকের ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন : ১. দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ; ২. রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতি ; ৩. বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের তত্ত্ব। গ্রন্থের তিনটি ভাগে এই মূল বিষয়গুলির আলোচনা করা হয়। প্রথম ভাগে এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ব্যাখ্যা পেশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দর্শনের মূল প্রশ্ন কি, বস্তু জগতের মূল বিধান, জ্ঞানের সমস্যা, স্থান-কালের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং বস্তুর গতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনায় এঙ্গেলস বিবর্তনের ডায়ালেকটিক তত্ত্ব, বিকাশে জৈবকোষের ভূমিকা ; কান্টের বিশ্বতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের উপরও তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। এই অংশে এঙ্গেলস সামাজিক নীতি, সাম্য এবং ব্যক্তির কার্যের স্বাধীনতা এবং অনিবার্যতার প্রশ্নও আলোচনা করেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে এঙ্গেলস রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণকালে ডুরিং-এর তত্ত্বের সমালোচনা করেন। দ্রব্যমূল্য, উদ্বৃত্তমূল্য, পুঁজি, জমির খাজনা প্রভৃতি আর্থনীতিক প্রশ্নে মার্কসবাদের তত্ত্বগুলি এঙ্গেলস ব্যাখ্যা করেন। সমাজের বিকাশের মূল নিয়ামক কে? ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রীয় শক্তি? না মানুষের আর্থনীতিক সম্পর্ক? এই প্রশ্নে শক্তির তত্ত্বকে নাকচ করে আর্থনীতিক সম্পর্কের নিয়ামক ভূমিকার কথা এঙ্গেলস ব্যাখ্যা করেন এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং আর্থনীতিক শ্রেণীর উদ্ভব এবং বিকাশকে প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেন। গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করেন এবং কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য নির্দিষ্ট করে দেন। সমাজতন্ত্রে এবং সাম্যবাদে দ্রব্যের উৎপাদন এবং বন্টন কি রূপ গ্রহণ করবে, পরিবারের কি রূপান্তর ঘটা সম্ভব, শিক্ষাব্যবস্থা কিভাবে পুনর্গঠিত হবে, শহর ও গ্রামের মধ্যকার বিরোধ কিভাবে বিলুপ্ত হবে, দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের পার্থক্য কিভাবে নির্ধারিত হবে — সমাজতান্ত্রিক সমাজের ইত্যাকার সমস্যারও এঙ্গেলস আলোচনা করেন এবং তা সমাধানের সূত্র ব্যাখ্যা করেন। বস্তুত 'এ্যান্টি-ডুরিং' মার্কসবাদের একখানি মৌলিক গ্রন্থ। মার্কসবাদের মূল প্রশ্নসমূহের প্রাঞ্জল আলোচনা গ্রন্থখানিকে জনপ্রিয় চিরায়ত সৃষ্টিতে পরিণত করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এ্যান্টি-ডুরিং'-এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

যে রচনাটি আমরা এই সঙ্গে প্রকাশ করছি তা আমার কোনো 'অন্তর্বেগের' ব্যাপার নয়। বরঞ্চ বিষয়টি এর বিপরীত।

তিন বছর আগের কথা। তিন বছর আগে হের ডুরিং যখন আচম্বিতে নিজেকে শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ এবং সমাজতন্ত্রের এক সংস্কারক হিসাবে জনসমক্ষে পেশ করলেন তখন জার্মানি থেকে সুহৃদগণ আমাকে বারংবার বলতে লাগলেন, আমি যেন সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টির তৎকালীন কেন্দ্রীয় মুখপত্র 'ভোকসট্যাট'-এ হের ডুরিং-এর এই নব সমাজবাদীতত্ত্বের একটি সমালোচনা পেশ করি। সোশ্যাল ডিমোক্রটিক পার্টির তখন শৈশবকাল। তায় পার্টি সম্প্রতি সংগঠনের মধ্যে একটা ঐক্য অর্জন করেছে। এ সময়ে পার্টির মধ্যে সংকীর্ণ দলগত বিভেদ এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার যেন কোনো উপলক্ষ্য উদ্ভূত হতে না পারে তার জন্য এ কাজকে তাঁরা একেবারেই অত্যাবশ্যক বলে মনে করেছিলেন। জার্মানির অবস্থা আমার চেয়ে তাঁরাই অধিকতর উত্তমরূপে জানতেন। কাজেই কর্তব্যবোধ থেকেই তাঁদের অভিমত গ্রহণ করা ছিল আমার জন্য অপরিহার্য। তাছাড়া এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে, সমাজতান্ত্রিক সংবাদপত্র মহলের একটা অংশ এই নতুন বিশ্বাসীকে তাঁর সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে বিশেষ অনুরাগের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু নব-বিশ্বাসীর দৃশ্য সদিচ্ছার গ্রহণে সীমাবদ্ধ ছিল না। নবাগতের সদিচ্ছার সঙ্গে তাঁর নবতত্ত্ব এবং অদৃশ্য আরো কিছুকে তাঁদের গ্রহণ করতে হলো। শ্রমিকদের মধ্যে এই তত্ত্বকে জনপ্রিয় করে প্রচার করার লোকেরও অভাব দেখা গেল না। এবং পরিশেষে দ্রুত দেখা গেল যে, হের ডুরিং এবং তার ক্ষুদ্র উপদলটি প্রচারের সকল মাধ্যম এবং কূটকৌশলকে ব্যবহার করে 'ভোকসট্যাট'কে এই বিরাট শক্তিধর হিসাবে আবির্ভূত তত্ত্ব সম্পর্কে নির্দিষ্ট একটা ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য করার উপক্রম করল।

তথাপি অন্যান্য কাজকে বাদ দিয়ে এই বিস্বাদ আপেলটাতে দাঁত লাগাব বলে মনস্থির করতে আমার একটা বছর লেগে গেল। এ এমন ধরনের আপেল যার গায়ে একবার দাঁত বসালে তাকে পুরো ভক্ষণ করা ব্যতীত কারুর উপায় থাকে না। ব্যাপারটা কষ্টকর। কারণ এটা কেবল যে বিস্বাদ, তাই নয়। আকারে এটা বিরাটও বটে। এই নব বিশ্বাসী তাঁর নব সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বকে একটা নতুন দার্শনিক ব্যবস্থার বাস্তব পরিণাম ফল হিসাবে পেশ করেছেন। এ কারণে এ তত্ত্বকে এই দার্শনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত করে বিচার করা আবশ্যক হলো। এবং এ কাজ করতে গিয়ে এই দর্শনটিকেই বিশ্লেষণ করা ব্যতীত উপায় রইল না। হের ডুরিং-এর দর্শন বিরাট দর্শন। সূর্যের নিচে অবস্থিত পৃথিবীর কোনো কিছুই তিনি বাদ রাখেন নি। কাজেই তাঁকে অনুসরণ করে আমাকে প্রবেশ করতে হলো তাঁর সেই বিরাট রাজ্যে। 'ভোকসট্যাট'-এর উত্তরসূরি হিসাবে 'ভরওয়ারটস'-এ ১৮৭৭-এর গোড়া থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার যে প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তার মূলে ছিল এই ঘটনা। সেই প্রবন্ধগুলিকেই বর্তমানে সংকলিত আকারে পেশ করা হলো।

কাজেই আমার কাজটার ধরণই এমন ছিল যাতে আমাকে হের ডুরিং-এর মূলকে অনেকখানি অতিক্রম করে যেতে হয়েছে; আলোচনার এমন দৈর্ঘ্যের আর দু'টি কৈফিয়ৎ আছে। প্রথমত এই আলোচনাতে আমাকে যে বিচিত্র বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে হয়েছে তাতে আমার একটি সুযোগ ঘটেছে, যে সব প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক সত্য এবং বাস্তব জীবনের প্রয়োজনের দিক থেকে আমাদের আলোড়িত করছে তার উপর আমার অভিমতসমূহকে নির্দিষ্টভাবে উপস্থিত করার। প্রত্যেকটি অধ্যায়তেই এটি করা হয়েছে এবং যদিও আমার এ রচনার উদ্দেশ্য হের ডুরিং-এর বিশ্বদর্শনের বিপরীতে আর একটি বিশ্বদর্শন উপস্থিত করা আদৌ নয়, তবু আশা করি যে সমস্ত মতামত আমি পেশ করেছি পাঠক তাদের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্রকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। আমার কাজটি যে একেবারে নিস্ফল হয়নি তার কিছু পরিচয় আমি ইতোমধ্যেই লাভ করেছি।

অপরদিকে সমসাময়িক জার্মানিতে 'বিশ্বদর্শন স্রষ্টা' হের ডুরিং কোনো বিচ্ছিন্ন একক ব্যাপার নন। কিছুকাল যাবৎ আমরা দেখছি জার্মানিতে মহাজগৎ দর্শন, প্রকৃতি দর্শন, রাজনীতি দর্শন, অর্থনীতি দর্শন—ইত্যাকার নামে ডজনকে ডজন ব্যবস্থা রাতারাতি জঞ্জালের মধ্যে ছত্রাকের ন্যায় জন্ম লাভ করছে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, দর্শনের একেবারে নগণ্য ডিগ্রিধারী থেকে ছাত্র পর্যন্ত কেউই এক একটা 'বিশ্বদর্শন'-এর চেয়ে কম কিছুতে তৃপ্ত নয়। এ ঠিক আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের সমঅধিকারের ন্যায়। নাগরিকমাত্র মনে করে, রাষ্ট্রের যত বিষয়ে তার ভোটদানের অধিকার আছে তত বিষয়ের শেষ বিচারেরও তার ক্ষমতা আছে। কিংবা অর্থনীতিতে ক্রেতার বোধের ন্যায়। ক্রেতা মনে করে, যত দ্রব্যাদি সে নিজের অস্তিত্বের জন্য ক্রয় করে তার প্রত্যেকটিতে সে একজন বিশেষজ্ঞ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই মনোভাবই বিরাজ করছে। স্বাধীনতা বলতে মনে করা হচ্ছে, যে বিষয় যে পাঠ করেনি সে বিষয়েই তার লেখার অধিকার আছে এবং সে যা লিখছে সেটাই একমাত্র সঠিক বৈজ্ঞানিক সত্য। আজকের জার্মানির সর্বক্ষেত্রে যে বাহাদুরী-সর্বস্ব নিম-বিজ্ঞানের দৌরাত্ম্য চলছে তার উত্তম দৃষ্টান্ত হের ডুরিং। এ চরিত্র সব কিছুকে তার অর্থহীন শব্দের আড়ম্বরে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাব্য, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাসতত্ত্ব — সর্বত্রই অর্থহীন শব্দের হুঙ্কার। শ্রেণীকক্ষের বক্তৃতাতে কিংবা রাজনীতির মঞ্চে — সবখানেই অর্থহীন শব্দ। অর্থহীন শব্দের এই তত্ত্বসমূহ প্রত্যেকে নিজের জন্য অপর সকল জাতির সাধারণ অর্থহীনতার তুলনায় গভীরতায় অত্যুৎকর্ষের দাবি করে। জার্মান বুদ্ধিশিল্পের ব্যাপক উৎপাদনের সব চেয়ে বিশিষ্ট পণ্য হচ্ছে এই অর্থহীন শব্দের তত্ত্ব। এ পণ্য দামে অবশ্যই সস্তা, কিন্তু মানে খাটো। আর সকল জার্মান পণ্যের মতোই এর চরিত্র। দুঃখের বিষয় ফিলাডেলফিয়ার শিল্প প্রদর্শনীতে জার্মানির উৎপাদিত অপর সকল পণ্য প্রদর্শিত হলেও তার বুদ্ধিশিল্পের এই দ্রব্যটি প্রদর্শিত হয়নি।* হের ডুরিং-এর এই মহৎ দৃষ্টান্তের পরে জার্মান সমাজতন্ত্রেও সম্প্রতি এই অর্থহীন তত্ত্বের ঢেউ লেগেছে এবং এর ফলশ্রুতিতে এমন সব চরিত্রের উদ্ভব ঘটেছে যারা

---

* ১৮৭৬ সালে ফিলাডেলফিয়াতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকীতে ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা অনুষ্ঠিত হয়। জার্মানি উক্ত শিল্প মেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল। — অনুবাদক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞানের একটি কথাকেও না জেনে নিজেদের 'বৈজ্ঞানিক' বলে দাবি করতে আদৌ কুণ্ঠিত হচ্ছে না। এটাকে আমরা বলতে পারি এক বালসুলভ রোগ বিশষ। এ রোগ সোশ্যাল ডিমোক্রাসির সঙ্গে জার্মান তরুণদের সদ্যপরিচয়ের লক্ষণ যেমন, তেমনি তা থেকে এ অবিচ্ছেদ্যও বটে। জার্মান শ্রমিক শ্রেণী তাদের উল্লেখযোগ্য সুস্থ চরিত্র দ্বারা নিঃসন্দেহে এ রোগকে যে পরাভূত করতে সক্ষম হবেন, সে বিশ্বাস আমার আছে।।

হের ডুরিংকে অনুসরণ করে আমাকে যে এমন রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়েছে যে-রাজ্যে আমি নিজেকে শিক্ষানবিশের অধিক বলে দাবি করতে পারিনে, সে অপরাধ আমার নয়। এসব ক্ষেত্রে আমি আমার প্রতিপক্ষের ভিত্তিহীন কিংবা বিকৃত দাবির বিপরীতে সঠিক এবং তর্কাতীত তথ্যকে উপস্থিত করার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছি। আইনতত্ত্ব এবং কয়েকটি বিষয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমনটি আমাকে করতে হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তত্ত্বগত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ব্যাপারে কিছু সাধারণ অভিমত ব্যক্ত করেছি। এমন ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যারা অধিগত তাদেরও নিজেদের ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে পাশ্ববর্তী এলাকাতে পদচারণা করতে হয়। আর এমন পদচারণায় কোনো বিশেষজ্ঞই আমাদের মতো অপর দশজনার ন্যায় শিক্ষানবিশ ব্যতীত অধিক কিছু দাবি করতে পারেন না। হের ভারচাও এই অভিমতটিই প্রকাশ করেছেন। তাই এসব ক্ষেত্রে আমার প্রকাশে যদি কিছু বেঠিকতা বা অপরিচ্ছন্নতা ঘটে থাকে তবে তাকে আমি ক্ষমার্হ বলে মনে করব।

আমার এই মুখবন্ধটি সমাপ্ত করার মুহূর্তে আমি জনৈক প্রকাশকের একটি বিজ্ঞাপন দেখতে পেলাম। তাতে 'যৌক্তিক পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রের নতুন মৌলিক বিধানাবলী' শিরোনামে হের ডুরিং-এর একটি নতুন 'প্রামাণ্য' গ্রন্থের প্রকাশনার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রে আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস আমি আমার ডুরিং সাহেবকে জানি এবং তাঁর এই নবসৃষ্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ব্যতিরেকেই আমি আগাম এ কথা বলতে পারি, এই সৃষ্টিতে ঘোষিত পদার্থ এবং রসায়নের নব বিধানগুলি তাদের সামান্যতা এবং বেঠিকতা অর্থনীতি আর বিশ্ব ব্যবস্থা প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে হের ডুরিং-আবিষ্কৃত অপর বিধানাবলীর একই কাতারভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখবে। আমার বর্তমান গ্রন্থে হের ডুরিং-এর ইতঃপূর্বকার আবিষ্কারগলিরই আলোচনা করা হয়েছে। আর একটি কথাও বলা যায়। হের ডুরিং 'রিগোমিটার' নামে একটি মাপ-যন্ত্র তৈরি করেছেন একেবারে নিম্ন তাপকে পরিমাপের জন্য। এ মাপ-যন্ত্রটি নিরর্থক নয়। এ মাপ-যন্ত্র উচ্চ এবং নিম্ন তাপ পরিমাপে সক্ষম না হোক, এ যে হের ডুরিং-এর নিজের অজ্ঞ ঔদ্ধত্যের পরিমাপক হিসাবে কাজ করতে সক্ষম হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।।

লন্ডন : ১১ জুন, ১৮৭৮ ফ্রেডারিকএঙ্গেলস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

কয়েকটি কথা

আধুনিক সমাজতন্ত্র, তার বিষয়বস্তুর দিক থেকে একদিকে প্রধানত যেমন আধুনিক সমাজে মালিক এবং অ-মালিক, পুঁজিপতি এবং মজুরি শ্রমিক — এদের মধ্যকার শ্রেণীবিরোধের ফলশ্রুতি, তেমনি অপরদিকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিরাজমান নৈরাজ্যেরই সৃষ্টি। তত্ত্বগত প্রকাশের ক্ষেত্রে অবশ্য আধুনিক সমাজতন্ত্রের প্রথম উদ্ভব ঘটেছে অষ্টাদশ শতকে মুক্তবুদ্ধির প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিকদের চিন্তার অধিকতর উন্নত এবং সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা হিসেবে।* যে কোনো নতুন তত্ত্বের ন্যায় আধুনিক সমাজতন্ত্রকে অর্থনৈতিক তথ্যের গভীরে তার মূল থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত বুদ্ধিগত উপাত্তসমূহের সঙ্গেই তার প্রাথমিক যোগ স্থাপন করতে হয়েছে।

ফরাসি দেশে যে মহৎ ব্যক্তিরা আসন্ন বিপ্লবের জন্য মানুষের মনকে তৈরি করছিলেন তাঁরা নিজেরা তার মাধ্যমে এক বিরাট বিপ্লবী চরিত্রেরই প্রকাশ ঘটাচ্ছিলেন। চিন্তার ক্ষেত্রে কোনো বৈরী কর্তৃত্বকেই তাঁরা স্বীকার করেন নি। ধর্ম, প্রকৃতি বা সমাজ কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা — সব কিছুকেই তাঁরা আপোষহীন সমালোচনার তুলাদন্ডে বিচার করেছেন। সব কিছুর উদ্দেশ্যেই তাঁদের বক্তব্য ছিল : যুক্তির অমোঘ মানদন্ডে হয় তুমি নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ কর, নয়ত মৃত্যুকে স্বীকার কর। সেদিন যে-কোনো কিছুরই বিচারের মানদন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল যুক্তিবাদী প্রজ্ঞা। হেগেল যেমন বলেছেন, সময়টা ছিল এমন যখন পৃথিবীটাকে যেন তার মাথার উপর স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে।** এ কথার একটা

---

* ভূমিকার প্রাথমিক খসড়াতে এই বক্তব্যটির উপস্থাপনা ছিল এরূপ : "যদিও আধুনিক সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে সমাজে মালিক এবং অ-মালিক এবং শ্রমিক ও শোষকদের মধ্যকার বিরাজিত শ্রেণীবিরোধের অনুধাবন থেকে কিন্তু এর প্রথম তত্ত্বগত প্রকাশ ঘটেছে মরেলী, ম্যাবলীসহ অষ্টাদশ শতকের ফরাসি দেশের প্রখ্যাত মুক্তবুদ্ধিদার্শনিকদের চিন্তারই অধিকতর সঙ্গত এবং উন্নত ব্যাখ্যা হিসেবে।" — পিকিং থেকে প্রকাশিত 'এ্যান্টি-ডুরিং'-এর ১৯৭৬ সনের সংস্করণের সম্পাদকের নোট।

** হেগেলের উল্লেখের পরে এঙ্গেলস নিচের নোটটি পাদটিকাতে রেখেছিলেন "ফরাসি বিপ্লবের উপর হেগেলের অনুচ্ছেদটি আমি তুলে দিচ্ছি : "চিন্তা, অধিকারের বোধ—সব যেন আচম্বিতে মাথা তুলে দাঁড়াল। উচ্চশির-এদের বিরুদ্ধে পুরাতনের কাঠামো আর টিকতে পারলনা। এবং অধিকারের এই বোধের ভিত্তিতে এবার একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা হলো। এখন থেকে সব কিছুরই ভিত্তি হতে হবে এই শাসনতন্ত্রকে। এই মহাবিশ্বে সূর্যের আবির্ভাবের দিন থেকে এবং সেই সূর্যকে প্রদক্ষিণকারী গ্রহগুলির জন্ম থেকে এমন দৃশ্য আর কোনদিন দেখা যায়নি। মস্তিস্ক তথা চিন্তার উপর মানুষের এই দন্ডায়মান অবস্থা। এর প্রতিচ্ছবিতেই এবার সত্যের সৃষ্টি হলো। এ্যানাকসাগোরসই প্রথম ব্যক্তি যিনি বলেছিলেন, নাউস বা প্রজ্ঞাই পৃথিবীর নিয়ামক। কিন্তু ইতিহাসে এই প্রথম আমরা দেখলাম, মানুষ উপলব্ধি করছে, ভাবই মানস জগতের শাসক। এ এক মহৎ সূর্যোদয়। এ এক নতুন যুগের সূচনা। সকল চিন্তাশীল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থ এই যে, মানুষের সংঘবদ্ধতা, সমাজ বা তার যে কোনো কার্যের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল মানুষের মস্তিষ্কের বুদ্ধি দ্বারা আহরিত নীতিসমূহ। পরবর্তীকালে এই বৃহত্তর অর্থেও এ কথাটি সত্য ছিল যে, মস্তিষ্ক প্রসূত এই নীতিসমূহের বৈপরিত্যে যে বাস্তব বিরাজমান ছিল সে বাস্তবকে যেন উপর-নিচ করেই ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমাজ এবং রাষ্ট্রের পূর্বকার প্রকার এবং পুরাতন সকল সনাতন ধারণাকে অযৌক্তিক বলে আবর্জনার ঝুড়িতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। পৃথিবীটা এতকাল চলেছিল কেবল সংস্কার দ্বারা। পূর্বের সব কিছুরই প্রাপ্য ছিল কেবল করুণা এবং বিরাগ। দিনের সূর্য যেন এবারই প্রথম উদিত হলো। যেখানে পূর্বে কুসংস্কার, অন্যায়, সুবিধাভোগ এবং অত্যাচার সেখানে এবার প্রতিষ্ঠিত হবে শাশ্বত সত্য, চিরন্তন ন্যায় এবং প্রকৃতির বিধান এবং মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের ভিত্তিতে সাম্য।

আজ অবশ্য আমরা জানি, সেদিনকার যুক্তির এই রাজ্য বুর্জোয়া রাজত্বেরই ভাবগত প্রকাশের অধিক কিছু ছিল না। এবং তাই চিরন্তন ন্যায়ের বাস্তব পরিণতি ঘটেছিল বুর্জোয়া ন্যায়ের মধ্যে। সাম্যের ধ্বনি আইনের চোখে বুর্জোয়া সাম্যের অধিক কিছু আর হলো না। এবং মানুষের অধিকারের বেলা সম্পত্তির বুর্জোয়া অধিকারকেই মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অধিকার বলে ঘোষণা করা হলো। রুশোর 'সামাজিক চুক্তির' মধ্যে যুক্তির শাসন বা সরকার বলে যাকে অঙ্কিত করা হয়েছিল তার আবির্ভাব কেবল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যেই সম্ভব বলে রায় দেওয়া হলো। যুগের সীমারেখা কেউ অতিক্রম করতে পারে না। আর তাই যেমন তাঁদের পূর্বসূরিগণ পারেননি, তেমনি অষ্টাদশ শতকের মহান চিন্তাবিদদের পক্ষেও সম্ভব হলো না তাঁদের যুগের বন্ধনকে অতিক্রম করা।

কিন্তু এই যুগে একদিকে যেমন চলছিল সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী এবং 'বারঘার' বা বুর্জোয়াদের (বুর্জোয়ারা অবশ্য দাবি করত তারা সমাজের নিষ্পেষিত সকলেরই মুখপাত্র) মধ্যে বিরোধ, তেমনি সমাজের মধ্যে সাধারণ এবং সার্বিকভাবে চলছিল শোষক এবং শোষিতের মধ্যে, অলস বিত্তবান এবং শ্রমজীবী দরিদ্রের মধ্যে বিরোধ। এই সাধারণ অবস্থার কারণেই বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এই দাবি উত্থাপন করার যে, তারা কোনো বিশেষ শ্রেণীরই মাত্র প্রতিনিধি নয়, সমগ্র নির্যাতিত মানবতারই তারা প্রতিনিধি। কেবল এটাই নয়। এর চেয়েও অধিক। গোড়া থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আকীর্ণ হয়েছিল তার অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য দ্বারা। পুঁজিবাদীদের অস্তিত্ব সম্ভব ছিল না মজুরি শ্রমিক ব্যতীত। আর এ কারণে যে অনুপাতে মধ্যযুগের গিল্ডের 'বারঘার' বা মালিক আধুনিক পুঁজিপতি বা বুর্জোয়াতে পরিণত হতে লাগল সে অনুপাতেই গিল্ডের সহকারী এবং গিল্ডের বাইরের দিনমজুর সর্বহারাতে পরিণত হয়ে উঠল। এবং যদিও একথা মোটামুটি ভাবে সত্য যে,

---

ব্যক্তিই এই নতুন যুগের জয়ধ্বনিতে যুক্ত হয়েছেন। একটি মহৎ আবেগের ঢেউ জেগেছিল এই সময়টিতে। যুক্তির উৎসাহ সমগ্র পৃথিবীতে একটা শিহরণের সৃষ্টি করেছিল। মনে হচ্ছিল স্বর্গ-মর্তের ভেদাভেদ যেন তিরোহিত হয়ে গেছে, যেন স্বর্গ-মর্তের মিলন ঘটেছে।" [হেগেল : ইতিহাসের দর্শন] প্রয়াত দার্শনিক হেগেলের এ চিন্তা কি মারাত্মক নয়? আমার তো মনে হয়, সরকারের সমাজতন্ত্রবিরোধী যে আইন রয়েছে অধ্যাপক হেগেলের এমন রাষ্ট্রবিরোধী অভিমতের বিরুদ্ধে তার প্রয়োগের মোক্ষম মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের নিজেদের বিরোধে এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে সে যুগের বিভিন্ন প্রকার শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্বও বুর্জোয়াশ্রেণী করত, তথাপি প্রত্যেকটি বৃহৎ আকারের বুর্জোয়া আন্দোলনের সময়ে আধুনিক সর্বহারার পূর্বসূরি হিসাবে বিভিন্ন প্রকার নিঃস্বদেরও নিজস্ব সংগ্রামী বিস্ফোরণ সংঘটিত হতো। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা জার্মান সংস্কারবাদী আন্দোলন এবং কৃষক বিদ্রোহে টমাস মুনজারের ঘটনা, ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক বিপ্লবে 'লেভেলার' এবং ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে বাব্যফ-এর উল্লেখ করতে পারি।

সর্বহারা শ্রেণী তখনো অপরিণত। কিন্তু অপরিণত এই শ্রেণীর বিপ্লবাত্মক অভ্যুত্থানসমূহের বরাবর চিন্তাবিদদের মধ্যে এর তাত্ত্বিক প্রকাশও ঘটছিল। এই প্রকাশের দৃষ্টান্ত আমরা পাই ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে মানুষের সামাজিক অবস্থার কাল্পনিক বিবরণে এবং অষ্টাদশ শতকে সুস্পষ্ট সাম্যবাদী তত্ত্বসমূহে (মরেলী এবং ম্যাবলী)। সাম্যের দাবি এবার আর রাজনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রইল না। সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রেও ব্যক্তির সাম্যের দাবি সোচ্চার হয়ে উঠল। দাবি উঠল, কেবল শ্রেণী সুবিধার বিলোপ নয়, বিলোপ করতে হবে শ্রেণীগত বৈষম্যকেই। এ সময়ে এক ধরনের সাম্যবাদী চিন্তার সাক্ষাৎ আমরা পাই যাকে সন্ন্যাসবাদী সাম্যবাদ বলে আখ্যায়িত করা চলে। জীবনের সকল রকম আরাম আয়েশই এ তত্ত্বে নিষিদ্ধ। এর মূল হচ্ছে প্রাচীনকালের স্পারটা। এর পরে আগমন ঘটেছে প্রখ্যাত তিনজন ইউটোপিয়ান বা কল্পনাবাদীর। এঁদের একজন সেইন্ট সাইমন। সাইমন অবশ্য বুর্জোয়া সমাজকে একেবারে নাকচ করে দেননি। সর্বহারার পাশা-পাশি বুর্জোয়া শ্রেণীরও তিনি প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন। দ্বিতীয় জন ফোরিয়ার। তৃতীয় জন হচ্ছেন ওয়েন। ওয়েন তাঁর দেশে, পুঁজিবাদী উৎপাদন যেখানে সবচেয়ে বেশি বিকাশলাভ করেছিল এবং সে উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বিরোধেরও যেখানে প্রকাশ ঘটেছিল, তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং ফরাসি বস্তুবাদী দর্শনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে শ্রেণী বৈষম্য বিলোপের প্রস্তাব সুসংঘবদ্ধভাবেই তৈরি করেছিলেন।

এঁদের তিনজনের মধ্যে একটা বিষয়ের সাদৃশ্য রয়েছে। এঁদের কেউই কিন্তু সর্বহারার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছেন না। অথচ ইতিহাসের বিকাশে সর্বহারা শ্রেণীর ইতোমধ্যে মঞ্চে আগমন ঘটেছে। মুক্তবুদ্ধির দার্শনিকদের ন্যায় এঁরাও একচোটে সমগ্র মানবজাতিরই মুক্তি চাচ্ছেন, কোনো বিশেষ শ্রেণীর মুক্তি নয়। তাঁদের ন্যায় এই কাল্পনিক সমাজবাদীরাও পৃথিবীর বুকে মুক্তি আর শাশ্বত ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিন্তু এঁদের ধারণা, মুক্ত বুদ্ধির দার্শনিকদের দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া জগৎও অন্যায় এবং অযুক্তির জগৎ। এবং সামন্তবাদ কিংবা তার পূর্ববর্তীদের ন্যায় এ বর্জোয়া জগৎও বর্জনীয়। এবং বিশুদ্ধ যুক্তি এবং ন্যায় যদি এ পর্যন্ত পৃথিবীর নিয়ামক না হয়ে থাকে তার কারণ, যুক্তি এবং ন্যায়কে এ পর্যন্ত সঠিকভাবে উপলব্ধি করা হয়নি। এ জন্য যার প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে অলৌকিক বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি। সে ব্যক্তি এবার আবির্ভূত হয়েছেন এবং তিনি সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু তাঁর এ আগমন ইতিহাসের গতিপথে অনিবার্য বিকাশ হিসাবে ঘটেনি। তাঁর আগমন ঘটেছে একটি অলৌকিক ঘটনা হিসাবে, অপ্রত্যাশিত সুসমাচার হিসাবে। এ অলৌকিক বোদ্ধা পাঁচশত বছর পূর্বেও আসতে পারতেন। তিনি যদি তখন আসতেন, তাহলে মানুষের জীবনে এই ৫০০ বছরের ভ্রান্তি, সংঘাত আর দুর্ভোগের প্রয়োজন ঘটত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই দৃষ্টিভঙ্গী আমরা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানির ওয়েটলিংসহ, সকল সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে দেখতে পাই। এঁদের সকলের কাছেই সমাজতন্ত্র হচ্ছে কোনো চরম সত্য, যুক্তি এবং ন্যায়ের প্রকাশ। এবং এর শক্তি দ্বারা জগতকে জয় করার জন্য যা আবশ্যক তা হচ্ছে কেবলমাত্র এই সত্যের আবিষ্কার। আর চরম বা শাশ্বত সত্য যখন স্থান, কাল এবং মানুষের ইতিহাসের বিকাশ-নিরপেক্ষ, তখন কখন্ এবং কোথায় এর আবিষ্কার ঘটবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সে কেবলমাত্র আকস্মিকতারই ব্যাপার। আবার এই শাশ্বত সত্যের প্রবক্তাদের প্রত্যেকের কাছে সত্য, যুক্তি এবং ন্যায়-এর রূপও আলাদা। একের সঙ্গে অপর একমত নন। আর যেহেতু প্রত্যেকের চরম সত্য, যুক্তি এবং ন্যায় তার নিজের আত্মগত বোধ, তার অস্তিত্বের অবস্থা এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির বিশেষ বিশেষ পরিচর্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সে কারণে এঁদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে এঁরা যে একে অপরকে দলিত মথিত করে ফেলবেন তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। কাজেই এই অবস্থার ফলশ্রুতিতে একটা সমন্বয়বাদী এবং গড়পড়তা গোছের সমাজতন্ত্র ব্যতীত অপর কোনো কিছুর যে উদ্ভব ঘটতে পারেনা, তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। এবং বর্তমান অবধি এই ভাবধারাই ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের সমাজতান্ত্রিক কর্মীদের মনকে প্রভাবিত করে এসেছে। এ তত্ত্ব হচ্ছে সব রকম ধারণার পাঁচমিশালী। এর মধ্যে মানুষের ভবিষ্যৎ সমাজ সম্পর্কে নানা মুনীর নানা মতেরই প্রতিফলন ঘটেছে। অর্থনৈতিকভাবে নানা তত্ত্বের প্রবেশ ঘটেছে। এমন পাঁচমিশালীতে যে কোনো মতের যুক্তির ধার যত ক্ষয়ে যায়, আবর্তিত ক্রমাধিক পরিমাণে গোলাকার হয়ে আসা প্রস্তর খণ্ডের ন্যায়, তার পক্ষে ততই প্রবেশ করা সহজ হয়।

সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞান হাতে হলে তাকে একটা যথার্থ ভিত্তির উপর প্রথম স্থাপিত হতে হবে।

ইতোমধ্যে অষ্টাদশ শতকের ফরাসি দর্শনের পাশাপাশি একটি নতুন জার্মান দর্শনেরও প্রকাশ ঘটল। এই দর্শনের বিকাশ শেষ হয়েছে হেগেলে। এই জার্মান দর্শনের যেটা সবচেয়ে বড় গুণের দিক সে হচ্ছে, চিন্তার সর্বোচ্চ রূপ হিসাবে দ্বান্দ্বিকতার প্রতি নতুন করে এর স্বীকৃতি প্রদান। প্রাচীনকালের গ্রিক দার্শনিকদের সকলেই ছিলেন জন্মগতভাবে দ্বান্দ্বিক। আর এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বকোষিক প্রজ্ঞা ছিল যে এ্যারিসটটলের তিনি দ্বান্দ্বিক চিন্তার মূল রূপগুলির উপর তাঁর অনুসন্ধানের কার্য সমাপ্ত করেছিলেন। অপর দিকে আধুনিক দর্শনের মধ্যে দেকার্ত এবং স্পিনোজার ন্যায় দ্বান্দ্বিকতার দক্ষ প্রবক্তা থাকলেও এ দর্শন ইংল্যান্ডের প্রভাবে ক্রমাধিক পরিমাণেই তথাকথিত পরাদার্শনিক বা অধিবিদ্যক যুক্তি জালে নিজেকে আটকে ফেলেছিল। কেবল ইংরেজ দর্শন নয়। অষ্টাদশ শতকের ফরাসিগণ, বিশেষ করে তাদের দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে, এই পরাদর্শন দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। তবে সীমাবদ্ধ অর্থে দর্শনের বাইরে ফরাসিগণ দ্বান্দ্বিকতার ক্ষেত্রে উত্তম সৃষ্টিরও স্বাক্ষর রেখেছেন। এখানে এ প্রসঙ্গে দিদেরত-এর 'রামুস নেফ্যু' এবং রুশোর 'মানব জাতিতে অসাম্যের উদ্ভব' শীর্ষক গ্রন্থ সমূহকে স্মরণ করাই যথেষ্ট। এখানে আমরা সংক্ষেপে চিন্তার এই দুটো ধারার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করছি। পরবর্তীকালে এদের বিষয়ে বিস্তারিত আলাপের প্রয়োজন হবে।

প্রকৃতি,' মানব জাতির ইতিহাস, কিংবা আমাদের নিজেদের মনোজগতের কার্যাবলীর দিকে দৃষ্টি দিলে প্রাথমিকভাবে আমাদের নজরে পড়ে সম্পর্ক এবং অন্তঃসম্পর্কের এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জটিল জাল। আমরা দেখি জটিল জালের এই জগতের কোনো কিছুই অপরিবর্তিত থাকছে না। স্থান বা কাল হিসাবে কোনো অস্তিত্ব যেমন ছিল কিংবা যেখানে ছিল সে অস্তিত্ব আর তেমন নেই কিংবা সেখানে নেই। সব কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে। সব অস্তিত্বই সর্বমুহূর্তে যেমন অস্তিত্বমান হচ্ছে, তেমনি অস্তিত্ব থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। জগৎ সম্পর্কে আমাদের এই আদি এবং প্রাথমিক ধারণা প্রাচীন গ্রিক দর্শনেরই ধারণা। এ ধারণার প্রথম এবং পরিষ্কার প্রকাশ পাই আমরা হিরাক্লিটাসের মধ্যে। হিরাক্লিটাস বলেছিলেন : সব কিছুই যেমন আছে, তেমনি নাইও বটে ; সব কিছুই পরিবর্তমান। সব কিছুই প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে, অস্তিত্বমান হচ্ছে এবং অস্তিত্ব থেকে বিলুপ্ত হচ্ছে।

কিন্তু প্রকৃতি জগতের এই ধারণা সঠিক হলেও, এ ধারণা সাধারণ ধারণা। জগতের সামগ্রিক ধারণা। এ ধারণা বিষয়টির অভ্যন্তরের বিস্তারিত কোনো পরিচয় আমাদের দেয় না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বচিত্রের অভ্যন্তরের বিস্তারিত পরিচয় আমরা না পাব ততক্ষণ পর্যন্ত সমগ্র সম্পর্কেও আমাদের ধারণা যথার্থরূপে স্পষ্ট হতে পারবে না। এই বিস্তারিত উপাদানগুলিকে যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে তাদের প্রাকৃতিক বা ঐতিহাসিক সম্পর্ক থেকে তাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে হবে এবং কার্যকারণের ভিত্তিতে তাদের বিশ্লেষণ করতে হবে। এ কাজের দায়িত্ব অবশ্যই প্রাধনত প্রকৃতি বিজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক গবেষণার। প্রাচীনকালের গ্রিকরা অবশ্য জ্ঞানের এরূপ শাখাকে দ্বিতীয় স্তরের গুরুত্বের বিষয় বলে গণ্য করত। তাদের এরূপ ধারণার পেছনেও গুরুতর যুক্তি ছিল। কারণ তাদের বিবেচনায় উপাদানকে মিলিয়ে সমগ্রের বোধই গুরুত্বপূর্ণ, উপাদানের একক বিশ্লেষণ নয়। তাছাড়া এসব বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করার পূর্বে প্রয়োজন ছিল এর উপাদানসমূহকে সঙ্কলিত করা। কারণ, প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ কিছু পরিমাণে সংগৃহীত হবার পরেই মাত্র তাদের বিশ্লেষণ, তুলনা, শ্রেণীকরণ প্রভৃতিতে হাত দেওয়া সম্ভব। এ কারণে সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের সূচনাকে আমরা দেখতে পাই পরবর্তীকালে আলেকজান্দ্রীয় যুগে। আরো পরে এর বিকাশ ঘটে মধ্যযুগে এবং আরবদের হাতে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যথার্থ অগ্রযাত্রা ঘটে পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে। এবং সেই সূচনা থেকে এর অগ্রগতি ক্রমাধিক পরিমাণেই বেগবান হয়ে চলেছে। বিগত চারটি শতাব্দীতে প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বিপুল পদক্ষেপে যে বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করেছে তার মূলে রয়েছে প্রকৃতিকে তার একক অংশসমূহে বিশ্লেষণ, বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার বিভাগ করণ, বিভিন্ন বস্তুর শ্রেণীকরণ, জৈব দেহের বৈচিত্রের অন্তঃগঠনের অনুসন্ধান এবং অনুধাবন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির আর একটি অবদান হচ্ছে এই যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আমাদের মধ্যে বস্তু এবং তার প্রক্রিয়াসমূহকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচারেরও একটি প্রবণতা তৈরি করেছে। বস্তুকে আমরা এখন তার গতির মধ্যে অনুধাবন না করে অনুধাবন করি তার গতিহীন অবস্থাতে। বস্তু যে মূলত পরিবর্তমান তা স্মরণ না রেখে আমরা তাকে বিচার করি স্থির অস্তিত্ব হিসাবে। ফলে বস্তুকে আমরা বিবেচনা করি তার জীবনের প্রেক্ষিতে নয়, বিবেচনা করি তার মৃত্যুর প্রেক্ষিতে। বস্তুকে এমন দৃষ্টিতে বিচার করার পদ্ধতিটিকে বেকন এবং লক যখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে দর্শনের জগতে নিয়ে এলেন, তখন বিগত শতকের সঙ্কীর্ণ পরাদার্শনিক বা অধিবিদ্যক চিন্তাধারার সৃষ্টি হলো। এরূপ সঙ্কীর্ণ চিন্তাই হচ্ছে বিগত শতকগুলির দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাদার্শনিকের কাছে বস্তু এবং বস্তুর প্রতিচ্ছবি বা ভাব হচ্ছে পরস্পর বিচ্ছিন্ন সত্তা ; যেন এরা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে এবং এদের একটিকে অপরটি থেকে যেন বিচ্ছিন্ন, স্থির এবং চিরন্তনভাবে আমরা অনুধাবন করতে পারি। পরাদার্শনিকের চিন্তা তাই পরস্পর বিচ্ছিন্ন চরম একক সত্তাসমূহের চিন্তা। তার কাছে কোনো কিছু 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'। এর বাইরে যদি কিছু থাকে তা অবশ্য শয়তানের কর্ম। পরাদার্শনিকের সহজ চিন্তায় কোনো বস্তু হয় 'আছে, নয়ত 'নাই'। এ সত্য তার কল্পনার বাইরে যে, কোনো অস্তিত্ব একই সময়ে যেমন 'এটি', তেমনি 'সেটিও' বটে। অধিবিদ্যক মনে করেন অস্তি এবং নাস্তি একেবারে পরস্পর-বিরোধী। তার কাছে 'কার্যের' সঙ্গে 'কারণের' কোনো যোগ নেই ; এরা দু'জনে দুই মেরুতে অবস্থিত; কার্য — 'কার্য', কারণ — 'কারণ'।

প্রথম দৃষ্টিতে এরূপ চিন্তাকে বেশ সঠিক বলে বোধ হয়। কারণ, যাকে আমরা সুস্থ সাধারণ বুদ্ধি বলি, এ চিন্তা তেমনি সুস্থ সাধারণ চিন্তা। কিন্তু সুস্থ সাধারণ ধারণার সম্মানজনক স্থান ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণ ধারণাকেই যদি আমরা প্রকৃতির রহস্যের গবেষণাগারেও একমাত্র উপায় বলে বিবেচনা করি তাহলে তার ফল অদ্ভুত হতে বাধ্য। যাকে আমরা পরাদার্শনিক বা সাধারণ ধারণা বলেছি তার যে প্রয়োজনীয়তা নেই, তা নয়। জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তার একটি সীমা আছে। সেই সীমাকে অতিক্রম করলেই এ দৃষ্টি একপেশে, সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ, বিমূর্ত এবং সমাধানের অতীত বিরোধের জালে আবদ্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। কারণ, এ ধারণা এককে দেখে, কিন্তু তাদের আন্তরিক সম্পর্ককে সে বিস্মৃত হয়; সে বস্তুর অস্তিত্বমান এবং অস্তিত্বহীন হওয়ার নিয়ত-প্রক্রিয়াটিকে ভুলে যায়। এ দর্শন অস্তিত্বের স্থিরতাকেই দেখে, তার অস্থিরতাকে নয়। ব্যাপারটির যদি আরো কিছু গভীরে যাই তাহলে আমরা দেখব, সমস্যাটি বেশ জটিল। কোনো কিছুর চুলচেরা বিচারই জটিল। আমাদের আইনজ্ঞরা তা বেশ ভালোভাবেই জানেন। যেমন হত্যার প্রশ্নটি। মায়ের গর্ভের ভ্রূণের হত্যা কোন্ পর্যায়ের পূর্ব পর্যন্ত হত্যা বলে বিবেচিত হবে না এবং কোন্ পর্যায়ের পরে হবে এ প্রশ্নের জবাবে আইনবিদদের পক্ক কেশ বিরল হয়েছে। মৃত্যুই বা আমরা কাকে বলব? মৃত্যু কি একটা বিশেষ মুহূর্তের ঘটনা কিংবা মৃত্যু একটা ক্রম-পরিণতির প্রক্রিয়া? শারীর তত্ত্বের দাবি হচ্ছে, মৃত্যু কোনো হঠাৎ ঘটা ঘটনা নয়, মৃত্যু একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া বিশেষ।

অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি জৈব অস্তিত্বই প্রতিটি মুহূর্তে যেমন একটি বিশেষ অস্তিত্ব, তেমনি একটি বিশেষ অস্তিত্ব নয়। প্রতি মুহূর্তে দেহের জীবকোষ যেমন বস্তু গ্রহণ করছে তার নিজের অস্তিত্বের বাইরে থেকে, তেমনি সে পরিত্যাগ করছে বস্তুকে। প্রতি মুহূর্তেই তার একটি কোষের মৃত্যু হচ্ছে তো, অপর কোষের জন্ম ঘটছে। কালক্রমে জীবের পুরো দেহটি নবায়িত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ যা ছিল, তা আর সে রইল না। বস্তুর এক অণুর স্থান অপর অণু এসে গ্রহণ করেছে। আর তাই প্রতিটি জৈবসত্তা প্রতি মুহূর্তে যেমন একটি বিশেষ সত্তা, তেমনি সে সেই বিশেষ সত্তা নয়। সে নতুনতর এক সত্তা।

আর একটু অগ্রসর হওয়া যাক। আর একটু গভীরে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখব, একটি অস্তিত্বের দুই বিপরীত মেরু। তার অস্তি এবং নাস্তি যেমন পরস্পর বিরোধী তেমনি পরস্পর নির্ভরশীল। তাদের বিরোধিতা যতই থাকনা কেন, তারা পরস্পরের অন্তর্ভেদী। অনুরূপভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা দেখি, কোনো কিছুর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ অর্থেই আমরা কার্যকারণ কথাটি বিচ্ছিন্নভাবে বলতে পারি। কিন্তু যে মুহূর্তে এই বিশিষ্ট সত্তাটিকে আমরা সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে চিন্তা করি তখনি দেখতে পাই বিশেষ 'কার্যকারণ' কথা সার্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে এবং এখন আর কার্যকারণ স্থির অপরিবর্তনীয় কোনো সত্তা নয়। এখন কার্যকারণ নিয়তই একে অপরের স্থান দখল করছে। যার ফলে আমি এখন যাকে কার্য বলছি, সেইই তখন কারণ হিসাবে কাজ করছে এবং কারণও কার্য বা ফল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এরূপ প্রক্রিয়া বা চিন্তার এরূপ ধারা অধিবিদ্যক চিন্তার বাইরে। অধিবিদ্যার চরিত্রের সঙ্গে এর মিল ঘটে না। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক চিন্তার ক্ষেত্রে এটিই স্বাভাবিক। কারণ, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বস্তু এবং তার ভাবকে তাদের আন্তঃসম্পর্ক, তাদের নিয়ত পরিবর্তন, তাদের সর্বদাই অস্তিত্বমান হওয়া এবং অস্তিত্বে বিরাজমান না থাকার সামগ্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই অনুধাবন করে।

প্রকৃতি হচ্ছে দ্বান্দ্বিকতার উত্তম পরীক্ষা ক্ষেত্র। এবং আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান এখানে যে, আধুনিক বিজ্ঞান প্রতি নিয়ত এই পরীক্ষার জন্য মূল্যবান উপাত্তসমূহের ক্রমাধিক পরিমাণে যোগান দিয়ে চলেছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, শেষ বিচারে প্রকৃতি ক্রিয়ারত দ্বান্দ্বিকভাবে, পরাদার্শনিক অর্থাৎ স্থিরভাবে নয়। প্রমাণিত হয়েছে, প্রকৃতি চিরন্তন কোনো পৌনঃপুনিক বৃত্তের মধ্যে একইভাবে পাক খাচ্ছে না, প্রকৃতি যথার্থই ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ডারউইন-এর নামই আমরা সর্বাগ্রে উচ্চারণ করব। ডারউইনই বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে পরাদার্শনিক ধারনার উপর সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, জৈবজগতের বৃক্ষলতা, পশু এবং পরিশেষে মানুষ — এরা সবই কোটি কোটি বছর ধরে বহমান বিবর্তনেরই ফল। কিন্তু দ্বান্দ্বিকভাবে চিন্তা করতে সক্ষম এমন প্রকৃতিবিজ্ঞানীর সংখ্যা এখনো কম। সে কারণেই মানুষের নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সনাতনী চিন্তার বিরোধই এখনো তত্ত্বগত প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবল। এবং তার কারণেই শিক্ষক, ছাত্র, লেখক আর পাঠক — সকলের মনে তৈরি হচ্ছে হতাশা আর সীমাহীন বিভ্রান্তি।

কাজেই বিশ্বের সঠিক প্রতিচ্ছবি, তার এবং মানুষের বিবর্তনের চিত্র এবং মানুষের মনের উপর এই বিবর্তনের ভাবকে যদি আমরা অনুধাবন করতে চাই তবে আমাদের নির্ভর করতে হবে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির উপর। দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে, হওয়া এবং না হওয়ার প্রক্রিয়াতে, প্রগতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল পরিবর্তনের ধারণায় বিশ্ব জগতকে আমাদের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারবে। অন্য কোনো পদ্ধতি নয়। আধুনিক জার্মান দর্শনের গুণ এখানে যে, এই সত্যকে সে অনুধাবন করতে পেরেছে এবং অবিলম্বে এই পদ্ধতির ভিত্তিতে সে চিন্তা করতে শুরু করেছে। কান্ট তাঁর কাজ শুরু করলেন নিউটনের স্থির এবং শাশ্বত সৌর জগতের ধারণাকে বিচারের ভিত্তিতে। তিনি প্রথম বেগের কথাটা স্বীকার করে নিলেন বটে, কিন্তু তার পরেই সূর্য এবং তার সকল গ্রহ উপগ্রহকে অনির্দিষ্ট এক বস্তুপুঞ্জ থেকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় তিনি সৃষ্টি করলেন। এ থেকে তিনি এ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করলেন, সৌরজগতের এই যদি মূল হয়, তাহলে তার ভবিষ্যৎ মৃত্যুও অবধারিত। অর্ধশতক পরে লাপলেস্ কান্টের এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আরো অর্ধশতক পরে বিজ্ঞানীরা স্পেকট্রোসকোপের মাধ্যমে দেখলেন, যথার্থই মহাশূন্যে নানা গ্যাসপুঞ্জ ঘণীভবনের বিভিন্ন স্তরে বিরাজমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই নূতন জার্মান দর্শনের শেষ হেগেলে। হেগেলে-দর্শনের যেটা বড় গুণ সে হচ্ছে এই যে, হেগেলের দর্শন এই সর্বপ্রথম স্বীকার করল, যে, যা কিছু অস্তিত্ব পৃথিবী, প্রকৃতি, ইতিহাস, মন, বুদ্ধি : সব কিছুই প্রক্রিয়া, সবকিছু সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে, রূপান্তরিত হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে। হেগেলের দর্শনে এই বিবর্তন ও বিকাশের অন্তর্গত যে সম্পর্ক তাকেও উদঘাটনের চেষ্টা আমরা দেখতে পাই। এখন থেকে মানুষের ইতিহাসও কেবলমাত্র অর্থহীন হত্যা আর ধ্বংসের আবর্ত বলে বোধ হলো না। এখন আর একথা ভাবা চলল না, মানুষের কর্মকান্ড অর্থহীন এবং দার্শনিক যুক্তির বিচারে সব কিছুই নিন্দনীয় এবং দ্রুত বিস্মরণযোগ্য। মানুষের ইতিহাস এবার থেকে বিবেচিত হতে লাগল মানুষেরই বিবর্তনের ইতিহাস বলে। এবং এখন বুদ্ধির ভূমিকা ইতিহাসকে নাকচ করে দেওয়ার নয়, বুদ্ধির ভূমিকা দাঁড়াল বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াকে তার সকল আঁকাবাঁকা পথে অনুসরণ করার এবং তারই মাধ্যমে বাহ্যত অর্থহীন উপাদানের মধ্যকার প্রবহমান যুক্তিকে উদঘাটন করার।

হেগেলের দর্শন যে সমস্যা তুলেছিল তার সমাধান যে সে দর্শন দিতে পারেনি, সেটা বড় কথা নয়। হেগেলের দর্শনের যুগান্তকারী অবদান এই যে, হেগেল সমস্যাকে নির্দিষ্ট করেছিলেন। কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এ কথা ঠিক যে, সেইন্ট সাইমনের ন্যায় হেগেলের জ্ঞানও ছিল বিশ্বকোষিক। তবু তাঁর জ্ঞানেরও সীমাবদ্ধতা ছিল। সেই সীমাবদ্ধতা তাঁর দর্শনকেও সীমাবদ্ধ করেছিল। এ ছাড়া তাঁর যুগের জ্ঞানের বিস্তার, গভীরতার সীমা এবং ধ্যান ধারণা এই দর্শনকে সীমাবদ্ধ করেছিল। এর সঙ্গে তৃতীয় আর একটি কারণেরও উল্লেখ করতে হয়। হেগেল ছিলেন একজন ভাববাদী। তাঁর কাছে মানুষের চিন্তা বস্তুজগতের অভিজ্ঞতা এবং প্রক্রিয়ার কমবেশি প্রতিচ্ছবি নয়। বরঞ্চ বস্তুজগত এবং তার বিবর্তন শাশ্বত কোনো 'ভাব'-এর উপলব্ধ প্রকাশ। হেগেলের 'ভাব' বস্তুজগতের বাইরের কিংবা উপরের কোনো বিষয়। এ 'ভাব' যেন বস্তুজগতের পূর্ব থেকেই আছে। এর ফলে সব কিছুই উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। মস্তিষ্কই বড় হয়ে দাঁড়াল। মাথার উপরই দেহ স্থাপিত হলো, পায়ের উপর নয়। এবং বস্তুজগতের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ককে পুরোপুরি পালটে দেওয়া হলো। এ কথা ঠিক যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যকার সম্পর্ককে হেগেল অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু যে সমস্ত কারণের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তার ফলে হেগেলের দর্শনের অনেক কিছুই কৃত্রিম, কষ্টকল্পিত এবং উল্টোপাল্টা বলে বোধ হয়। এ জন্য হেগেলের বিশ্বদর্শনকে একটি বৃহৎ আকারের ব্যর্থ চেষ্টা বলতে হয়। অবশ্য এ দর্শন এরূপ অপচেষ্টার শেষ নিদর্শনও বটে। বস্তুতঃপক্ষে, হেগেলের দর্শনের মূল সংকট ছিল তার অন্তর্নিহিত এবং দুরারোধ্য বিরোধ। এক দিক দিয়ে এ দর্শনের একটি মূল প্রতিপাদ্য এই যে, মানুষের ইতিহাস হচ্ছে বিকাশের প্রক্রিয়া। এ কারণে কোনো চরম সত্য আবিষ্কার করে এ বিকাশের সীমা নির্দিষ্ট করা চলে না। অপরদিকে হেগেল-দর্শনের দাবি যে, চরম সত্যের মূলই হচ্ছে এই দর্শন। প্রকৃতি এবং মানুষের ইতিহাসের সবকিছু জানা হয়ে আছে কিংবা একটি বিশেষ দর্শনের মধ্যে সর্বকালের সকল জ্ঞান বিধৃত রয়েছে। এমন দাবি দ্বান্দ্বিক দর্শনের মূল বিধানেরই বিরোধী। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ বহির্জগত বা বিশ্ব সম্পর্কে যুগে যুগে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অক্ষম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জার্মান দর্শনের যে বৈপরীত্য তার স্বীকৃতি থেকেই অনিবার্যভাবে বেরিয়ে এসেছে বস্তুবাদ। এ বস্তুবাদ পূর্বের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের যান্ত্রিক বা পরাদার্শনিক বস্তুবাদ নয়। ইতিহাসকে অস্বীকার করার পূর্বকার অর্বাচীন এবং বেপরোয়া মনোভাবের জায়গাতে আধুনিক বস্তুবাদ যে কর্তব্যকে প্রধান করণীয় বলে বিবেচনা করে, সে হচ্ছে এই বিকাশের বিধানকে আবিষ্কার করা। অষ্টাদশ শতকের ফরাসিগণ যেমন, পরবর্তীকালে হেগেলও তেমনি মনে করতেন যে, প্রকৃতি জগৎ এমন একটি সমগ্র সত্তা, যে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। এমন আবর্তনে নিউটন ভেবেছিলেন নিঃসর্গজগতে অপরিবর্তনীয় অস্তিত্ব রয়েছে এবং লিনাস চিন্তা করেছিলেন জৈব জগতেও স্থির অপরিবর্তনীয় প্রজাতি আছে। এমন মতকে নাকচ করে আধুনিক বস্তুবাদ প্রকৃতি বিজ্ঞানের সর্বশেষ অগ্রগতিকে স্বীকার করে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের মতে প্রকৃতিরও ইতিহাস আছে, যেমন ইতিহাস আছে জীবনের। প্রকৃতি এবং মানুষের উভয়ক্ষেত্রে আধুনিক বস্তুবাদ মূলত দ্বান্দ্বিক। সকল বিজ্ঞানের উপর আর এক পরাদর্শনের প্রয়োজনের দিনও আজ গত। সমগ্র বস্তু জগতের মধ্যে কোনো বিশেষ ক্ষেত্র বা তার জ্ঞানের প্রশ্নে সমস্ত বিজ্ঞানকে অতিক্রমকারী আর কোনো পরা-বিজ্ঞানেরও প্রয়োজন নেই। এ কারণে এতদিনকার দর্শনের যা কিছু স্বাধীন কোনো ভূমিকা আজো কার্যকর, সে হচ্ছে চিন্তা বা যুক্তির বিজ্ঞান : ন্যায় এবং দ্বান্দ্বিকতা। বাকি সব কিছুই সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি এবং ইতিহাস বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণার পরিবর্তন যখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার ভিত্তিতে লব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করছিল তখন ইতিহাসের বুকে এমন কতগুলি ঘটনা সংঘটিত হলো যার ফলে ইতিহাসের ধারণার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হলো। ১৮৩১ সালে লিয়নস-এ শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম অভ্যুত্থান সংঘটিত হলো। ১৮৩৮ থেকে ১৮৪২-এর মধ্যে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম জাতীয় আন্দোলন, চার্টিষ্ট আন্দোলন তার চরমে পৌঁছল। ইউরোপের দেশসমূহের একদিকে শিল্প বিপ্লব, অপরদিকে বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রাধান্য যত বৃদ্ধি পেতে লাগল তত শ্রমিক ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যকার শ্রেণী সংগ্রামও সর্বাধিক উন্নত দেশগুলির ইতিহাসে প্রথম কাতারের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদগণ যে এতকাল প্রচার করে আসছিলেন যে, পুঁজিপতি এবং শ্রমিক উভয়ের স্বার্থ এক, বাস্তব জীবনের ঘটনা তীব্র থেকে তীব্রতরভাবে প্রতিদিন তাকে অসার এবং অসত্য বলে প্রমাণ করতে লাগল। অবাধ প্রতিযোগিতা হচ্ছে সকলের মৈত্রী আর সমৃদ্ধির উৎস — সে দাবিও নস্যাৎ হতে লাগল। এই সমস্ত ঘটনা যেমন অনস্বীকার্য হয়ে দাঁড়াল, তেমনি যত অসম্পূর্ণ হোক না কেন, এই সমস্ত ঘটনার তত্ত্বগত ব্যাখ্যা হিসাবে ফরাসি দেশের এবং ইংল্যান্ডের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের সমাজতন্ত্রকেও আর অস্বীকার করা সম্ভব হলো না। কিন্তু ইতিহাসের পুরানো ভাববাদী ব্যাখ্যা তখনো অনড়। কারণ মানুষের বস্তুগত স্বার্থের ভিত্তিতে শ্রেণী সংগ্রামের কথা তার কাছে অপরিচিত। মানুষের বস্তুগত কোনো প্রয়োজন বা স্বার্থ থাকতে পারে, ভাববাদের আদৌ তা জানার কথা নয়। তার কাছে উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক সকল সম্পর্ক কেবলমাত্র অনুষঙ্গ : 'সভ্যতার ইতিহাসে' এরা গৌণ এবং মূল্যহীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তব জীবনের এই নতুন অবস্থা সমগ্র অতীত ইতিহাসেরই নতুন বিচারের দাবিকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলল। এই বিচারেই এবার দেখা গেল মানুষের আদিম অবস্থার পর থেকে সমগ্র ইতিহাসই হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। উদ্‌ঘাটিত হলো এই সত্য যে, সমাজের যুদ্ধরত শ্রেণীগুলি উৎপাদনের সম্পর্ক এবং বিনিময়ের উৎপাদিত ফল। এক কথায় বললে, যুগের শ্রেণী সংগ্রাম হচ্ছে যুগের অর্থনৈতিক সম্পর্কেরই ফলশ্রুতি। আর বলতে হবে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই হচ্ছে যে কোনো সমাজের মূল ভিত্তি। বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব, এই মূল ভিত্তি থেকেই উৎসারিত হয় আইন, রাষ্ট্রীয় শাসন, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং দার্শনিক তত্ত্ব এবং একটি ঐতিহাসিক যুগের বাকি সব ধ্যান-ধারণা। হেগেল ইতিহাসকে, ইতিহাসের ধারণাকে পরাদার্শনিক তত্ত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন। তথাপি ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর দর্শন মূলত ছিল ভাববাদী। কিন্তু ভাববাদের এই শেষ আশ্রয় – অর্থাৎ ইতিহাসের ব্যাখ্যা থেকেও ভাববাদ আজ বহিষ্কৃত হলো। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাই এবার প্রধান ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়াল। মানুষের চেতনার ব্যাখ্যার মানদন্ড হয়ে দাঁড়াল এবার চেতনা নয়, তার বাস্তব অস্তিত্ব।

এবার এ সত্য পরিষ্কার হলো, সমাজতন্ত্র কোনো অলৌকিক প্রাজ্ঞের আকস্মিক আবিষ্কার নয়। সমাজতন্ত্র হচ্ছে ইতিহাসের সৃষ্টি, দ্বন্দ্বমান শ্রেণী : সর্বহারা এবং পুঁজিপতির সংগ্রামেরই পরিণাম। সমাজতন্ত্রের কাজ হলো এবার আদর্শ, ত্রুটিহীন সমাজ তৈরি করা নয়। সমাজতন্ত্রের করণীয় দাঁড়াল, সেই ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের বিশ্লেষণ করা, যে প্রক্রিয়া থেকে অনিবার্যভাবে উৎপাদিত হয়েছে দ্বন্দ্বমান শ্রেণীসমূহ এবং তাদের সংগ্রাম। তার করণীয় হলো, ইতিহাসের গতিপথে সৃষ্ট এই দ্বন্দ্বের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে ভবিষ্যৎ দ্বন্দ্বহীন সমাজের বীজ আবিষ্কার করা। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনের শক্তি গোড়াকার সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের ছিল না। আধুনিক দ্বন্দ্বমূলক বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতি সম্বন্ধে ফরাসি বস্তুবাদের ব্যাখ্যার যেমন সঙ্গতি ছিল না, তেমনি সঙ্গতি ছিল না ইতিহাসের বস্তুবাদী এই ব্যাখ্যার সঙ্গে ইতঃপূর্বকার সমাজতন্ত্রের। এ কথা ঠিক, পূর্বকার সমাজতন্ত্রও পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তার ফলাফলকে সমালোচনা করেছে। কিন্তু এই উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যাখ্যা তার জানা ছিল না। তার ফলে এ ব্যবস্থাকে তাঁবে আনার পথ ছিল তার অজ্ঞাত। তার কাছে আধুনিক পুঁজিবাদ কেবল অমঙ্গলের আকর হিসাবে বর্জনীয় ছিল। পুঁজিবাদের সঙ্গে যেখানে শ্রমিকের শোষণ অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত সেখানে এই সমাজতত্ত্ব পুঁজিবাদকে যত সরবে সামগ্রিকভাবে নিন্দা করছিল, তত সে শোষণের প্রকৃতি কি এবং কেমন করে তার উদ্ভব ঘটল, এ ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হচ্ছিল। কারণ, এ ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন ছিল ইতিহাস বোধের. প্রয়োজন ছিল ঐতিহাসিক আন্তঃসম্পর্কের জ্ঞানের এবং এই বোধেরও যে পুঁজিবাদের আগমন যেমন আকস্মিক নয়, যেমন নির্দিষ্ট বিশেষ যুগের জন্য এর করণীয় ভূমিকা রয়েছে, তেমনি সে ভূমিকা শেষে তার অনিবার্য মৃত্যুও রয়েছে। তাছাড়াও প্রয়োজন ছিল, পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ এবং উদ্‌ঘাটন। পুঁজিবাদের ভাববাদী সমালোচকগণ, এতকাল কেবল তার মন্দ ফলের জন্য তাকে সমালোচনাই করেছে, কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টি থেকে গুপ্ত তার প্রক্রিয়ার কোনো বিশ্লেষণ করেনি। এখন প্রয়োজন সেই বিশ্লেষণ এবং উদ্‌ঘাটনের। এই কাজই সাধিত হয়েছে 'উদ্বৃত্ত মূল্যের' আবিষ্কার দ্বারা। এবার এ সত্য উদ্‌ঘাটিত হলো যে, শ্রমিকের শ্রম চুরির ভিত্তিতেই চলে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা। বিনা পারিশ্রমিকে হৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মজুরের শ্রমই হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রাণ-ভোমরা। এই সূত্রেই শ্রমিকের শোষণ। মজুরির দিক থেকে দেখলে, এমনও যদি হয় যে, পুঁজির মালিক শ্রমিকের বাজারে সর্বোচ্চ মূল্যেই শ্রমিককে ক্রয় করে এনে উৎপাদনে লাগাল তবু তার প্রদত্ত মজুরির চাইতে অনেক বেশি মূল্য সে আদায় করে তার নিযুক্ত শ্রমিকের কাছ থেকে । আর এই উদ্বৃত্ত মূল্য থেকেই জমতে থাকে ক্রমাধিক পরিমাণে পুঁজির মালিকদের হাতে পুঁজির পাহাড়। পুঁজিবাদী উৎপাদন এবং পুঁজির উৎপাদন —উভয় সত্যকে এবার যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করা হলো।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা এবং উদ্বৃত্ত মূল্যই যে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার চাবিকাঠি এই দুটি ঐতিহাসিক আবিষ্কারের জন্য মানবজাতি মার্কস-এর কাছে ঋণী। এর ভিত্তিতেই সমাজতন্ত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। এই বিজ্ঞানকে তার সকল উপাদানে এবং তার আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাখ্যাদানই এবার যুগের চাহিদা হয়ে দাঁড়াল।

আমাদের ডুরিং সাহেব যখন বড় রকমের শব্দ করে মঞ্চে আগমন করলেন তখন অপগত দর্শন আর তত্ত্বগত সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতি মোটামুটি এমনটিই ছিল। ডুরিং সাহেব এমন অবস্থাতে মঞ্চে এলেন এবং ঘোষণা করলেন যে তিনি দর্শন, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি, সমাজতন্ত্রের মধ্যে একটা পরিপূর্ণ এবং আমূল বিপ্লব সাধন করেছেন।

আসুন, এবার আমরা দেখি ডুরিং সাহেবের ওয়াদাই বা কি এবং তাকে তিনি পূরণই বা করেন কি প্রকারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

ডুরিং* সাহেবের ওয়াদা

হের ডুরিং-এর রচনার মধ্যে যা নিয়ে আমরা বিশেষভাবে বিব্রত তা হচ্ছে তাঁর 'এ কোর্স অব ফিলসফি', 'এ কোর্স অব পলিটিক্যাল এ্যান্ড সোশাল ইকনমি' এবং 'এ ক্রিটিক্যাল হিস্টরী অব পলিটিক্যাল ইকনমি এ্যান্ড সোশালিজম'। বর্তমানে এদের মধ্যে প্রথম গ্রন্থখানিই আমাদের বিবেচ্য বিষয় হবে।

এ গ্রন্থের ('এ কোর্স অব ফিলসফি') প্রথম পৃষ্ঠাতেই ডুরিং নিজেকে উপস্থাপিত করতে যেয়ে বলেন : (আমি) এমন একজন মানুষ যে তার নিজের যুগের এবং দৃষ্টিগোচর ভবিষ্যত অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই শক্তি অর্থাৎ দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করছে।

কাজেই হের ডুরিং নিজেকে আজকের এবং আগামীকালের একমাত্র যথার্থ দার্শনিক হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এবং তাঁর অস্তিত্ব থেকে যে সরে যাবে সে সত্য থেকেই সরে যাবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে হের ডুরিং অনন্য নন। তাঁর পূর্বেও অনেক মানুষই নিজেদের সম্পর্কে অনুরূপ অভিমতই পোষণ করেছেন। তবে রিচার্ড ওয়াগনারের কথা বাদ দিলে এত ঠান্ডাভাবে এমন ঘোষণা আর কেউ দিতে পারেননি। সে বিচারে হের ডুরিং প্রথম। এবং যে-সত্যের তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন সে সত্য অবশ্যই চরম এবং শেষ সত্য।'

হের ডুরিং-এর দর্শন হচ্ছে : 'প্রাকৃতিক ব্যবস্থা তথা সত্যের দর্শন। ... এ দর্শনে সত্যকে এমনভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে যে, ঐ সত্যের সঙ্গে জগতের কাল্পনিক বা মনোগতভাবে সীমাবদ্ধ ধারণার প্রবণতার কোনো সম্পর্ক নেই।'

---

* ইউজেন কার্ল ডুরিং (১৮৩৩-১৯২১) : ডুরিং ছিলেন একজন জার্মান দার্শনিক এবং অর্থনীতিবিদ। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেছিলেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক হিসাবেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৮৭২ থেকে ডুরিং তাঁর রচনাবলীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের তীব্র সমালোচনা করেন। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-বিধানকে তিনি আক্রমণ করেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিক্রিয়াশীল অধ্যাপক মহল তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁদের প্ররোচনায় মেয়েদের একটি স্কুলে তাঁর বক্তৃতাদান নিষিদ্ধ করা হয়। ১৮৭৭ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাও তাঁর বন্ধ করে দেওয়া হয়। ডুরিং-এর উপর এই নিগ্রহ গণতান্ত্রিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং প্রগতিবাদী মহল সরকারের এই নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন।
হের ডুরিংকে দর্শনের ক্ষেত্রে এঙ্গেলস-এর সমালোচনার কারণ, জার্মানির শ্রমিক আন্দোলনকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ডুরিং মার্কস-এঙ্গেলস-এর প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন এবং ডুরিং-এর সমন্বয়বাদী ও ভাববাদ প্রভাবিত রচনাসমূহ সদ্য ঐক্যবদ্ধভাবে গঠিত জার্মান সোশাল ডিমোক্রাটিক পার্টি এবং অপরিণত জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।
ডুরিং পরিণামে ইহুদী বিদ্বেষ এবং বর্ণবাদী দর্শনের প্রচারকে পর্যবসিত হয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ দর্শনের তাই দাবি হচ্ছে যে, এ দর্শন হের ডুরিংকে তাঁরই উল্লেখিত 'ব্যক্তিগত এবং মনোগত সীমার' উর্ধ্বে উত্তোলিত করে দেয়। এমনটি প্রয়োজনও বটে। উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত না হলে চরম এবং শেষ সত্যের দর্শন কেমন করে সম্ভব হবে। অবশ্য সেই উর্ধ্বেলোক থেকেও এমন সত্য ঘোষণার যাদুটি কেমন করে প্রদর্শিত হতে পারে, তা আমাদের বোধের অগম্য।

হের ডুরিং বলেন : "জ্ঞানের যে পদ্ধতি মনের জন্য মূল্যবান সে পদ্ধতি সত্তার মূল প্রকারসমূহকে মননের গভীরতাকে ব্যহত না করে সুরক্ষিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। যথার্থ বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে সে এমন একটি দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে যথার্থ এবং সে কারণে প্রকৃত এবং জীবনের সত্য উদ্‌ঘাটনে সে সক্ষম। এ দর্শন সাধারণভাবে দৃষ্টিগোচর কোনো দিগন্তকেই স্বীকার করতে পারে না। এ দর্শন তার মহাবিপ্লবাত্মক আঘাতে অন্ত এবং বহির্জগতের সকল সত্তাকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয় ; এ দর্শন হচ্ছে একটা নতুন চিন্তার দর্শন। এর ফলে আমরা পাচ্ছি একেবারেই মৌলিক ধারণা এবং সিদ্ধান্ত সমূহকে। এ নতুন ধারণাকে সৃষ্টি করেছে, নতুন সত্যের জন্ম দিয়েছে। আমাদের সামনে রয়েছে তাই এমন সৃষ্টি যার শক্তি নিহিত আছে কেন্দ্রীভূত উদ্যোগে। এর অনুসন্ধানের মূল গভীরে প্রোথিত : গভীর মূলে আবদ্ধ বিজ্ঞানে এর বিস্তার। মানুষ এবং বস্তু সম্পর্কে একেবারে বৈজ্ঞানিক বোধের দর্শন হচ্ছে এই দর্শন।। গভীর এবং অন্তর্ভেদী চিন্তার এ সৃষ্টি। এর লক্ষ্য হচ্ছে চিন্তার সাধ্য সৃজনশীল একটি রূপরেখা তৈরি করা যা হবে একান্তভাবেই মৌলিক।"

অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে হের ডুরিং কেবল যে 'ঐতিহাসিক এবং সুসংবদ্ধ সামগ্রিক রচনাকে'ই, দান করেছেন, 'যার মধ্যে ইতিহাসের বিচার বিপুলভাবে করা হয়েছে' এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'সৃজনশীল পরিবর্তনের সৃষ্টি করেছে' — তাই নয়। হের ডুরিং ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য তাঁর নিজের অভিকল্পিত সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনাও দিয়েছেন। এ পরিকল্পনা হচ্ছে তাঁর এমন একটি স্বচ্ছ চিন্তার ফলশ্রুতি যে চিন্তা বস্তুত মূল পর্যন্ত ভেদ করতে সক্ষম হয়েছে এবং অভ্রান্ত ডুরিং-দর্শনের ন্যায় এ অভ্রান্ত এবং মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায়।

কারণ, "আমার কোর্স অব পলিটিক্যাল এ্যান্ড সোশাল ইকনমিতে আমি সমাজতন্ত্রের যে কাঠামো অভিকত করেছি তার মধ্যেই মাত্র বর্তমানের বাহ্য কিংবা জবরদস্ত মালিকানার স্থানে যথার্থ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ভবিষ্যৎকে এই দিকদর্শনই গ্রহণ করতে হবে।"

হের ডুরিং কর্তৃক হের ডুরিং-এর এমন মহিমা কীর্তনের দৃষ্টান্ত আরো বহু দেওয়া যায়। যা দেওয়া হয়েছে তাতেই ইতোমধ্যে পাঠকের মনে এমন সন্দেহ উদ্রেক হওয়া সম্ভব যে যাকে তারা পাচ্ছে সে কি আদৌ কোনো দার্শনিক কিংবা ...। 'কিংবার' সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত থাক। তার পূর্বে দেখা যাক উল্লিখিত 'মূলের গভীরে' নিকটতর দৃষ্টিতে কতখানি গভীর বলে প্রমাণিত হয়। উপরে আমরা যে বাক্যসমূহের সংকলন পেশ করেছি তার উদ্দেশ্য এটাই উল্লেখ করা যে, আমাদের বিবেচনার ব্যক্তি যিনি তিনি এমন কোনো সাধারণ দার্শনিক বা সমাজতান্ত্রিক নন যিনি তাঁরই অভিমতকে ভবিষ্যতের বিচারের জন্য পেশ করেই ক্ষান্ত হন। ইনি অবশ্যই এক অ-সাধারণ পুরুষ যিনি দাবি করেন যে তিনি পোপের চাইতে কম অভ্রান্ত নন এবং যাঁর তত্ত্ব হচ্ছে মানুষের মুক্তির এমন পথ যাকে যে ঘৃণ্য ধর্মবিরোধী নামে অভিহিত হতে যাঁরা অনিচ্ছুক হবেন তাদের প্রত্যেককেই গ্রহণ করতে হবে। আমাদের এখানে মোকাবেলা করতে হচ্ছে সেই সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রচনাবলীর নয় যাকে যে কোনো ভাষায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং সাম্প্রতিক জার্মান ভাষার সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। এ সমস্ত রচনার একটা চরিত্র এই যে, এর প্রায় লেখকই সমস্ত সমস্যার এমন সব সোজা জবাব বা সমাধান হাজির করেন যে সমস্যার বিবেচনায় এমন মাল-মশলার আবশ্যক যে-মালমশলা লেখকদের হাতে আদৌ নেই। তবু, এর বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্যগত সীমাবদ্ধতা যাই হোক, এ সমস্ত রচনার মধ্যকার সদিচ্ছাকে আমাদের স্বীকার করতে হয়। কিন্তু হের ডুরিং-এর কথা আলাদা। তার ঘোষিত দান হচ্ছে চরম এবং শেষ সত্যের দান। তাঁর কাছে অপর সব অভিমত গোড়া থেকেই অগ্রাহ্য। অপর সকলের মতামতই ভ্রান্ত। তিনি কেবল যে চরম সত্যের মালিক, তাই নয়। তিনি একেবারে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতিরও মালিক। তাঁর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দিক থেকে অপর সকলের পদ্ধতিই অবৈজ্ঞানিক। এবার তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এরূপ : হয় তিনি ঠিক, কারণ তিনি হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ, তিনি অভ্রান্ত এবং তাই সৃষ্টির প্রথম অতিমানুষ, অথবা তিনি বেঠিক। তেমন হলে তাঁর সদিচ্ছাকে আমরা যতই সম্মান করিনে কেন, আমাদের যত কিছু বক্তব্য তাকেই তিনি মারাত্মক অবমাননার বিষয় বলে গণ্য করবেন।

এটা স্বাভাবিক যে, যখন কোনো ব্যক্তি চরম এবং শেষ সত্য এবং একমাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হন তখন মানবজাতির অবশিষ্ট ভ্রান্ত এবং অবৈজ্ঞানিক অংশের জন্য তাঁর একটা অবজ্ঞার বোধ ছাড়া অপর কিছু থাকতে পারে না। কাজেই আমাদের বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকে না যখন আমরা দেখি, হের ডুরিং তাঁর পূর্বগামীদের সম্পর্কে চরম অবহেলাভরেই অভিমত ব্যক্ত করেন এবং এর ব্যতিক্রম হিসাবে এমন লোক খুব কমই অবশিষ্ট থাকেন যাঁরা তাঁর 'মূলে প্রোথিত' দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে দয়া বা বৃহত্তের কিছু দাবি করতে পারেন।

আসুন আমরা প্রথমে দেখি দার্শনিকদের সম্পর্কে কি অভিমত তিনি পোষণ করেন। "লাইবনিজ : তাঁর মধ্যে উত্তমবোধের কোনো চিহ্ন নেই এবং দরবারি দার্শনিকদের মধ্যে সর্বোত্তম বলেই তাঁকে অভিহিত করতে হয়।"

কান্টকে তবু তিনি কোনো রকমে সহ্য করেন। কিন্তু কান্টের পরবর্তী অবস্থাতে তিনি একেবারেই টালমাটাল : "কান্টের পরে শাব্দিক চীৎকার আর মূর্খতার সেরা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ফিকটে এবং শেলিং জাতীয় দার্শনিকদের মধ্যে। এঁরা হচ্ছেন অজ্ঞতার দর্শনের পর্বতপ্রমাণ কৌতুক বিশেষ। কান্ট-পরবর্তী মূর্খতা এবং পাগলামীর শীর্ষে পৌঁছেছে জনৈক হেগেল। এঁরা হেগেলের শব্দকুন্ডলী, তাঁর অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং স্থূলতা ব্যবহার করে হেগেলীয় রোগের বিস্তার ঘটিয়েছেন।"

হের ডুরিং-এর হাতে প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিকদের অবস্থাও এর চেয়ে কিছু ভালো নয়। কিন্তু তিনি যখন কেবল ডারউইন-এর নামই উচ্চারণ করেন তখন আমরা ডারউইন সম্পর্কে তাঁর উক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকব :

"ডারউইন-এর অভিমত হচ্ছে আধাকাব্য এবং রূপান্তর প্রদর্শনের দক্ষতাবিশেষ। এর মধ্যে বোধ এবং বিশ্লেষণের এক স্থূল এবং সংকীর্ণ মানসিকতা বিদ্যমান। আমাদের মতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লামারকীয় উপাদানগুলি বাদ দিলে ডারউইনবাদের যা নিজস্ব তা হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধে উদ্যত বর্বরতার একটি খড়গ বিশেষ।"

কিন্তু হের ডুরিং-এর হাতে এর চেয়েও খারাপ অবস্থা সমাজতান্ত্রিকদের। কেবল গুরুত্বহীন লুই ব্লাঙ্কুই* ব্যতীত সমাজতন্ত্রীরা সকলেই হচ্ছেন পাপী। আর এ পাপ কেবল তাঁদের সত্যদর্শন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রেই নয়। তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্রেও তাঁরা পাপী। বাব্যুফ** এবং ১৮৭১-এর কয়েকজন কম্যুনার্ড ব্যতীত এদের কেউই হের ডুরিং-এর কাছে মনুষ্য পদবাচ্য নন। প্রখ্যাত তিনজন কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন "সামাজিক বাজিকর" হিসাবে। এঁদের সম্পর্কে তাঁর আলোচনায় একমাত্র সেইন্ট সাইমন কিছুটা করুণা লাভ করেন। কারণ তিনি কেবল 'মানসিক অদ্ভুত অবস্থার' অভিযোগেই অভিযুক্ত। তাঁর সম্পর্কে আর একটা অপবাদ হচ্ছে, তিনি ধর্মীয় বিকারেরও শিকার। কিন্তু হের ডুরিং যখন ফোরিয়ারকে ধরেন তখন তিনি একেবারেই ক্ষমাহীন : ফোরিয়ার-এর মধ্যে "প্রকাশ ঘটেছে পাগলামীর প্রত্যেকটি উপাদানের ... লাগামহীন স্বপ্ন, যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কেবল পাগলাগারদেই তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন অকথ্যরূপে বাচাল এই ফোরিয়ার, বালসুলভ যার মন এবং যে আদপেই মূর্খ। এবং এ কোনো সমাজতন্ত্রই নয়। তাঁর 'ফালানস্টারী'র মধ্যে যুক্তিবাদী সমাজতন্ত্রের বিন্দু পরিমাণ অস্তিত্ব নেই। তাঁর কল্পচিত্রকে কেবল প্রাত্যহিক লেনদেনের আদলে রচিত একটা বিষমরূপ কাঠামো বলা যেতে পারে।"

পরিশেষে হের ডুরিং বলেন : "এবং ফোরিয়ার-এর নিউটন সম্পর্কে এরকম উচ্ছ্বাসের মধ্যে পাগলামীর চিহ্ন দেখতে যে ব্যক্তি অক্ষম হবে তাকেও মূর্খের দলভুক্ত করা ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর থাকবে না।"

সর্বশেষে এসেছেন রবার্ট ওয়েন* : "রবার্ট ওয়েনের কতকগুলো দুর্বল ভাবনা ছিল। তাঁর যুক্তি নীতির দিক থেকে ছিল একেবারে স্থূল। এর মধ্যে আমরা পাই কতগুলো সাধারণ কথা

---

* লুই ব্লাঙ্কুই (১৮০৫-১৮৮১) : ফরাসি দেশের কাল্পনিক সাম্যবাদী। ১৮৩০ এবং ১৮৪৮-এর বিপ্লবী অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেন এবং দু'বার মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হন। জীবনের প্রায় অর্ধভাগ তাঁর কারাগারে অতিবাহিত হয়। ব্লাঙ্কুইর উপর প্রভাব পড়েছিল অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদ, নিরীশ্বরবাদ, কাল্পনিক সমাজবাদ এবং বিশেষ করে বাব্যুফ-এর দর্শনের। তাঁর মনোভাব ছিল বিপ্লবী কিন্তু বিপ্লব সাধনের জন্য গণ-আন্দোলন এবং বিপ্লবী দল গঠনের তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করেন নি। এ কারণে তাঁর বিপ্লবী প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রমূলক আঘাতে পর্যবসিত হয়েছিল।

** বাব্যুফ (১৭৬০-১৭৯৭) : ১৭৯৬ সালে বিপ্লবী বাব্যুফ-এর নেতৃত্বে 'সমানদের ষড়যন্ত্র' নামে একটা আন্দোলন সংঘটিত হয়। ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত হওয়াতে সরকারের হাতে বাব্যুফ এবং তাঁর অন্যতম সাথী ডারথেকে ১৭৯৭ সালে গিলোটিনে হত্যা হরা হয়। বাব্যুফ থেকে বাব্যুফবাদের জন্ম হয়। বাব্যুফ এবং তাঁর সঙ্গীরা সমগ্র ফরাসি দেশে একটি কেন্দ্র থেকে শাসানের ভিত্তিতে 'সমানদের রিপাবলিক' বা সমানদের একটি জাতীয় কম্যুন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগঠিত করতে চেয়েছিলন। তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ক্ষেত্রে বাব্যুফবাদ প্রগতিমূলক ছিল। বাব্যুফবাদীগণ প্রথম ফরাসি দেশে সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বকে বাস্তবে বিপ্লবী আন্দোলনরূপে প্রকাশ করার প্রয়াস পান।

* রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) ইংল্যান্ডে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রচার করেন রবার্ট ওয়েন। একটি কারিগর পরিবারের সন্তান, ক্রমান্বয়ে বিপ্লবী হয়ে ওঠেন এবং এক সময় বৃহৎ ধরনের কারখানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেগুলো ক্রমান্বয়ে তাঁর বিকারে পরিণত হয়েছে। কোনো কিছুকে দেখার দৃষ্টি হচ্ছে তাঁর স্থূল এবং অর্থহীন। ... আর তাই ওয়েন-এর চিন্তা এর অধিক গুরুতর কোনো আলোচনার আদৌ যোগ্য নয়।"

এই কাল্পনিক সমাজতন্ত্রীদের নাম নিয়েও হের ডুরিং তাঁর পরিহাসের ক্ষমতা দেখাতে দ্বিধা করেন নি। 'সেইন্ট সাইমন' তাঁর পরিহাসে 'পবিত্র সাইমন', ফোরিয়ার তাঁর নামের 'ফৌ' অংশের কারণে 'পাগল রিয়ার'। তাঁর পরিহাসের ধারায় ওয়েন-এর সঙ্গে 'আহা' বাচক শব্দ যোগ করাই কেবল বাকি থাকে। তাছাড়া সমাজতন্ত্রের ইতিহাসের একটা পুরো গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়কে চারটি মাত্র শব্দে নাকচ করে দিয়েছেন হের ডুরিং। এবং তাঁর এ অভিমত সম্পর্কে কেউ সন্দেহ পোষণ করলে তাকেও অবশ্য 'মূর্খদের দলভুক্ত' হতে হবে।

পরবর্তীকালের সমাজতন্ত্রীদের উপর হের ডুরিং-এর মতামতের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত হওয়ার স্বার্থে এখানে আমরা কেবল ল্যাসেল* এবং মার্কসের উপর তাঁর মন্তব্যের উল্লেখ করব। হের ডুরিং-এর মতে ল্যাসেল হচ্ছেন "পন্ডিতম্মন্য। জনপ্রিয়তার জন্য তিনি চুলচেরা বিচারের চেষ্টা করেন। তাঁর মধ্যে আছে বেপরোয়া বুদ্ধিবাদ এবং সাধারণ বাজে-তত্ত্বের বিরাট জগাখিচুরী। অর্থহীন এবং আকারহীন হেগেল-কুসংস্কারে সে আচ্ছন্ন। সে একটি আতঙ্কজনক দৃষ্টান্ত, অদ্ভুতভাবে সীমাবদ্ধ তার দৃষ্টি বেহাড়ম্বর এবং লঘুক্রিয়ার সমষ্টি হচ্ছে তার সৃষ্টি। সে একটি ইহুদী, ইশতেহার প্রচারকারী, অর্বাচীন এবং জগৎ ও জীবনের দৃষ্টি ভঙ্গী তার অস্থিরতায় পূর্ণ।"

হের ডুরিং-এর কাছে মার্কস হচ্ছেন "ধারণার সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ। তার রচনাবলী এবং সাফল্যকে একেবারে তাত্ত্বিকভাবে দেখলে সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে কোনো স্থায়ী তাৎপর্যের অধিকারী বলে বলা যাবে না। বুদ্ধি জগতের সাধারণ ইতিহাসেও তার ধারণাসমূহকে আধুনিক সংকীর্ণ পান্ডিত্যবাদের একটা ধারার প্রভাবের লক্ষণের অধিক কিছু ভাবা যাবে না। তার রচনার মধ্যে চিহ্ন আছে চিন্তাকে সংগঠিত করার এবং মনকে নির্দিষ্ট করার দক্ষতার অভাবের। চিন্তা এবং প্রকাশের আড়ষ্টতা, ভাষার কৃত্রিমতা, ইংরেজি অহংকার, প্রতারণা,

---

পরিচালনায়ও অংশগ্রহণ করেন। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবহার তীব্র সমালোচক ছিলেন এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ত্রুটিমুক্ত সমবায় ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনাকে নিজের জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহন করেন। কল্পনাবাদী সমাজতন্ত্রী এবং ইংল্যান্ডের সমবায় আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে রবার্ট ওয়েনের সমধিক পরিচিতি।

* ল্যাসেল : ফারডিনান্ড ল্যাসেল (১৮২৫-১৮৬৪) ধনী পরিবারে জন্ম হলেও জার্মানির ১৮৪৮-এর বিপ্লবে অংশগ্রহন করেন। তখনকার নিখিল জার্মান শ্রমিক ইউনিয়নের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। কিন্তু সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব পরিত্যাগ করে প্রুশিয়ার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আপোষের নীতি গ্রহণ করেন। এ জন্য জার্মানির শ্রমিক আন্দোলনে তিনি একজন সুবিধাবাদী নেতাপ্রবলে পরিচিত হন। তাঁর দর্শন সমন্বয়বাদী। মার্কস তাঁর 'গোথা প্রোগ্রামের ক্রিটিক' শীর্ষক গ্রন্থে ল্যাসেলের সমালোচনা করেন। ল্যাসেল রাজনৈতিক প্রচারক হিসাবে বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসার কল্পনা, বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী চতুরালী, ব্যক্তিগত দাম্ভিকতা, বুদ্ধির বদলে বাহাদুরী, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক পশ্চাতপদতা হচ্ছে মার্কস এর রচনার চরিত্র।"

এই ধারাতেই ডুরিং সাহেব অগ্রসর হয়েছেন। ডুরিং-এর গোলাপের বাগান থেকে যদৃচ্ছা চয়নের ভিত্তিতেই মাত্র এই তোড়াটি তৈরি করা হলো। একটা কথা এখানে বুঝা আবশ্যক। আমাদের চিন্তার বিষয় এই নয় যে, এখানে নিন্দার যে মোলায়েম বাক্যাবলী হের ডুরিং ব্যবহার করেছেন তা তাঁর চরম এবং শেষ সত্য কিনা। আপাতত এ সবের 'মূল-অবধি প্রোথিত হওয়ার' বিষয়ে কোনো সন্দেহ পোষণ করা থেকে আমরা বিরত থাকব। কারণ তাহলে কোন্ শ্রেণীর মূর্খের মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা আমাদের রয়েছে তার অন্বেষণটি বাঁধাপ্রাপ্ত হবে। উপরের বাক্যাবলীকে আমরা উদ্ধৃত করেছি শুধু এই কারণে যে, হের ডুরিং যে-ভাষাকে সত্যকার অর্থে 'মোলায়েম এবং বিবেচনার' ভাষা বলে গণ্য করেন তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আর তাছাড়া এটাও পরিষ্কার যে, হের ডুরিং-এর কাছে তাঁর নিজের অভ্রান্ততা যেমন একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য, তেমনি তাঁর বিবেচনায় তাঁর পূর্বসূরিদের অপদার্থতা তার চেয়ে কম প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়। এর পরে সর্বকালের বিশ্ব চরাচরের এই সর্বশক্তিমান প্রতিভার সামনে নতজানু হয়ে পড়া ব্যতীত আমাদের আর কি উপায় অবশিষ্ট থাকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

দর্শন : অভিজ্ঞতা-পূর্বত্ব

হের-ডুরিং-এর মতে : 'দর্শন হচ্ছে জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে চেতনার সর্বোচ্চ বিকাশ। বৃহত্তরভাবে, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সকল জ্ঞান এবং এষ্‌নার নীতিসমূহ। যেখানেই মানুষ তার চেতনায় সত্তার কোনো রূপ বা উদ্দীপককে অনুভব করার চেষ্টা করে সেখানেই ধৃত এই সত্তার অন্তর্গত নীতি হচ্ছে দর্শনের অনুধাবনের লক্ষ্য। এই নীতিগুলিকে আমরা বলতে পারি আমাদের বিচিত্র জ্ঞান এবং ইচ্ছার জগতের মৌল অবিমিশ্র বা সরল উপাদান। এদের দ্বারাই বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডারের সৃষ্টি। জৈবদেহের রাসায়নিক সংগঠনের ন্যায় বস্তুর সংগঠনকেও তার মৌলিক উপাদানসমূহে বিশ্লেষণ করা চলে। এবং এই মৌল উপাদানগুলোকে একবার উদঘাটন করা সম্ভব হলে সেগুলি যে আমাদের নিকট এবং জ্ঞাত জগৎ সম্পর্কেই সত্য হয়ে দাঁড়ায়, তাই নয়। তারা সত্য হয়ে দাঁড়ায় আমাদের অজ্ঞাত এবং অগম্য জগৎ সম্পর্কেও। কাজেই প্রকৃতি এবং মানুষের জীবনের ব্যাখ্যার একটি সুসংবদ্ধ হাতিয়ার হতে হলে বিজ্ঞানকে শেষত দার্শনিক এই নীতির উপর নির্ভর করতে হবে। সকল প্রকার অস্তিত্বের মৌল রূপগুলি বাস্তব প্রকৃতি এবং মানুষের জগৎ—কেবল এই দু'টিই হচ্ছে দর্শনের বিচার্য বিষয়। এভাবে আমরা আমাদের বিষয় বস্তুকে তিনটি ভাগে বিভক্ত দেখি, যথা : ১ সমগ্র বিশ্বের সাধারণ কাঠামো ; ২ প্রকৃতির জগতের মৌলনীতির বিজ্ঞান ; এবং ৩. সর্বশেষে মানবজাতির বিজ্ঞান। বিষয়ের বিভাগের এই ক্রমের মধ্যে ন্যায়গত পরম্পরার একটি অন্তর্গত সত্যকেও আমাদের স্বীকার করতে হবে। কারণ, সকল সত্তার যে রূপগত কাঠামো তার স্থান অবশ্যই প্রথমে এবং ক্রমের ক্ষেত্রে অন্তর্গত হিসাবে তারপরে আসে যে-বস্তু জগতের উপর এই বিধানসমূহের প্রয়োগ, সেই বস্তুজগৎ।'

এ পর্যন্ত আমরা হের ডুরিংকে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে উদ্ধৃত করেছি।

কাজেই হের ডুরিং-এর যা বিবেচ্য বিষয় তা হচ্ছে প্রকৃতি এবং মানুষের জগতের উপর প্রয়োগ করা হবে যে বিধানসমূহকে এবং প্রকৃতি এবং মানুষ যে-বিধানসমূহের অনুগত হতে বাধ্য, বহির্জগৎ নয়, চিন্তার জগৎ থেকে আহরিত সেই বিধানসমূহ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, চিন্তা এই বিধানসমূহকে লাভ করলো কোথা থেকে? এ প্রশ্নের জবাবটি কি এই যে, চিন্তা চিন্তার কাছ থেকে এই বিধানসমূহকে লাভ করে? না। হের ডুরিং তা বলবেন না। কারণ হের ডুরিং নিজেই বলেছেন, বিশুদ্ধ চিন্তার জগৎ যৌক্তিক কাঠামো এবং গাণিতিক রূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। (শেষোক্ত কথাটি যে ঠিক নয় তা আমরা পরবর্তীতে দেখতে পাব)। ঠিক আছে। জবাবের প্রথম ভাগটিকে নেওয়া যাক। যৌক্তিক কাঠামো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল চিন্তার রূপের সঙ্গেই সম্পর্কিত হতে পারে। কিন্তু আমাদের বিবেচ্য বিষয় তো চিন্তার প্রকার নয়। এখানে আমাদের বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, অস্তিত্ব তথা বহির্জগতের রূপ সমূহ। এবং বহির্জগতের এই প্রকার সমূহকে চিন্তা নিজে সৃষ্টি করতে কিংবা চিন্তার সত্তা থেকে লাভ করতে পারে না। বহির্জগতের রূপসমূহকে বহির্জগৎ থেকেই গ্রহণ করতে হবে। আমাদের একথা সত্য হলে, উল্লিখিত সম্পর্ককে পালটে দিতে হবে : আমাদের অন্বেষার শুরু বিধানসমূহ থেকে নয় ; আমাদের অন্বেষার শেষ ফলশ্রুতি হচ্ছে বিধানসমূহ। বিধান বা সূত্রকে আমরা প্রকৃতি এবং মানুষের ইতিহাসের উপর আরোপ করবো না; প্রকৃতি এবং মানুষের ইতিহাস থেকেই আমরা তাদের আহরণ করব। আমাদের আবিষ্কৃত বিধানসমূহের বাধ্য প্রকৃতি এবং মনুষ্য জগৎ নয় ; আমাদের আবিষ্কৃত বিধানসমূহ ততখানিই যথার্থ হবে যতখানি তারা প্রকৃতি এবং ইতিহাসের সঠিক রূপকে প্রকাশ করবে। আমাদের প্রশ্নটির একমাত্র বস্তুবাদী জবাব হবে এই। আর সেদিক থেকেই হের ডুরিং-এর চিন্তা ভাববাদী। তাঁর ব্যাখ্যা বস্তুকে তার মাথার উপরে স্থাপিত করে এবং বস্তুজগৎকে ভাব থেকেই সৃষ্টি করে। ভাবের রূপেই বস্তুর প্রকার এবং ভাবের এ সূত্র বা রূপ শাশ্বতকাল থেকে বস্তু জগতের পূর্ব থেকে কোথাও যেন অস্তিত্বমান হয়ে আছে। এ ব্যাখ্যা একটি হেগেলীয় ব্যাখ্যা। একজন হেগেলের ব্যাখ্যা।

আসুন, আমরা বরঞ্চ তুলনা করে দেখি হেগেলের বিশ্বকোষ এবং তার 'প্রলাপমূলক কল্পনাসমূহ' হের ডুরিং-এর শেষ এবং চরম বিধানসমূহের বরাবর কোন্‌টি কেমন আসে। হের ডুরিং-এর যেটি প্রথম বিবেচ্য তা হচ্ছে সাধারণ বিশ্বকাঠামো। একেই হেগেল বলেছেন 'লজিক' বা ন্যায়। এবার আমরা দেখি যে, হেগেল এবং ডুরিং—উভয়ই তাঁদের এই কাঠামো বা যুক্তিগত সূত্রসমূহকে আরোপ করছেন প্রকৃতির উপরে, প্রকৃতি-দর্শনের ক্ষেত্রে। এবং পরিশেষে এই সূত্রসমূহকে তাঁরা আরোপ করছেন মনুষ্য জগতের উপর। হেগেলের নিকট এটাই হচ্ছে মনের দর্শন বা মনোদর্শন। কাজেই ডুরিং সাহেব তাঁর সূত্র সমূহের ক্রমের মধ্যে যে অন্তর্গত যৌক্তিক পরম্পরার কথা বলছেন সে পরম্পরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের নিয়ে উপস্থিত করে হেগেলের বিশ্বকোষে। তার কারণ, হের ডুরিং অশেষ আনুগত্যের সঙ্গে তাঁর সূত্রসমূহকে গ্রহণ করেছেন হেগেলের এই বিশ্বকোষ থেকেই। আনুগত্যের এমন পরাকাষ্ঠা হেগেল অনুসারী চারণ, বারলিনের অধ্যাপক মিচেলেটের চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু বহাতে পারে।

'চেতনা',—'চিন্তা'—এদেরকে যদি প্রাকৃতিক অস্তিত্বের ন্যায় গ্রহণ করা হয়, যদি মনে করা হয় প্রকৃতি জগতের ন্যায় তারা শাশ্বত এবং শাশ্বতকাল থেকেই তারা বস্তুর বিপরীত বা অ-বস্তু, তাহলে তার পরিণাম এমন হতেই বাধ্য। ব্যাপারটা যদি আসলে এমনি হতো, 'চিন্তা' 'চেতনা' যদি বস্তুবিরোধী হতো, তাহলে চেতনা এবং প্রকৃতি, চিন্তা এবং সত্তা, চিন্তার বিধান এবং প্রকৃতির বিধান—এদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠ সাযুজ্যের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যেত না। এমন সাযুজ্য তাহলে অদ্ভুত বলেই বোধ হতো। আসলে ব্যাপারটি রহস্যজনক নয়। আমরা যদি প্রশ্ন করি চেতনা এবং চিন্তা কি এবং কোথায় তাদের উদ্ভব, তাহলে আমাদের জবাব হবে, মানুষের মস্তিষ্কই তাদের উৎস এবং মানুষ নিজেও প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত। মানুষ বিকশিত এবং বিবর্তিত হয়েছে তার পরিবেশের মধ্যে এবং পরিবেশের সঙ্গে। আর এ সত্য থেকেই বোধগম্য হয় যে, তাহলে মস্তিষ্ক থেকে যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ভব এবং যে মস্তিষ্কও শেষ বিশ্লেষণে প্রকৃতিরই উদ্ভব সে মস্তিষ্কের চিন্তার সঙ্গে প্রকৃতির সত্তার এবং প্রাকৃতিক সকল উপাদানের আন্তঃসম্পর্কে বৈপরীত্যের প্রশ্ন আসে না। মস্তিষ্ককে প্রকৃতিরই অনুগত হতে হয়।

কিন্তু ব্যাপারটির এমন সরল আলোচনা তো ডুরিং সাহেবকে মানায় না। তিনি কেবল যে মনুষ্যজাতির জন্য চিন্তিত, তা নয়। অবশ্য মনুষ্যজাতির জন্য চিন্তার দায়িত্বটিও কম কথা নয়। কিন্তু হের ডুরিং চিন্তা করছেন অন্তরীক্ষের সকল লোকের চেতন এবং চিন্তাশীল প্রাণীদের জন্য।

হের ডুরিং-এর ভাষায় : "সেই ঊর্ধলোকের সূত্রসমূহের সার্বভৌম এবং শর্তহীন সত্যতার উপর 'মানবিক' কথাকে আরোপ করে তাদেরকে মানবদেহের বিষয় করে তোলা চেতনা এবং জ্ঞানের মৌল বিধানের অবমাননা বৈ আর কিছু নয়।"

কাজে কাজেই সন্দেহাতীতভাবে অন্তরীক্ষের কোনো লোকে যেন 'দুই দু'গুণে পাঁচ' হতে পারে সে জন্য হের ডুরিং চিন্তাকে মানবিক বলে আখ্যায়িত করতে রাজি নন এবং সে কারণেই মানুষ এবং প্রকৃতি অর্থাৎ চিন্তার যে যথার্থ ভিত্তি সে ভিত্তি থেকেই তাকে হের ডুরিং বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে বাধ্য হন। এবং এই পথেই তিনি এমন এক মতবাদের মধ্যে পদস্খলিত হয়ে নিপতিত হন যেখানে তিনি যে পুরুষপুরুষের অধম উত্তরপুরুষ সেই হেগেলই প্রকাশিত হয়ে পড়েন। প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলে নিই। পৃথিবী গ্রহের বাইরে অন্তরীক্ষের অপরাপর লোকে হের ডুরিং-এর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের অভাব পরবর্তীতেও ঘটবে না।

যাই হোক, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এমন মতবাদের ভিত্তিতে কোনো বস্তুবাদী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাব হের ডুরিং একাধিকবার প্রকৃতির উপর সচেতন কার্যকে আরোপ করেছেন। সাধারণ ভাষায় এ কথার অর্থ, তিনি প্রকৃতিকে সচেতন ঈশ্বর বলে কল্পনা করেছেন।

তবে আমাদের এই সত্তার দার্শনিক সমস্ত অস্তিত্বের ভিত্তিকে বাস্তব জগৎ থেকে চিন্তার জগতে যে তিনি অপসারিত করেছেন, তার অপরাপর কারণও রয়েছে। বিশ্বের এই সাধারণ কাঠামোর বিজ্ঞান তথা অস্তিত্বের মৌলরূপের এই বিজ্ঞানই হচ্ছে হের ডুরিং-এর দর্শনের ভিত্তি। কিন্তু আমরা যদি বিশ্বের এই রূপগত কাঠামোকে আমাদের মন থেকে গ্রহণ না করে মনের মাধ্যমে অস্তিত্বমান বাস্তব জগৎ থেকে গ্রহণ করি, এই মৌলনীতিকে যদি অস্তিত্ব থেকে আমরা আহরণ করি তাহলে এ জন্য আর আমাদের কোনো দর্শনের প্রয়োজন হয় না। তখন যা প্রয়োজন হয় সে হচ্ছে বিশ্বের এবং বিশ্বের মধ্যে যা সংঘটিত হচ্ছে তার সুনির্দিষ্ট জ্ঞান। এবং আমাদের তেমন প্রয়াসের ফলশ্রুতি যা হয় তা দর্শন নয়; তার ফলে সৃষ্ট হয় সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞান। কিন্তু তাহলে ডুরিং সাহেবের এই যে বিপুল রচনা, তার কী তাৎপর্য অবশিষ্ট থাকে? নিস্ফল প্রেমের শ্রম বৈ তার আর কি আখ্যান হতে পারে?

আর তাই যদি হয়, দর্শন হিসাবে যদি আমাদের কিছুর প্রয়োজন না থাকে, তাহলে প্রকৃতি-দর্শন বা আদৌ কোনো দর্শন ব্যবস্থারও আর দরকার হয় না। আমরা যদি এই সত্যকে স্বীকার করি যে, প্রকৃতির সকল প্রক্রিয়াই ধারা পরম্পরায় আন্তঃসম্পর্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কিত তাহলে এই সত্যই বস্তুর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে তথা বিস্তারিতভাবেও প্রকৃতিজগতের এই ধারা পরম্পরার আন্তঃসম্পর্ক প্রমাণের পথেই আমাদের পরিচালিত করবে। কিন্তু এই আন্তঃসম্পর্কের এবং যে বিশ্ব-ব্যবস্থার মধ্যে আমরা বাস করছি তার পরিপূর্ণ সামগ্রিক এবং সঠিক মানসচিত্র গঠন করা অতীতের ন্যায় আজো আমাদের ক্ষমতার বাইরে। মানব জাতির বিকাশে কোনোদিন যদি এমনটি সম্ভব হয়, যদি এই জগতের মধ্যে বস্তু, মন এবং ইতিহাসের আন্তঃসম্পর্কের মানসিক চিত্র তৈরি করা সম্ভব হয় তাহলে বুঝতে হবে, মানবজাতি তার বিকাশের শেষ বিন্দুতে পৌঁছে গেছে এবং এখন আর মানুষের সমাজ এবং সেই চরম আদর্শ অবস্থার মধ্যে কোনো বিরোধ বিদ্যমান নেই। এমন চরম বিকাশের বিন্দুর কথা অর্থহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। মানবজাতির সামনে তাই একটা দ্বন্দ্বমূলক বিরোধের অবস্থা বিদ্যমান : একদিকে মানুষের চেষ্টা হচ্ছে বস্তুজগতের সকল আন্তঃসম্পর্কের সামগ্রিক জ্ঞানকে লাভ করা ; অপরদিকে মানুষ এবং বিশ্ব-ব্যবস্থার চরিত্রের কারণেই এমন সামগ্রিক জ্ঞান লাভে তার অক্ষমতা। কিন্তু এ দ্বন্দ্ব কেবল মানুষ এবং জগৎ—এই দু'টো অস্তিত্বের স্বভাবের মধ্যেই নেই, এ দ্বন্দ্বই হচ্ছে মানুষের সকল বুদ্ধিগত অগ্রগতির সঞ্চালন শক্তি। একদিকে যেমন এ প্রয়াস কখনো সমাপ্ত হয় না, অপরদিকে তেমনি সে মানবজাতির শেষহীন বিকাশের মধ্যে নিয়ত তার সমাধান প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়ে চলে। গাণিতিক সমস্যা যেমন অসীম ধারার মধ্যে কিংবা অগ্রসরমান ভগ্নাংশের ভিতর নিজের সমাধান পেয়ে চলে। প্রকৃতপক্ষে জগৎ-ব্যবস্থার যে কোনো মানসিক চিত্র সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। মানসিক এই চিত্র বিষয়গতভাবে সীমাবদ্ধ হয় ঐতিহাসিক অবস্থা দ্বারা এবং বিষয়ীগতভাবে চিন্তাকারীর দৈহিক এবং মানসিক সংগঠন দ্বারা। কিন্তু হের ডুরিং এমন সীমাবদ্ধতার ঊর্ধে। তিনি আগামই বলে দিচ্ছেন, তাঁর চিন্তার কৌশলটি এমন যে, এখানে বিশ্ব-ব্যবস্থার বিষয়ীগত সীমাবদ্ধ ধারণার কোনো অবকাশ নেই। আমরা উপরেই দেখেছি, তিনি সর্বলোকেই উপস্থিত, অন্তরীক্ষের সকল অস্তিত্বেই তাঁর বিচরণ। আমরা এবার দেখেছি, তিনি কেবল যে সর্বময় তাই নয়। তিনি সর্বজ্ঞও বটে। তিনি বিজ্ঞানের শেষ সমস্যারও সমাধান করেছেন এবং সকল বিজ্ঞানের সামনেই তিনি 'সমাপ্ত' নোটিশটি টাঙ্গিয়ে দিয়েছেন।

অস্তিত্বের মৌলরূপের ক্ষেত্রে যেমন, বিশুদ্ধ গণিতের ক্ষেত্রেও তেমনি হের ডুরিং বিশ্বাস করেন, অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্বভাবে অর্থাৎ বহির্জগতের দেওয়া অভিজ্ঞতার উপর আদৌ নির্ভর না করে তিনি বিশুদ্ধ গণিতের সমগ্রকেই তাঁর মস্তিষ্কের ভেতর থেকে সৃষ্টি করতে পারেন।

তাঁর মতে বিশুদ্ধ গণিতের ক্ষেত্রে আমাদের 'মন তার নিজের স্বাধীন কল্পনাগত সৃষ্টি' নিয়েই কার্য করে। সংখ্যা এবং আকারের যে ধারণা নিয়ে তার কারবার তা সে নিজেই সৃষ্টি করে। এবং এ কারণেই গণিতের সঠিকতা কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না। "তার সঠিকতা বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং জগতের বাস্তব বিষয়-নিরপেক্ষ সঠিকতা।"

. হাঁ, একথা নিশ্চিত যে বিশুদ্ধ গণিতের সত্য প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না। তার সত্যতা ব্যক্তির বিশেষ অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ। এবং একথা প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক বিজ্ঞান এবং প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক সত্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য। চুম্বক মেরুর অস্তিত্ব,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পানি যে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত এবং এই সত্য যে, হেগেল এখন মৃত এবং হের ডুরিং জীবিত—এই সত্য বা ঘটনাগুলি আমাদের কিংবা অপর কারুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না। এমন কি এ সত্য হের ডুরিং যখন ন্যায়বানের নিদ্রায় নিদ্রিত থাকেন তখন তাঁর সেই অভিজ্ঞতার উপরও নির্ভরশীল নয়। তাই বলে একথা আদৌ সত্য নয় যে, বিশুদ্ধ গণিতে আমাদের মনের বিবেচ্য কেবল তার নিজের সৃষ্টি এবং কল্পনা। সংখ্যা এবং আকারের ধারণা যে মানুষ লাভ করেছে তার উৎস অবশ্যই বাস্তব জগৎ। হাতের দশটা আঙ্গুলের উপর যে মানুষ গণনা করতে শিখেছে এ সত্য মনের কল্পনার বিষয় নয়। গণনার ক্ষেত্রে যেমন দরকার গণনা করার মতো বস্তুর, তেমনি দরকার সংখ্যা ব্যতীত গণনীয় বস্তুর অপর সকল গুণকে বিশ্লিষ্ট করার ক্ষমতা। এবং মানুষের এই ক্ষমতাও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিকাশেরই ফল। সংখ্যার ধারণা যেমন, আকারের ধারণাও তেমনি বহির্জগতের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা লাভ করেছি। এটাও আমাদের মনে বিশুদ্ধ চিন্তার কোনো সৃষ্টি নয়। আকারের ধারণা তৈরি হওয়ার পূর্বে অবশ্যই আকারগত বস্তু ছিল। এই আকারগত বস্তুর সঙ্গে বস্তুর তুলনার ভিত্তিতেই মানুষের আকারের ধারণার উদ্ভব। বিশুদ্ধ গণিতের যা বিবেচ্য তাও বাস্তব জগতের বস্তুসমূহেরই স্থানগত এবং পরিমাণগত সম্পর্ক। অর্থাৎ বিশুদ্ধ গণিতেরও বিষয় হচ্ছে যথার্থভাবেই বাস্তব জগৎ। এটা অবশ্য ঠিক যে, গণিতের এই বিষয় এক জটিল বিমূর্তরূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তার ফলে বহির্জগতই যে তার উদ্ভবস্থল—এ সত্য নাকচ হয়ে যায় না। কিন্তু বস্তুর এই রূপ এবং সম্পর্কগুলিকে তাদের বিশুদ্ধতায় অনুধাবনের জন্য আমাদের প্রয়োজন হয় তাদের বিষয় থেকে আকারকে বিশ্লিষ্ট করার এবং বিষয়কে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করার। এবং এভাবেই আমরা লাভ করি ব্যপ্তি ছাড়া বিন্দুর ধারণা, প্রস্থ এবং ঘনত্ব ছাড়া রেখার ধারণা, গণিতের ক, খ, গ, ঘ সূচক প্রতীকের এবং অপরিবর্তনীয় এবং পরিবর্তনীয় উপাত্তের ধারণা। এবং এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত সীমাতেই মাত্র আমরা লাভ করি গণিতের জগতে মনের স্বাধীন কল্প-সৃষ্টি তথা কাল্পনিক মাত্রাকে। এমন কি গণিতের জগতে একটা মাত্রা থেকে অপর কোনো মাত্রার যে প্রাপ্তি তাও তাদের অভিজ্ঞতা-ঊর্ধ্ব উৎসকে প্রমাণ করে না, তাদের যৌক্তিক আন্তঃসম্পর্ককেই মাত্র প্রমাণিত করে। কোনো আয়তক্ষেত্রকে তার নিজের একটা মাত্রার উপর ঘূর্ণ্যমান দেখার মাধ্যমেই মানুষ 'গোলাকার' ধারণাটিকে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। বস্তু জগতে অস্তিত্বমান আয়তক্ষেত্র এবং গোলবস্তুকে অসম্পূর্ণ আকারে হলেও, বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই মানুষ এই ধারণায় পৌছতে পেরেছে। যেমনি অপর সকল বিজ্ঞান, তেমনি গণিত শাস্ত্রেরও উদ্ভব ঘটেছে মানুষের প্রয়োজন থেকে : জমির পরিমাপ, পাত্রের বস্তুর পরিমাণ, সময়ের নির্ধারণ এবং যন্ত্রগত প্রয়োজন পূরণ থেকে। কিন্তু চিন্তার অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও বিকাশের একটি পর্যায়ে বাস্তব জগৎ থেকে আহৃত বিধানসমূহ বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তখন বস্তুজগতের উপরই তাদের এমনভাবে আরোপ করা হয় যেন এ সকল বিধান, স্বয়ম্ভু, যেন এরা জগতের বাইরের কোনো লোক থেকে আগমন করেছে এবং জগৎকে এখন তাদের বাধ্য হয়ে চলতে হবে। সমাজ এবং রাষ্ট্রে এমনটি ঘটেছে এবং এই ভাবেই, অপর কোনো ভাবে নয়, বিশুদ্ধ গণিতকে পরবর্তীতে বস্তু জগতের উপর আমরা আরোপ করি। অথচ বস্তুজগৎ থেকেই এদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহরণ এবং বস্তু জগতের আন্তঃসম্পর্কের রূপ সমূহের একটি অংশেরই এটি প্রকাশ এবং গণিতের বিধানের উদ্ভবগত এই সত্যের কারণেই মাত্র বস্তুজগতের উপর এর প্রয়োগ সম্ভব।

কিন্তু হের ডুরিং যেমন মনে করেন তিনি বিশুদ্ধ গণিতের সমগ্রকেই অভিজ্ঞতার কোনো উপাদান ব্যতীত গণিতের স্বতঃসিদ্ধসমূহ থেকে উদ্ধার করতে পারেন এবং 'বিশুদ্ধ যুক্তির কারণে এদের কোনো সূত্রই প্রমাণযোগ্য বা প্রমাণসাপেক্ষ নয়', এবং তিনি নিজের ইচ্ছামতো জগতের উপর তদের আরোপ করতে পারেন, তেমনি তিনি মনে করেন অস্তিত্বের মূল রূপগুলি তথা সকল জ্ঞানের সরল উপাদানসমূহকে, দর্শনের স্বতসিদ্ধসমূহকে অর্থাৎ সমগ্র দর্শন বা জগৎ কাঠামোকেও তিনি তাঁর মস্তিষ্ক থেকে নির্গত করতে পারেন এবং এক সার্বভৌম হুকুমে প্রকৃতি এবং মনুষ্যজগতের উপর তাঁর এই মানস সন্তানকে আরোপিত করে দিবারও তিনি ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রকৃতি তো নয়ই। মনুষ্যজগৎও অসীম সামান্য মাত্রাতেই মাত্র ১৮৫০ -এর ম্যানটুফেল*-এর প্রুশিয়ানদের দ্বারা গঠিত।

গণিতশাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধগুলি হচ্ছে চিন্তার বিষয়ের সামান্য পরিমাণের প্রকাশ। এবং চিন্তার এ বিষয়কে গণিত ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেছে ন্যায়শাস্ত্র থেকে। এদেরকে দুটি সূত্রে লিপিবদ্ধ করা যায় :

(১) অংশের চেয়ে সমগ্র বৃহত্তর।

এই বাক্যটির মধ্যে রয়েছে নিছক শব্দের পুনরাবৃত্তি। কারণ যখনই অংশ কথাটি এসে যায় তখনই সুনির্দিষ্টভাবে 'সমগ্র' কথাটিও এসে যায়। কারণ 'অংশ' সমগ্রেরই অংশ। অংশ বলা মানেই হচ্ছে এই ধারণাটি প্রকাশ করা যে, পরিমাণগত 'সমগ্র' অংশ সমূহেরই তৈরি। 'অংশের চেয়ে সমগ্র বৃহত্তর'—এই স্বতঃসিদ্ধটি স্পষ্টভাবে উচ্চারণে পূর্বের চেয়ে আমরা এক পা অধিক অগ্রসর হয়েছি, এমন কথা বলা যায় না। এই পুনরুক্তির ব্যাপারটিকে কিছু পরিমাণ প্রমাণের চেহারাও দেওয়া যায়। যেমন, আমরা বলতে পারি, সমগ্র একাধিক অংশ নিয়ে গঠিত ; অংশ হচ্ছে তা যার একাধিককে নিয়ে সমগ্র গঠিত। কাজে কাজেই প্রমাণিত হল, অংশ সমগ্রের চেয়ে কম। এমন প্রমাণের প্রক্রিয়ায় বরঞ্চ অর্থহীন পুনরাবৃত্তিতে এর অন্তর্গত বিষয়ের অন্তঃসারশূন্যতাই অধিকতর প্রকট হয়ে ওঠে।

২) দু'টি পরিমাণ যদি তৃতীয় একটি পরিমাণের সমান হয় তাহলে পরিমাণ দুটি পরস্পরের সমান।

হেগেল ইতঃপূর্বে দেখিয়েছেন এই বিবৃতিটি হচ্ছে একটি সিদ্ধান্ত এবং এর সত্যতার নিশ্চয়তা প্রদান করে ন্যায় শাস্ত্র। কাজেই এটা একটি প্রমাণিত সত্য। কিন্তু সে প্রমাণ

---

* ইঙ্গিতটি হচ্ছে ১৮৪৮ সনের ৫ ডিসেম্বর তারিখে প্রুশিয়ার সম্রাট প্রদত্ত জার্মান সংবিধানকে দাসানুগত্যের সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর গ্রহণ সম্পর্কে। প্রুশিয়ার সম্রাট উক্ত তারিখে একদিকে যেমন প্রুশিয়ার গণ-পরিষদকে বাতিল করে দিয়েছিলেন, তেমনি একই সঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ব্যারন ম্যানটুফেল-এর সক্রিয় উদ্যোগে রচিত এক শাসনতন্ত্রকে তিনি ঘোষণাও করেছিলেন। প্রুশিয়ার কাপুরুষ বুর্জোয়াশ্রেণী সম্রাটের এই ফরমানকে অবনতমস্তকে সেদিন গ্রহণ করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণিতশাস্ত্রের প্রমাণ নয় ; সে প্রমাণ বিশুদ্ধ গণিতের বাইরের প্রমাণ। সমান এবং অসমানের উপর বাকি স্বতঃসিদ্ধগুলি এই সিদ্ধান্তের সম্প্রসারণ বৈ আর কিছু নয়।

এই সমস্ত সূত্রগুলি অঙ্কশাস্ত্রে কিংবা অপর কোথাও খুব দামি ব্যাপার বলে স্বীকৃত হতে পারে নি। এখান থেকে যদি আমাদের আরো অগ্রসর হতে হয় তাহলে আমাদের অবশ্যই বাস্তব সম্পর্কে অর্থাৎ বাস্তব জগতের দ্রব্য সামগ্রীর স্থানগত আকার এবং সম্পর্কের উপর নির্ভর করতে হবে। আসলে রেখা, তল, কোণ, বহুভুজ, ঘন, ক্ষেত্র প্রভৃতি ধারণা আমরা বাস্তব জগৎ থেকেই লাভ করি। এর বাইরে গাণিতিক যদি বলেন, প্রথম রেখার জন্ম ঘটেছে স্থানের মধ্যে বিন্দুর গতির মধ্য দিয়ে এবং প্রথম তল তৈরি হয়েছে রেখার গতিতে এবং প্রথম ঘন হয়েছে তলের গতিতে তাহলে তাকে অনুধাবন এবং স্বীকার করতে আমাদের সাধারণ বোধের বেশ পরিমাণ বিকারেরই প্রয়োজন পড়বে। এমন কি, এরূপ ধারণা গ্রহণ করার বিরুদ্ধে এর প্রকাশের ভাষাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ত্রিমাত্রিক একটা গাণিতিক অস্তিত্বকে একটি ঘনবস্তু বলে আখ্যায়িত করা হয়। এখানেই দেখা যাচ্ছে, 'বাস্তবতাবিহীন একটা সত্তা' অর্থাৎ গাণিতিক ঘনকে প্রকাশ করার জন্য আমাদের একেবারে নিরেট বস্তুর উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে ; বলতে হচ্ছে, ত্রিমাত্রিক ঘন হচ্ছে একটি ঘন বস্তু। কাজেই এটাকে আমরা মনের অবারিত কল্পনার ফল বলে আখ্যায়িত করি কি প্রকারে?

যা হোক, ক্লান্তিকর এই বিবরণ আর থাক। দেখা যাচ্ছে, হের ডুরিং বিশুদ্ধ গণিতের অভিজ্ঞতা-উর্ধ্ব স্বাধীনতার জয়গান তথা তার অভিজ্ঞতাপূর্বত্ব এবং এর বিষয়বস্তু যে স্বাধীন মনের সৃষ্টি বৈ আর কিছু নয়, এ কথা তাঁর উক্ত গ্রন্থের, পৃষ্ঠা ৪২ এবং ৪৩-এ প্রমাণ করার পরে পৃষ্ঠা ৬৩-তে বলছেন : "সংখ্যা, পরিমাণ, সময়, স্থান এবং জ্যামিতিক গতি—এই গাণিতিক অস্তিত্বগুলি যে কেবল ভাব মাত্র তা আমরা ভুলে যাই..; কিন্তু গাণিতিক সূত্রগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতা বিবর্জিত হলেও এগুলি আমরা অর্থবোধক করে প্রকাশ করতে পারি।"

হের ডুরিং-এর এই শেষ বক্তব্যটি যে কোনো বিমূর্ত প্রকাশ সম্পর্কেই সত্য। কিন্তু তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বিমূর্ত সূত্রগুলিকে বাস্তব জগৎ থেকে বিশ্লিষ্ট করে আহরণ করা হয়নি। দেখা যাচ্ছে, বিশ্বব্যবস্থাতে বিশুদ্ধ গণিত বিশুদ্ধ চিন্তা থেকে জাত। কিন্তু প্রকৃতি দর্শনে ব্যাপারটি ভিন্ন। প্রকৃতিদর্শনে বিমূর্ত সূত্র পরিপূর্ণরূপেই অভিজ্ঞতাগত। এদের গ্রহণ করা হয় বহির্জগৎ থেকে। পরবর্তীতে এ সূত্রগুলিকে বিশ্লিষ্ট বা বিমূর্ত করা হয়। এর কোন্‌টিকে আমরা বিশ্বাস করব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪
বিশ্ব ব্যবস্থা তত্ত্ব

"সর্বগ্রাহী অস্তিত্ব হচ্ছে এক। এ এক স্বয়ং সম্পূর্ণ। এই স্বয়ং সম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে এর সমান্তরালে কিংবা এর উর্ধ্বে অপর কোনো অস্তিত্ব নেই। দ্বিতীয় অস্তিত্বকে এর শরিক করার অর্থ হবে একে এর বিপরীত অস্তিত্বে পরিণত করা। অন্য কথায় তার অর্থ দাঁড়াবে, একে অধিকতর কোনো সমগ্রের অন্তর্গত উপাদানে পর্যবসিত করা। এবং যেহেতু আমরা আমাদের অখণ্ড চিন্তাকে একটি কাঠামো হিসাবে প্রয়োগ করি সে কারণে এই চিন্তার ঐক্যের অন্তর্গত কোনো কিছুর মধ্যে কোনো দ্বৈত সত্তার অস্তিত্ব আমরা চিন্তা করতে পারিনে।... চিন্তার এই ঐক্যের বাইরেও কোনো কিছুর অস্তিত্বকে কল্পনা করা চলে না। ...সমস্ত চিন্তার মৌল অর্থ হচ্ছে চেতনার সরল উপাদানকে একটা ঐক্যের মধ্যে সংঘবদ্ধ করা।...সমন্বিত ঐক্যের বিন্দু থেকেই উদ্ভূত হয়েছে অদৃশ্য জগতের তত্ত্ব এবং বিশ্ব শব্দের অর্থটি এমন যে, বিশ্ব বলতে এমন সত্তাকে বুঝায় যার মধ্যে সকল উপাদানকে ঐক্যের ভিতর ঐক্যবদ্ধ করা হয়েছে।"*

হের ডুরিং থেকে এই পর্যন্ত উদ্ধৃতি দেওয়া গেল। গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগের এটি হচ্ছে প্রথম দৃষ্টান্ত।

"মৌল সরল সূত্রসমূহের ভিত্তিতে সকল প্রশ্নকেই স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে আমাদের মীমাংসা করতে হবে।...আমাদের প্রতীতি থাকতে হবে যে, আমাদের বিবেচনার বিষয় হচ্ছে গণিতের মূল নীতিসমূহ।"

"সর্বগ্রাহী অস্তিত্ব হচ্ছে এক।" এর কি অর্থ? টটোলজি বা পুনরুক্তি তথা উদ্দেশ্যের মধ্যে যা বিবৃত হয়েছে বিধেয়-র মধ্যে স্রেফ তার পুনরুক্তি যদি স্বতঃসিদ্ধ হয় তাহলে এই বাক্যটিতে আমরা একটি বিশুদ্ধ স্বতঃসিদ্ধকে লাভ করেছি, একথা আমাদের বলতে হবে। হের ডুরিং বাক্যের উদ্দেশ্যের মধ্যে বলেছেন, "অস্তিত্ব সর্বগ্রাহী" এবং তিনি বিধেয়-র মধ্যে বিনা সঙ্কোচে ঘোষণা করেছেন, "অস্তিত্বের বাইরে কিছুরই অস্তিত্ব নেই।' কি বিরাট দর্শন ব্যবস্থা তৈরিতে পারঙ্গম চিন্তার সাক্ষাৎই না আমরা লাভ করলাম!

---

* 'সংস্কৃতি'তে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস-এর 'এ্যান্টি-ডুরিং' এর অনুবাদের কিছু অংশ প্রকাশিত হলে আগ্রহী পাঠক এবং বন্ধুজনদের অনেকে 'সংস্কৃতি' সম্পাদককে পত্র লিখে এবং ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতে বাংলাদেশে 'এ্যান্টি-ডুরিং'-এর অনুবাদের এই উদ্যোগটিকে স্বাগতঃ জানিয়েছেন এবং অনুবাদ কর্মটি চালিয়ে যাবার এবং সম্পূর্ণ করার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। তাঁদের এই আগ্রহ প্রকাশ এবং উৎসাহদান আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। পাঠকবর্গ এবং বন্ধুজনদের প্রতি এই সঙ্গে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। —অনুবাদক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা তৈরিই বটে! এর পরবর্তী ছ'টি ছত্রেই হের ডুরিং অস্তিত্বের একত্বকে তাঁর অখণ্ড চিন্তার মাধ্যমে ঐক্যের মধ্যে রূপান্তরিত করে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। যেহেতু সকল চিন্তার মূল হচ্ছে সকল বস্তুকে ঐক্যের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা, কাজেই অস্তিত্ব চিন্তার মধ্যে ধৃত হওয়া মাত্রই অখণ্ডত্বে পরিণত হয়ে যাচ্ছে এবং জগৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণাও অবিভাজ্য হয়ে গেল। এবং এই পথেই, যেহেতু অস্তিত্ব এভাবে চিন্তায় ধৃত হয়ে গেছে, জগতের ধারণাটাও অখণ্ড হয়ে দাঁড়াল। ফলত আসল অস্তিত্ব, বাস্তব বিশ্বও একটা অবিভাজ্য ঐক্যের সত্তা লাভ করল। এবং এভাবে দেখা গেল : "অস্তিত্বের বাইরে অপর কোনো অস্তিত্বের আর অবকাশ রইল না। কারণ আমাদের মন একবার অস্তিত্বকে তার সঙ্গতিপূর্ণ সর্বজনীনতায় প্রত্যক্ষ করতে পারলে অস্তিত্বের বাইরে অস্তিত্ব আর কল্পনীয় থাকতে পারে না।"

এ এক অভিযান, সামরিক অভিযানই বটে। এমন অভিযানের সামনে অস্টারলিজ আর জেনা, কনাইগ্রাজ এবং সিডান একেবারে ম্লান ছায়া বৈ আর কিছু নয়।* কয়েকটি মাত্র বাক্যে এবং প্রায় একটি পৃষ্ঠাও অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে আমরা প্রথম স্বতঃসিদ্ধকে সমরাঙ্গণে হাজির করেছি এবং ইতোমধ্যেই তার দ্বারা আমরা পৃথিবীর বাইরে সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত, বরবাদ এবং বিধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়েছি। এখন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই : না ঈশ্বর, না স্বর্গীয় প্রাণীকুল, না স্বর্গ, না নরক এবং না আত্মার ধোলাইগার কিংবা আত্মার অমরত্ব।

কিন্তু অস্তিত্বের একত্ব থেকে আমরা তার ঐক্য শীর্ষে কেমন করে পৌঁছি? এর জবাব : অনুধাবনই সিদ্ধি। প্রয়োজন শুধু অস্তিত্বের চতুর্দিকে আমাদের অখণ্ড চিন্তার ডানাকে বিস্তারিত করে দেওয়া এবং তাহলেই বিশেষ অস্তিত্ব ঐক্যবদ্ধ হয়ে চিন্তার ঐক্য পরিণত হয়ে যাবে। কারণ, চিন্তার চরিত্র হচ্ছে চেতনার উপাদানসমূহকে একটি ঐক্যের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা।

আর যাই হোক, এই শেষ বাক্যটি একেবারে অসত্য। কারণ, প্রথমত চিন্তার কাজ যেমন কোনো অস্তিত্বের সম্পর্কিত উপাদানকে ঐক্যবদ্ধ করা, তেমনি চিন্তার কাজ হচ্ছে চেতনার বিবেচ্য বস্তুকে তার উপাদানসমূহের মধ্যে বিভক্ত করা। কারণ, বিশ্লেষণ বাদে কোনো সংশ্লেষণ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, কোনো ভুলের মধ্যে নিপতিত না হয়ে চিন্তা চেতনার কেবল সেই উপাদানগুলিকেই ঐক্যের মধ্যে সংবদ্ধ করতে পারে যে উপাদানগুলির মধ্যে কিংবা যে উপাদানগুলির অনুরূপ আদর্শ উপাদানের মধ্যে এই ঐক্য পূর্ব থেকেই সৃষ্ট হয়ে রয়েছে। ধরা যাক, আমি স্তন্যপায়ী প্রাণীর ঐক্যের মধ্যে একটি জুতার বুরুশকে ঢুকিয়ে

---

* এঙ্গেলস এখানে উনবিংশ শতকের বেশ কয়েকটি প্রখ্যাত যুদ্ধের উল্লেখ করছেনঃ অস্টারলিজের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ডিসেম্বর ২,১৮০৫ সালে। এ যুদ্ধে নেপোলিয়ন রুশ-অস্ট্রীয় যুক্ত বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। জেনার যুদ্ধ হয় অক্টোবর ১৪, ১৮০৬ সালে। এ যুদ্ধে নেপোলিয়নের হাতে প্রুশিয়ার বাহিনী পর্যুদস্ত হয়। কনাইগ্রাজ অথবা বর্তমানের ক্রালোভ-এর যুদ্ধ ঘটে জুলাই ৫, ১৮৬৬ সালে, বোহেমিয়াতে। এখানে প্রুশিয়ার এক বাহিনী অস্ট্রীয় এবং স্যাকসনির বাহিনীকে পরাজিত করে। এ যুদ্ধ সাডোয়ার যুদ্ধ বলেও পরিচিত। সিডনের যুদ্ধ ঘটে সেপ্টেম্বর ১-২, ১৮৭০ সনে। এখানে প্রুশিয়ার বাহিনী ম্যাকসোহমের অধীনস্থ ফরাসি বাহিনীকে পরাজিত করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলাম। কিন্তু তাতে এই জুতার বুরুশের মধ্যে স্তন-গ্রন্থি বা গ্লাণ্ডের উদ্ভব ঘটবে না। কাজেই অস্তিত্বের ঐক্য তথা অস্তিত্বকে ঐক্যবদ্ধ সত্তা হিসাবে ধারণা করার ন্যায়-সিদ্ধতা প্রমাণ সাপেক্ষ। কাজেই হের ডুরিং যখন বলেন, তিনি অস্তিত্বকে অখণ্ড হিসাবে ধারণা করেন,তাকে দ্বৈত সত্তা হিসাবে নয়, তখন তিনি নিজের দীন ধারণাটি ব্যতীত অধিক কিছু বলেন না।

আমরা যদি তাঁর চিন্তার ধারাটিকে নিখাদভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করি তাহলে যে অভিমতটি পাই তা এইরূপ : "আমি শুরু করি অস্তিত্ব দিয়ে। কাজেই আমি ধারণা করছি অস্তিত্বকে। অস্তিত্বের চিন্তাটি হচ্ছে অখণ্ড। কিন্তু চিন্তা এবং অস্তিত্বের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। তাদের মধ্যে ঐক্য অবশ্যম্ভাবী। একের অনুরূপেই আর। তারা পরস্পর সন্নিপত। কাজে কাজেই অস্তিত্ব বাস্তবেও অবিভক্ত। এবং সে কারণেই অস্তিত্বকে অতিক্রম করে কোনো অস্তিত্ব অস্তিত্বমান হতে পারে না।"

বস্তুত, হের ডুরিং যদি উপরোক্ত বাণীজাতীয় বক্তব্যদানের বদলে স্পষ্টভাবে এমন করে কথা বলতেন তাহলে তাঁর অভিমত পরিষ্কারভাবেই দৃশ্য হয়ে উঠত। চিন্তা এবং অস্তিত্ব এক বলার ভিত্তিতে কারুর চিন্তার সৃষ্টিকে বাস্তব প্রমাণ করার চেষ্টা প্রলাপমূলক কল্পনা বৈ আর কিছু নয়। এ চেষ্টা হেগেলীয় চেষ্টা।

এমন কি তাঁর প্রমাণের সমগ্র পদ্ধতিটি যদি ঠিকও হতো তাহলেও ঈশ্বরবাদীদের কাছ থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ জমিও হের ডুরিং এর দ্বারা আদায় করতে সক্ষম হতেন না। ঈশ্বরবাদীদের জবাব হতো : 'আমরাও মনে করি, বিশ্ব হচ্ছে অমিশ্র সত্তা ; ঊর্ধ্বের স্বর্গ এবং নিম্নের মর্তের মধ্যে যে বিভাগ, এ শুধু মর্তের মানুষের পাপবিদ্ধ দৃষ্টির বিভ্রম। সমস্ত সত্তার মূল হচ্ছেন ঈশ্বর। এবং ঈশ্বরের সকল অস্তিত্ব এক। ঈশরবাদীগণ হের ডুরিংকে সঙ্গে করে অন্তরীক্ষের অপর সকল অস্তিত্বে গমন করে পাপবিহীন সেই জগতে স্বর্গ-মর্তের বিরোধহীন লোকে তাঁকে দেখিয়ে দিতেন, বিশ্ব ব্যবস্থার ঐক্যই হচ্ছে তাঁদের বিশ্বাসের মূল শর্ত।

হের ডুরিং-এর এই ব্যাপারের যেটা সবচেয়ে কৌতুকজনক দিক তা হচ্ছে এই যে, হের ডুরিং ঈশ্বরের অস্তিত্বের সত্তাগত প্রমাণ দ্বারা তাঁর অস্তিত্বের ধারণার ভিত্তিতে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে চাচ্ছেন। সত্তাবাদীদের কায়দাটি এরূপ : আমরা যখন ঈশ্বরের চিন্তা করি তখন তাকে সমগ্র সম্পূর্ণতার আকর বলে মনে করি। কিন্তু সম্পূর্ণতার সর্বমোট বা আকর বললে অস্তিত্বও তার অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ, অস্তিত্বহীন সত্তা নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ সত্তা। কাজেই ঈশ্বরের সম্পূর্ণতার মধ্যে অস্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। ঈশ্বর তাই অস্তিত্বমান।

হের ডুরিং-এর উক্তিও ঠিক একই প্রকারের : অস্তিত্ব বা সত্তা সম্পর্কে যখন আমরা চিন্তা করি তখন তাকে একক ধারণা হিসাবেই আমরা চিন্তা করি। এবং এককের মধ্যে যা কিছু অন্তর্গত তা অখণ্ড। সত্তা অস্তিত্বের সঙ্গে অভিন্ন হতো না যদি সে অখণ্ড না হতো। কাজেই সত্তা অবিভক্ত বা অখণ্ড। এবং কাজে কাজেই ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নাই... ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা যখন অস্তিত্ব তথা বিশুদ্ধ অস্তিত্বের কথা বলি তখন তার ঐক্যের অর্থ একমাত্র এই হতে পারে যে, 'অস্তিত্ব' দ্বারা আমরা যে সকল বস্তুকে বুঝাচ্ছি তাদের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। তারা সকলে কেবলমাত্র এই অস্তিত্বের ঐক্যের অন্তর্গত, অপর কোনো ঐক্যের নয়। এবং তারা আছে, তারা রয়েছে বা তারা অস্তিত্বময়, এই সাধারণ বক্তব্য তাদের মধ্যে অধিক কোনো গুণের যে কেবল সৃষ্টি করতে পারে না, তাই নয়, তাদের অপর কোনো গুণই এই মুহূর্তে আমাদের বিবেচনার মধ্যে আসেনা। কারণ, এই সকল বস্তুর সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে তাদের অস্তিত্বময়তা, এই মৌল সত্য থেকে যখনি আমরা এক মিলিমিটার পরিমাণ বিচ্যুত হব, তখনি এই বস্তুনিচয়ের মধ্যকার পার্থক্যগুলিই আমাদের চোখে ভেসে উঠতে থাকবে এবং তারা কেউ শ্বেতবর্ণের, কেউ কৃষ্ণবর্ণের, কেউ সজীব আর কেউ অজীব, কেউ অধ-লোকে, কেউ বা উর্ধ্বলোকে —তাদের এরূপ সকল পার্থক্যের মধ্যে সমপরিমাণে অস্তিত্বময়তা বিদ্যমান, এ কথার ভিত্তিতে আমাদের পক্ষে আদৌ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবেনা।

বিশ্বের ঐক্য তার অস্তিত্বময়তার মধ্যে নিহিত নয়। অবশ্য তার অস্তিত্বময়তা ঐক্যের নিশ্চয়ই একটি শর্ত। কারণ অস্তিত্বময় না হয়ে কোনো কিছু ঐক্যময় হতে পারে না। বস্তুত, আমাদের পর্যবেক্ষণের যেখানে শেষ, অস্তিত্বময়তার প্রশ্ন সেখানেও বিদ্যমান। বিশ্বের বাস্তব ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে তার বস্তুময়তা এবং এটা প্রমাণের জন্য কিছু কথার কারচুপি যথেষ্ট নয়। এর প্রমাণ এসেছে দর্শন এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের দীর্ঘ এবং শ্রমসাধ্য বিকাশের মাধ্যমে।

যাই হোক, হের ডুরিং-এর ভাষায় ফিরে গিয়ে আমরা দেখি যে, হের ডুরিং যে অস্তিত্বের কথা আমাদের বলছেন সে অস্তিত্ব "সেই আত্মঐক্যে একাবদ্ধ বিশুদ্ধ অস্তিত্ব নয় যে অস্তিত্বের মধ্যে বিশেষের বৈশিষ্ট্য অবর্তমান এবং যার অস্তিত্ব হচ্ছে অনস্তিত্বের চিন্তার বা চিন্তার অনস্তিত্বের প্রতিরূপ।"

কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই যে, হের ডুরিং-এর বিশ্বের সূচনা ঘটছে আসলে এমন এক অস্তিত্ব থেকেই যার অন্তর্গত সকল বৈশিষ্ট্য গতি এবং পরিবর্তনশূন্য এবং যে কারণে শূন্যতারই যে প্রতিরূপ। মোট কথা এ বিশ্ব যথার্থই শূন্য। এবং এই শূন্যবিশ্ব তথা অস্তিত্বহীন অস্তিত্ব থেকেই বিশেষের বৈশিষ্ট্যময় জগৎ বিকশিত হয়েছে এবং এখন সে বিকাশ এবং পরিবর্তমানতারই প্রতিরূপ। এই তত্ত্ব ধারণ করেই মাত্র আমরা 'আত্মঐক্যে আবদ্ধ সর্বজনীন ধারণাতে', এমন কি তার এই নিয়ত পরিবর্তমানতায়ও দৃঢ়বদ্ধ হতে পারব।

এভাবে একটা উচ্চতর মার্গে পৌঁছেই মাত্র আমরা অস্তিত্বের এমন ধারণা লাভ করি যে ধারণার মধ্যে স্থিরতা এবং পরিবর্তমানতা, অস্তিত্ব এবং বিকাশমানতা—উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। এখানে পৌঁছে আমরা দেখি যে "জাতি এবং প্রজাতি অথবা সাধারণভাবে বললে, সাধারণ এবং বিশেষ হচ্ছে বিশেষকরণের সহজতম উপায় এবং এ বাদে বস্তুর গঠনকে আদৌ উপলব্ধি করা চলেনা"।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এগুলি হচ্ছে 'গুণের' বিশিষ্ট করণের উপায়। সে যা হোক, এগুলি শেষ হলে আমরা দেখি, "মাত্রার ধারণা জাতির ধারণার বিপরীত এবং মাত্রা হচ্ছে এমন অবিমিশ্র সত্তা যার মধ্যে আর গুণগত বিশেষের কোনো অস্তিত্ব সম্ভব নয়।"

এবং এভাবে আমরা গুণ থেকে পরিমাণে পৌঁছে যাই। আর পরিমাণ তো সর্বদা 'পরিমাপযোগ্য'।

এবার তাহলে আসুন আমরা তুলনা করে দেখি, 'অস্তিত্বসমূহের এই সাধারণ কাঠামোর সূক্ষ্ম বাছাই কর্ম' এবং এর 'খাঁটি সমালোচনামূলক ছায়া দৃষ্টিভঙ্গী' একজন হেগেলের স্থূলতা, উন্মাদনা এবং প্রলাপমূলক ছায়াবাজীর বরাবর কিরূপ দৃষ্ট হয়। আমরা জানি যে হেগেলের যুক্তি শুরু অস্তিত্ব থেকে। হের ডুরিং-এরও তাই। এবং এ অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় অনস্তিত্ব বলে। হের ডুরিং-এরও তাই। এবং অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব থেকে বিকাশমানতায় উত্তরণ। আর এর ফলেই বিশেষ অস্তিত্বের সৃষ্টি, অর্থাৎ উন্নততর এবং পূর্ণতর অস্তিত্বের উদ্ভব। হের ডুরিং-এও তাই। বিশেষ অস্তিত্ব আমাদের পৌঁছে দেয় গুণের ক্ষেত্রে এবং গুণ থেকে পরিমাণে। হের ডুরিং-এও তাই। এবং এর পরেও যাতে অত্যাবশ্যকীয় কোনো উপাদান আমাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়ে যেতে না পারে সে কারণে হের ডুরিং অন্যত্র আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন :

> পরিমাণের ক্রমধারা সত্ত্বেও আমাদের বুঝতে হবে গুণগত উল্লম্ফনের মাধ্যমেই মাত্র মানুষ অননুভূতির জগৎ থেকে প্রবেশ করে অনুভূতির জগতে এবং এ জগৎ কেবল মাত্র কোনো বিশেষ গুণের পর্যায়ন্তর নয়, এ জগৎ তা থেকে অসীম রূপেই ভিন্নতর।

এটা সম্পর্ক পরিমাপের একেবারেই হেগেলীয় পূর্ব-পদ্ধতি বা সন্ধি মুহূর্তের ব্যাপার যার অর্থ হচ্ছে এই যে, পর্বের বিশেষ বিন্দুতে পরিমাণগত বৃদ্ধি বা হ্রাস একটা গুণগত উল্লম্ফনের সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পানিকে যখন উত্তপ্ত করা হয় কিংবা তাকে ঠাণ্ডা করা হয় তখন তার তাপের মাত্রায় আমরা স্ফুটনের এবং জমাট বাঁধার এমন একটা অঙ্ক পাই যেখানে সাধারণ চাপের অবস্থায় একটা নতুন সম্মিলন-অবস্থার উদ্ভব ঘটে এবং সে কারণেই এই বিন্দুতে পরিমাণ গুণে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

আমরাও আমাদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে বৃক্ষের শিকড়ে পৌঁছার চেষ্টা করছি এবং তাতে দেখা যাচ্ছে, হের ডুরিং-এর গভীর শিকড়বদ্ধ জগৎ-কাঠামোর শিকড় আসলে একজন হেগেলেরই 'প্রলাপমূলক ছায়াবাজী' বৈ আর কিছু নয়। হেগেলের লজিক, প্রথম খণ্ডের সূত্রসমূহ, তাঁর অস্তিত্বের তত্ত্ব প্রভৃতিকে হেগেলীয় ধারাবাহিকতায় গ্রহণ করা হয়েছে এবং এমন চৌর্যকর্মের উপর কোনো আচ্ছাদন স্থাপনেরও চেষ্টা করা হয়নি।

হীনতমভাবে নিন্দিত সেই পূর্ব পুরুষ থেকে তাঁর অস্তিত্ব তত্ত্বের সমগ্র কাঠামোর চৌর্যকর্মেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে এবং পরিমাণ থেকে গুণে উল্লম্ফনের এই দৃষ্টান্ত নিজের হাতে প্রদান করার পরে মার্কস সম্পর্কে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে হের ডুরিং-এর বলতে বাঁধে না :

"পরিমাণ গুণে পরিবর্তিত হয়, হেগেলের এমন বিভ্রান্তিমূলক এবং ধোঁয়াটে ধারণার উল্লেখ মার্কসের পক্ষে কত হাস্যকর।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভ্রান্তিমূলক এবং ধোঁয়াটে ধারণা। কিন্তু ডুরিং সাহেব। এখানে পরিবর্তিত কে হয়েছেন এবং হাস্যস্পদই বা কে?

যাই হোক যেভাবে স্থির হয়েছিল সেভাবেই এইসব উপাদেয় ভোজ্যসমূহকে কেবল যে, 'স্বতঃসিদ্ধভাবে' প্রমাণ করা হয়েছে, তাই নয় ; এগুলিকে বাইর থেকে, অর্থাৎ হেগেলের লজিক থেকে আমদানি করা হয়েছে। এবং তাও এমনভাবে করা হয়েছে যে, সমগ্র অধ্যায়ের মধ্যে হেগেলের নিকট থেকে ধার করার বিষয়ের বাইরে অন্তঃপারম্পর্যের বিন্দু মাত্র আভাষও দেখা যায় না। এবং পরিশেষে একে আমরা সমাপ্ত হতে দেখি স্থান, কাল, স্থিরতা এবং পরিবর্তন সম্পর্কে অন্তঃসারশূন্য যুক্তির কসরতে।

অস্তিত্ব থেকে হেগেল গমন করেছেন তার সত্তায়, তার দ্বন্দ্বে। হেগেলের আলোচ্য এখানে প্রতিরূপের বিশেষকরণ, তাদের অন্তঃবৈপরীত্য এবং বিরোধের নির্দিষ্টকরণ। যেমন, অস্তি এবং নাস্তি। এর পরে হেগেল আগমন করেছেন কারণ তথা কার্য-কারণের ক্ষেত্রে এবং তিনি শেষ করেছেন অনিবার্যতার বিন্দুতে। হের ডুরিংও কোনো ভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করেননি। হেগেল যাকে সত্তা বা অস্তিত্বের তত্ত্ব বলেছেন, হের ডুরিং এর অনুবাদে তা হয়েছে 'অস্তিত্বের ন্যায়গত বৈশিষ্ট্যসমূহ'। কিন্তু এগুলিও সর্বোপরি 'শক্তির বিরোধাত্মক বৈশিষ্ট্য', বিরোধের অস্তিত্ব। অপরন্তু, হের ডুরিং বিরোধকে একেবারেই অস্বীকার করেন।

এ বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা যাবে। তার পরে তিনি কারণে এবং কারণ থেকে অপরিহার্যতায় গমন করেন। কাজেই হের ডুরিং যখন বলেন, "আমরা যারা খাঁচার সূত্র নিয়ে দর্শন করিনা।" তখন তিনি অবশ্যই বলতে চান যে তিনি খাঁচা থেকে সূত্র গ্রহণ করেন না, খাঁচার মধ্যে বসেই তিনি তাঁর দর্শন রচনা করেন এবং সে খাঁচাটি হচ্ছে হেগেলীয় সূত্রাবলীরই খাঁচা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

প্রাকৃতিক দর্শন : সময় এবং স্থান

এবার প্রাকৃতিক দর্শনে আসা যাক। এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে হেরডুরিং-এর অভিযোগের অন্ত নেই।

> তাঁর ভাষায় : প্রাকৃতিক দর্শনের এমন অধঃপতন ঘটেছিল যে, অজ্ঞানতার এক উষরমরুতে সে পরিণত হয়েছিল। এ নিপতিত হয়েছিল শেলিং এবং তাঁরই চরিত্রের অপর সব দেহ পশারীর খপ্পরে। চরম অস্তিত্বের পৌরহিত্যে এরা জনতাকে ধোঁকা দিবার ব্রতে নিজেদের নিবদ্ধ রেখেছিল। আমাদের শ্রান্তিকে ধন্যবাদ যে নিস্ফল এই মরুভূমির আরো গভীরে আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু যতদূর আমরা অগ্রসর হয়েছি তাতেই দেখা গেছে, অ-স্থিতিই হচ্ছে এর চারণ ক্ষেত্র। এবং বৃহত্তর সংখ্যক জনতার দিক থেকে বলতে গেলে, এটা আমাদের জ্ঞাত ব্যাপার যে, ভাঁড়ের তিরোধান ব্যবসায়ী অভিজ্ঞতায় পক্কহীনতরের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় তার পূর্বসূরির মালামালকে নতুন বিজ্ঞাপনের আড়ালে বিক্রি করার। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের কোনো আগ্রহ নেই বিশ্বগ্রাসী এই ভাবসমূহের রাজ্যে প্রবেশ করার এবং তত্ত্বের ক্ষেত্রে ত্বরিত এবং উন্মাদ সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার।

এমন বিবরণে বুঝা যাচ্ছে, ত্রাতার প্রয়োজন জরুরি। এবং আমাদের ভাগ্য যে হের ডুরিং হাতের কাছেই ছিলেন।

এবার যে গুরু বক্তব্য আমরা পাচ্ছি, সময়ের বুকে পৃথিবীর বিকাশ এবং স্থানগত তার সীমাবদ্ধতার বিষয়ে, তাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য আবার তাঁর ওয়ারল্ড স্কিম্যাটিজম তথা 'বিশ্বব্যবস্থা তত্ত্ব'-এর কিছু কথায় আমাদের ফিরে যেতে হবে।

হেগেল যাকে বলেছেন 'অধম অসীমতা', সেই অসীমতাকে হেগেল যেমন করেছেন সেরূপেই আরোপ করা হয়েছে সত্তার উপর এবং তার পরে এই অসীমতার ভিতর অনুসন্ধানকার্য পরিচালিত হয়েছে।

> সবচেয়ে স্পষ্ট যে-অসীমতাকে কোনো স্ববিরোধিতা ব্যতিরেকে আমরা কল্পনা করতে পারি সে ইচ্ছে, সংখ্যার ধারায় অসীম সংখ্যাসমূহের এক পুঞ্জ।...সংখ্যার ক্ষেত্রে যেমন আমরা সংখ্যার জগৎ-কে নিঃশেষ না করে সংখ্যার পরে সংখ্যা যোগ করে যেতে পারি, তেমনিভাবে অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও এক অস্তিত্বের পরে আর এক অস্তিত্বের আগমনকে আমরা কল্পনা করতে পারি। এবং অসীমতা হচ্ছে এরূপ অসীমরূপে অস্তিত্বের সৃষ্টি। সুনির্দিষ্টরূপে কল্পিত এই অসীমতার একটিমাত্র দিকসহ একটিমাত্র মূল রূপ বিদ্যমান। কারণ, যদিও আমরা অস্তিত্বের পুঞ্জের কোনো

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপরীত দিক কল্পনা করি কিংবা না করি তাতে আমাদের চিন্তার কিছু যায় আসে না তথাপি পশ্চাদগামী এই অসীমতা হচ্ছে চিন্তাহীনভাবে তৈরি একটা চিন্তাকল্প। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু বাস্তবক্ষেত্রে এই অসীমতার মধ্য দিয়ে আমাদের গতিকে হতে হবে বিপরীতমুখী, সে কারণে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এর পশ্চাতে থাকতে হবে অসীম সংখ্যার ধারা। কিন্তু এর অর্থ হবে অসংখ্য সংখ্যার সংখ্যা নির্ধারণের ন্যায় স্ববিরোধিতায় জড়িয়ে পড়া এবং এ কারণে অসীমতার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোনো দিকের চিন্তা করা যুক্তিগতভাবে অসঙ্গত।

অসীমতার এই ধারণা থেকে গৃহীত প্রথম সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, বিশ্বের কার্যকারণের প্রবাহের সময়গত একটা সূত্রপাত থাকতে হবে :

এমন কথা অচিন্ত্যনীয় যে একের পর অসীম কোনো কারণের সংখ্যা সারিবদ্ধ হয়ে আছে। কারণ, এর অর্থ হবে অগণনীয়কে গণনা করা হয়েছে, এরূপ কথা বলা।

এবং এভাবে প্রথম কারণ প্রমাণিত হলো।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হচ্ছে :

নির্দিষ্ট সংখ্যর আইন : কোনো বাস্তব বস্তুর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের পুঞ্জীকরণকে কেবলমাত্র একটা নির্দিষ্টসংখ্যা হিসাবেই কল্পনা করা সম্ভব। কেবলমাত্র অন্তরীক্ষের বস্তুপুঞ্জকেই কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে হতে হবে তাই নয়। জগতে বস্তুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকেও তেমনিভাবে সসীম হতে হবে। এই দ্বিতীয় কথাটিই হচ্ছে আসল কারণ যে জন্য কোনো গঠনকেই অণুহীন বলে আমরা চিন্তা করতে পারিনে। সকল রকম প্রকৃত বিভাগের সব সময়েই একটা সীমা থাকে এবং তাই থাকতে হবে যদি অগণনীয়ের গণিত হওয়ার বিরোধকে আমরা পরিহার করতে চাই। এবং একই কারণে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর আবর্তনের সংখ্যাটি অজানিত হলেও কেবল যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা, তাই নয়। প্রকৃতির সকল সময়গত প্রক্রিয়ারও একটা আরম্ভ থাকতে হবে। এবং প্রকৃতির সকল বৈচিত্র্য এবং বিভক্তি যে পরম্পরাক্রমে প্রকাশিত হয় তার মূল হচ্ছে "আত্মসম অবস্থা"। এই অবস্থা অসীমকাল থেকে অস্তিত্বমান হতে পারে, এমন কল্পনায় কোনো স্ববিরোধিতা ঘটবে না। কিন্তু সময় যদি অস্তিত্বময় উপাদান দ্বারা গঠিত হয় এবং যদি সে আমাদের মনের কল্পনা দ্বারা বিভক্ত ক্ষণ না হয় তাহলে অস্তিত্বের এমন ধারণাও আমাদের তৈরি করা সম্ভব হবে না। কিন্তু বাস্তব এবং নির্দিষ্ট সময়ের উপাদানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরূপ নয়। বাস্তব সময়কে বিভাগযোগ্য ঘটনাসমূহ দ্বারা এবং বস্তুপুঞ্জ দ্বারা পূর্ণ করা গণনীয় জগতেরই অন্তর্গত। আমরা যদি এমন কোনো অবস্থার কথা চিন্তা করি যেখানে কোনো পরিবর্তন সংঘটিত হয় না এবং আত্ম-সমতার কারণে যে কোনো পরম্পরা ক্রমের সৃষ্টি করে না তাহলে সময়ের এই বিশেষ ধারণা অস্তিত্বের সাধারণ ধারণায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু বস্তু শূন্য ক্ষণের অর্থ আমাদের কাছে একেবারে অকল্পনীয়।

এই হচ্ছেন হের ডুরিং এবং এইসব সত্যোদ্ঘাটনে তিনি যে কম উন্নত হয়েছেন, এমন নয়। প্রথমত, তাঁর আশা "এগুলিকে অন্তত তুচ্ছ সত্য বলে গণ্য করা হবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখি "এবার স্মরণ করুন কিরূপ অদ্ভুত সহজ উপায়ে আমরা অসীমতার ধারণা এবং তার এতাবৎকাল অজ্ঞাত তাৎপর্যকে উদঘাটিত করেছিলাম...সময় এবং স্থানের শাশ্বত ধারণার উপাদানসমূহ। যে তীক্ষ্মতা এবং গভীরতা এখন প্রদান করা হল তাতে এগুলি এবার এমনি সহজ রূপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।"

এখানে খেয়াল করতে হবে, 'আমরা উদঘাটিত করেছি' উক্তিটিকে। এবং 'তীক্ষ্মতা এবং গভীরতা' প্রদান করাকে। কে এই 'আমরা' এবং 'এখন'টিই বা কখন? এবং কে প্রদান করেছেন তীক্ষ্মতা এবং গভীরতা?

"প্রতিপাদ্য : সময়ের বুকে বিশ্বজগতের একটা আরম্ভ আছে এবং স্থানেরও একটা সীমা আছে।"

প্রমাণ : আমরা যদি মনে করি, বিশ্বজগতের সময়ের বুকে কোনো শুরু নেই, তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, অতিক্রান্ত প্রতিটি মুহূর্ত অবধি একটা অসীমতা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং জগতের বুকে বস্তুর পরম্পরার একটা অসীম প্রবাহ সাধিত হয়েছে। কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে, ক্রমধারার অসীমতা হচ্ছে এমন যে ক্রমপরম্পরার কোনো সমন্বিত সত্ত্বায় এটি সম্পূর্ণ হতে পারে না। ফলত জগতের একটা অসীম ক্রমধারার অতিক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এবং জগতের অস্তিত্বেরই একটা প্রয়োজনীয় শর্ত হয়ে দাঁড়ায় তার সূচনা বা সূত্রপাত। এটাই ছিল প্রমাণ সাপেক্ষ প্রথম প্রতিপাদ্য ব্যাপার।

দ্বিতীয় ব্যাপারে, ধরা যাক এর বিপরীতটি : অর্থাৎ জগৎটা হচ্ছে সহ অবস্থানকারী বস্তু পুঞ্জের একটা অসীম সমগ্র সত্ত্বা। এখন কথা হচ্ছে, কোনো বস্তুর পরিমাণ যদি আমাদের সংজ্ঞার মধ্যে কিছু শর্ত সাপেক্ষ, দত্ত সত্য না হয়, তা হলে তাকে তার অংশসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমেই মাত্র অনুধাবন করা সম্ভব। এবং এই বস্তুপুঞ্জের সমগ্রতার অনুধাবনও এককের সঙ্গে এককের পৌনঃপুনিক যোগের মাধ্যমে সাধিত সমন্বয়ের ভিত্তিতেই সম্ভব। কাজেই সমগ্র হিসাবে তথা সমগ্র বস্তুপুঞ্জ নিয়ে গঠিত জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে হলে একটা অসীম জগতের অংশ পরম্পরাগুলিকে আমাদের সম্পূর্ণ হিসাবে চিন্তা করতে হবে। অন্যকথায়, সকল সহ-অবস্থানকারী বস্তুর গণনার ক্ষেত্রে একটা অসীম সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কথা আমাদের স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এটা তো অসম্ভব কার্য। বাস্তব জগতের বস্তুপুঞ্জের একটা অসীম গড় মোট ফলকে একটা নির্দিষ্ট সমগ্র হিসাবে দেখা চলে না। ফলত একে একই সময়ে দত্ত সত্ত্বা হিসাবেও ভাবা যায় না। কাজেই জগৎটাকে স্থানের মধ্যে বিস্তার হিসাবে অসীম নয়, সীমার মধ্যে আবদ্ধ বলে ভাবতে হয়। আর এটাই ছিল সমস্যার দ্বিতীয় বিষয়।

উপরের এই বাক্যগুলিকে শাব্দিকভাবেই হুবহু ১৭৮১ সালে প্রকাশিত একখানি প্রখ্যাত পুস্তক থেকে নকল করা হয়েছে। পুস্তকখানির নাম 'ক্রিটিক অব পিওর রিজন্'। এবং গ্রন্থকারের নাম, ইমানুয়েল কান্ট। এই পুস্তকের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে 'দি ফার্স্ট এ্যান্টিনমি অব পিওর রিজন্' এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিরোনামে যে কেউই ছত্রগুলিকে পাঠ করতে পারবেন। এর অর্থ হচ্ছে, ডুরিং সাহেবের আসল ভিত্তি হচ্ছে দার্শনিক কান্টের একটি ভাবের পেছনে 'নির্দিষ্ট সংখ্যার আইন'—এই কথা কয়টিকে নোটিশ হিসাবে লটকিয়ে দেবার কার্যটি এবং তাঁর এই মহৎ আবিষ্কারটি যে, কোনো এক সময়ে সময় ছিল না, কিন্তু জগৎ ছিল। বাকি যা রইল তার সঙ্গে হের ডুরিং যতোই 'আমরা' কথাটিকে লাগান না কেন, সব কিছুই হচ্ছেন ইমানুয়েল কান্ট এবং 'বর্তমান' শব্দটির সূচক হচ্ছে এখন থেকে পঁচানব্বই বৎসর পূর্বকার 'বর্তমান'। মোটকথা, ব্যাপারটা কঠিন কিছু নয়। ব্যাপারটা সরল, এবং 'অত্যধিকভাবেই সরল' এবং অদ্যাবধি অজানিতভাবে বিশিষ্ট।

অথচ কান্ট কিন্তু আদৌ এমন দাবি করেন নি যে, উল্লিখিত প্রতিপাদ্যগুলি তাঁর প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বরঞ্চ এর বিপরীত সারিতে এর বিপরীত প্রস্তাবনাকেই তিনি প্রমাণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে : সময়ের বুকে জগতের যেমন শুরু নাই, স্থানের মধ্যেও তার শেষ নাই। এবং এই বিন্দুটিতেই কান্ট দ্বান্দ্বিকতাটিকে নির্দিষ্ট করেছেন। এ দ্বন্দ্ব সীমাহীন। কারণ, দ্বন্দ্বরত এই দুটি সত্যের একটি যেমন প্রমাণযোগ্য সত্য, অপরটিও তেমনি প্রমাণযোগ্য সত্য। অবশ্য ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তিদের পক্ষে 'একজন কান্টের'ও সমাধানহীন সমস্যার আবিষ্কারে তাঁর সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হওয়া সম্ভব। কিন্তু আমাদের সাহসী আবিষ্কারক, যিনি একেবারেই মৌলিক সব সিদ্ধান্ত এবং অভিমতকে আবিষ্কার করেছেন, তাঁর কথা আলাদা। তিনি সহর্ষচিত্তে কান্টের বিপরীত বিন্দুগুলিকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে নকল করে নিচ্ছেন এবং বাকিগুলিকে নির্দ্বিধায় ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন।

সমস্যাটির কিন্তু একটি অত্যন্ত সরল সমাধান রয়েছে। 'স্থান এবং কালের অসীমতা' কথা কয়টি তাদের সরল অর্থে এই বুঝায় যে এই দু'টি বিষয়ের সম্মুখে কিংবা পশ্চাতে, উপরে কিংবা নিচে, ডানে কিংবা বামে অর্থাৎ কোনদিকে কোনো শেষ নেই। কিন্তু এই অসীমতা এবং একটা অসীমক্রম—এক কথা নয়। সংখ্যাগতভাবে যেটিকে আমরা অসীমক্রম বা ধারা বলি এক থেকেই সর্বদা তার সূচনা। বস্তুর উপর ধারা বা ক্রমের এই ভাব যে প্রয়োগ করা চলেনা সে কথা এমন প্রয়োগের চেষ্টাতেই ধরা পড়ে। স্থানের ক্ষেত্রে অসীম ক্রমকে আমরা যখন প্রয়োগ করি তখন তার সূচনা ঘটে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে এবং সে অগ্রসর হয় একটা নির্দিষ্ট দিকের ভিত্তিতে অসীমতার লক্ষ্যে। কিন্তু এমন কথায় স্থানের অসীমতার সামান্যতম প্রকাশও কি ঘটে? বরঞ্চ এই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে তিনটি বিপরীতদিকের ছয়টি রেখার মাধ্যমেই আমরা স্থানের পরিধির একটা ধারণা তৈরি করি। ফলত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে এরূপ ছয়টি পরিধির। কান্ট বিষয়টিকে এত স্পষ্টভাবে অনুধাবন করেছিলেন যে তিনি জগতের স্থানিকতার ক্ষেত্রে সংখ্যার ক্রমকে পরোক্ষ, এমনকি বেশ একটু ঘুরপথেই প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু হের ডুরিং যেমন আমাদের উপর স্থানের ছয় মাত্রাকে চাপিয়ে দিতে কসুর করেন না, তেমনি অনতিবিলম্বে গস কেন যে স্থানের প্রচলিত ত্রিমাত্রিকতায় সন্তুষ্ট থাকতে পারছেন না, তাঁর সেই গাণিতিক রহস্যময়তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপনের ভাষাও তিনি খুঁজে পান না।

রেখা কিংবা উভয় দিকে বিন্দুর অসীম ক্রমকে যখন সময়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন তার একটা রূপক অর্থ দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু আমরা যদি সময়কে এক থেকে শুরু করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ক্রম হিসাবে চিন্তা করি অথবা একটি রেখাকে যখন একটি বিন্দু থেকে শুরু করি তখন আমরা একথাই মনে করি যে, সময়ের একটা শুরু আছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, যা আমাদের প্রমাণ করতে হয়, তাকে আমরা প্রমাণিত বলে ধারণা করি। আমরা সময়ের অসীমতাকে এক পার্শ্ব থেকে বিবেচনা করি, তার চরিত্রের অর্ধেককে আমরা গ্রহণ করি। কিন্তু এই একপেশে এবং অর্ধমাত্রীক অসীমতাও স্ববিরোধিতায় আবদ্ধ। ফলত এ হচ্ছে বিরোধিতাবিহীন অসীমতা'রই একেবারে বিপরীত অনুমান। এই বিরোধিতাকে অতিক্রম করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আমাদের এই অনুমান যে, ক্রমের ক্ষেত্রে আমরা যখন কোনো নির্দিষ্ট এক থেকে গণনা শুরু করি কিংবা কোনো বিন্দু থেকে রেখাকে পরিমাপ করি তখন সে এক ক্রমের যে কোনো একটি এক এবং সে বিন্দু রেখার যে কোনো একটি বিন্দু। ক্রমের ক্ষেত্রে অথবা রেখার ক্ষেত্রে বিন্দুটি কোন্‌খানে নির্দিষ্ট হলো, এটি কোনো গুরুতর বিষয় নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে গণিত, অর্থাৎ যা গণা হয়েছে তেমন অসীম সংখ্যার ক্রমের বিরোধের মীমাংসা কেমন করে হবে? বিষয়টিকে আমরা অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে বিচার করতে পারব তখনি যখন হের ডুরিং আমাদের জন্য তাঁর সংখ্যা গণনার দক্ষতাটি প্রদর্শন করবেন। আমরা বলব, তিনি যখন '–০০' (বিয়োগ অসীমতা) থেকে '০' পর্যন্ত তাঁর গণনা শেষ করবেন তখন যেন তিনি আবার শুরু করেন। একথা পরিষ্কার যে, যেখানেই তিনি তাঁর গণনা শুরু করুন না কেন, তাঁর পশ্চাতে অবশ্যই একটা অসীম ক্রম থেকে যাবে এবং সেই সঙ্গে তাঁর পালনীয় একটি দায়িত্ব পড়ে থাকবে। আমরা বলি, তিনি তাঁর অসীম ক্রমকে বিপরীত দিক থেকে গণনা করতে শুরু করুন ১+২+৩+৪...এবং অসীম শেষ সংখ্যা থেকে '১' এর য়ায়গাতে ফিরে আসুন। অবশ্য এমন কাজ তেমন ব্যক্তি করতে পারেন যাঁর সমস্যাটি কি সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নাই। আর একটু বলি। যখন হের ডুরিং বলেন যে, অতিক্রান্ত সময়ের অসীম ক্রম গণিত হয়েছে তখন তিনি একথাই বলেন যে সময়ের একটা শুরু আছে। কারণ তা না হলে তাঁর পক্ষে 'গণনাটা' শুরু করা আদৌ সম্ভব হতনা। এবং এখানে আমরা আবার দেখছি তিনি তাঁর যুক্তির মধ্যে প্রামাণ্যকেই প্রমাণিত হিসাবে সঙ্গোপনে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। কাজেই গণিত অসীম ক্রমের ধারণা, অন্য কথায়, ডুরিং সাহেবের নির্দিষ্ট সংখ্যার বিধান স্ববিরোধিতায়, বস্তুত একটা অর্থহীন বিরোধিতায় আকীর্ণ।

এটা পরিষ্কার যে, যে-অসীমতার শেষ আছে কিন্তু শুরু নাই, সে অসীমতা যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নাই, তার থেকে কোনো ক্রমে অধিক কিংবা অল্প নয়। বিন্দুমাত্র দ্বান্দ্বিক অন্তর্দৃষ্টি থাকলে হের ডুরিং বুঝতে পারতেন যে, শুরু এবং শেষের অস্তিত্ব এক সঙ্গেই বিরাজমান, যেমন উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু বিচ্ছিন্ন নয় এবং শেষকে বাদ দেওয়া হলে শুরুটাই শেষ হয়ে যায় : ক্রমের যে সংখ্যাটি শেষ সেইটিই বাদ পড়ে যায়। বিপরীতভাবেও কথাটি যথার্থ। গণিতে অসীমের ক্রম নিয়ে কাজ করার ব্যাপারটি যদি না থাকত তাহলে এমন বিভ্রান্তির ব্যাপার ঘটত না। কিন্তু গণিতের ক্ষেত্রে যেহেতু একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা থেকে শুরু করে একটা অনির্দিষ্ট অসীমতার দিকে আমাদের অগ্রসর হতে হয় সে কারণে ধণাত্মক বা ঋণাত্মক—গণিতের সকল ক্রমকে ১ থেকে শুরু করতে হয়। তা না হলে গণনার ক্ষেত্রে এদের ব্যবহার অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তবে গাণিতিকের যেটা যৌক্তিক প্রয়োজন সেটা বাস্তব জগতের অনিবার্য বিধান থেকে পৃথক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোট কথা, যথার্থ অসীমতাকে বিরোধিতাবিহীন বাদে অনুধাবন করা হের ডুরিং-এর পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না। অসীমতা অবশ্যই বিরোধিতা। অসীমতা বিরোধিতায় পূর্ণ। সসীম বস্তু দিয়ে অসীমের গঠনের কথা যখন আমরা বলি তখনি তা পরস্পরবিরোধিতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অথচ সসীম দিয়েই অসীমের গঠন। বস্তুজগতের সসীম বা সীমাবদ্ধ প্রকৃতি বস্তুজগতের অসীম প্রকৃতির চেয়ে কম বিরোধিতাপূর্ণ নয়। এবং এই বিরোধিতাকে আমরা যতই বিরোধিতাশূন্য করার চেষ্টা করব ততই যে অধিকতর মারাত্মক বিরোধিতায় আমরা প্রবিষ্ট হব, তার দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ আমরা লাভ করেছি। এবং যেহেতু অসীমতা হচ্ছে একটা বিরোধিতা সে কারণে অসীমতা হচ্ছে সময় এবং স্থানের বুকে অ-নিঃশেষভাবে বিস্তারিত একটা প্রক্রিয়া। অসীমতার বিরোধিতা শেষ করা সম্ভব হলে অসীমতাই শেষ হয়ে যাবে। হেগেল কিন্তু বিষয়টি সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন। আর সে কারণেই বিরোধিতার ক্ষেত্রে যারা ন্যায়ের তর্ক তুলেছেন তাঁদেরকে তিনি তাঁদের প্রাপ্য অবজ্ঞাই প্রদান করেছেন।

সে যা হোক, আমরা যে কথা বলছিলাম সেটি নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাক। কাজেই দেখা যাচ্ছে 'সময়ের একটা শুরু আছে'। তাহলে প্রশ্নটি দাঁড়ায়, সেই শুরুর আগে কি ছিল? জবাব হচ্ছে, "বিশ্বজগৎ ছিল। কিন্তু তখন তার স্বয়ম্ভু, অপরিবর্তনীয় অবস্থা। এমন অবস্থায় সময়ের সাধারণ অর্থে পরিবর্তনের পূর্ব এবং পর না থাকাতে সময়ের ধারণাটা তখন অস্তিত্বের সাধারণ অর্থের মধ্যে নিহিত ছিল।" এখানে প্রথমত আমাদের কথা হচ্ছে, হের ডুরিং-এর মস্তিষ্কের মধ্যে কোন্ বস্তুর কি রূপান্তর ঘটল তা নিয়ে আমরা আদৌ বিব্রত নই। আমাদের সামনে আলোচ্য বিষয়, আসল সময়টা কি তাই, সময়ের ধারণাটা কি, তা নয়। এ ক্ষেত্রে ডুরিং সাহেবকে অত সহজে ছেড়ে দেওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, সময়ের ধারণা অস্তিত্বের অধিকতর সাধারণ ধারণার মধ্যে যেরূপভাবেই রূপান্তরিত হোক না কেন, তাতে আমাদের কোনো অগ্রগতি সাধিত হবে না। কারণ, সকল অস্তিত্বের মূল রূপ হচ্ছে স্থান এবং সময়। এবং সেদিক থেকে 'স্থানের বাইরে' কথাটা যেরূপ অকল্পনীয়, 'সময়ের বাইরে' কথাটাও সেইরূপেই অকল্পনীয়। হেগেলের মধ্যে আমরা যে 'সময়হীন অতীত অস্তিত্বের' ধারণা পাই এবং নব-শেলিংপন্থীরা 'অ-পূর্বভাবে অকল্পনীয় অস্তিত্বের' যে কথা বলেন, সময় বহির্ভূত এই অস্তিত্বের প্রেক্ষিতে সেগুলি যৌক্তিক ধারণা। এবং এ কারণেই দেখি, হের ডুরিং বেশ সতর্কভাবেই অগ্রসর হচ্ছেন : 'এটা সময় বটে, তবে এটা এমন ধরনের সময় যে একে যথার্থভাবে সময় বলা চলে না ; যথার্থ সময়ের কোনো অংশ নেই। সময়কে আমরা আমাদের বুদ্ধি দ্বারা কৃত্রিমভাবে তার অংশসমূহে বিভক্ত করি : সময়কে বিভাগযোগ্য ঘটনা দ্বারা পূর্ণ করার ব্যাপারটাই মাত্র গণনার যোগ্য হয়।' তাহলে বস্তুহীন শূন্যগর্ভ সময়টা কি দাঁড়ায়,তা আমাদের কাছে অচিন্ত্যনীয়। এই পুঞ্জীকরণের কি অর্থ হতে পারে, এখানে আমাদের জন্য সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রশ্ন হচ্ছে অস্তিত্বের যে ধারণা করা হচ্ছে, সেখানে জগতের কালত্ব বলে কিছু আছে কি না এবং সে কালের মধ্যে প্রবাহিত হয় কি না। এ কথা তো আমাদের জানা যে, বস্তুহীন শূন্যগর্ভ স্থানের লক্ষ্যহীন পরিমাপ যেমন নিষ্ফল, তেমনি বস্তুহীন শূন্যগর্ভ সময়ের পরিমাপও অর্থহীন। হেগেল এই অসীমতাকে, এই ক্লান্তিকর নিষ্ফল প্রক্রিয়ার জন্য, 'অধম অসীমতা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। হের ডুরিং-এর মতে, পরিবর্তনের মধ্যেই মাত্র সময়ের অস্তিত্ব, কিন্তু পরিবর্তন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়ের মধ্যে প্রবাহিত এবং অস্তিত্বময় নয়। তাঁর মতে যেহেতু সময় পরিবর্তন থেকে পৃথক, সে কারণে সময় পরিবর্তন-নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বাধীন এবং সে কারণেই সময়কে পরিবর্তন দ্বারা পরিমাপ করা যায়। কারণ, পরিমাপের জন্য পরিমাপককে পরিমিত থেকে ভিন্নতর কিছু হতে হয়। এবং সেই ভিন্নতর কিছু হচ্ছে সময় এবং সময়ের মধ্যে যেহেতু কোনো অনুধাবনযোগ্য পরিবর্তন সংঘটিত হয় না সে কারণে সময় সময়ের অস্তিত্ব থেকে বিরাটভাবে পৃথক। অন্য কথায়, এটা হচ্ছে নিষ্কলুষ সময়, পূত সময়, বৈদেশিক কোনো বস্তু দ্বারা অনাক্রান্ত সময় : এ হচ্ছে সময় হিসেবে সময়। বস্তুত সময়কে যদি নিষ্কলুষভাবে, সকল প্রকার বৈদেশিক এবং অবাঞ্ছিত মিশ্রণমুক্তভাবে ধরতে হয়, তাহলে সময়ের বুকে যেসব ঘটনা একই সময়ে কিংবা পূর্ব এবং পর হিসেবে সংঘটিত হয় তার সব কিছুকে অনাবশ্যক বলে বিবেচনার বাইরে রাখতে আমরা বাধ্য হই। এবং এই ভাবেই নাকি সময় হিসেবে সময়কে আমরা লাভ করি যার ভিতর কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না। এবং এভাবেই এই প্রথমবার আমরা সাধারণ অস্তিত্বের মধ্যে সময়কে অঙ্গীভূত না করে সময়ের একটা নিষ্কলুষ, পূত ধারণা লাভ করতে নাকি সক্ষম হই।

কিন্তু এর পরবর্তীতে হের ডুরিং তাঁর স্বয়ম্ভু আত্ম-জগতের সূচনা নিয়ে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন তা তুলনাতে হের ডুরিং-এর এই সময়গত বিরোধ এবং বিসংবাদ ছেলে খেলা বৈ আর কিছু নয়। জগৎটা যদি আদৌ কোনদিন এমন অবস্থাতে থেকে থাকে যখন তার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তনই সংঘটিত হচ্ছিল না তাহলে সেই পরিবর্তনহীন অবস্থা থেকে পরিবর্তনের অবস্থাতে সে এল কি প্রকারে? একেবারে অপরিবর্তনীয় যে অবস্থা শাশ্বতকাল থেকে চলে আসছিল সে নিশ্চয়ই আপনা থেকেই গতি এবং পরিবর্তনের অবস্থাতে উপনীত হতে পারে না। এ জন্য তাহলে আবশ্যক হয়েছিল একটি প্রথম আঘাতের, অস্তিত্বের বাইর থেকে আগত আঘাতের, অর্থাৎ যে আঘাত এসেছে বিশ্বজগতের বাইর থেকে এবং বাইর থেকে এসে অপরিবর্তনীয় অস্তিত্বকে গতিময় করে দিয়েছে। কিন্তু একথা তো সকলেরই জানা, এই জগৎবহির্ভূত প্রথম আঘাতেরই অপর নাম ঈশ্বর। 'ঈশ্বর এবং দূর'—যাদেরকে হের ডুরিং কত সৌকর্যের সঙ্গে তাঁর বিশ্ব কাঠামো-তত্ত্ব থেকে বহিষ্কার করে দেবার দাবি করেছিলেন, সেই 'ঈশ্বর এবং দূর'—উভয়কে তিনি তাঁর প্রকৃতি দর্শনের মধ্যে অধিকতর তীক্ষ্ম এবং গভীরভাবে প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন।

> হের ডুরিং বলছেন : অস্তিত্বের অপরিবর্তিত কোনো সত্তায় যখন কোনো পরিমাণকে আমরা আরোপ করি তখন পরিমাণের দিক থেকে সে পরিমাণ অপরিবর্তিতভাবে বিরাজ করে। এটা যেমন বস্তুর ক্ষেত্রে, তেমনি যান্ত্রিক শক্তির ক্ষেত্রে সত্য।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলতে পারি, এখানে হের ডুরিং-এর প্রথম বাক্যটি তাঁর স্বতঃসিদ্ধমূলক আড়ম্বরপূর্ণ শব্দ-চক্রীয় বাক্যেরই একটি নিদর্শন : "পরিমাণ যেখানে পরিবর্তিত হয় না সেখানে পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে।" কাজেই পৃথিবীতে কোনো এক সময়ে যান্ত্রিক শক্তির যে পরিমাণ বিরাজ করে সে শক্তি শাশ্বতকালই সমান থাকে। এখানে একটা বিষয়ে আমরা নজর না দিলেও পারি যে 'শক্তির সমানতার' যে কথা এখানে বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে তা যতখানি সত্য ততখানি প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বের ডেকার্টই* জানতেন এবং যে সত্য তিনি তাঁর দর্শনে প্রকাশ করেছিলেন। এবং একথাও আমরা জানি, শক্তির পরিমাণের অপরিবর্তনীয়তার তত্ত্ব প্রকৃতি বিজ্ঞানে বিগত বিশ বছর যাবৎই চিন্তার মধ্যমনি হয়ে রয়েছে। কাজেই শক্তির সঙ্গে 'যান্ত্রিক' শব্দ যোগ করে হের ডুরিং ব্যাপারটাতে কোনো উন্নতি সাধন করেন না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সেই অপরিবর্তনীয় অবস্থাতে এই যান্ত্রিক শক্তিটি ছিল কোথায়? হের ডুরিং এই প্রশ্নটির জবাবই একগুঁয়ের মতো কেবল এড়িয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের জিজ্ঞাসা : ডুরিং সাহেব, দয়া করে বলুন, সেইকালে এই স্বয়ম্ভূ যান্ত্রিক শক্তিটি কোথায় অবস্থিত ছিল এবং তখন সে কি কার্যই বা সম্পাদন করছিল?

জবাব হচ্ছে :

বিশ্ব জগতের আদি অবস্থা, কিংবা অধিকতর সোজা করে বললে, সময়ের বুকে পরিবর্তনের পুঞ্জীকরণবিহীন অপরিবর্তনীয় অবস্থার বস্তুর কথা কেবল সেই বিজ্ঞতাই নাকচ করতে পারে নিজ হস্তে আপন পুরুষত্বের পঙ্গুতা সাধনকেই যে তার জ্ঞানের চরম বলে বিবেচনা করে।

কাজেই কথাটা দাঁড়াল এই : হয় তুমি বিনা প্রতিবাদে আমার 'অপরিবর্তনীয় আদি অবস্থাকে গ্রহণ কর, নয়ত পৌরুষে পারঙ্গম আমি, ইউজেন ডুরিং, তোমাকে অচিরে পুরুষত্বহীন পণ্ডিত বলে ঘোষণা করে দেব। হ্যাঁ, এমন হুমকি অনেককে ভীত করে তুলতেও পারে। কিন্তু আমরা যারা হের ডুরিং-এর পুরুষত্বের পারঙ্গমতার কিছু নমুনা দর্শন করেছি তারা আপাতত : তাঁর এই বাহাদুর অভদ্রতার জবাবদান স্থগিত রেখে পুনরায় জিজ্ঞেস করতে পারি : ডুরিং সাহেব, আপনি দয়া করুন। আপনি বলুন, ঐ যান্ত্রিক শক্তিটির কি হলো?

এবার কিন্তু ডুরিং সাহেবকে বেশ বিব্রত দেখাচ্ছে। বস্তুত, আড়ষ্ট উচ্চারণে তিনি যা বলেন তা হচ্ছে :

সেই আদি স্বয়ংসম প্রাস্তিক অবস্থা নিজে রূপান্তরের কোনো উপায় নির্দেশ করে না। কিন্তু আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, অস্তিত্বের যে ধারাপরম্পরার সঙ্গে আমরা পরিচিত তার অন্তর্গত প্রত্যেকটি সংযোগের (সে সংযোগ যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন) ক্ষেত্রে একথা সত্য। কাজেই মৌল যে বিষয়টি বিবেচিত হচ্ছে তার ক্ষেত্রে যদি কেউ অন্তরায় সৃষ্টি করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, ন্যূনতরভাবে স্পষ্ট অপর কোনো অবস্থা যেন অলক্ষিত না থেকে যায়। তাছাড়া

---

* ডেকার্ট (১৫৯৬-১৬৫০ খৃঃ), সপ্তদশ শতকের প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ও গণিতশাস্ত্রবিদ বিজ্ঞানী। তাঁর বৈজ্ঞানিক মতামতের জন্য গোঁড়া ধর্মজাযকদের হাতে তাঁকে নানাপ্রকার নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। জ্যামিতি এবং মেকানিকস বা বলবিদ্যার ক্ষেত্রে ডেকার্ট গতি ও স্থিতির আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার নিয়ম আবিষ্কার করেন। সৌর জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বস্তুবাদী ব্যাখ্যাদানেরও চেষ্টা করেন। বস্তুর ব্যাখ্যায় ডেকার্ট এরূপ মত পোষণ করতেন যে, বস্তুর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার স্থানভিত্তিক বিস্তার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমধারার অন্তর্বর্তী স্তরসমূহের উদ্ভবের এবং সে ভাবে পশ্চাদগতির মাধ্যমে প্রক্রিয়াটির শেষ বিন্দুতে পৌঁছার সম্ভাবনার দিকটিও খেয়ালে রাখতে হবে। একথা অবশ্য সত্য যে, কেবলমাত্র ভাবগতভাবে এই ক্রমধারাপরম্পরার মাধ্যমে আমরা মূল ভাবটিকে অতিক্রম করে যেতে পারিনে। আমাদের জন্য সকল নিয়ম এবং জ্ঞাত রূপান্তরের এটিই হচ্ছে মৌলরূপ। ফলত, একে আমরা আদি ভারসাম্য এবং অস্থিরতার মধ্যকার সংযোগসূত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। তবে আমরা যদি কথিত গতিহীন ভারসাম্যকে আমাদের স্বীকৃত আপত্তিহীন ভাবের আদর্শে বর্তমানকালের বলবিদ্যার ক্ষেত্রে গ্রহণ করে থাকি তাহলে বস্তুর পরিবর্তনের প্রক্রিয়াতে পৌঁছার ব্যাপারটির কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না।

কিন্তু আবার একথাও বলা হচ্ছে যে, বস্তুর বলক্রিয়া ব্যতীত বস্তুর সামগ্রিক রূপান্তর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার রূপান্তরে পরিবর্তিত হওয়ারও একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু এমন রূপান্তর কেমন করে সংঘটিত হয় "তা উদ্ঘাটনের কোনো সাধারণ বিধান আজো আমরা জ্ঞাত নই। কাজেই এই পরম্পরাক্রম যদি অন্ধকারের মধ্যে এক প্রকারে শেষ হয়ে যায় তাতে বিস্মিত হওয়া আমাদের উচিত হবে না।"

এই হচ্ছে হের ডুরিং-এর বলার কথা। বস্তুত, জ্ঞানের চরম বিন্দু কেবল যে পুরুষ্কারের আত্মবিকারের মধ্যেই দৃষ্ট হচ্ছে না, দৃষ্ট হচ্ছে অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যেও, একথা আমাদের মাথার উপর চাপানো এইসব যথার্থই করুণা উদ্রেককারী ঘোরপ্যাঁচ এবং গোজামিলের বোঝা বহন করে বলতে হচ্ছে। হের ডুরিং স্বীকার করছেন, চরম আত্মসম অস্তিত্ব আপনা থেকেই পরিবর্তনের পর্যায়ে উপনীত হতে পারে না। তাছাড়া চরম ভারসাম্যের পক্ষেও গতির মধ্যে প্রবেশের কোনো উপায় নেই। তাই যদি হয়, তাহলে আর অবশিষ্ট কি থাকে? অবশিষ্ট থাকে তিনটি পঙ্গু যুক্তি।

প্রথমত, অস্তিত্বের যে ক্রমপরম্পরা, তার শেকলের অন্তর্গত সংযোগবিন্দু যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তার এক সংযোগ থেকে অপর সংযোগে উত্তরণ দেখানো যাচ্ছে না। হের ডুরিং তাঁর পাঠকদের অবোধ শিশু বলে গণ্য করছেন। প্রকৃতি বিজ্ঞানের মূল বিষয়ই হচ্ছে অস্তিত্বের শেকল-বদ্ধ ক্রমের একটি সংযোগ থেকে আর একটি সংযোগে উত্তরণের রহস্যটি উদ্ঘাটন করা। আর এই প্রয়াসে কোনো বিন্দুতে যদি অবোধ্য কিছুর সাক্ষাৎ মেলে তার ব্যাখ্যা এই নয় যে ক্রমের পূর্ব-গতির উদ্ভব ঘটেছে শূন্যতা থেকে। গতির উদ্ভব গতি থেকেই : এক সংযোগ থেকে অপর সংযোগে তার রূপান্তর বা পূর্ব-গতির বিস্তারের মধ্যে। কিন্তু ডুরিং-এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে, অ-গতি বা শূন্যতা থেকে গতির উদ্ভবকে স্বীকার করা।

দ্বিতীয়ত, আমাদের হাতে "ধারাবাহিকতার একটি সেতু" আছে বটে। কিন্তু বিশুদ্ধ ভাব হিসাবে এ সেতু আমাদের সংকট উত্তরণে কোনো সাহায্য করে না। তথাপি ধরা যাক, আমরা এটিকে অ-গতি এবং গতির মাঝখানটাতে স্থাপন করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, অ-গতির ধারাবাহিকতা অ-গতিতেই পর্যবসিত হয়। এর পক্ষে গতির উৎপাদন একই প্রকারে রহস্যাবৃতই থেকে যায়। মোটকথা হের ডুরিং অ-গতি থেকে সার্বিক গতিতে আসার জন্য তাঁর রূপান্তরকে যত অসীম ভাগে বিভক্ত করুন না কেন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগুলির মেয়াদ তিনি যত দীর্ঘ বলেই কল্পনা করুন না কেন, এই কসরতে আমরা অ-গতি থেকে গতির দিকে এক মিলিমিটারের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগও অগ্রসর হতে পারি না। সৃজনশীল বা ক্রিয়াশীল কোনো পদক্ষেপ ব্যতীত 'কিছুনা' থেকে 'কোন কিছুকে' আদৌ লাভ করা সম্ভব নয়। এই 'কোনো কিছুর' পরিমাণ তার সামান্যতায় যদি একটি গাণিতিক অন্তর (ম্যাথেমেটিক্যাল ডিফারেনশিয়াল) সদৃশ হয় তবু এই সত্যের কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। কাজেই 'ধারাবাহিকতার সেতুকে' কোনো নিরেট বোকার সেতু বলেও আমরা অভিহিত করতে পারিনে। এ সেতুকে কেবল হের ডুরিং-ই অতিক্রম করতে পারেন। অপর কেউ নয়।

তৃতীয়ত, যতদিন আধুনিক বলবিদ্যা বজায় থাকবে, যাকে হের ডুরিং আমাদের চিন্তার গঠনে একটি অপরিহার্য হাতিয়ার বলে গণ্য করেন, ততদিন গতিহীনতা থেকে গতির কোনো ব্যাখ্যাদান সম্ভব হবে না। একথা ঠিক যে বলবিজ্ঞানে তাপের তত্ত্ব একথা স্বীকার করে যে, একটি বিশেষ অবস্থায় ভরের গতি পারমাণবিক গতিতে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এখানেও একটা গতি থেকেই অপর একটা গতির জন্ম হচ্ছে, গতিহীনতা থেকে নয়। হের ডুরিং সঙ্কোচের সঙ্গে এই দৃষ্টান্ত দিয়েই যেন বলতে চান : এখানেই হয়ত ভারসাম্যের একেবারে গতিহীন থেকে গতিময় বস্তুর গতির মধ্যকার সেতুটি আবিষ্কার করা যাবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি 'কিছুটা অন্ধকারের মধ্যেই' সংঘটিত হয়। এবং হের ডুরিং এমন দৃষ্টান্তের দোহাই দিয়ে আমাদের অন্ধকারের মধ্যেই পরিত্যাগ করে যান।

হের ডুরিং তাঁর সকল প্রকার তীক্ষ্ম এবং গভীর অবদানের মাধ্যমে এই যায়গাটিতে আমাদের আনয়ন করেছেন : আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এমন যে, আমরা বিরামহীনভাবে কেবল অধিকতর তীক্ষ্ম মূর্খতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছি এবং এই প্রক্রিয়ায় পরিশেষে আমাদের ভবিতব্য 'অন্ধকারে' এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এতে হের ডুরিং তেমন কিছু যে লজ্জিত হয়েছেন, তা মনে করার কারণ নেই। কারণ, এর পরের পৃষ্ঠাতেই বেপরোয়াভাবে একথা বলতে তাঁর বাধেনা যে তিনি : "বলবিদ্যার শক্তি এবং বস্তুর আচরণ থেকে সরাসরি তাঁর স্বয়ং-সম জাড্যতার জন্য একটা যথার্থ বিষয়কে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন।"

এবং এই ভদ্রলোকই অপর সকলকে পণ্ডিতমূর্খ বলে অভিহিত করেন।

যা হোক, আমাদের একটা সৌভাগ্য এই যে, 'অন্ধকারে' এমন বিচরণ এবং বিভ্রান্তি সত্ত্বেও আমাদের আত্মার জন্য সান্ত্বনার একটি বাণী এখনো অবশিষ্ট আছে এবং তা হচ্ছে:

"অন্তরীক্ষের অপরাপর জগতের অধিবাসীদের গণিতশাস্ত্রের পক্ষে আমাদের স্বতঃসিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করা ব্যতীত আর কোনো গত্যন্তর নাই!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

প্রাকৃতিক দর্শন : মহাজগৎ দর্শন, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র

আসুন, আমরা অগ্রসর হই। এবার আমরা সাক্ষাৎ পাচ্ছি এই পৃথিবী কি ভাবে সৃষ্টি হলো তার তত্ত্বসমূহের।

আমাদের বলা হচ্ছে : আয়োনীয় দর্শন প্রথম যে বিষয়টিতে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করে সে হচ্ছে বস্তুর সার্বিক বিস্তারের তত্ত্ব। তবে কান্টের সময় থেকেই আদি নিহারিকা তত্ত্ব একটা নতুন ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। অন্তরীক্ষের বিভিন্ন নিরেট বস্তুর ক্রমগঠনে মাধ্যাকর্ষণ এবং তাপের বিকীরণ এক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। তাপের যে সমসাময়িক তত্ত্বের সঙ্গে আমরা পরিচিত সে তত্ত্বের ভিত্তিতে বিশ্বের আদি অবস্থা সম্পর্কে আমরা অধিকতর নির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হচ্ছি। অবশ্য গ্যাসীয় অবস্থার মধ্যে বলগত বা যান্ত্রিক ব্যবস্থাটা কিরূপ ছিল তা সঠিকভাবে জানার ভিত্তিতেই মাত্র এই অবস্থা সম্পর্কে গুরুতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমরা শুরু করতে পারি। তা না হলে তত্ত্বটি কেবল যে অতিমাত্রায় গ্যাসীয়ই থেকে যায়, তাই নয়। আমরা যত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকি তত সূচনার কুয়াশা অধিকতর গাঢ় এবং দুর্ভেদ্য হতে আরম্ভ করে।...বর্তমানে তাই এ তত্ত্ব নির্দিষ্টতাবিহীন আকারশূন্য এবং অস্পষ্ট বিস্তারের একটা তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে। কাজেই গ্যাসীয় এই বিশ্ব আমাদের একেবারেই একটা বায়বীয় তত্ত্ব প্রদান করে, এর অধিক কিছু নয়।

ঘূর্ণ্যমান নীহারিকাপুঞ্জ থেকে অন্তরীক্ষে অস্তিত্বমান সকল বস্তুর উদ্ভবের কান্টীয়* তত্ত্ব হচ্ছে জ্যোতির্বিজ্ঞানে কপারনিকাসের পরে অর্জিত সব চেয়ে বড় পদক্ষেপ। প্রকৃতির কোনো সময়গত ইতিহাস নেই—সনাতন এই ধারণার উপর এই প্রথম আঘাত হানা হলো। এ পর্যন্ত এই ছিল বিশ্বাস যে, নভোমণ্ডলের সকল বস্তুর আবর্তের অক্ষ সেই আদিকাল থেকে অপরিবর্তিত রয়েছে এবং অন্তরীক্ষের বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিলোপ ঘটলেও জাতি

---

* ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪–১৮০৪) : ইমানুয়েল কান্ট ছিলেন অষ্টাদশ শতকের জার্মানির দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। জার্মানিতে সনাতন ভাববাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কান্ট জ্যোতির্মণ্ডলের নীহারিকা তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি মনে করতেন, যে-জ্যোতির্মণ্ডলে আমাদের বাস তার বাইরেও সংখ্যাহীন জ্যোতির্মণ্ডলের মহাবিশ্ব বিরাজ করছে। হেগেল ও মার্কসের দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের বিকাশে কান্টের এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু কান্ট ভাববাদী দার্শনিক হিসাবে অধিক পরিচিত।

–দর্শন কোষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং প্রজাতি হিসাবে বস্তু অপরিবর্তিত। এ কথা অবশ্য ঠিক যে পূর্বেও প্রকৃতির মধ্যে গতির কথা চিন্তা করা হয়েছে। কিন্তু এ গতি ছিল একই প্রক্রিয়ার পৌনঃপুনিক আবর্তন মাত্র। কান্ট এই ধারণা তথা এর বরাবরে অনুসৃত পরাদার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রথম চিড় ধরালেন। বস্তুত, তিনি তাঁর এই কার্য এমন বিজ্ঞান সম্মতভাবে সম্পন্ন করেছেন যে, তাঁর প্রদত্ত প্রমাণসমূহ আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। কিন্তু এও সত্য যে, সঠিকভাবে বললে, কান্টের তত্ত্ব আজো অনুমানেরই পর্যায়ে।* কিন্তু বিজ্ঞানীগণ স্পেকট্রোসকোপের মাধ্যমে অপ্রমাণের অতীতভাবে যখন যথার্থই তারকাময় মহাকাশে গণগণে লাল তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ অবলোকন করলেন তখন কান্টীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে এতদিনকার বৈজ্ঞানিক প্রতিরোধও ভেঙ্গে পড়েছে। এমন কি হের ডুরিংও এই নীহারিকার পর্যায়টি বাদ দিয়ে তাঁর বিশ্বজগৎকে তৈরি করতে ব্যার্থ হয়েছেন। অবশ্য এমন স্বীকৃতির পাল্টা প্রতিশোধ হিসাবে তাঁর দাবি হচ্ছে গ্যাসের এই পর্যায়ের মধ্যকার বলের ক্রিয়া ব্যবস্থা উদ্ঘাটিত করে তাকে দেখতে হবে। এবং যেহেতু এমনটি কেউ দেখাতে পারেনা সে কারণে বিশ্বজগতের নীহারিকা পর্যায়ের এই তত্ত্ব সম্পর্কে হের ডুরিং-এর নিন্দাবাদের এখনো অন্ত নেই। এটা পরিতাপের বিষয় যে, বিজ্ঞান আজো হের ডুরিং-এর কৌতূহলকে মেটাতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু বিজ্ঞানে এখনো আরো বহু প্রশ্নের জবাবই বাকি আছে। কোলা ব্যাঙের লেজ নেই, এটাও একটা প্রশ্ন। আর এ প্রশ্নের আজ পর্যন্ত কেবল এই জবাবই আমরা দিতে পারি যে, কোলা ব্যাঙের লেজ নেই কারণ কোলা ব্যাঙের লেজ খসে পড়েছে। কিন্তু এ জবাবে কেউ যদি উত্তেজিত হয়ে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে প্রশ্নটির অস্পষ্ট জবাব দান এবং 'খসে পড়ার' মতো একটা অনির্দিষ্ট ধারণার মধ্যে আটকে রেখে বায়বীয় তত্ত্ব তৈরি করা হচ্ছে তাহলে আমরা বলব, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের উপর উত্তেজিত নৈতিকতার এমন তম্বি আর যাই করুক, জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের এক পাও অগ্রসর করে দেয় না। ব্যক্তিগত অপছন্দ এবং বদমেজাজের এমন প্রকাশ যে কোনো সময়ে যে কোনো ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে এবং সে কারণেই কোন ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা উচিত নয়। কারণ, আদি নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যকার বলগত কার্য ব্যবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটনে হের ডুরিংকে তো কেউ নিবৃত্ত করছেনা। আবিষ্কারের সে কার্য তিনি নিজেই সম্পন্ন করতে পারেন।

অবশ্য এটা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমরা এই স্বীকৃতিটি পাচ্ছি যে, কান্টের নীহারিকাপুঞ্জ "জগতের কোনো স্বস্থিত মাধ্যম আদৌ নয়। অন্যকথায়, বস্তুর স্ব-স্থিত অবস্থার সূচক এ নয়।"

---

* কপারনিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩) তত্ত্ব সম্পর্কে এঙ্গেলস্-এর নোট : ১৮৮৮ সনে প্রকাশিত তাঁর 'লুডউইগ ফয়েরবাক এ্যান্ড এন্ড অব ক্লাসিক্যাল জারমান ফিলসফি' গ্রন্থে এঙ্গেলস কপারনিকাসের তত্ত্ব সম্পর্কে বলেছেন : "তিনশত বছর যাবৎ কপারনিকাসের তত্ত্ব অনুমান হিসাবেই ছিল। তখন তা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল শতে, সহস্রে কিংবা দশসহস্রে এক পরিমাণ। কিন্তু এই তত্ত্বের হিসাব ব্যবহার করে লাভারিয়ের যখন একটি অজ্ঞাত গ্রহের অস্তিত্বের অনিবার্যতা কেবল আন্দাজই করলেন না, এমন কি মহাকাশে এর সঠিক অবস্থানটি পর্যন্ত নির্দিষ্ট করলেন এবং পরবর্তীতে গ্যালে যখন এই গ্রহটিকে যথার্থই আবিষ্কার করলেন তখন কপারনিকাসর তত্ত্ব আর অনুমান রইলনা। কপারনিকাসের অনুমান প্রমাণিত সত্য হয়ে দাঁড়াল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান্টের জন্য এটা অবশ্যই সৌভাগ্যের ব্যাপার যে তিনি অন্তরীক্ষের অস্তিত্বমান বস্তু থেকে পশ্চাৎগতিতে নীহারিকা পিণ্ডে পৌঁছতে পেরেছিলেন এবং তিনি বস্তুর স্ব-স্থিত কোনো রূপের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। এখানে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, বর্তমানের প্রকৃতি বিজ্ঞান কান্টের নীহারিকা পিণ্ডকে যখন একটা আদি নীহারিকা হিসাবে উল্লেখ করে তখন স্পষ্টতঃই একে আপেক্ষিকভাবেই গ্রহণ করে। এটা একদিকে আদি নীহারিকা কারণ, অন্তরীক্ষের অস্তিত্বমান বস্তুর উদ্ভবের মূল হচ্ছে এই নীহারিকা। অপরদিকে এটা আদি এই কারণে যে, বস্তুর রূপের বিবর্তনের ইতিহাস উদ্ঘাটনের প্রয়াসে আমরা এ পর্যন্ত এই নীহারিকাতেই পৌঁছতে সক্ষম হয়েছি, তাঁর পূর্বে নয়। এতে এমন অনুমান অস্বীকৃত হওয়ার বদলে বরঞ্চ এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই হয়ে দাঁড়ায় যে, নীহারিকা পর্যায়ের পূর্বেও বস্তু অসংখ্য রূপের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে নীহারিকার পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

হের ডুরিং মনে করেন, এখানেই তাঁর সুবিধে। আমরা যেখানে বর্তমানে, বিজ্ঞানে আদি নীহারিকাবাদকে একটি সাময়িক বা কার্যকর অনুমান বলে থামতে চাই, সেখানে হের ডুরিং-এর 'বিজ্ঞানের বিজ্ঞান' তাঁকে নীহারিকার পূর্ব পর্যায়েও বহন করে নিয়ে যায়।

"সে হচ্ছে জগতের এমন একটি মাধ্যম যাকে না আমরা একেবারে স্থির বলতে পারি, না তাকে গতিশীল বলতে পারি।"

এর অর্থ দাঁড়ায় : যাকে আদৌ অনুধাবন করা যায় না।

"বস্তু এবং বলগত শক্তির যে ঐক্য, যাকে আমরা জগৎ-মাধ্যম বলে অভিহিত করি সে ঐক্যকে বলা চলে একটি যৌক্তিক-বাস্তব প্রণালী। এ প্রণালী দ্বারা বস্তুর স্ব-স্থিত পর্যায়কে বিবর্তনের সকল নির্ণয়যোগ্য অবস্থার সূচক হিসাবে নির্দিষ্ট করা যায়।"

স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, বস্তুর আদি স্ব-স্থিত অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তি নাই। এখানে বলা হচ্ছে, এটা হচ্ছে বস্তু এবং বলগত শক্তির ঐক্য এবং এটা নাকি একটা যৌক্তিক-বাস্তব প্রণালী। কাজে কাজেই বস্তু এবং বলগত-শক্তির ঐক্য যেই শেষ হচ্ছে, গতি অমনি শুরু হচ্ছে।

আমরা দেখছি, যৌক্তিক বাস্তব প্রণালীটি আসলে হেগেলীয় 'অস্তিত্ব হিসাবে অস্তিত্ব' (থিং ইন ইটসেলফ) এবং 'অস্তিত্বের জন্য অস্তিত্ব' (থিং ফর ইটসেলফ)—এই সূত্রগুলিকে অস্তিত্বের দর্শনে ব্যবহারের একটি দুর্বল প্রয়াস বৈ অপর কিছু নয়। হেগেলে 'অস্তিত্ব হিসাবে অস্তিত্ব'—সূত্র দ্বারা একটা অস্তিত্ব, প্রক্রিয়া বা ধারণার অন্তর্গত গুপ্ত এবং অবিকশিত দ্বন্দ্বগুলির স্ব-স্থিতি এবং 'অস্তিত্বের জন্য অস্তিত্ব' দ্বারা এই গুপ্ত উপাদানগুলির মধ্যকার পার্থক্য এবং বিচ্ছেদকরণ বুঝান হয়। এবং এখানে এ দুয়ের দ্বন্দ্বের সূচনাও ঘটে। তাহলে ডুরিং -এর মধ্যেও বস্তুর গতিহীন আদি অবস্থার দ্বারা বস্তু এবং বলগত শক্তির ঐক্য এবং গতির দিকে এদের সরণকে আমাদের বুঝতে হবে। কিন্তু এতে আমাদের যা লাভ হয়েছে তাতে সেই রহস্যজনক আদি অবস্থার বাস্তবতার কোনো প্রমাণ আমাদের জোটেনি। আমাদের জুটেছে এই প্রমাণ যে হেগেলীয় সূত্র 'অস্তিত্ব হিসেবে অস্তিত্বের' মাধ্যমে ব্যাপারটিকে আঁচ করা যায়। হেগেলের অপর সূত্র তথা 'অস্তিত্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য অস্তিত্ব-এর ক্ষেত্রে একই কথা সত্য। এমন অবস্থায় আমরা কি করতে পারি? কেবল আর্তনাদ করে বলতে পারি : হেগেল, আমাদের রক্ষা করুন!

হের ডুরিং বলছেন : বস্তু হচ্ছে সকল বাস্তবতার ধারক। কাজেই বস্তু থেকে ভিন্নভাবে বলগত কোনো শক্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। আবার এও বলা হচ্ছে যে, বলগত শক্তি বস্তুর একটি অবস্থা। এবং আদি অবস্থাতে, যখন কোনো কিছুই সংঘটিত ছিল না তখন, বস্তু এবং বস্তুর অবস্থা তথা বলগত শক্তি একই ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন কোনো একটা কিছু ঘটতে শুরু করল তখন এই অবস্থাটি দৃশ্যত বস্তু থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়ায়! এভাবে কতকগুলি রহস্যজনক শব্দ নিয়েই আমাদের বিবেচ্য বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। ডুরিং সাহেবের কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি এই আশ্বাসবাণী যে, বস্তুর সেই স্ব-স্থিত অবস্থা না গতিহীন ছিল, না গতিময় ছিল। সেটা না ভারসাম্যে স্থিত ছিল, না গতিতে ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু এত সত্ত্বেও আমরা জানিনে, এমন অবস্থায় বলগত শক্তি কোথায় অবস্থিত ছিল এবং নিরেট গতিহীনতা থেকে বাইর তথা ঈশ্বর থেকে একটা আঘাত ব্যতিরেকে গতি আমরা কেমন করে লাভ করতে পারি।

হের ডুরিং-এর পূর্বে বস্তুবাদীগণ বস্তু এবং গতির কথা বলেছেন। ডুরিং গতিকে যান্ত্রিক শক্তিতে পর্যবসিত করে তাকে বস্তুর কল্পিত মৌল রূপ হিসাবে দাবি করে বস্তু এবং গতির মধ্যকার আসল সম্পর্কে অনুধাবান করা অসম্ভব করে তুলছেন। অবশ্য বস্তু এবং গতির সম্পর্ক পূর্বকার বস্তুবাদীগণের নিকটও দুর্বোধ্য ছিল। অথচ ব্যাপারটা কঠিন কিছু নয়। গতি হচ্ছে বস্তুর অস্তিত্বের রূপ। গতি বাদে বস্তু কোথাও কখন ছিল না এবং থাকতে পারে না। মহাবিশ্বের গতি, অন্তরীক্ষের বিভিন্ন ক্ষুদ্রতর বস্তুর যান্ত্রিক গতি, তাপ বা বৈদ্যুতিক বা চৌম্বিক তড়িৎ হিসাবে অণুসমূহের কম্পন, রাসায়নিক বিয়োজন এবং সংশ্লেষণ, জৈবিক জীবন—এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে জগতের বস্তুর প্রতিটি অণু —গতির এই রূপগুলির একটি কিংবা একাধিকের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। সকল প্রকার স্থিরতা বা বিরাম, সকল প্রকার ভারসাম্য হচ্ছে আপেক্ষিক সত্য। এগুলি যে কোনো এক প্রকার গতির সঙ্গে তুলনার ভিত্তিতেই মাত্র অর্থবোধক। যেমন, পৃথিবীর মধ্যে একটা বস্তুকে আমরা যান্ত্রিক ভারসাম্যে বা যান্ত্রিক স্থিরতা হিসাবে ভাবতে পারি। কিন্তু এমন স্থিরতায় স্থিত থেকেও তার পক্ষে পৃথিবী এবং সমগ্র জগতের আবর্তনে অংশ গ্রহণে কোনো অসুবিধা ঘটেনা। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর এমন গতিহীনতার কারণে তার অন্তর্গত অণুগুলির মধ্যে তাপজনিত কম্পনের গতি কার্যকর থাকতে কিংবা অণুগুলির মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকতে কোনো অসুবিধা ঘটে না। গতি বাদে বস্তু যেমন অকল্পনীয়, বস্তু বাদে গতিও তেমনি অকল্পনীয়। কাজেই বস্তু যেমন সৃষ্টি এবং ধ্বংসের অযোগ্য, গতিও তেমনি সৃষ্টি এবং ধ্বংসের অযোগ্য। পূর্বকার দর্শন (ডেকার্ট) কথাটা বলেছে এভাবে যে, জগতে শক্তির পরিমাণ সব সময়েই এক। আমরা তাই দেখছি, গতিকে সৃষ্টি করা যায় না। গতি বা শক্তিকে কেবল প্রবাহিত করা চলে। গতি যখন একটা বস্তু থেকে অপর একটা বস্তুতে প্রবাহিত হয় তখন তাকে সক্রিয় এবং এই প্রবাহের মূল হিসাবে তাকে কারণ বলে উল্লেখ করতে পারি এবং প্রবাহিত হিসাবে তাকে নিষ্ক্রিয় বলতে পারি। এই সক্রিয় গতিকে আমরা শক্তি বলি এবং নিষ্ক্রিয়কে বলি শক্তির প্রকাশ। এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে এটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে, শক্তি তার প্রকাশেরই সমান। কারণ সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়—উভয়তে একই গতি অবস্থিত।

কাজেই বস্তুর গতিহীন অবস্থার ধারণা হচ্ছে একটি সবচেয়ে শূন্যগর্ভ এবং অর্থহীন ধারণা। এটাকে নিছক প্রলাপ ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। এরূপ ধারণা তৈরি করার জন্য পৃথিবীতে অবস্থিত কোনো বস্তুর যান্ত্রিক এবং আপেক্ষিক ভারসাম্যের অবস্থাকে চরম স্থিরতা বলে ধারণা করে এই চরম স্থিরতার ধারণাকে সমগ্র বিশ্বের উপর প্রয়োগ করতে হয়। এই কসরতটি অবশ্যই সহজ উপায়ে সম্পাদন করা যায় যদি সার্বিক গতিকে স্রেফ যান্ত্রিক গতিতে পর্যবসিত করা যায়। তাছাড়া গতিকে স্রেফ যান্ত্রিক শক্তিতে সীমাবদ্ধ করে রাখার একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে, এর মাধ্যমে তাহলে শক্তিকে স্থির এবং আবদ্ধ হিসাবে এবং সে কারণে বিশেষ সময়েতে ক্রিয়াহীন বলেও ভাবা যায়। কারণ, অন্তর্বর্তী সংযোগ বিন্দুর মধ্য দিয়ে গতির প্রবাহ চিন্তা করা যখন বেশ জটিল ব্যাপার তখন শেকলের শেষ সংযোগটিকে বাদ দিয়ে ইচ্ছানুযায়ী গতির প্রবাহকে যে কোনো সংযোগসংকটে রুদ্ধ করে রাখা চলে। যেমন, ধরা যাক কোনো বন্দুকধারী তার বন্দুকে গুলি ভরেছে বটে, কিন্তু ট্রিগার টেনে বারুদে আগুন দেওয়ার মুহূর্তটি সে স্থগিত রেখেছে। অর্থাৎ বারুদের দহনে যে গতির সৃষ্টি হবে সে গতির প্রবাহকে আটকে রাখা হয়েছে। কাজেই এমন চিন্তা করা সম্ভব যে, বস্তু তার স্ব-স্থিত গতিহীন অবস্থাতে শক্তি দ্বারা বিদ্ধ (চার্জড) ছিল। কল্পনার দিক থেকে বললে এটাই হয়ত হের ডুরিং তাঁর বস্তু এবং যান্ত্রিক বা বলগত শক্তির ঐক্য দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছেন। কিন্তু এমন ধারণা অর্থহীন। কারণ এর দ্বারা প্রকৃতিগতভাবে একটা আপেক্ষিক সত্য, যাকে কেবল বস্তুর অংশ বিশেষের উপরই প্রয়োগ করা চলে, সেই আপেক্ষিক সত্যকে চরম সত্য বলে সমগ্র বিশ্বের উপর আরোপ করা হচ্ছে। এই দিকটি যদি আমরা উপেক্ষাও করি তাহলেও অসুবিধার অবসান ঘটেনা। কারণ, প্রশ্ন থাকে : প্রথমত বন্দুক যখন এখনো নিজে বারুদ ভরতি করে না, তখন বিশ্বের বারুদকোষ্ঠে বারুদ ভরতি হলো কি প্রকারে? দ্বিতীয়ত, ট্রিগার টানাতে যে গতির সঞ্চার হলো বিশ্ববন্দুকের সেই ট্রিগারটি প্রথমে টেনেছিল কোন্ পাত্র? মোট কথা, কথার মারপ্যাঁচ আমরা যতোই কষিণে কেন, হের ডুরিং আমাদের যেভাবে পরিচালন করছেন তাতে সেই ট্রিগার টানার অঙ্গুলিটি যে ঈশ্বরের অঙ্গুলি এবং সেখানেই যে আমাদের ঘুরে ফিরে আসতে হচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ছেড়ে আমাদের বাস্তবতার দার্শনিক এবার বলবিদ্যা এবং পদার্থ বিজ্ঞানে প্রবেশ করছেন। এখানে তাঁর অভিযোগ হচ্ছে, বলবিদ্যা তার আবিষ্কারের পরে অতিক্রান্ত যুগে রবার্ট মায়ার যে পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে তার উন্নতি সাধন করেছিলেন তারপর আর সে যথার্থভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। তাছাড়া, ডুরিং-এর মতে, সব ব্যাপারটাই দুর্বোধ্য :

> কেননা আমাদের সর্বদা একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, বস্তুর গতির অবস্থাতে স্থিরতার অবস্থাও সম্ভব এবং স্থিরতার এই অবস্থা যান্ত্রিক কার্য দ্বারা পরিমাপ করা চলে না।...এবং আমরা পূর্বে যদি প্রকৃতিকে এক বিরাট কর্মশালা বলে বর্ণনা করে থাকি এবং কথাটিকে এখন যদি সঠিক ভাবে বুঝতে চাই তাহলে আমাদের একথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগ করতে হবে যে, বস্তুর স্ব-স্থিত অবস্থা এবং স্থির অবস্থা বলগত বা যান্ত্রিক কর্মের সূচক নয়। কাজেই আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি, স্থিরতা থেকে গতিতে গমনের সেতুটির হদিস আমরা পাচ্ছিনে এবং তথাকথিত সুপ্ত তেজের তত্ত্ব যদি এ পর্যন্ত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটা বাঁধা হিসাবে থেকে থাকে তাহলে এখানেও আমাদের একটা ত্রুটিকে চিহ্নিত করতে হবে এবং বিশ্ব ব্যাখ্যায় এ ত্রুটিকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

এই বাগ-বিস্তারেরও কোনো অর্থ নেই। এ কেবল অপরাধী বিবেকের প্রকট প্রকাশ। এ বিবেক ভালো করেই জানে যে, স্রেফ গতিহীনতা থেকে গতিকে সৃষ্টি করে সে উদ্ধারের অতীত হয়ে পাঁকে আটকে গেছে। এখানে এর একমাত্র উদ্ধারকারী হচ্ছেন স্বর্গ মর্ত্যের স্রষ্টা ঈশ্বর। অথচ সেই ঈশ্বরের নিকট আবেদনেও এই বিবেকের লজ্জা। স্থিরতা থেকে জঙ্গমে, ভারসাম্য থেকে গতিতে উত্তরণের সেতু যদি বলবিদ্যা, এমন কি তাপের যান্ত্রিকতা বা বলবিদ্যাতেও না মেলে তাহলে গতিহীনতা থেকে গতিতে উত্তরণের উপায় নির্ধারণের কোনো দায়িত্ব হের ডুরিং-এর আর থাকে কি করে? আর এমন পরিচ্ছন্ন রূপেই হের ডুরিং নিজের সৃষ্ট সংকট থেকে নিজেকে মুক্ত করেন।

সাধারণ বলবিদ্যায় স্থিরতা থেকে গতিতে উত্তরণের সেতু হচ্ছে বহিরাগত বেগ। এক খণ্ড পাথরের ওজন যদি এক হন্দর হয় এবং পাথরের এই খণ্ডটিকে দশ গজ শূন্যে তুলে যদি একে এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা যায় যে পাথরের খণ্ডটি স্বয়ং-সম (সেলফ্ আইডেন্টিক্যাল) এবং স্থিরতার অবস্থায় অবস্থিত, তাহলে একদল শিশু ব্যতীত অপর কারুর পক্ষে একথা বলা সম্ভব হবে না যে, পাথর খণ্ডটির এমন অবস্থায় কোনো যান্ত্রিক শক্তি কার্যরত নয় অথবা এর পূর্বতন অবস্থান থেকে এর বর্তমান অবস্থানটি যান্ত্রিক শক্তির কার্য দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয়। দৃশ্যটিকে অতিক্রমকারী যে কোনো পথিক হের ডুরিংকে বিনা আয়াসে এ কথাই বলবেন যে, পাথর খণ্ডটি নিজে থেকে ঝুলন্ত দড়িতে আবদ্ধ হয়নি এবং যান্ত্রিকতার যে কোনো নির্দেশিকা পুস্তক তাঁকে বলবে যে, পাথর খণ্ডটিকে তিনি যদি আবার শূন্য থেকে নিচে ফেলে দেন তবে তার এই পতনে সেই পরিমাণ যান্ত্রিক কার্য বা শক্তি নিয়োজিত হবে যে পরমাণ শক্তিতে পাথর খণ্ডটি ইতঃপূর্বে দশ গজ উর্ধ্বে উত্থিত হয়েছিল। পাথরটি যে ঝুলন্ত রয়েছে, এই সাধারণ ঘটনাটিও একটি যান্ত্রিক শক্তির কাজের প্রকাশ। কারণ, পাথর খণ্ডটি যদি দীর্ঘ সময় এমন অবস্থায় অবস্থিত থাকে তবে তাকে রক্ষাকারী দড়ির উপাদানগুলির রাসায়নিক ক্রমক্ষয়ের মাধ্যমে একটা মুহূর্ত আসবে যখন আর পাথরখণ্ডটিকে ঝুলিয়ে রাখার তার ক্ষমতা থাকবে না এবং দড়ি ছিঁড়ে পাথরখণ্ডটি ভূপতিত হবে। হের ডুরিং-এর ভাষা ব্যবহার করেই বলা যায়, এরকম সরল ঘটনাতে সকল যান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে পর্যবসিত করা চলে এবং এমন প্রকৌশলী এখনো জন্মগ্রহণ করেনি যার হাতে উপযুক্ত বেগ থাকা সত্ত্বেও সে বলতে থাকবে যে, স্থিরতা থেকে গতিতে যাওয়ার সেতুটি তার জানা নাই।

আসলে আমাদের পরাদার্শনিকের জন্য ব্যাপারটা যেমন কঠিন, তেমন তিক্ত। কারণ, তাকে স্বীকার করতে হয় যে, গতি তার বিপরীত স্থিরতার মধ্যেই তার পরিমাপকে প্রাপ্ত হয়। পরাদর্শনের কাছে এটা অগ্রাহ্য বিরোধিতার ধারণা। এবং হের ডুরিং-এর কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেকটি দ্বন্দ্ব বা বিরোধিতা হচ্ছে বুদ্ধির বিরোধী। তথাপি এটাই সত্য যে, ঝুলন্ত পাথর খণ্ডটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যান্ত্রিক গতি বা শক্তিরই সূচক। এ শক্তিকে আমরা পাথর খণ্ডটির ওজন এবং ভূমি থেকে তার দূরত্বের ভিত্তিতে পরিমাপ করতে পারি। এবং এ শক্তিকে আমরা ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারি। যেমন, পাথর খণ্ডটিকে আমরা সোজা ফেলে দিতে পারি। ঢালু পথে এটি গড়িয়ে পড়তে পারে। এটা দ্বারা একটা চাকাকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। গুলিভরতি একটা বন্দুক সম্পর্কেও এ কথা সত্য। দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে গতিকে তার বিপরীত স্থিরতার মাধ্যমে প্রকাশ করতে আদৌ কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। দ্বান্দ্বিক ধারণাতে, আমরা ইতঃপূর্বেই দেখেছি, সমগ্র বৈপরীত্যটা হচ্ছে আপেক্ষিক। কারণ চরম স্থিরতা বা শর্তহীন ভারসাম্য বলে কিছু নেই। প্রত্যেকটি অস্থিরতাই একটা ভারসাম্যকে অন্বেষণ করে এবং সামগ্রিক গতি আবার এই ভারসাম্যের অবসান ঘটায়। কাজেই কোথাও যখন আমরা স্থিরতা এবং ভারসাম্যের সাক্ষাৎ পাই তখন তাকে আমাদের সীমিত শক্তিরই ফল হিসাবে দেখতে হবে। এই শক্তি বা গতিকে তার ফল দ্বারা পরিমাপ করা যায়। এটাকে তার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় এবং এর থেকে আবার তাকে কোনো না কোনো প্রকারে প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু ব্যাপারটির এত সহজ ব্যাখ্যাতে হের ডুরিং সন্তুষ্ট হতে পারেন না। একজন উত্তম পরাদার্শনিক হিসাবে তিনি প্রথমে গতি এবং স্থিরতা বা ভারসাম্যের মধ্যে অস্তিত্বহীন একটা ব্যবধানকে আবিষ্কার করেন এবং তার পরে বিস্মিতভাবে দেখেন যে, স্বকপোলকল্পিত এই ব্যবধানকে উত্তরণের কোনো উপায় তিনি পাচ্ছেন না। আমরা বলি, তিনি বরঞ্চ তাঁর এই ডনকুইকজোটীয় ক্ষয়গ্রস্ত অশ্বটিতে আরোহণ করুন এবং তাকে নিয়ে কান্টের 'অস্তিত্ব হিসাবে অস্তিত্বের' পশ্চাদ্ধাবন করুন। কারণ, এই আবিষ্কার-ঊর্ধ্ব সেতুর পেছনে ঐ বস্তুটি ছাড়া আর কিছুই লুক্কায়িত নেই।

AMARBOI.COM

কিন্তু তাপের বলবিদ্যাগত তত্ত্ব এবং আবদ্ধ বা সুপ্তশক্তির ধারণা যা নাকি সমাধানের সম্মুখে 'বাঁধা হয়ে রয়েছে', তার কি হবে?

এক পাউণ্ড বরফকে যদি আমরা জমাট বাঁধার তাপবিন্দুতে এবং সাধারণ আবহাওয়াগত চাপের মধ্যে তাপ দিয়ে একই উত্তাপের এক পাউণ্ড পানিতে রূপান্তরিত করি তাহলে এমন একটা পরিমাণ তাপ নিষ্ক্রান্ত হয় যার দ্বারা ঐ এক পাউন্ড পানিকে ০°–৭৯.৪°C পর্যন্ত উত্তপ্ত করা সম্ভব হবে অথবা ৭৯.৪° পানির তাপকে আমরা এক ডিগ্রি বৃদ্ধি করতে পারব। এই এক পাউন্ড পানিকে যদি আমরা তাপ দিয়ে স্ফুটাঙ্কে নিয়ে যাই, অর্থাৎ ১০০°C বিন্দুর তাপ পৌঁছে তাহলে পানির শেষ কণাটি বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ তাপ নিষ্ক্রান্ত হয় তা প্রায় সাতগুণ অধিক। অথবা বলা চলে, এই তাপ দ্বারা ৫৩২.২ পাউন্ড পানির উত্তাপ এক ডিগ্রি বৃদ্ধি করা সম্ভব।* যে তাপ নিষ্ক্রান্ত হলো তাকে বলা হয় আবদ্ধ তাপ। আমরা যদি বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে আবার পানিতে এবং পানিকে বরফে রূপান্তরিত করি তাহলে যে পরিমাণ তাপ পূর্বে আবদ্ধ ছিল সেই পরিমাণ তাপই মুক্ত হয়ে যাবে। অন্য কথায় এটাকে এভাবে তাপ হিসাবে পরিমাপ

---

* বিজ্ঞান পরবর্তীকালে অধিকতর নির্দিষ্টভাবে বলেছে, ১০০°C বিন্দুতে পানির বাষ্প হওয়ার সুপ্ত তাপের পরিমাণ ৫৩৮.৯ cal/g (ক্যালোরি গ্রাম)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা যাবে। বাষ্পের জমাট বাঁধার মাধ্যমে এবং বরফ হওয়াতে তাপের এই মুক্তির কারণেই ১০০° ডিগ্রিতে বাষ্প ক্রমান্বয়ে পানিতে পরিণত হয় এবং জমে যাওয়ার বিন্দুতে পানি বেশ ধীরে বরফে পরিণত হয়। এগুলি বাস্তব ঘটনা। প্রশ্ন হচ্ছে, তাপ যখন আবদ্ধ থাকে, তখন তার অবস্থা কি দাঁড়ায়?

তাপের বলবিদ্যাগত তত্ত্ব অনুযায়ী তাপ হচ্ছে কোনো বস্তুর ক্রিয়াশীল ক্ষুদ্রতর উপাদান বা অণুগুলির কম্পন। তাপ এবং একত্রীকরণের তারতম্য অনুসারে এই কম্পনের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। তদুপরি বিশেষ অবস্থায় এই তাপ ভিন্নতর গতি বা শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। তাপের এই তত্ত্ব অনুসারে যে তাপ নিষ্ক্রান্ত হয়েছে সে তাপ তার কার্য সাধন করেছে। বলা চলে কার্যের মধ্যে তার রূপান্তর ঘটেছে। বরফ যখন গলে তখন কি হয়? তখন বরফের অণুগুলির মধ্যকার ঘন এবং দৃঢ় বন্ধন আলগা হয়ে একটা শিথিল সম্পর্কে পরিণত হয়। পানি যখন স্ফুটনের বিন্দুতে বাষ্প হয় তখন বিশিষ্ট অণুগুলি পরস্পরের উপর দৃষ্টিগোচর কোনো প্রভাববিহীন চরিত্র গ্রহণ করে এবং তাপের চাপে বিভিন্ন দিকে সেগুলির বিচ্ছুরণ ঘটে। এখানে এটা পরিষ্কার যে, কোনো বস্তুর বিশিষ্ট অণুগুলির শক্তি তরল অবস্থাতে যেমন থাকে, বাষ্পীয় তথা গ্যাসীয় অবস্থাতে তাদের শক্তি তার চেয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তরল অবস্থায় এদের শক্তি জমাট অবস্থার চেয়ে অধিক হয়। কাজেই আবদ্ধশক্তি বিলুপ্ত বা অদৃশ্য হয় না। আবদ্ধ শক্তির কেবল রূপান্তর ঘটে। রূপান্তরিত হয়ে তাপ বা শক্তি অণুগুলির টানের রূপ (মলিকুলার টেনশন) ধারণ করে। এবং যে অবস্থায় এই অণুগুলি তাদের নিরপেক্ষ বা আপেক্ষ স্বাধীনতাকে বজায় রাখতে সক্ষম হয় সে অবস্থার যখন অবসান ঘটে, অন্যকথায়, তাপ যখন ১০০° অথবা ০° ডিগ্রির নিচে চলে যায় তখন এই টানের বিরাম ঘটে। তখন অণুগুলি পুনরায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়কার শক্তিতেই আবার পরস্পর সন্নিবদ্ধ হয়ে আসে। এবং তখন শক্তির নিষ্ক্রান্তি ঘটে। কিন্তু এ নিষ্ক্রমণ তাপ হিসাবে পুনরায় আগমনেরই জন্য। বিলুপ্ত হওয়ার জন্য নয়। এবং পরিমাণের ক্ষেত্রেও আবদ্ধশক্তি এবং নিষ্ক্রান্ত শক্তির পরিমাণ অভিন্ন। এই ব্যাখ্যা অবশ্যই একটি আনুমাণিক ব্যাখ্যা। বস্তুত তাপ বা শক্তির সমগ্র বলবিদ্যাগত তত্ত্বই আনুমানিক। কারণ অণুর কোনো কম্পন, এমনকি কোনো অণুকে আমরা কেউ এ পর্যন্ত চোখে দেখিনি। এবং এ কারণেই সমগ্র তত্ত্বটি যেমন এখনো সাম্প্রতিক, তেমনি এটি ত্রুটিপূর্ণ হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু এ তত্ত্বের এই একটি গুণ যে গতির অবিনাশতা এবং তার অ-সৃজনতার সঙ্গে কোনো বৈপরীত্য সৃষ্টি না করে তাপের চরিত্রটি ব্যাখ্যা করতে এ সক্ষম এবং রূপান্তরের সময়ে তাপ বা শক্তির কি ঘটে তার সন্ধানও এ তত্ত্বের পক্ষে দেওয়া সম্ভব। কাজেই সুপ্ত বা আবদ্ধ শক্তিকে তাপের বলবিদ্যাগত তত্ত্বের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক হিসাবে গণ্য করার আমাদের কারণ নেই। বরঞ্চ তাপের ক্ষেত্রে কি সংঘটিত হয় তার প্রথম যুক্তিগত ব্যাখ্যা আমরা এই তত্ত্ব থেকে পাই এবং পদার্থবিদগণ যদি তাপের আণবিক শক্তিতে রূপান্তরকে আর অনুপযোগী এবং অপ্রচলিত 'আবদ্ধ তাপ' দ্বারা নির্দেশিত করতে না চান, তাহলে এ তত্ত্ব শক্তির ব্যাখ্যায় কোনো প্রতিবন্ধকেরও সৃষ্টি করে না।

কাজেই বলগত বা যান্ত্রিক কার্যকে তাপের পরিমাপক হিসাবে গ্রহণ করলে কঠিন, তরল বা বায়বীয় বস্তুর স্বয়ংসম এবং স্থির অবস্থাও যে তার সক্রিয়তার সূচক, সে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের স্বীকার করতে হয়। ভূগ্রহে জমাট বাঁধা বহিরাবরণ এবং সমুদ্রের জলরাশি—এরা উভয়ই এদের বর্তমান অবস্থাতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নিষ্ক্রান্ত তাপেরই সূচক। আবার এদের এই অবস্থা নির্দিষ্ট পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তিরও প্রকাশ। গ্যাসীয় পুঞ্জ থেকে পৃথিবীর প্রথম পর্যায়ে তরল পদার্থ এবং পরবর্তীতে কঠিন বস্তু হিসাবে উদ্ভবের প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আণবিক শক্তির মহাবিশ্বে বিকিরণ ঘটেছে। কাজেই যে অসুবিধা সম্পর্কে হের ডুরিং রহস্যজনকভাবে ইতস্ততা প্রকাশ করেন সে অসুবিধার কোনো অস্তিত্ব নেই। কিংবা আমাদের জ্ঞানের মাধ্যমে অসম্পূর্ণতার কারণে আমরা যদি এই তত্ত্বকে মহাবিশ্বে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটির সম্মুখীন হই তথাপি এর কোনো ক্ষেত্রে তত্ত্বগত অসাধ্য কোনো বাঁধা যে আমরা প্রাপ্ত হইনে, এ কথাও আমাদের স্বীকার করতে হবে। এখানেও দেখছি, স্থির থেকে গতিতে উপক্রমণের সেতু হচ্ছে বহিরাগত বেগ : স্থিত অবস্থায় বা ভারসাম্যে বিরাজিত বস্তুর উপর অপর বস্তুর ক্রিয়ার মাধ্যমে সাধিত তাপহানি এবং তাপ সৃষ্টির ঘটনা। এভাবে হের ডুরিং-এর এই প্রকৃতিদর্শনের আমরা যত গভীরে প্রবেশ করি ততই গতিহীন থেকে গতির ব্যাখ্যাদান কিংবা একেবারে স্থির বা বিরামের অবস্থা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত অস্থিরতা তথা গতিতে পার হওয়ার সেতু আবিষ্কার করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

যাই হোক, আমাদের সৌভাগ্য হিসাবে আমরা এখন বলতে পারি যে, আপাতত আদি স্বয়ংসম অবস্থার নিগড় থেকে আমাদের মুক্তি ঘটেছে। কারণ, হের ডুরিং এবার রসায়ন জগতে প্রবেশ করছেন। এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর বাস্তবতার দর্শন দ্বারা আবিষ্কৃত জাড্যতার তিনটি বিধানকে তিনি আমাদের নিকট প্রকাশ করছেন :

(১) সাধারণভাবে বস্তুর পরিমাণ, (২) সরল (রাসায়নিক) এককের পরিমাণ এবং (৩) যান্ত্রিক বা বলগত শক্তির পরিমাণ সর্বদা এক।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রকাশের একান্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও, হের ডুরিং-এর কাছ থেকে নির্দিষ্টভাবে তাঁর অজৈব জগতের প্রকৃতি-দর্শনের ফলশ্রুতিতে আমরা যা পাচ্ছি তা হচ্ছে, ইতোমধ্যেই সবার নিকট পরিচিত বস্তু এবং তার সরল একক সমূহের অ-সৃজনতা এবং অ-ক্ষয়তার পুরাতন তত্ত্ব। বহু পূর্বেই এ সত্য আমরা জানতাম। অবশ্য যা আমরা জানতাম না সে হচ্ছে এই তত্ত্ব যে, এগুলি হচ্ছে "জাড্যতার বিধান" এবং সে কারণে এরা হচ্ছে "বস্তুর কাঠামোগত ব্যবস্থার উপাদান"। এখানেও কান্টের সেই পুরনো কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, হের ডুরিং পুরনো পরিচিত কোনো সূত্রকে বাছাই করে তার উপর "ডুরিং দ্বারা তৈরি" বলে একটি মোড়ক এঁটে দিয়ে বলছেন : এগুলি হচ্ছে "মূলগতভাবেই মৌলিক সিদ্ধান্ত এবং অভিমত...এরা হচ্ছে গভীরে গত শেকড়ভিত্তিক বিজ্ঞান এবং তত্ত্ব সৃষ্টিকারী ধারণা।"

তবু এ কারণেই আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়। গভীরে গত শেকড়ভিত্তিক বিজ্ঞান এবং সর্বোত্তম ব্যবস্থায় ব্যবস্থিত সমাজের আর যে দুর্বলতাই থাকুক না কেন হের ডুরিং আত্মবিশ্বাস নিয়ে অন্তত বলতে পারেন : বিশ্বে স্বর্ণের পরিমাণ সর্বকালেই সমান রয়েছে এবং সাধারণভাবে এর কোনো হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি ঘটতে পারে না।"

অবশ্য আমাদের দুর্ভাগ্য যে, হের ডুরিং আমাদের কেবল এই কথাটিই বলেন না, আমাদের 'হাতে মজুদ' এই স্বর্ণদ্বারা কোন্ দ্রব্যকে আমরা ক্রয় করতে পারব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

প্রাকৃতিক দর্শন : জৈব জগৎ

"চাপের যান্ত্রিকতা এবং প্রভাব থেকে একটা একক এবং সমপ্রকারের সোপান আমাদের যুক্ত করে দেয় সংবেদন এবং ভাবের সঙ্গে"

এই ভরসাটুকু দিয়েই জীবনের মূল সম্পর্কে অধিকতর কিছু বলার ঝঞ্ঝাট থেকে হের ডুরিং নিজেকে রেহাই দিয়েছেন। অথচ যে চিন্তাবিদ জগতের বিকাশের অতীতকে তার স্বয়ংসম বিন্দু পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন এবং অন্তরীক্ষের অপরাপর জগতেও যাঁর বিচরণ আয়াসহীন তাঁর কাছ থেকে এক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যাশা কিছু অধিক ছিল। কারণ, এক্ষেত্রে তাঁরই তো সঠিকভাবে জানার কথা এর কোন্‌টা কি? অবশিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রেও তিনি যে ভরসা আমাদের দিয়েছেন, পরিমাপের হেগেলীয় ক্রান্তিবিন্দু দ্বারা পূর্ণ করা না হলে, তাকেও অর্ধসত্যের অধিক কিছু বলা চলে না। ক্রমের যতো কথাই আমরা বলিনা কেন, গতির একটি প্রকার থেকে অপর একটি প্রকারে উত্তরণের মধ্যে সর্বদাই একটি লম্ফের ব্যাপার নিহিত থাকে। এ লম্ফটি হচ্ছে একটা সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের সূচক। এটা অন্তরীক্ষের এক জগৎ থেকে অপর জগতে উত্তরণের গতির ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি বস্তুর ভর থেকে তার পরমাণুতে উত্তরণের ক্ষেত্রেও সত্য। এ কথা সুনির্দিষ্ট পদার্থ তথা তাপ, আলো, তড়িৎ এবং চৌম্বক গতির প্রকারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একই প্রকারে আমরা বলতে পারি, অণু থেকে পরমাণুর পদার্থিক রূপান্তরে অর্থাৎ রসায়নে এই মীমাংসাকারী লম্ফ নিহিত আছে। এবং সাধারণ রাসায়নিক কর্ম থেকে প্রোটিনের রসায়ন—যাকে আমরা জীবন বলি, তার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি অধিকতর স্পষ্ট। জীবনের মধ্যে এই লম্ফকে আমরা ক্রমাধিকভাবে বিরল এবং অদৃশ্য হয়ে উঠতে দেখি। কাজেই এক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি হেগেলই সংশোধন করে দিচ্ছেন ডুরিং সাহেবকে।

উদ্দেশ্যের ধারণাটি হের ডুরিংকে জৈব জগতে ভাবগত উত্তরণের উপায়টির যোগান দিয়েছে। কিন্তু এখানেও দেখা যায়, বিষয়টিকে ধার করে নেওয়া হয়েছে হেগেল থেকে। কারণ হেগেল তাঁর 'লজিক'-এ তাঁর 'ধারণার তত্ত্বে' রাসায়নিকতা থেকে জীবনে উত্তরণের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছেন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের বিজ্ঞানকে। এভাবে দেখা যাচ্ছে, হের ডুরিং-এ হাত দিলেই যা পাওয়া যায় তা হেগেলীয় কোনো 'স্থূলতা'। এবং এই স্থূলতাকেই হের ডুরিং একেবারে সঙ্কোচহীনভাবে তাঁর নিজের গভীরে শিকড়বদ্ধ বিজ্ঞান বলে উপস্থিত করতে কসুর করেন না। জৈব জগতের ক্ষেত্রে 'লক্ষ্য' এবং 'উপায়'—এর ধারণা প্রয়োগ করা কতখানি যুক্তিসঙ্গত এবং ঠিক, তার আলোচনা আমাদের পক্ষে এখনই করা সম্ভব নয়। তাহলে বর্তমান আলোচনাকে অতিক্রম করে আমাদের অনেকদূর অগ্রসর হয়ে যেতে হবে। তবু এ কথা বলা যায় যে, হেগেলীয় 'অন্তর্নিহিত লক্ষ্য'—অর্থাৎ এমন লক্ষ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা উদ্দেশ্য যা বস্তুর চরিত্রের মধ্যেই নিহিত, ঈশ্বর বা অনুরূপ কোনো তৃতীয় শক্তি যে লক্ষ্যকে বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেয়নি, লক্ষ্যের এমন ধারণার প্রয়োগও দর্শনে যাঁরা যথেষ্ট পারদর্শী নন তাঁদেরকে যে চিন্তাহীনভাবে সব কিছুতে সচেতন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্ম আরোপের অবস্থাতে সর্বদা উপনীত করে, সে কথাটি আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। অথচ আমরা দেখি, যে-ডুরিং সাহেব অপরের মধ্যে ঈশ্বরমূলকভাবের বিন্দুমাত্র আভাসে সীমাহীন ঘৃণায় পূর্ণ হয়ে ওঠেন তিনিই নিশ্চয়তার সঙ্গে আমাদের অভয় দিয়ে বলছেন যে 'স্বভাবজাত অনুভূতিগুলিকে প্রধানত তাদের কার্যগত তৃপ্তির কারণেই সৃষ্টি করা হয়েছে।'

ডুরিং সাহেবের কথা হচ্ছে : বেচারা প্রকৃতি "বস্তুজগতে একটা নিয়মের রাজত্ব ফিরিয়ে আনার বিরামহীন বাধ্যতা দ্বারা আবদ্ধ। এবং এ কার্যসাধনে আমরা যেমন মনে করি তার চেয়ে অধিক পরিমাণে সূক্ষ্ম বিচারের ভিত্তিতে প্রকৃতি একাধিক বস্তুকে নিয়মবদ্ধ করে। কিন্তু এরূপ কার্যসাধনে প্রকৃতি কেবল যে জানে কি কার্য সে সাধন করছে এবং এমন ক্রিয়াতে সে কেবল যে একটি উত্তম পরিবার প্রতিপালকের সচেতন কর্মসাধনের সূক্ষ্মতার অধিকারীর নিদর্শন রাখছে, তাই নয়। প্রকৃতি যে একটি ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, তাও এতে প্রমাণিত হয়। কারণ পুষ্টিসাধন, বংশ বৃদ্ধি—প্রভৃতি জাতীয় স্বাভাবিক কার্যের অতিরিক্ত যে সব কার্য প্রকৃতি সাধন করে সেগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে নয়, কেবলমাত্র পরোক্ষভাবে ইচ্ছার ভিত্তিতে সাধিত বলে আমাদের বিবেচনা করতে হবে।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমরা এসে পৌঁছেছি একটা সচেতনভাবে চিন্তাকারী এবং ক্রিয়াশীল প্রকৃতির ধারণায়। এটি হচ্ছে আমাদের সেতু। এই সেতুর উপরে আমরা নিজেদেরকে দণ্ডায়মান দেখছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেতুটি গতিহীন থেকে গতিতে যাওয়ার সেতু নয়। সেতুটি হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদে পৌঁছার সেতু। আমাদের সিদ্ধান্তটি কি এই হবে? কিংবা আমরা বলব, ডুরিং সাহেব আসলে 'প্রাকৃতিক–দার্শনিক আধাকাব্যের' একটি কসরত দেখাচ্ছেন?

যেদিক থেকেই দেখিনা কেন, ব্যাপারটা অসহ্য। বাস্তবতার এই দার্শনিক জৈব প্রকৃতি সম্পর্কে যে সত্য আমাদের দর্শন করাচ্ছেন তা আসলে ডারউইনবাদের 'কাব্য–বৈশিষ্ট্য' তথা প্রাকৃতিক দার্শনিক অর্ধকাব্য বা অর্ধ বৈজ্ঞানিক রহস্যবাদের বিরুদ্ধে বালসুলভ বাগ বিস্তারের কসরত বৈ আর কিছু নয়।

ডারউইনের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের প্রধান লক্ষ্য এই যে, তিনি জন্যসংখ্যার মালথুসীয় তত্ত্বকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি থেকে নিয়ে এসে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। অভিযোগ হচ্ছে, তিনি পশু–প্রজননের ভাবধারাতে আচ্ছন্ন হয়েছেন এবং তাঁর অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের তত্ত্বে তিনি বৈজ্ঞানিক অর্ধকাব্যকে অনুসরণ করেছেন। এবং তাই সিদ্ধান্ত হচ্ছে : লামার্ক থেকে ডারউইন যা ধার করেছেন তাকে বিয়োগ করলে সমগ্র ডারউইনবাদটা মানবতার বিরুদ্ধে বর্বরতার আঘাত ব্যতীত অপর কিছু হিসাবে আর অবশিষ্ট থাকে না।

যে বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রায় ডারউইন বেরিয়েছিলেন তা থেকে ডারউইন এই অভিমত তৈরি করেছিলেন যে, উদ্ভিদ এবং পশু জগতের প্রজাতিগুলি কোনো স্থির অস্তিত্ব নয়। এদের পরিবর্তন ঘটে। অভিযান থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁর এই অভিমতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরীক্ষা ক্ষেত্র হিসাবে পশু প্রজনন এবং উদ্ভিদ উৎপাদনের চেয়ে উত্তম ক্ষেত্র ডারউইন আর কোথাও পাননি। এবং নির্দিষ্টভাবে এই ক্ষেত্রেই ইংল্যান্ডকে আমরা বলতে পারি আদর্শ একটি দেশ। জ্ঞানের এই জগতে ইংল্যান্ড যা সাধন করেছে তার তুলনাতে জার্মানিসহ অপর সকল দেশের অবদান একেবারেই নগণ্য। তাছাড়া এই সাফল্যের প্রায় সবটাই অর্জিত হয়েছে বিগত একশত বছরের মধ্যে এবং এ কারণে এর তথ্যসমূহের নির্ধারণে অসুবিধাও খুব সামান্য। এই ক্ষেত্রে ডারউইন দেখলেন, বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যকার সাধারণভাবে স্বীকৃত পার্থক্যের চেয়ে এই কৃত্রিম প্রজনন পশু এবং উদ্ভিদের একই প্রজাতির মধ্যে অধিকতর পার্থক্যের উদ্ভব ঘটাতে পারে। এ ভাবে একদিকে একটা মাত্রা পর্যন্ত প্রজাতির পার্থক্যের সম্ভাবনা যেমন নির্দিষ্ট হলো, তেমনি অপরদিকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবদেহের অভিন্ন উৎসের কথাও অনুমিত হলো। ডারউইন এর পরবর্তী পর্যায়ে এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন যে, উৎপাদকের সচেতন চেষ্টা ছাড়াই প্রকৃতির মধ্যে জীবন্ত অস্তিত্বে দীর্ঘকালের বুকে কৃত্রিম প্রজননজাত বিভিন্নতার মত ভিন্নতা উদ্ভবের কারণ কিছু নিহিত আছে কিনা। এবং পরিশেষে তিনি এই কারণসমূহকে আবিষ্কার করলেন প্রকৃতির মধ্যে একদিকে ভ্রূণাকারে বিপুল সংখ্যক জীবাণুর সৃষ্টি এবং তার মধ্য থেকে নগণ্য সংখ্যক ভ্রূণের পূর্ণতা প্রাপ্তির ঘটনার মধ্যে। ডারউইন দেখলেন, জীবনের ভ্রূণমাত্রই বেঁচে থাকতে চায়। এবং তার এই বাঁচার চেষ্টা থেকে আসে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। এবং এ সংগ্রাম কেবল যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পারস্পরিক সংহারেই প্রকাশিত হয়, তাই নয়। প্রকাশিত হয় স্থান এবং আলো লাভ করার তাদের প্রয়াসেও। এবং এ প্রয়াস আমরা উদ্ভিদের মধ্যেও লক্ষ্য করতে পারি। আর এটা পরিষ্কার যে, এই সংগ্রামে যে-বিশেষ ব্যক্তি-জীবনের, যতোই নগণ্য হোক না কেন, এমন কোনো বৈশিষ্ট্য থাকবে যে বৈশিষ্ট্য অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে তাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত সুবিধার অধিকারী করতে পারে, তাহলে তার পক্ষেই পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং নিজের বংশ বিস্তারের সম্ভাবনা অপরের চেয়ে নিশ্চিতভাবেই অধিক হবে। এবং এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির উত্তরাধিকার সূত্রে রক্ষিত হওয়ার প্রবণতাও থাকে। এবং এই বৈশিষ্ট্য যখন কোনো একটি দিকে বংশগতভাবে অধিক প্রকট হয়ে দেখা দেয় তখন পুরুষ পরম্পরায় পুঞ্জিভূত বৈশিষ্ট্য হিসাবে তার স্থায়িত্বের শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অপরদিকে যে-ব্যক্তি জীবনের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান নয় তাদের পক্ষে অস্তিত্বের সংগ্রামে পরাজিত হওয়া এবং ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হওয়ারই সম্ভাবনা সর্বাধিক। এই প্রক্রিয়াতেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্যতমের টিকে থাকার উপায়ে প্রজাতির মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

ডারউইনের এই তত্ত্ব সম্পর্কে হের ডুরিং-এর বক্তব্য হচ্ছে, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের ধারণার মূলকে (ডুরিং-এর মতে ডারউইনের নিজস্ব স্বীকৃত অভিমত অনুযায়ী) অন্বেষণ করতে হবে অর্থনীতিবিদ এবং জনসংখ্যাতাত্ত্বিকদের অভিমতসমূহের সাধারণ ধারণা তথা মালথুসের মধ্যে এবং সে কারণে ডারউইনের এই তত্ত্ব জনসংখ্যার আধিক্যের ক্ষেত্রে মালথুসের যাজকীয় তত্ত্বের দুর্বলতাতেই আকীর্ণ।

অথচ, মালথুসের মধ্যে অস্তিত্বের সংগ্রামের মূলকে পাওয়া যাবে—এমন কথা ডারউইন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। ডারউইন কেবল এ কথাই বলেছেন যে, তাঁর অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের তত্ত্ব হচ্ছে সামগ্রিকভাবে পশু এবং উদ্ভিদ জগতের উপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালথুসের তত্ত্বের প্রয়োগ। এরূপ সরলতা এবং বিচারহীনভাবে মালথুসের তত্ত্বকে স্বীকারের মধ্যে ডারউইনের ভুল যত বড়ই হোক না কেন, প্রকৃতির মধ্যে অস্তিত্বের সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করার জন্য কারো যে মালথুসীয় চশমার দরকার হয় না, এ কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃতি একদিকে যেমন অকৃপণভাবে জীবনের ভ্রূণ উৎপাদন করে চলেছে, তেমনি অপরদিকে তার কেবল সামান্য সংখ্যকই যে পরিণতি লাভ করে—এই সত্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্ব নিহিত। এই দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ ঘটে এবং তার সমাধানলাভের প্রয়াস দেখা যায় অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের মধ্যে। এ সংগ্রাম প্রায় ক্ষেত্রেই তীব্র এবং নির্মম। এবং মালথুসীয় যুক্তির উপর রিকারডো মজুরির যে বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সে বিধান যেমন মালথুসীয় তত্ত্বের তিরোধানের পরেও যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে রয়েছে, তেমনি মালথুসীয় কোনো ব্যাখ্যা ব্যতিরেকেই প্রকৃতির মধ্যে অস্তিত্বের সংগ্রাম সংঘটিত হচ্ছে। কারণ, প্রকৃতির মধ্যকার জৈব সংগঠনসমূহেরও নিজস্ব জনসংখ্যার বিধানের একটা ব্যাপার আছে। এক্ষেত্রটি অবশ্য আজো অনুদ্ঘটিত। কিন্তু একথা ঠিক, প্রকৃতি জগতের এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হলে প্রজাতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে এর একটা মীমাংসাকারী গুরুত্ব অনুভূত হবে। কিন্তু অনুদ্ঘটিত এই ক্ষেত্রে গবেষণার নিয়ামক বেগ কে প্রদান করেছেন? অবশ্যই ডারউইন ব্যতীত অপর কেউ নয়।

ডুরিং সাহেব কিন্তু সযত্নে বিষয়টির এই সদর্থক দিকটিরই আলোচনা এড়িয়ে গেছেন। তার বদলে আমরা দেখি, 'অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম' এই ভাবটিকেই বারংবার উল্লেখ করা হচ্ছে। তাঁর মতে, এটা একেবারেই স্পষ্ট যে অচেতন উদ্ভিদ এবং মতিমান তৃণাহারীদের মধ্যে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের কোনো কথা আদৌ আসতে পারে না। হের ডুরিং-এর ভাষায় :

"নির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবে অস্তিত্বের জন্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পশুজগতের জীবনধারণের সেই আচরণে যেখানে তারা তাদের শিকারকে ভক্ষণ করে তাদের খাদ্যকে লাভ করে।"

অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের তত্ত্বকে এমনি সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ ধারণাতে পর্যবসিত করে ডুরিং ধারণাটির বর্বরতার ব্যাপারে তাঁর ঘৃণার পুরো প্রকাশ ঘটান, যদিচ অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামকে পশুজীবনে সীমাবদ্ধ করেছেন ডুরিং সাহেবই। অবশ্য জীবের ক্ষেত্রে তাঁর এই নীতিবাগিশতা অবিলম্বে তাঁকেই প্রত্যাঘাত করতে শুরু করে। কারণ, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের এরূপ সংকীর্ণ ধারণার উদগাতা একমাত্র তিনিই। এর পুরো দায়িত্ব তাঁর। কাজেই 'প্রকৃতির সকল কার্যের বিধান এবং তার জ্ঞানের জন্য পশুজগতে' যিনি গমন করেন তিনি ডারউইন নন। তিনি ডুরিং। ডারউইন যথার্থই সমগ্র জৈবজগতকেই প্রকাশ্যভাবে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। যদি কেউ এর মধ্য থেকে বাদ পড়ে গিয়ে থাকে সে নিশ্চয়ই ডুরিং সাহেবের কল্পিত এবং সজ্জিত ছারপোকাটি। 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' কথাটিতে যদি আপত্তি থাকে তাহলে ডুরিং সাহেবের নীতিবাগিশতার সম্মানে তাকে বিসর্জন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঘটনাটি যে উদ্ভিদ জগতেও বিদ্যমান তার প্রমাণ তো প্রতিটি মাঠ, শস্যক্ষেত্র এবং বনবাদাড় থেকে আহরণ করা যেতে পারে। কাজেই প্রশ্নটা এই নয় যে, ঘটনাকে কি নামে আমরা অভিহিত করব 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' অথবা 'জীবনের উপযুক্ত অবস্থার অভাব এবং তার অনিবার্য ফল'? প্রশ্নটি হচ্ছে, এই ঘটনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিভাবে প্রজাতির রক্ষা এবং তাতে ভিন্নতা সৃষ্টি করে, তা নির্ধারণ করা। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ডুরিং সাহেব একটা দুর্বিনীত এবং স্বয়ংসম মৌনতাকেই বজায় রেখে চলেছেন। কাজেই আপাতত আমাদের বরঞ্চ উচিত হবে নাম হিসাবে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' কথাটিতে সন্তুষ্ট থাকা।

"কিন্তু ডারউইনবাদ শূন্য থেকে তার রূপান্তর এবং পার্থক্যসমূহকে সৃষ্টি করে।"

অবশ্য একথা ঠিক যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাপারে বিবেচনার সময়ে ডারউইন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বর্গের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির কারণগুলির কোনো আলোচনা করেন নি। তিনি আলোচনা করেছেন কিভাবে এই বিশেষ ব্যতিক্রম বা পরিবর্তনগুলি ক্রমান্বয়ে বংশ বা প্রজাতির জাতিগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়ে যায়, সেই বিষয়টি। কারণ, ডারউইনের কাছে বিচ্যুতি বা ব্যতিক্রমের কারণগুলি উদ্ঘাটন আশু গুরুত্বের বিষয় বলে বিবেচিত হয়নি এবং এ কারণগুলি যে আজ পর্যন্ত অংশত একেবারে রহস্যাবৃত এবং অংশত একে যে কেবল সাধারণভাবেই বিবৃত করা চলে, একথা ঠিক। ডারউইন গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন এই কারণের ফলাফলগুলি কিভাবে স্থির এবং স্থায়ী হয়ে ওঠে, তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার উপায় আবিষ্কারকে। এবং এ কথাও সত্য, এই কার্য সম্পাদনে ডারউইন তাঁর আবিষ্কারের এক্তিয়ারে সিদ্ধান্তের এক বৃহৎ পরিধিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাকে তিনি প্রজাতিতে পরিবর্তনের একমাত্র মাধ্যম হিসাবে গণ্য করেছেন এবং বিশেষ জীবনের মধ্যে ব্যতিক্রমের যে প্রকাশ বারংবার দৃষ্ট হয় তার কারণকে তিনি উপেক্ষা করেছেন। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে বরঞ্চ প্রজাতির মধ্যে ব্যতিক্রমগুলির সাধারণ রূপ গ্রহণের উপর। কিন্তু এমন ত্রুটিতে তিনি কোনো একক দৃষ্টান্ত নন। যাঁরাই জ্ঞানের কোনোদিকে সত্যকার অগ্রগতি সাধন করেন তাঁদের সকলের মধ্যেই এমন ত্রুটির সাক্ষাৎ মেলে। তাছাড়া যদি বলা হয় যে, ডারউইন তাঁর প্রজাতির মধ্যকার বিশেষ ব্যতিক্রমকে শূন্যতা বা 'কিছু না' থেকে সৃষ্টি করেন এবং তেমন কার্যে তিনি 'প্রজননকারীর বিজ্ঞানকে' প্রয়োগ করেন, তাহলে বলতে হবে যে, প্রজননকারীও শূন্য থেকেই পশু এবং উদ্ভিদের মধ্যে রূপান্তর সৃষ্টি করেন এবং সেই পশু এবং উদ্ভিদকুল আদৌ কোনো কল্পনার ব্যাপার নয়। তারা বাস্তব। সে যাই হোক, আমরা আবার বলব, যে-ব্যক্তি রূপান্তর এবং পার্থক্যসমূহের উদ্ভব ঠিক কিভাবে ঘটে তার অনুসন্ধানকার্যে উদ্যোগের আঘাত প্রদান করেছিলেন তিনি ডারউইন। অপর কেউ নন।

সাম্প্রতিককালে দেখা যায়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণাটিকে আরো সম্প্রসারিত করা হয়েছে। এ কাজ বিশেষ করে করেছেন হেকেল।* বংশধারা ও অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানো—এদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল হিসাবে প্রজাতির মধ্যে রূপান্তরকে ব্যাখ্যা

---

* হেকেল : Haeckel (১৮৩৪-১৯১৯) ডারউইনের অনুসারী জার্মান জীববিদ্যাবিদ। হেকেল ১৮৬৬ সনে 'প্রোটিসটা' এবং 'মনেরা' পদ দুটি তৈরি করে তাঁর 'জেনারেল মরফোলজি অব অরগানিজ্‌ম' গ্রন্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু জীববিজ্ঞানে এ পদ দুটির কোনো প্রচলন ঘটেনি। হেকেল যে-জৈবদেহকে 'প্রোটিসটা' বলেছেন তাকে সাধারণত পশু বা উদ্ভিদশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 'মনেরা'রও কোনো বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে জীবনের কোষ-পূর্ব গঠন থেকে যে কোষিক গঠনের সৃষ্টি হয়েছে এ সিদ্ধান্ত এবং জীবনকে উদ্ভিদ এবং পশু হিসাবে বিভক্ত করার রীতি এখন বৈজ্ঞানিক ভাবে স্বীকৃত।—ইংরেজি সংস্করণের সম্পাদকীয় নোট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় অভিযোজনকে পরিবর্তন উৎপাদনের এবং বংশধারার মূলকে রক্ষার শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশ্য ডুরিং সাহেব এ ব্যাপারটিকেও সন্তোষজনক ব্যাপার বলে বিবেচনা করেন না। তাঁর কথায় :

"জীবনের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার যে শক্তি প্রকৃতি জৈবদেহে প্রদান করে কিংবা করে না তার উৎস হচ্ছে ভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অনুভূতি এবং উদ্যোগ। তা না হলে খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারটা কেবল মাত্র বাহ্যিক বা আপাত সত্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং এর পেছনকার ক্রিয়াশীল কারণ পদার্থিক, রাসায়নিক উদ্ভিদ-দৈহিক বোধের নিম্ন পর্যায়কে অতিক্রম করতে পারে না।"

আবারও আমরা দেখছি, হের ডুরিংকে যা রাগান্বিত করছে তা হচ্ছে নাম। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটির উপর ডুরিং যে নামই আরোপ করুন না কেন, প্রশ্ন হচ্ছে জৈবদেহের প্রজাতির মধ্যে রূপান্তর এই প্রক্রিয়া দ্বারা সাধিত হয় কিনা। এবং আমরা দেখছি, হের ডুরিং এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিচ্ছেন না।

"একটি উদ্ভিদ তার বৃদ্ধিতে যদি সর্বাধিকভাবে আলো প্রাপ্যতার পথটি গ্রহণ করে তাহলে উত্তেজকের এই ফলটি দৈহিক এবং রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণ ছাড়া আর অপর কিছু নয়। রূপক হিসাবে নয়, শব্দগত ভাবেই একে খাপ খাওয়াবার প্রয়াস হিসাবে দেখাবার চেষ্টার মধ্য দিয়ে এই ধারণাগুলিতে আত্মাবাদী বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে বাধ্য।"

এমন তীব্র আক্রমণ হানা হচ্ছে অপরের প্রতি ঠিক সেই ব্যক্তি দ্বারা যিনি একেবারে সঠিকভাবে জানেন কার ইচ্ছাতে প্রকৃতি কি করে এবং যিনি প্রকৃতির সূক্ষ্মতা , এমন কি তার ইচ্ছা সম্পর্কেও কথা বলেন। 'আত্মাবাদী বিভ্রান্তিই' বটে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোথায়, কার মধ্যে এই বিভ্রান্তি : হেকেলের মধ্যে, না হের ডুরিং-এর মধ্যে?

বিভ্রান্তি কেবল যে আত্মাবাদী, তাই নয়। যুক্তির বিভ্রান্তিও রয়েছে। আমরা দেখেছি, ডুরিং সাহেব তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রকৃতির মধ্যে উদ্দেশ্য-ধারণার সঠিকতাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

"উপায় এবং লক্ষ্যের মধ্যকার সম্পর্ক আদৌ কোনো সচেতন উদ্দেশ্যকে বুঝায় না।"

তাই যদি হয়, তাহলে সচেতন উদ্দেশ্য-শূন্য এবং ভাবের হস্তক্ষেপবিহীন যে অভিযোজন, যার বিরোধিতাতে হের ডুরিং উচ্চ কণ্ঠ, তেমন অভিযোজন অ-সচেতন উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াব্যতীত কি হতে পারে?

কাজেই গেছো ব্যাং এবং পাতাখেকো পতঙ্গগুলো যদি সবুজ বর্ণের হয়, যদি মরুভূমির পশুকুলের গায়ের রং হয় বেলে হলুদ এবং মেরুঅঞ্চলের পশুদের রং তুষার-শুভ্র, তাহলে আমাদের বলতে হবে তারা এই রংগুলিকে যে সচেতনভাবে গ্রহণ করেছে, কিংবা কোনো ধারণার ভিত্তিতে করেছে, এমন নয়। বরঞ্চ এই রং-এর বিভিন্নতাকে আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে বস্তুগত শক্তি এবং রাসায়নিক উপাদান দিয়ে। তবু একথা অস্বীকার করা চলে না যে, এই সকল প্রাণীকে তাদের জীবনধারণের বিশেষ পরিবেশের অনুকূল রং এর সঙ্গে অভিযোজিত হতে হয়েছে। কারণ, এটা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সাহায্যকারী। রং-এর এমন গ্রহণ তাদেরকে তাদের শত্রুর চোখে অনেক কম- পরিমাণ দৃশ্য করে। একইভাবে কোনো কোনো উদ্ভিদ যে তাদের উপর আগত পতঙ্গকে গ্রাস করতে পারে, তাও এই কার্যে তাদের অঙ্গের প্রয়োজনীয় রূপান্তর বা অভিযোজনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণেই। বলা চলে, এই লক্ষ্যে অভিযোজিত অঙ্গের কারণে। ফলত হের ডুরিং যদি বলতে চান যে, এমন অভিযোজনকে অবশ্যই চিন্তার ভিত্তিতে চালিত হতে হবে তাহলে তাঁর কথার অর্থ হবে, উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়াকে অনুরূপভাবে ভাবের মাধ্যমে সাধন করতে হবে। এমন ক্রিয়াকে হতে হবে সচেতন এবং লক্ষ্যমূলক। বাস্তবতার দর্শনে সাধারণত যেমনটি ঘটে, তেমনি এখানে আমাদের শেষপর্যন্ত আগমন ঘটেছে একজন লক্ষ্যধারী স্রষ্টা তথা ঈশ্বরের সামনে।

হের ডুরিং বলেন: "ব্যাখ্যার এমন ধারাকেই ঈশ্বরবাদ বলা হতো। কিন্তু এর উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হতো না।...কিন্তু এক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি, অবস্থার অবনতি ঘটেছে।"

সে যাহোক, অভিযোজন বা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার প্রশ্ন থেকে আমরা এবার বংশ ধারার প্রশ্নে এসেছি। এখানেও হের ডুরিং-এর মতে ডারউইনবাদ ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করছে। ডারউইন সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, ডারউইনের দাবি হচ্ছে, সমগ্র জৈব জগৎ একটি আদি অস্তিত্ব থেকে পরিণতি পেয়েছে। অন্য কথায় সমগ্র জৈব জগৎ একটিমাত্র জীবেরই প্রজাতি। এরূপ অভিমতও দেওয়া হচ্ছে যে, বংশধারাশূন্য প্রকৃতিজাত সদৃশ অস্তিত্বসমূহের সহ এবং স্বাধীন অস্তিত্বের ধারণা ডারউইন পোষণ করেননি। এবং এর ফলেই নাকি ডারউইনকে তাঁর পশ্চাৎদৃষ্টির কারণে প্রজনন বা জীবনের পুনরুৎপাদনের সূত্র যেখানে ছিন্ন হয়ে গেছে সেখানে একটা বদ্ধ গলিমুখে এসে থামতে হয়েছে।

আমরা যদি ভদ্রভাবেও বলি তাহলেও আমাদের বলতে হবে যে, ডারউইন আদি একটিমাত্র জৈব অস্তিত্বের মধ্যে সকল অস্তিত্বমান জৈব সংগঠনের মূল নির্ণিত করেছেন, এমন কথা ডুরিং সাহেবের নিজেরই স্বাধীন জনন এবং কল্পনার ফসল।

ডারউইন তাঁর 'অরিজিন অব স্পেসিস' গ্রন্থের ৬ষ্ঠ সংস্করণের শেষ পৃষ্ঠার পূর্বের পৃষ্ঠাতে পরিষ্কারভাবেই বলেছেন :

"সকল প্রাণী বিশেষ হিসাবে সৃষ্ট হয়নি। বরঞ্চ কিছু প্রাণী থেকে তাদের ধারাক্রমে অপর সকল প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে।'

হেকেল এ ধারণাকে বেশ পরিমাণে অতিক্রম করে যান এবং মনে করেন "উদ্ভিদ জগতের জন্য যেমন রয়েছে এক বিশেষ মূল, তেমনি পশু জগতের আর এক মূল। এবং এই দুই-এর মধ্যবর্তীতে কিছু স্বাধীন 'প্রোটিসটা' ও পশু এবং উদ্ভিদের মূল-নিরপেক্ষভাবে 'মনেরন' ধরনের বিশেষ 'আরকেগণ' থেকে উদ্ভূত হয়েছে।"*

এই আদি অস্তিত্বের উদ্ভাবক একমাত্র হের ডুরিং। আদিম ইহুদী আদমের বরাবরে একে কল্পনা করে এর যথাসাধ্য দুর্নাম তিনি তৈরি করেছেন। তবে এক্ষেত্রে ডুরিং এর দুর্ভাগ্য এই যে, হের ডুরিং জর্জ স্মিথের আসিরীয় আবিষ্কারের ব্যাপারে অজ্ঞ রয়েছেন। তা না হলে তিনি দেখতে পেতেন, জর্জ স্মিথের গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে যে, আদিম আদমের উৎস হচ্ছে আদি সেমিটিকদের উপকথা এবং বাইবেলের সৃষ্টি এবং প্লাবনের

* হেকেল সম্পর্কিত নোট দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহিনীর মূল হচ্ছে বাবিলনীয়, ক্যালডীয়,আসিরীয় এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের সাধারণ বিশ্বাস ও কল্প কথা।

বিবর্তনের সূত্র যেখানে ছিন্ন হয়ে যায় সেখানে ডারউইন স্তব্ধ হয়ে যান, ডারউইনের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ অবশ্যই এক তিক্ত এবং জবাব বিহীন অভিযোগ। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, এ অভিযোগ কেবল ডারউইনের বিরুদ্ধে নয়। এ অভিযোগ আমাদের সমগ্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধেই উদ্যত হয়ে রয়েছে। বিবর্তনের সূত্র যেখানে ছিন্ন হয়ে যায়, সেখানে এর গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। বিবর্তনের বাইরে প্রকৃতিবিজ্ঞান আজো কোনো জৈবদেহ তৈরি করতে সক্ষম হয় নি। সত্য করে বলতে গেলে, বিজ্ঞান এখনো রাসায়নিক উপাদান দিয়ে একটি সহজ প্রোটোপ্লাজম্ বা কোনো প্রোটিন তৈরি করতে পারে নি। কাজেই জীবনের উৎসের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত যেটুকু নির্দিষ্টভাবে বলতে পারে সে হচ্ছে এই যে, জীবন নিশ্চয়ই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল। তবে বিজ্ঞানের-অধিক ক্ষমতা 'বাস্তবতার দর্শনের'। এমন দর্শনের হেফাজতে যখন বংশধারার হস্তক্ষেপশূন্য প্রকৃতির সৃষ্টির স্বাধীন অস্তিত্বসমূহের সহ-অস্তিত্ব রক্ষিত হচ্ছে তখন এ দর্শন আমাদের নিশ্চয়ই কিছুটা সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এই অস্তিত্বগুলির উদ্ভব কেমন করে ঘটল? জবাব কি এই যে, এদের উদ্ভব ঘটেছে স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনের মাধ্যমে? তবে স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনের অতি সাহসী কোনো প্রবক্তাও এ পর্যন্ত এমন দাবি করেন নি যে, তারা ব্যাকটেরিয়া, ভ্রূণাকার 'ফাঙ্গী' এবং এরূপ এককোষীয় আদি জীবদেহ ব্যতীত কীট, পতঙ্গ, মৎস, পাখি বা স্তন্যপায়ী জীবকে তৈরি করতে পেরেছেন। কিন্তু পৃথিবীর এ সমস্ত এক কোষিক প্রাণ যদি বিবর্তনের সঙ্গে সংযুক্ত না হয় তাহলে বলতে হবে, এদের প্রত্যেকটি অথবা এদের প্রত্যেকের পূর্বপুরুষ বিবর্তনের সূত্র যেখানে ছিন্ন হয় সেখানে পৃথিবীতে সূত্রহীনভাবে ভিন্ন ভিন্ন সৃজন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়েছে। এবং এভাবে আবার আমাদের উপস্থিত হতে হচ্ছে একজন স্রষ্টার সামনে—অর্থাৎ যাকে বলে ঈশ্বরবাদ, তার সামনে।

হের ডুরিং আরো বলেন ; "প্রাণবস্তুর উপাদানের যৌনগঠনকেই এই উপাদানগুলির উদ্ভবের মূল ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ ডারউইনের চিন্তার অগভীরতারই চিহ্ন।"

আমরা বলব, এই হচ্ছে আমাদের মূলে প্রোথিত দার্শনিকের আর একটি স্বাধীন কল্পনা এবং সৃষ্টি ; ডারউইনের বক্তব্য স্পষ্টতঃই এর বিপরীত। প্রাকৃতিক নির্বাচন কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে বৈচিত্র্যের রক্ষার ক্ষেত্রে, তাদের উদ্ভবের ক্ষেত্রে নয়। তবে ডারউইন যা কখনো বলেননি ডারউইনের ওপর তেমন কথা আরোপ করার এই নতুন চেষ্টা থেকে আমরা ডুরিঙীয় চিন্তার গভীরতাকে তাঁর নিম্নের বক্তব্যে আঁচ করতে পারি :

"উদ্ভবের অন্তঃকাঠামোর মধ্যে যদি কোনো স্বাধীন নীতির অন্বেষণ করা হতো তাহলে তাকে আমরা যথার্থভাবে যুক্তিসঙ্গত বলতে পারতাম। কারণ, যৌনক্রিয়াকে সৃষ্টির কারণের সঙ্গে যুক্ত করাটা স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভবকে একটা উচ্চতর দৃষ্টিকোণ থেকে পুনঃপ্রজননের একেবারে বিপরীত চিন্তা না করে কেবল জনন হিসাবে গণ্য করাকেও আমরা সঙ্গত বলতে পারি।"

এবং যে-ব্যক্তি এমন আবোল তাবোল বলতে পারে তার পক্ষে হেগেলকে তাঁর 'অপভাষার' জন্য কটাক্ষ করতে বাঁধে না !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে যাহোক, ডারউইনের তত্ত্বের উদ্যোগের নিকট প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিপুল অভ্যুত্থানের যে ঋণ রয়েছে তার বিরুদ্ধে হের ডুরিং-এর এই পরস্পর বিরোধী এবং সংকীর্ণমনা অনুযোগ এবং ছিদ্রান্বেষণের কথা আর থাক। ডারউইন কিংবা তাঁর অনুসারী কোনো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীই লামার্ক-এর বিরাট অবদানকে ছোট করে দেখেননি। বরঞ্চ বলা চলে তাঁরাই তাঁকে পুনরায় তাঁর যথাস্থানে স্থাপিত করেছেন। কিন্তু এ কথাও আমাদের উপেক্ষা করলে চলবে না যে লামার্ক-এর সময়ে বিজ্ঞানের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে এমন তথ্য ছিল না যার ভিত্তিতে প্রজাতির মূল সম্পর্কে অনুমান বা ভবিষ্যদ্বাণীর মতো উক্তি করা ব্যতীত নির্দিষ্টতরভাবে কোনো জবাবদান প্রকৃতিবিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব ছিল। তারপরে লামার্ক-এর পরবর্তী সময়ে কেবল যে বর্ণনামূলক শারীরমূলক উদ্ভিদ এবং জীববিদ্যার বিপুল পরিমাণ মালমশলা বিজ্ঞানের হাতে জমা হয়েছে, তাই নয়। ইতোমধ্যে উদ্ভিদের বিকাশ এবং জীবের ভ্রূণসম্পর্কিত বিদ্যা (ভ্রূণবিদ্যা) এবং পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্তরে জীবাস্মের উদঘাটন—তথা প্রত্নজীববিদ্যা—একেবারে নতুন এই বিজ্ঞান দুটির উদ্ভব মীমাংসাকারী গুরুত্ব ধারণ করেছে। বস্তুত, বাস্তবক্ষেত্রে ভ্রূণ থেকে পুরো জীবদেহের বিকাশ এবং পৃথিবীর বুকে উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনের বিকাশের ক্রমপর্যায়ের মধ্যে একটা বিশেষ ঐক্য বিদ্যমান। আর এই সাদৃশ্য বা ঐক্যই বিবর্তনবাদের সবচেয়ে শক্ত ভিত তৈরি করেছে। তা সত্ত্বেও আমরা বলব, বিবর্তনবাদের তত্ত্ব এখনো অপরিণত এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ডারউইনীয় ধারণাসহ প্রজাতির বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের বর্তমান ধারণাসমূহ নতুনতর গবেষণার মাধ্যমে অবশ্যই সংশোধিত হতে থাকবে।

কিন্তু 'বাস্তবতার দর্শনের' জীবনের বিবর্তন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য কি?

"প্রজাতির পরিবর্তনযোগ্যতা একটি গ্রহণযোগ্য ধারণা।" কিন্তু এর অধিক হচ্ছে "বংশধারার সংযোগ-শূন্য প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত সদৃশ চরিত্রের অস্তিত্বের স্বাধীন সহঅবস্থানের ধারণাও" যথার্থ।

এ থেকে দৃশ্যত আমাদের অনুমান করতে হয় যে, প্রকৃতির বিচিত্র সৃষ্টি তথা প্রজাতির বৈচিত্র্য পরস্পর থেকে বিবর্তিত। কিন্তু সদৃশ চরিত্রের অস্তিত্বগুলির ক্ষেত্রে এ অনুমান অযথার্থ। কিন্তু এ কথাও আবার সত্য নয়। কারণ, যে প্রজাতিতে পার্থক্য দেখা যায় তাতে "বংশধারার সূত্র প্রকৃতির একটি গুরুত্বহীন ক্রিয়া।"

কাজেই বংশধারার বিবর্তনকে আমাদের শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়। কিন্তু সে গুরুত্বহীন। এমন কথায় আসুন, হতাশ না হয়ে আমরা আনন্দ প্রকাশ করি। কারণ বিবর্তনের বিরুদ্ধে এত গালমন্দের পরে পশ্চাৎদ্বার দিয়ে হলেও তাকে আবার স্বীকার করতে হলো! প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম, অর্থাৎ যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক নির্বাচন ক্রিয়াশীল হয় তার বিরুদ্ধে নীতিবাগিশ বিরুদ্ধতার পরাকাষ্ঠার পরে হঠাৎ আমরা দেখি ডুরিং সাহেব বলছেন :

"প্রাণীর গঠনের গভীরতর ভিত্তিকে এভাবে অনুসন্ধান করতে হবে জীবন এবং মহাজাগতিক সম্পর্কের মধ্যে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের যে কথার উপর ডারউইন জোর দিয়েছেন তাকে গণ্য করতে হয় কেবলমাত্র একটি অপ্রধান উপাত্ত বা বিষয় হিসাবে।"

তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচনেও আমাদের শেষ পর্যন্ত আসতে হয়, যদিও এটা গুরুত্বহীন। এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের সঙ্গে আসে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম এবং তার সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালথুসের যাজকীয় জনসংখ্যাধিক্য! এখানেই শেষ। বাদবাকির জন্য হের ডুরিং-এর হুকুম আমাদের যেতে হবে লামার্ক-এর কাছে।

কিন্তু যবনিকাতে তিনি আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন, এই 'রূপান্তর' আর 'বিবর্তন'-এর ব্যাপারে আমরা যেন সতর্ক থাকি। এর অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্কতার নোটিশ। তাঁর কথা হচ্ছে রূপান্তর (মেটামরফোসিস) একটা অপরিচ্ছন্ন ধারণা এবং 'বিবর্তন' ব্যবহারযোগ্য হবে যদি বিবর্তনের বিধানকে যথার্থই প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। এ দুটো পদের বদলে আমাদের ব্যবহার করা উচিৎ 'গঠন' (কমপোজিশন)। তাহলে আর কোনো বিপদ থাকবেনা। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এতো সেই পুরান কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। ব্যাপারটা যেমন ছিল, তেমনি রইল এবং আমরা নামের পরিবর্তন করলে হের ডুরিং-এর আর বিরাগের কোনো কারণ থাকবেনা। ডিমের মধ্যে মুরগীর ছানার বিকাশ বলাটা ঠিক হবে না। কারণ তাতে বিভ্রান্তি আসবে। কারণ, বিবর্তনের বিধানকে আমরা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে পারিনে। কিন্তু ডিমের মধ্যে শাবকের 'গঠন' বললে আর কোনো গণ্ডগোল থাকবে না। তখন সবই আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারব। কাজেই এখন থেকে আমরা আর বলব না শিশুটি বেশ বিকশিত হচ্ছে। আমরা বলব, শিশুটি বেশ গঠিত হচ্ছে। এবার আমরা হের ডুরিংকে অভিনন্দন জানাব এই বলে যে তিনি যথার্থই নাইবেলানজেনরিং* এর রচনাকারের যোগ্য সমকক্ষ। কেবল তাঁর মহৎ আত্মপ্রশংসার ক্ষমতায় নয়, ভবিষ্যৎকে 'গঠন' করায় তাঁর দক্ষতায়ও।

---

* Nibelungenring বা Ring of the Nibel হচ্ছে সুবিখ্যাত জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ রিচার্ড ওয়াগনারের এক অমর সঙ্গীত সৃষ্টি। এঙ্গেলস হের ডুরিংকে এখানে পরিহাস করে ওয়াগনারের সঙ্গে তুলনা করছেন।—ইংরেজি সংস্করণের সম্পাদকীয় নোট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮

প্রাকৃতিক দর্শন : জৈব জগৎ (সমাপ্ত)

"এবার চিন্তা করে দেখুন...প্রাকতিক দর্শনের অধ্যায়টিকে বৈজ্ঞানিক সূত্রদ্বারা সমৃদ্ধ করতে হলে কি বিপুল পরিমাণ জ্ঞানের আবশ্যক। প্রথমত এর ভিত্তিতে রয়েছে গণিত শাস্ত্রের সকল মৌলিক সাফল্য। তাছাড়া বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যার মূল প্রতিপাদ্যগুলির অবদান যেমন রয়েছে, তেমনি শারীরবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং অন্যান্য জ্ঞান শাখার সাধারণ সিদ্ধান্তগুলিও এই প্রাকৃতিক দর্শনের ভিত্তিকে তৈরি করেছে।"

এ ঘোষণা অবশ্যই গাণিতিক এবং বৈজ্ঞানিক পান্ডিত্য সম্পর্কে হের ডুরিং-এর আস্থা এবং নির্ভরতার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু হের ডুরিং-এর প্রাকৃতিক দর্শন সম্পর্কীয় এই ক্ষীণকায় অধ্যায়টি এবং তার অধিকতর সামান্য সিদ্ধান্ত কয়টি থেকে তাঁর দৃঢ়-মূল এবং লুক্কায়িত জ্ঞান ভাণ্ডারকে উদ্ধার করা একটি অসম্ভব ব্যাপার। যাই হোক, পদার্থ এবং রসায়নের ক্ষেত্রে ডুরিং সাহেবের দৈব ঘোষণা লাভের জন্য কাউকে তাপের যান্ত্রিক সমতা প্রকাশক সূত্রের জ্ঞান কিংবা যে কোনো বস্তুকে যে তার উপাদান এবং উপাদান-যৌগিকে বিশিষ্ট করা চলে, রসায়নের এই সূত্রের জ্ঞানের চেয়ে অধিক কোনো জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে না। তাছাড়া "মহাকর্ষী পরমাণু"*—এরূপ কথা যিনি বলতে পারেন, যেমন হের ডুরিং বলেন, তিনি যে পরমাণু এবং অণুর** মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে অন্ধকারে অবস্থিত, এ সম্পর্কেও কোনো সন্দেহ থাকে না। অথচ মাধ্যাকর্ষণ অথবা যান্ত্রিক বা পদার্থিক অপর কোনো গতি নয়, বরঞ্চ কেবলমাত্র রাসায়নিক ক্রিয়ার সঙ্গেই যে পরমাণু সম্পর্কিত এ কথা সকলেরই সবিশেষ জ্ঞান। এবং আমরা এও বলব, কেউ যদি তাঁর জৈব প্রকৃতি বিষয়ক অধ্যায়টি পর্যন্ত অগ্রসর হন তাহলে তিনি এই অধ্যায়ের শূন্যগর্ভ, পরস্পর বিরোধী এবং মোক্ষমক্ষেত্রে তাঁর অর্থহীন দৈববাণীমূলক ঘোষণা এবং হাস্যকর সিদ্ধান্তের সাক্ষাতে গোড়া থেকেই এ অভিমত পোষণ না করে পারবেন না যে, হের ডুরিং এ অধ্যায়ে এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলছেন যাদের সম্পর্কে তাঁর জ্ঞাণের পরিমাণ একেবারেই সামান্য। পাঠকের এই অভিমত নিশ্চিত সত্য হিসাবে অনুভূত হয় যখন পাঠক দেখতে পান, হের ডুরিং প্রস্তাব দিচ্ছেন জৈব অস্তিত্বের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'বিকাশের' পরিবর্তে 'গঠন' কথাটি বব্যহার করা সঙ্গত। আমরা বলব, যে-ব্যক্তি এরূপ প্রস্তাব পেশ করতে পারেন জৈব অস্তিত্বের গঠন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা তাঁর নাই।

---

* "মহাকর্ষী পরমাণু" : Gravitating atoms

** পরমাণু এবং অণু : atoms and molecules

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে নিম্নতম ছাড়া সকল প্রকার জৈব অস্তিত্বই কোষসমূহ দ্বারা গঠিত। এই কোষগুলি হচ্ছে প্রোটিনের ক্ষুদ্র বটিকা প্রায়। এগুলির আকার বেশ পরিমাণে বর্ধিত করার মাধ্যমেই মাত্র এগুলিকে চোখে দেখা সম্ভব। এগুলি গঠিত হয় এদের অভ্যন্তরের একটি কেন্দ্রীয় কোষাণুর ভিত্তিতে। সাধারণত দেখা যায়, কোষগুলির বহির্ভাগে একটা ঝিল্লির স্তর তৈরি হয় এবং তখন এর অভ্যন্তরে বস্তুপিণ্ড মোটামুটি তরল হিসাবে দৃষ্ট হয়। নিম্নতর স্তরের কোষিক অস্তিত্ব একটিমাত্র কোষ দ্বারা গঠিত হয়। কিন্তু জৈব জগতের অসংখ্য অস্তিত্ব হচ্ছে জটিল জালে পরস্পর সম্পর্কিত কোষসমূহের আধার হিসাবে বহুকোষিক। নিম্নতর পর্যায়ের জৈব অস্তিত্বে এই কোষগুলি সমচরিত্রের হয়। কিন্তু উচ্চতর অস্তিত্বে কোষগুলি ক্রমাধিকভাবে বিচিত্র আকার, সম্মিলন এবং কার্যক্রম ধারণ করতে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের মনুষ্যদেহের কথা বলা যায়। এই দেহের অস্থি, কোমলাস্থি, অস্থিযোজক ঝিল্লী বা লিগামেন্ট, পেশী, স্নায়ু, তন্তু, চর্ম—এ সবগুলি হয় কোষময় অস্তিত্ব, অথবা কোষ থেকে এদের উদ্ভব। কিন্তু সরল, চর্মহীন প্রোটিনপিণ্ড হিসাবে নিউক্লিয়াসভিত্তিক এমিবা থেকে মানুষ পর্যন্ত এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককোষিক 'ডেসমিডিয়াকি'* থেকে সর্বাধিক উন্নত উদ্ভিদ—সকল জৈব অস্তিত্বে কোষ বৃদ্ধির পদ্ধতি একটিই এবং তা হচ্ছে কোষের বিভাজন। কেন্দ্র-কোষটি প্রথমে তার মধ্যভাগে কুঞ্চিত হয়ে আসে এবং এই কুঞ্চন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে কোষটিকে দুইভাগে বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন করে দুইটি কোষকেন্দ্র বা সেল-নিউক্লির উদ্ভব ঘটায়। কোষটির নিজের মধ্যেও ওই একই প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। বিভক্ত কোষকেন্দ্র দুটি কোষিক-বস্তু-সম্মিলনের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এই দুই এর মধ্যকার সূত্রটি ক্রমান্বয়ে সংকীর্ণ হতে থাকে এবং পরিণামে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন দু'টি কোষ হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে। কোষের এরূপ পৌনঃপুনিক বিভাজনের প্রক্রিয়ায় একটি জৈব অস্তিত্ব তার ভ্রূণাকার ডিম্ব থেকে নিষিক্ত হওয়ার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে পূর্ণ দেহের জীবে পরিণত হয়। একটি বয়স্ক প্রাণীর দেহের মধ্যে ব্যবহৃত বা মৃত 'কলা' বা টিসুর পুনঃস্থাপন এভাবেই সংঘটিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে কেউ যদি 'গঠন' বা কমপোজিশন বলতে চায় এবং প্রক্রিয়াটিকে 'বিকাশ' হিসাবে বিবৃত করাকে কেউ যদি 'একেবারে কল্পনার' বিষয় বলে আখ্যায়িত করতে চায় তবে, আজকের দিনে যতোই অবিশ্বাস্য হোক না কেন, এমন লোক সম্পর্কে বলতে হয়, তিনি এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে কিছুই অবগত নন। বস্তু এখানে যা সংঘটিত হয় তা সুনির্দিষ্টভাবে এবং একান্তভাবেই 'বিকাশ'—একেবারে আক্ষরিক অর্থেই এখানে বিকাশ ঘটে। আর সে কারণে এর সঙ্গে 'কমপোজিশন' বা গঠনের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

সাধারণভাবে জীবন বলতে ডুরিং সাহেব কি বুঝেন সে সম্পর্কে পরবর্তীতে আরো কিছু কথা বলা যাবে। কিন্তু 'বিশেষ' হিসাবে তাঁর 'জীবনের' বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

"অজৈব জগৎও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়ারই একটি ব্যবস্থা (সিসটেম)। কিন্তু কেবলমাত্র যে-বিন্দুতে অভ্যন্তরস্থ একটি অবস্থা থেকে ভূণীয় পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রতর গঠনে যথার্থ বিশেষীকরণ এবং বস্তুপিণ্ডের সঞ্চালন একটি বিশেষ সূত্রের মাধ্যমে সংগঠিত হতে শুরু করে সেখান থেকেই আমরা সংকীর্ণতর এবং সঠিকতর অর্থে আসল জীবনের কথা বলতে পারি।"

---

* ডেসমিডিয়াকি :Desmidiacea—এক কোষিক জলজ এ্যালগি (শেওলা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সংকীর্ণতর এবং সঠিকতর অর্থে'—এই বাক্যটি স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াসমূহেরই একটি ব্যবস্থা (এর দ্বারা যাই বুঝাক না কেন)। কিন্তু আমরা বলি, বাক্যটির ব্যাকরণিক নিরেট বিভ্রান্তির কথা বাদ দিলেও, এ উক্তি অর্থহীন। জীবনের সূচনা যদি সত্যিকার বিশেষীকরণের বিন্দু থেকে ঘটে তাহলে 'প্রোটিসটা' এবং অপর সকল অস্তিত্বের যে কথা হেকেলীয় তত্ত্বে বলা হয়েছে তাকে আমাদের মৃত তথা মিথ্যা বলতে হয়। বিশেষীকরণ বলতে আমরা যা বুঝি তা থেকে এর কোনো অন্যথা চিন্তা করা যায় না। একটি ক্ষুদ্রাকার ভ্রূণীয় স্কীম বা পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষীকরণের পরিবহণ থেকেই যদি জীবনের সূত্রপাত ঘটে তাহলে অন্তত একথা বলতে হবে, এক কোষিক গঠনসহ সকল গঠনই অজৈব: এরা কোনো জৈব অস্তিত্ব নয়। জীবনের বিশিষ্ট্য তার চিহ্ন যদি বিশেষ সূত্রের মাধ্যমে বস্তুর অন্তঃসঞ্চালন হয় তাহলে আমাদের পূর্বের কথার সঙ্গে একথাও বলতে হয়, জীবকুল থেকে কোয়েলেনটারটা জাতীয় উচ্চতর অস্তিত্ব (মেডুসি ব্যতীত), তথা সকল 'পলিপ' এবং অন্যান্য উদ্ভিদজীব (প্লান্ট–এনিম্যাল)–কে আমাদের ছেঁটে ফেলতে হবে।*

অন্তঃস্থ কোনো একটি বিন্দু থেকে বিশেষসূত্র বা পরিবহণের মাধ্যমে সঞ্চালন যদি জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য হয়, তাহলে আমাদের বলতে হবে যে-প্রাণীর হৃৎপিণ্ড নাই এবং যে প্রাণীকূলের একটির অধিক হৃৎপিণ্ড আছে সেগুলি কোনো প্রাণী নয়। তার অর্থ, যেগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি ছাড়াও সকল প্রকার কীট, তারামাছ এবং রেটিফার (হাকস্লীর শ্রেণী করণে এনুলয়ডা এবং এনুলোসা), ক্রাসটাকির একটা অংশ এবং সর্বশেষ মেরুদণ্ডী প্রাণীকুল, এ্যামফিয়কজাস**—এসবগুলিই ছাঁটাই হয়ে গেল। উদ্ভিদকুল তো বটেই।

এ ভাবে 'সংকীর্ণতর এবং সঠিকতর অর্থে' আসল জীবনের সংজ্ঞাদানের দায়িত্ব পালনে ডুরিং সাহেব আমাদের কাছে জীবনের চারটি একবারে পরস্পর বিরোধী বিশিষ্টাত্মক চিহ্নকে পেশ করেছেন : এদের একটি দ্বারা তিনি কেবল যে সমগ্র উদ্ভিদ জগৎকেই চিরমৃত্যুর কোঠায় নির্বাসিত করেছেন তাই নয়। জীবকুলেরও অর্ধেক বরবাদ হয়ে গেছে। এ থেকে আমাদের বলতে হয়, তিনি যখন আমাদের জন্য 'একেবারে মৌলিক সিদ্ধান্ত এবং অভিমতসমূহের প্রতিশ্রুতি' ঘোষণা করেছিলেন তখন তিনি আদৌ কোনো মিথ্যা কথা বলেননি। তিনি আমাদের বিভ্রান্ত করেছেন, একথা আর কেউ বলতে পারবে না।

আর একটি উক্তি দেখুন :

"প্রকৃতির মধ্যেও একটি সাধারণ প্রকারই হচ্ছে সব গঠনের মূল। নিম্নতম থেকে উচ্চতম পর্যন্ত একথা সত্য। এবং এই প্রকারটি সব চেয়ে অবিকশিত উদ্ভিদের সবচেয়ে নিম্নপর্যায়ের বেদনের মধ্যে এর সাধারণ চরিত্রে পূর্ণতমভাবেই বর্তমান।"

এই উক্তিটিও 'পুরো এবং একেবারে' নিরর্থক, ননসেন্স। সমগ্র জৈব জগতে সবচেয়ে সরল যে প্রকারটিকে আমরা পাই সে হচ্ছে কোষ ; এবং এই কোষই হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়ের জীবনেরও ভিত্তি। অপরদিকে নিম্নতম অস্তিত্বের মধ্যে এমন অনেক অস্তিত্ব

* উদ্ভিদ-জীব তথা প্লান্ট এ্যানিম্যাল বা 'Zoo phyte' পদ বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না।—এ্যান্টিডুরিং এর পিকিং সংস্করণের একটি নোট।

** Amphioxus : মৎস্যজাতীয় কিন্তু অধিকতর আদিম মস্তকবিহীন একপ্রকার জলজ জীব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে যারা কোষপর্যায়ে উন্নীত হয়নি, কোষের বহু নিম্নে তারা অবস্থিত, যেমন প্রোটামিবা। 'প্রোটামিবা' হচ্ছে কোনোপ্রকার বিশিষ্টকরণ-শূন্য প্রোটিন-পিণ্ড বিশেষ। এ ছাড়াও আছে নানা ধরনের সামুদ্রিক আগাছা বা 'সিফোনি' এবং 'মনেরা' জাতীয় অস্তিত্ব। উচ্চতর জৈব গঠনের সঙ্গে এদের সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে এই যে, এদেরও মূল উপাদান হচ্ছে প্রোটিন এবং সে কারণে প্রোটিনের স্বভাবগত ভূমিকা তারাও পালন করে। অর্থাৎ তারা জাত হয় এবং তাদের মৃত্যু ঘটে।

ডুরিং সাহেব ওখানেই থামেন না। তিনি আরো বলেন :

"যত সরলভাবেই হোক না কেন, দেহগতভাবে সংবেদন একপ্রকার স্নায়বিক কাঠামোর সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত থাকে। সে কারণে সকল প্রকার জীবকুলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তাদের সংবেদন তথা নিজেদের অবস্থার মানসিক উপলব্ধির একটা ক্ষমতা আছে। উদ্ভিদ আর জীবের প্রান্তসীমা হচ্ছে এই সংবেদনের ক্ষমতা, যে বিন্দুতে সংবেদনের ক্ষমতাটির উল্লম্ফন সংঘটিত হয়। কাজেই অন্তর্বর্তী কাঠামো এই প্রান্তসীমাকে লোপ করে দেওয়ার বদলে এই অনির্দিষ্ট বা নির্দিষ্টকরণের অযোগ্য গঠনের মধ্যে এই প্রান্তসীমার একটা যৌক্তিক প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।"

তাছাড়াও :

"অপরদিকে উদ্ভিদকুল পরিপূর্ণরূপে এবং সর্বদাই সংবেদনের সামান্যতম চিহ্ন, এমনকি সংবেদনের কোনো ক্ষমতা থেকে মুক্ত।"

প্রথমত, হেগেল বলেছেন "সংবেদন হচ্ছে জীবের শর্তহীন বিশিষ্টাত্মক বৈশিষ্ট্য"।

কাজেই এখানেও আমরা সাক্ষাৎ পাই একটি হেগেলীয় 'স্থূলতার'। আমরা দেখি সেই স্থূলতাটি ডুরিং সাহেবের গ্রাস করার সরল প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে মহান এবং চরম সত্যের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই প্রথম আমরা হের ডুরিং এর কাছ থেকে উদ্ভিদ এবং জীবের মধ্যে বাইর থেকে অনির্দিষ্ট এবং নির্দিষ্টকরণের অযোগ্য অন্তর্বর্তী গঠনের কথা শুনতে পাচ্ছি। ('অনির্দিষ্ট বা নির্দিষ্টকরণের অযোগ্য'—ইত্যাদি কথার মারপ্যাঁচ ব্যতীত আর কি?) যাই হোক এই প্রথম আমরা শুনতে পেলাম এরূপ অন্তর্বর্তী রূপের অস্তিত্ব আছে, শুনতে পেলাম যে, এমন অস্তিত্ব আছে যাদেরকে আমরা সরাসরি না উদ্ভিদ, না জীব বা প্রাণী (এ্যানিমালস্) বলে অভিহিত করতে পারি। এবং ফলত উদ্ভিদ এবং প্রাণী—এদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা টানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এবং বস্তুত, এই সত্যটিই হের ডুরিং-এর জন্য বিশিষ্টকরণের একটি মানদণ্ডকে (যাকে তিনি আবার একই নিঃশ্বাসে অহেতুক বলেছেন) যৌক্তিক প্রয়োজন হিসাবে উপস্থিত করছে। যাই হোক, উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যকার অনিশ্চিত এলাকায় প্রত্যাবর্তনের আমাদের আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই : লজ্জাবতী যে লতা-গুল্ম আমাদের বিন্দুমাত্র স্পর্শে তাদের পাতা গুটিয়ে ফেলে কিংবা তাদের পুষ্পের পাপড়ীকে বন্ধ করে দেয় এবং কীটভূক যে উদ্ভিদের কথা আমরা জানি তারা কি একেবারে সংবেদনহীন কিংবা সংবেদনের কোনো প্রকার ক্ষমতা শূন্য? ডুরিং সাহেবের পক্ষেও এগুলি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য তাঁর 'অবৈজ্ঞানিক অর্ধকাব্য' ব্যতীত করা সম্ভব হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় কথা হচ্ছে, হের ডুরিং যখন বলেন যত সরলই হোক না কেন, সংবেদন কোনো না কোনোপ্রকার স্নায়বিক যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত তখনো তিনি তাঁর সৃজনশীল কল্পনার ভিত্তিতেই একথা বলেন। কেবল আদি প্রাণী নয়, উদ্ভিদ-প্রাণী, অন্তত এদের বেশির ভাগের মধ্যে স্নায়বিক যন্ত্রের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র কীটপর্যায় থেকে এরূপ যন্ত্রের নিয়মিত সাক্ষাৎ আমরা পাই এবং সেই আদিম প্রাণী সম্পর্কে হের ডুরিংই প্রথম ব্যক্তি যিনি বললেন, 'এই প্রাণীর কোনো সংবেদন নাই, কারণ তাদের কোনো স্নায়ু নাই। আমরা বলব, সংবেদন স্নায়ুর সঙ্গে অনিবার্যভাবে সম্পর্কিত নয়। খুব সম্ভব সংবেদনের যোগ হচ্ছে কোনো প্রকার প্রোটিনের সঙ্গে যেগুলিকে আজ পর্যন্ত অধিকতর নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি।

এছাড়া কথা হচ্ছে, জীববিজ্ঞান সম্পর্কে হের ডুরিং-এর জ্ঞানের চরিত্র ডারউইনের কাছে তাঁর জিজ্ঞাসিত সাহসী প্রশ্নটিই যথাযথভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছে। ডারউইনের কাছে হের ডুরিং-এর প্রশ্ন হচ্ছে : 'তাহলে কি মনে করতে হবে, প্রাণীর বিকাশ উদ্ভিদ থেকে ঘটেছে?" এমন প্রশ্ন কেবল তেমন ব্যক্তিই করতে পারেন যাঁর প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ—এদের কোনোটি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞানও নাই।

জীবন সম্পর্কে সাধারণভাবে হের ডুরিং যা বলেন তা হলো এই :

"নমনীয় সৃজনশীল কাঠামো করণের মাধ্যমে (এর কি অর্থ হতে পারে?)। যে বিপাক (মেটাবলিজ্‌ম) সম্পাদিত হয় তা সর্বদাই যথার্থ জীবন প্রক্রিয়ার বিশিষ্টাত্মক চরিত্র হিসাবে বিরাজ করে।"

জীবন সম্পর্কে এই হচ্ছে হের ডুরিং-এর বক্তব্য। কিন্তু এ বক্তব্যের মধ্যেও তাঁর 'নমনীয় কাঠামোকরণের' শব্দগুলি তাঁর অর্থহীন শব্দের হাঁটু পরিমাণ পাঁকে যে আমাদের আবদ্ধ করে, সে বিপদের কথাও আমাদের বলতে হয়। কাজেই জীবন কি তা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে ডুরিং সাহেবের আশ্রয় ছেড়ে আমাদের নিজেদেরই অধিকতর গভীরভাবে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

জৈব বিপাক (অরগানিক মেটাবলিজ্‌ম) জীবনের যে সবচেয়ে সাধারণ এবং বিশিষ্টাত্মক চরিত্র এ কথা বিগত ত্রিশ বছর ধরে শারীর রসায়নবিদ এবং রাসায়নিক শারীরবিদগণ সংখ্যাহীনবার বলে এসেছেন। ডুরিং সাহেব সেই কথাকেই এখানে তাঁর নিজস্ব মাধুর্যময় ভাষাতে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু জীবনকে কেবল 'জৈব বিপাক' বলে সংজ্ঞায়িত করার অর্থ 'জীবনকে' জীবন বলে সংজ্ঞায়িত করা। কারণ জৈব বিপাক বা 'নমনীয় সৃজনশীল কাঠামো করণের বিপাক' কথাগুলির নিজেদেরই ব্যাখ্যা জীবনের মাধ্যমে করতে হবে, করতে হবে জৈব এবং অজৈবের, তথা কোন্ অস্তিত্ব জীবন্ত এবং কোন্ অস্তিত্ব জীবন্ত নয়, এই পার্থক্য নির্দিষ্ট করণের মাধ্যমে। কাজেই 'জীবন জৈব বিপাক'—এই ব্যাখ্যা আমাদের কোনো কাজে আসে না।

বিপাক (মেটাবলিজ্‌ম) জীবনবাদেও সংঘটিত হয়। রসায়নে এমন সব পুরো প্রক্রিয়া বর্তমান যেখানে উপযুক্ত কাঁচামালের যোগান হলে, প্রক্রিয়াটির সর্বদা পুনরাবর্তন ঘটে এবং এই প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় এমনভাবে যে, একটি নির্দিষ্ট গঠনই এই প্রক্রিয়াটির

---

* "...Plastically creating schematization"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহক হিসাবে কাজ করে। সালফার পুড়িয়ে সালফুরিক এসিড তৈরির ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটিই ঘটে থাকে। এখানে সালফার ডায়োক্সাইড 'এস ও টু' (SO_2) তৈরি হয়। এর সঙ্গে যখন বাষ্প এবং নাইট্রিক এসিডকে যোগ করা হয় তখন সালফার ডায়োক্সাইড হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে এবং এর মাধ্যমে সালফুরিক এসিড, 'এইচ টু, এস ও ফোর' (H_2SO_4)-এ রূপান্তরিত হয়। নাইট্রিক এসিড অক্সিজেনকে ছেড়ে দেয় এবং এর ফলে সে নাইট্রিক অকসাইডে পর্যবসিত হয় ; এই নাইট্রিক অক্সাইড আবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস থেকে নতুন অক্সিজেনকে গ্রহণ করে এবং নাইট্রোজেনের উচ্চতর অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এরও কাজ হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে এই অক্সিজেনকে সালফার ডায়োকসাইডে চালান দেওয়া এবং প্রক্রিয়াটিকে গোড়া থেকে পুনরায় শুরু করা। কাজেই তত্ত্বগতভাবে বলা চলে, বিন্দু পরিমাণ নাইট্রিক এসিড দ্বারাই অসীম পরিমাণের সালফার ডায়োক্সাইড, অক্সিজেন এবং জলকে সালফুরিক এসিডে পরিবর্তিত করা সম্ভব।

বিপাক আবার মৃত জৈব গঠন, এমন কি অজৈব গঠনের তন্তুর মধ্য দিয়ে তরলের গতিতে সাধিত হতে পারে। 'ট্রবির কৃত্রিম কোষ*'এর দৃষ্টান্ত। এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিপাক দ্বারা আমরা এর বেশি অগ্রসর হতে পারিনে। কারণ বস্তুর জীবনে রূপান্তরের রহস্যটাকে জীবন দ্বারাই ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে। কাজেই আমাদের অন্য কোনো উপায়ের চেষ্টা করতে হয়।

"জীবন হচ্ছে প্রোটিনের অস্তিত্বেরই রকম বিশেষ" (ইউইসকোরপার)** এবং অস্তিত্বের এই রকমটি হচ্ছে মূলত এই সমস্ত বস্তুর রাসায়নিক উপাদানসমূহের সার্বক্ষণিক স্ব-পুনরায়ণ।

'ইউইস-কোরপার' পদটি আধুনিক রসায়নশাস্ত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেই অর্থেই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এর অন্তর্গত হচ্ছে ডিম্বের সাধারণ শ্বেত পদার্থ তথা যাকে প্রোটিন বলে আখ্যায়িত করা হয় তার গঠনে প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ। এ নামটি যে উপযুক্ত নাম, এমন মনে হয় না। কারণ এখানে যে সমস্ত উপাদান যুক্ত তার মধ্যে ডিম্বের শ্বেত উপাদানের ভূমিকা একেবারে জীবন শূন্য নিষ্ক্রিয়ের ভূমিকা। কারণ পীতাংশের সঙ্গে মিলে ডিম্বের শ্বেত বিকাশমান ভ্রূণের খাদ্য হিসাবেই মাত্র কাজ করে। কিন্তু এর রসায়নিক গঠন সম্পর্কে যখন এ পর্যন্ত সামান্যই জানা গেছে তখন অপর কোনো পদের চেয়ে এ পদটি উত্তম। কারণ এটি অধিকতর সাধারণ।

মোটকথা যেখানেই আমরা জীবনের সাক্ষাত পাই সেখানেই আমরা তাকে প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত দেখি এবং যেখানেই আমরা বিগলন বা পচনের বাইরে প্রোটিনের সাক্ষাৎ পাই সেখানেই ব্যতিক্রমহীনভাবে আমরা জীবনকে পাই। এটা অবশ্য সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, জীবিত অস্তিত্বকে তার জীবনের বৈশিষ্ট্যে অপর অস্তিত্ব থেকে পৃথক করার জন্য

---

* Traube's artificial Cells

** Eiweiss অথবা Eiweisskorper : এঙ্গেলস্-এর ব্যবহৃত এই শব্দটির ইংরেজী অনুবাদ হিসাবে 'প্রোটিন' ব্যবহৃত হয়েছে, 'এ্যালবুমেন' নয়। কারণ 'এ্যালবুমেন" বলতে আজকাল প্রোটিনের একটা গ্রুপ বিশেষকে বুঝান হয়। —ইংরেজি সংস্করণে সম্পাদকীয় নোট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যান্য রাসায়নিক যৌগের উপস্থিতিরও প্রয়োজন। কিন্তু দেহের খাদ্য এবং প্রোটিনে রূপান্তরিত হওয়া ব্যতীত স্রেফ জীবনের জন্য এদের প্রয়োজন অপরিহার্য নয়। আমরা নিম্নতম স্তরের যে জীবনের কথা জানি সে জীবন কেবলমাত্র প্রোটিনের পিণ্ড ব্যতীত আর কিছু নয়। তা সত্ত্বেও জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যে তারা বিশিষ্ট।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সর্বপ্রকার জীবন্ত গঠনের মধ্যে বর্তমান যে চরিত্র, জীবনের সেই সর্বজনীন চারিত্র কি? এটি হচ্ছে সর্বোপরি এই সত্য যে, একদিকে দেহের পুরাতন অংশগুলো যখন দেহ থেকে গলিত এবং নিষ্ক্রান্ত হতে থাকে অপরদিকে তখন প্রোটিন তার পরিপার্শ্ব থেকে প্রয়োজনীয় উপাদানকে গ্রহণ করে আত্মস্থ করতে থাকে। অপর অজৈব বস্তুসমূহেরও ঘটনার স্বাভাবিক পরিক্রমায় পরিবর্তন, গলন কিংবা সংশ্লেষণ ঘটে। কিন্তু একটি অজৈব বস্তুর পরিবর্তনে বস্তুটি তার পুরানো রূপে আর অস্তিত্বমান থাকে না। একটি পাথরখণ্ড আবহমণ্ডলের কার্যকারণে যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় তখন পাথরখণ্ডটি আর পথর খণ্ড থাকে না। যে ধাতু জারিত বা 'অকসিডাইজড্' হয় সে ধাতু মরচেতে পরিণত হয়। কিন্তু অজৈব বস্তুর ধ্বংসের যেটি কারণ জৈববস্তু তথা প্রোটিনের অস্তিত্বের মূল শর্তই সেটি। যে মুহূর্তে প্রোটিনের উপাদানগুলির এই বিরামহীন পরিবর্তন তথা গ্রহণ এবং বর্জনের সার্বক্ষণিক প্রক্রিয়াটি শেষ হয়ে যায় সে মুহূর্তেই তার বিগলন হয়, অর্থাৎ তার মৃত্যু ঘটে। কাজেই জীবন তথা প্রোটিনের অস্তিত্বের মূল হচ্ছে এই ঘটনা যে, প্রতি মুহূর্তে সে যেমন একটি বিশেষ অস্তিত্ব তেমনি প্রতিমুহূর্তে সে একটি ভিন্নতর অস্তিত্ব। এবং অজৈব বস্তুর ক্ষেত্রে যেটি সত্য, জৈব বস্তুর ক্ষেত্রে সেটি সত্য নয়। জৈব বস্তুর এই পরিবর্তন বাইরের কোনো প্রক্রিয়ার কারণে নয়। বস্তুত গ্রহণ এবং বর্জনের মাধ্যমে জীবনের যে বিপাক (মেটাবলিজম) সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে সে ক্রিয়াশীলতা হচ্ছে একটি স্বয়ংকার্যকর করণ প্রক্রিয়া। এ ক্রিয়াশীলতা তার বাহক তথা প্রোটিনের অন্তর্নিহিত স্বভাবজাত ক্রিয়াশীলতা। এ বাদে এর অস্তিত্বই সম্ভব নয়। এ থেকে এ কথাই বেরিয়ে আসে যে, রসায়ন যদি কোনোদিন কৃত্রিমভাবে প্রোটিন সৃজনে সফল হয় তাহলে যত দুর্বলভাবেই হোক না কেন এ প্রোটিনও জীবনের বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হবে। অবশ্য এ প্রশ্ন তখনো থেকে যাবে, তেমন সময়ে রসায়ন শাস্ত্রকে এই প্রোটিনের উপযুক্ত খাদ্য আবিষ্কার করতে হবে কিনা।

প্রোটিন এবং তার খাদ্যের মধ্যকার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিহিত উত্তেজিত হওয়ার ক্ষমতা, নিম্ন পর্যায়েও খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতার মধ্যে চিহ্নিত সঙ্কোচনশীলতা (কন্ট্রাকটিবিলিটি), নিম্নতম স্তরেও দৃষ্ট বিভাজনের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ক্ষমতা এবং যে ক্রিয়া ব্যতীত খাদ্য গ্রহণ বা তার জারন সম্ভব নয়, সেই অন্তঃক্রিয়া— জীবনের অবশিষ্ট এইসব মৌল প্রক্রিয়াগুলিরও ভিত্তি হচ্ছে গ্রহণ এবং বর্জনের মাধ্যমে বিপাক তথা প্রোটিনের যেটি মূলকার্য এবং যে বিশেষ নমনীয়তায় সে বিশিষ্ট সেই নমনীয় বিপাক।

জীবনের যে সংজ্ঞা আমরা দিচ্ছি সে সংজ্ঞা অবশ্যই নিতান্ত অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা। কারণ জীবনের সকল বৈশিষ্ট্যকে নির্দিষ্ট করার বদলে এ সংজ্ঞাকে কেবলমাত্র সবচেয়ে সরল এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। বিজ্ঞানগতভাবে কোনো সংজ্ঞারই তেমন মূল্য নাই। জীবন কি, তার পরিপূর্ণ জ্ঞানের জন্য আমাদেরকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিম্নতম থেকে উচ্চতম রূপের যে পর্যায়সমূহ জীবন অতিক্রম করেছে তার মধ্যে গমন করতে হবে। কিন্তু সাধারণ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞা যেমন সুবিধাজনক তেমনি অনেক সময়ে এ অপরিহার্য। এবং এমন সংজ্ঞার অনিবার্য অসম্পূর্ণতার কথা বিস্মৃত না হলে এ সংজ্ঞা আমাদের কোনো ক্ষতিও সাধন করতে পারে না।

সে যাহোক, আসুন আমরা আমাদের ডুরিং-এ প্রত্যাবর্তন করি। মর্ত্যজগতের জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যখন তাঁর ভাগ্য মন্দ হয়ে উঠছে, তখন আমরা দেখছি হের ডুরিং তাঁর স্বভাবগত দক্ষতায় তারকাময় জ্যোতির্লোকে তাঁর সান্ত্বনাকে অন্বেষণ করছেন :

"এটা কেবল সংবেদনের একটি বিশেষ মাধ্যমের কথা নয়, বরঞ্চ আনন্দ এবং বেদনাবোধ সৃষ্টির জন্য তৈরি হয়েছে যে বাস্তবজগৎ সেই সমগ্র বাস্তব জগতেরই একটি বিষয়। এবং এ কারণেই আমরা ধরে নিই, বৈপরীত্যের যে রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত, আনন্দ এবং বেদনার বৈপরীত্যের ঠিক সেই রূপেই এই বৈপরীত্য সর্বদা বিরাজমান এবং বিশ্বের সর্বজগতে এদেরকে মূলত সমচরিত্রের অনুভূতি দ্বারা প্রকাশ করতে হবে।...এবং এই সঙ্গতির গুরুত্ব কম নয়। কারণ সংবেদনের বিশ্বের এটাই হচ্ছে চাবিকাঠি...সে কারণেই বাস্তব জগতের চেয়ে আমাদের মনোজগৎ অধিক অপরিচিত কোনো জগৎ নয়। উভয় জগতের রূপকে একটি সঙ্গতিপূর্ণ রূপ হিসাবে আমাদের বিবেচনা করতে হবে এবং এখানেই পার্থিব জগতের চেয়েও ব্যাপকতর চেতনার বিজ্ঞানের একটা সূচনা আমরা লাভ করি।"

যে দক্ষের পকেটে বাহিত হচ্ছে সংবেদন-বিশ্বের চাবিকাঠি, নিসর্গ জগতের প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর কতিপয় স্থূল ভ্রান্তির জন্য তাঁর পরোয়া কি? আমরা বলি : 'আলন্‌স্ ডন্‌ক্' , দক্ষ, আপনার যজ্ঞে আপনি অগ্রসর হউন !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

নৈতিকতা এবং আইন : শাশ্বত সত্যসমূহ

এই পর্বে পুরো পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী চেতনার উপাদানসমূহের গভীর শেকড়বদ্ধ বিজ্ঞানের যেসব আপ্তবাক্য এবং ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা, এক কথায় অর্থহীন শব্দের ঝঙ্কারে হের ডুরিং তাঁর পাঠকদের আমোদিত করেছেন তার নমুনা প্রদানে আমরা বিরত থাকছি। আমরা কেবল নিচের বাক্যটির উল্লেখ করছি :

"যে ব্যক্তি কেবল ভাষা দ্বারাই চিন্তা করতে সক্ষম তার এখনো শিখতে বাকি আছে বিমূর্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য চিন্তা বলতে কি বুঝায়।"

কথাটা গ্রাহ্য বটে। এ যুক্তিতে আমাদের অবশ্যই বলতে হয়, পশুকুলই হচ্ছে 'বিমূর্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য চিন্তার' সবচাইতে বড় অধিকারী। কারণ তাদের চিন্তা ভাষার প্রতিবন্ধকতায় কখনো রুদ্ধ হয় না। সে যা হোক, ডুরিঙীয় চিন্তা এবং তার প্রকাশের ভাষা থেকে একথা বুঝতে কারুর অসুবিধা হয় না, যে-কোনো ভাষাই এমন প্রকাশে কত অক্ষম। এমন চিন্তার প্রকাশে জার্মান ভাষার দীনতা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু অবশেষে আলোচনার চতুর্থ প্রস্তুতি আমাদের মুক্তিদানে এগিয়ে আসে। শব্দালঙ্কারের তরলকারক মণ্ডের কথা বাদ দিলে বলা যায় যে, অন্তত এখানে-সেখানে নৈতিকতা এবং আইনের ক্ষেত্রে ধর্তব্য কিছু আমরা প্রাপ্ত হচ্ছি। এবার হের ডুরিং গোড়াতেই আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন অন্তঃরীক্ষের অন্য সব জগতে পরিভ্রমণের :

নীতির অবদানসমূহকে অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণভাবে অতিমানবিক প্রাণীর মধ্যেও থাকতে হবে। কারণ সংবেদনের আকারে জীবনের অভিঘাতকে সচেতন শৃঙ্খলা দানই তাদের ক্রিয়াশীল প্রজ্ঞার কার্য। ...অবশ্য এমন অনুমানের ক্ষেত্রে আমাদের কৌতূহল সীমাবদ্ধ হবে। ...তবুও বলতে হবে এই ভাবটি আমাদের দৃষ্টির পরিধিকে বর্ধিত করে আমাদের উপকার সাধন করে ; আমরা যখন বুঝি যে, অন্যান্য জগতের অতিমানুষকে একটা নীতির ভিত্তিতে তাদের ব্যক্তিক এবং সামাজিক জীবন গঠন করতে হয় এবং যৌক্তিক প্রাণীর মৌলিক শর্তের বাইরে তাদের যাওয়া সম্ভব নয়, তখন সে বোধ আমাদের দৃষ্টিকে অবশ্যই প্রসারিত করে।"

একটা ব্যতিক্রমের কথা আমরা এখানে বলে নিই। এখানে দেখা যাচ্ছে অপরাপর জগতের জন্য ডুরিঙীয় সত্যের সঠিকতাকে অধ্যায়টির অন্তিমে স্থাপন না করে তার সূচনাতেই স্থাপন করা হয়েছে। এবং সত্যের এমন স্থানবিন্যাস কারণহীন নয়। নৈতিকতা এবং ন্যায়ের ক্ষেত্রে ডুরিঙীয় ভাবসমূহের সত্যতা যদি প্রথমেই সকল জগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে প্রতিষ্ঠা করা যায় তবে সকল সময়ের জন্য তাদের গ্রাহ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করা অধিকতর সহজ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এখানেও যেটা লক্ষণীয় সে হচ্ছে এই যে, ডুরিঙীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য হচ্ছে একেবারে চরম সত্য : চরম এবং পরমের চাইতে কোনো বিন্দুতেই সে বিন্দু পরিমাণ ন্যূন নয়।

"সাধারণ জ্ঞানের জগৎ যেমন, তেমনি নীতি জগতেরও রয়েছে শাশ্বত নীতি এবং তার সরল উপাদানসমূহ। নৈতিক বিধানসমূহের অবস্থান হচ্ছে ইতিহাস এবং জাতীয় চারিত্র্যের বর্তমান বৈশিষ্ট্যের ঊর্ধ্বে। যে সকল বিশিষ্ট সত্যের ভিত্তিতে পূর্ণতর নৈতিক চেতনা এবং বলতে গেলে নৈতিক বিবেক গঠিত হয় সে সকল সত্য তাদের মূলগত ভিত্তিতে উপলব্ধি করলে দেখা যাবে, বিবর্তনের ধারাতেই তারা সৃষ্ট হয়েছে এবং সেদিক থেকে তারা অঙ্কশাস্ত্রের অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রয়োগের অনুরূপ বিস্তার এবং সত্যতারই দাবিদার। যা আসলে সত্য তা চূড়ান্তভাবেই অপরিবর্তনীয়।...বাস্তবের বুকে সময় এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের সত্যতায় ব্যত্যয় ঘটতে পারে, এমন চিন্তা করা মূর্খতা। কাজেই আমাদের চেতনা শুদ্ধ থাকলে আসল জ্ঞানের সঠিকতা এবং সাধারণ জ্ঞানের যথৌচিত্য, জ্ঞানের সূত্রসমূহের চরম নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে আমাদের মনে কোনো হতাশাবোধের সুযোগ রাখতে পারে না। অবিরাম সন্দেহপরায়ণতা দুর্বল চিত্ততারই চিহ্ন বিশেষ। যে নিস্ফল বিভ্রম শূন্যতার চেতনার ক্ষেত্রে স্থায়িত্বের ভাব সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়, এই রোগ সেই নিস্ফল বিভ্রমেরই প্রকাশ। নীতির ক্ষেত্রে সাধারণ সূত্রের অস্বীকৃতি ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক প্রথা এবং নীতিকেই বিনষ্ট করে এবং নীতি-সূত্রের ব্যত্যয় এবং তার দুষ্কৃতি একবার স্বীকৃত হলে সে নীতি সূত্রের সঙ্গতি এবং গ্রাহ্যতাকেই বিনষ্ট করে দেয়। সন্দেহবাদের এই বিকারের লক্ষ্য কেবল কোনো বিশেষ অসত্য তত্ত্বই নয়, এর লক্ষ্য মানুষের সচেতনভাবে কোনো নীতি সৃষ্টিরই ক্ষমতা। এ বিকার পরিণামে এক চরম অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয় এবং সাধারণ অরাজকতার চাইতেও অধঃতর অবস্থার সৃষ্টি করে। এ বিকার তখন এই আত্মতৃপ্তিতে তুষ্ট হয় যে, এমন বিভ্রমে তার নিরঙ্কুশ শাসনে আর কোনো বিঘ্ন নেই এবং এখন নীতিহীনতার মহাদ্বারকে সে উন্মুক্ত করে দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আমি বলব : এ বিশ্বাস তার ভিত্তিহীন। কারণ যুক্তির পক্ষে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে নিপতিত হওয়ার অনিবার্য ভাগ্যের উল্লেখও এ সত্যকেই প্রমাণ করে যে, ভ্রান্তির আশঙ্কা সত্যলাভের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় না।"

এ পর্যন্ত চরম এবং পরম সত্য, চিন্তার সার্বভৌমত্ব, জ্ঞানের নিরঙ্কুশ সঠিকতা—ইত্যাদির উপর হের ডুরিং-এর সাড়ম্বর শব্দের গাঁথুনিকে আমরা ঠান্ডা মাথায় বরদাস্ত করেছি, কারণ যে সন্ধিক্ষণে আমরা উপস্থিত হয়েছি সেখানেই ব্যাপারটার একটা ফয়সালা আমরা করতে পারি। এ পর্যন্ত ব্যাপারটা বাস্তবের দর্শনের বিচ্ছিন্ন দাবিগুলির "সার্বভৌম সঠিকতা" এবং সত্যতার উপর তাদের শর্তহীন অধিকারের প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে মানুষের জ্ঞানের কোনো ফসলের আদৌ সত্যের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব এবং শর্তহীন দাবি থাকতে পারে কিনা। এবং থাকলে সেই ফসলগুলি নির্দিষ্টভাবে কি? 'মানুষের জ্ঞানের' কথাটি বলা দ্বারা আমি অবশ্যই অন্তঃরীক্ষের অপর জগৎসমূহের অধিবাসীদের প্রতি কোনো অসম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছা পোষণ করিনে। কারণ তাদেরকে জানার সৌভাগ্য আমার ঘটেনি। কথাটি ব্যবহার করেছি কারণ পশুকুলেরও জ্ঞান আছে। অবশ্য তাদের সে জ্ঞান কোনো প্রকারে সার্বভৌম নয়। একটি কুকুর তার প্রভুকে ঈশ্বর বলেই জানে যদিচ তার প্রভুটি পৃথিবীর নরকুলের সবচাইতে বড় পাষণ্ড হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে যা হোক, মানুষের চিন্তা কি সার্বভৌম? প্রশ্নটির জবাবে 'হাঁ' কিংবা 'না' বলার পূর্বে আমাদের দেখতে হবে, মানুষের চিন্তা কি? মানুষের চিন্তা বলতে কি আমরা ব্যক্তিক মানুষের চিন্তাকে বুঝব? তা নয়। কিন্তু মানুষের চিন্তা দ্বারা তো অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের লক্ষ কোটি মানুষের ব্যক্তিক চিন্তাকেই বুঝায়। তাহলে আমি যদি বলি যে, মনুষ্যজাতি যদি অনন্তকাল বেঁচে থাকে এবং তার জ্ঞানের মাধ্যমগুলি যদি তার জ্ঞেয় বস্তুকুলের উপর এবং তার জ্ঞানের উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ না করে তাহলে অজাত ভবিষ্যৎ-মানুষসহ এই সমগ্র মনুষ্যকুলের সমগ্র চিন্তা হচ্ছে সার্বভৌম, তবে আমার বক্তব্যটিকে যেমন দস্তুরমতো দুর্বিনীত তেমনি সারশূন্য মনে হবে। কারণ এর মূল্যবান ফল দাঁড়াবে এই যে, এর ফলে আমাদের বর্তমান জ্ঞান সম্পর্কে আমরা সন্দিহান হয়ে উঠব। কারণ এটা খুবই সম্ভব যে আমরা এখনো মনুষ্য-ইতিহাসের সূচনাতেই রয়েছি এবং যাদের জ্ঞানকে আজ আমরা প্রায়শ সবিশেষ তুচ্ছতার সঙ্গে সংশোধন করে থাকি তাদের তুলনাতে আমাদের জ্ঞানের ভবিষ্যৎ সংশোধনকারীদের সংখ্যা বিপুল পরিমাণেই অধিক হবে।

হের ডুরিং-এর নিজের ঘোষণাতেই আছে যে, মানুষের চেতনা এবং সে কারণে তার চিন্তা এবং জ্ঞান কেবলমাত্র ব্যক্তিবর্গের ধারণা ক্রমের মাধ্যমেই প্রকাশিত হতে পারে। এই ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকের চিন্তাকে আমরা এই অর্থে সার্বভৌম বলে আখ্যায়িত করতে পারি যে, সুস্থ এবং সচেতন এমন ব্যক্তির উপর কোনো চিন্তাকে চাপিয়ে দেবার মতো শক্তিমান কাউকে আমরা স্বীকার করিনে। কিন্তু তাই বলে প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তার সার্বভৌম সঠিকতা বলতে কিছু হতে পারে না। এবং আমাদের সমগ্র অতীত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য এই যে, ব্যক্তির এরূপ যে কোনো চিন্তার মধ্যেই যতোনা সঠিকতা আছে তার চাইতে অধিক তাকে উন্নত করার অবকাশ রয়েছে।

অন্যকথায় বলতে পারি, যে মানুষের চিন্তারাজি মূলত অ-সার্বভৌম সে মানুষের ধারাপরম্পরার মধ্য দিয়ে মানুষের চিন্তার সার্বভৌমত্ব অর্জিত হয়। যে জ্ঞানকে আমরা শর্তহীনভাবে সত্য জ্ঞান বলে মনে করি সে জ্ঞান আপেক্ষিকভাবে অসত্য জ্ঞানরাজির ধারার মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়। মানুষের অশেষ অস্তিত্ব ব্যতিরেকে এর কোনোটিরই পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।

এখানে আবার আমরা একদিকে মানুষের চিন্তাকে চরম বলে বিবেচনা করা এবং অপরদিকে ব্যক্তির সীমাবদ্ধ চিন্তার মধ্যে তার প্রকাশ—এই দুই এর মধ্যকার বিরোধের সাক্ষাৎ পাই।* এ বিরোধের নিষ্পত্তি কেবলমাত্র অসীম ধারার মধ্যেই সম্ভব : মানুষের অসীম ধারা, যে-ধারা অন্তত আমাদের কাছে মানুষের সীমাহীন পুরুষ পরম্পরার ধারা বলে উপলব্ধ হতে বাধ্য। এই অর্থে মানুষের চিন্তা যেমন সার্বভৌম, তেমনি সে সার্বভৌম নয় এবং মানুষের চিন্তার জ্ঞানলাভের ক্ষমতা যেমন অসীম, তেমনি সসীম। মানুষের চিন্তা তার প্রবণতায়, তার প্রতিপাদ্যে, তার সম্ভাবনা এবং তার চরম ঐতিহাসিক লক্ষ্যে সার্বভৌম এবং সীমাহীন ; কিন্তু মানুষের চিন্তা সময়ের বুকে কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তে তার ব্যাক্তিক কৃতকার্যতা বা অর্জনে সার্বভৌম এবং সীমাহীন নয়। সে সীমিত।

---

* এ্যান্টি-ডুরিং : প্রথম খণ্ড, ৩য় অধ্যায়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাশ্বত সত্যর ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। মানুষ যদি কোনোদিন এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যেখানে তার কারবার কেবল শাশ্বত সত্য নিয়ে, যেখানে তার কারবার কেবল সার্বভৌমভাবে সঠিক চিন্তা নিয়ে এবং যেখানে মানুষের জীবনে চরমন সত্য ব্যতীত অপর কোনো সত্যের অস্তিত্ব নেই তাহলে মানুষের ইতিহাসে সে পর্যায়টি হবে তার বৌদ্ধিক জগতের অসীমতার নিঃশেষিত জগৎ। এ জগৎ হবে এমন জগৎ যেখানে মানুষের বাস্তব এবং সম্ভাবনার সব পার্থক্য বিলীন হয়ে গেছে এবং অ-গণনীয় গণিত হওয়ার অলৌকিক কার্য যেখানে সম্পাদিত হয়ে গেছে।

কিন্তু তাহলেও এমন সত্য কি আমাদের জীবনে নেই যে সত্য এমন ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে তার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ আমাদের কাছে পাগলামীর নামান্তর বলে বোধ হয়? দুই এ দুই এ চার হয়, একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ দুইটি সমকোণের সমান, প্যারিস ফরাসি দেশে অবস্থিত, যে-মানুষ খেতে পায়না সে ক্ষুধায় মরে যায়—এই সত্যগুলি সম্পর্কে কি আমরা সন্দেহ পোষণ করতে পারি? মোট কথা, শাশ্বত, শেষ এবং চরম বলে কি কোনো সত্য তাহলে আছে?

অবশ্যই এমন সত্য আছে। সমগ্র জ্ঞান জগৎকে আমরা সনাতনভাবে তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত করতে পারি। এর প্রথম ভাগটিতে অন্তর্ভুক্ত সেই বিজ্ঞানসমূহ যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অজৈব প্রকৃতি। এগুলি কম বেশি পরিমাণে গাণিতিক পদ্ধতিতে বিচারযোগ্য। এগুলি হচ্ছে : অঙ্ক, জ্যোতির্মণ্ডল, বল, পদার্থ , রসায়ন। একেবারে সরল বস্তুকে বৃহৎ বা ভারী শব্দ দ্বারা প্রকাশের যদি কোনো আনন্দ থাকে তাহলে বলা চলে, এই সকল বিজ্ঞানের মাধ্যমে লব্ধ কিছু কিছু তত্ত্বকে শাশ্বত, চরম বা শেষ সত্য বলে অভিহিত করা যায়। এই সত্যের কারণেই এই বিজ্ঞানসমূহকে সঠিক বা নির্ভুল বিজ্ঞান বলা হয়। কিন্তু এই বিজ্ঞানসমূহের সকল ফলাফলই এরূপ নয়। পরিবর্তনীয় মান বা মাত্রা* এবং অসীমক্ষুদ্র এবং অসীম বৃহৎ পর্যন্ত এই পরিবর্তনীয়তার বিস্তারের ধারণার সঙ্গে সঙ্গে যে-গণিত শাস্ত্র একেবারেই নীতি সর্বস্ব ছিল তারও স্বর্গ থেকে পতন ঘটেছে। সে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেছে এবং বিপুল সাফল্যের দ্বার যেমন তার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়েছে, তেমনি উন্মুক্ত হয়েছে ভ্রান্তির সম্ভাবনার সড়কও। অঙ্কশাস্ত্রের সেই একদিনকার শর্তহীন সঠিকতা এবং অখণ্ডনীয় প্রমাণের দিন আজ গত। অঙ্কশাস্ত্রেও মতপার্থক্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং বর্তমানে পরিস্থিতি এরূপ দাঁড়িয়েছে যে আমরা বেশির ভাগ লোকই যে, ভাগ ও যোগ করে চলি সে এই কারণে নয় যে ভাগ ও যোগের বিষয়টি আমরা অনুধাবন করি ; বরঞ্চ সে এই বিশ্বাসে যে অদ্যাবধি ব্যাপারটিতে কোনো ভ্রান্তি আসেনি, ফল ঠিক হয়েছে। জ্যোতির্বিদ্যা এবং বলবিদ্যার ক্ষেত্রে অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। আর পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নে অনুমানের তো অন্ত নেই : মৌমাছি ঝাঁকের মতো আমাদের চারদিকে তার গুঞ্জন চলছে। আসলে এরূপ হওয়া ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। পদার্থবিজ্ঞানে আমাদের কারবারের বিষয় হচ্ছে অণুর গতি এবং রসায়নে পরমাণু দ্বারা অণুর গঠন। এবং আলোর তরঙ্গের অভিঘাত যদি কল্পনামাত্র না হয় তাহলে এই সমস্ত রহস্যজনক বস্তুকে

---

* Variable magnitude

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের নিজেদের দেখার আদৌ কোনো সম্ভাবনা নেই। মোট কথা, সময়ের স্রোত যত প্রবাহিত হচ্ছে চরম এবং শেষ সত্যের সাক্ষাৎ তত দুর্ঘট হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ভূতত্ত্বের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা আরো শোচনীয়। যে প্রক্রিয়াগুলি জ্ঞানের এই ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় সেগুলি কেবল যে আমাদের অস্তিত্বের বাইরে সংঘটিত হয়েছে, তাই নয়। এ প্রক্রিয়াগুলি সংঘটিত হয়েছে মনুষ্যজাতির জন্মের পূর্বে। কাজে কাজেই চরম এবং শেষ সত্যের ফসলের পরিমাণ খুবই কম। জ্ঞানের এক্ষেত্রে সে কারণে আমাদের অসুবিধাও কম নয়।

বিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিভাগের বিবেচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে জৈবদেহ সম্পর্কে অনুসন্ধান। জ্ঞানের এ ক্ষেত্রে আন্তঃসম্পর্ক এবং কার্যকারণের সূত্র এত অধিক যে, কোনো একটি সমস্যার সমাধান কেবল যে বহুতর নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটায়, তাই নয়। বরঞ্চ প্রায় ক্ষেত্রে কোনো একটি সমস্যার সমাধান কেবল আংশিকভাবেই অগ্রসর হতে পারে এবং এজন্য যে অনুসন্ধানের ধারার মধ্য দিয়ে মানুষকে অগ্রসর হতে হয় সে ধারার পরিধি শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে বিস্তারিত হয়ে যায়। তাছাড়া আন্তঃসম্পর্কগুলিকে সুসংবদ্ধ আকারে পেশ করতে হলে সর্বক্ষণই আমাদের শেষ ও চরম সত্যকে প্রচুর সংখ্যক অনুমানের আবরণে আবৃত করে রক্ষা করতে হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদেহে রক্ত চলাচলের মতো সহজ ব্যাপারটিতে পৌঁছতেও আমাদের গ্যালেন থেকে ম্যালপিঘি পর্যন্ত কতনা অন্তর্বর্তী পর্যায়কে অতিক্রম করতে হয়েছে। কিন্তু এখনো আমরা রক্ত কণিকার সৃষ্টি সম্পর্কে কতো সামান্যই না জানি। এবং দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, কোনো রোগের লক্ষণ এবং তার কারণের মধ্যে একটা যুক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এখনো আমাদের কতোনা অজানা সংযোগ-বিন্দুকে যোগ দিতে হয়। আবার অনেক সময়ে এমন ঘটে, যেমন কোষের ক্ষেত্রে ঘটেছে যে, নতুন আবিষ্কার জীববিজ্ঞানে আমাদের এ তাবৎকালের প্রতিষ্ঠিত শেষ এবং চরম সত্যসমূহকে একেবারে ওলটপালট করে দিয়ে তাদের সংশোধনকে অনিবার্য করে তুলেছে। ফলে এমন চরম সত্যের বস্তাকে বস্তা একেবারে বরবাদ করে দিতে আমরা বাধ্য হয়েছি। কাজেই এ জগতে যারা যথার্থ কোনো অপরিবর্তনীয় সত্য সৃষ্টির বাসনা করবেন তাদেরকে 'সকল মানুষ মরণশীল', 'সকল স্ত্রী-স্তন্যপায়ীদের বুকে স্তন গ্লাণ্ডের অবস্থান থাকে'—ইত্যাদি জাতীয় আপ্ত-সত্যে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাদের পক্ষে এমন কথা বলাও সম্ভব হবেনা যে,উচ্চতর পশুকুল তাদের খাদ্য মাথা দ্বারা নয়, পাকস্থলী দ্বারাই হজম করে। কারণ, স্নায়ুর কাজ বাদে হজম সম্ভব নয়। এবং স্নায়ু-কর্মের কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্ক।

বিজ্ঞানের তৃতীয় বিভাগ তথা ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের জগতে শাশ্বত সত্যের অবস্থা আর এক ডিগ্রি অধিক শোচনীয়। এখানে ইতিহাসের ধারাক্রমে এবং তার পরিফল হিসাবে বর্তমানের যে বিষয়ের অনুসন্ধান এই বিজ্ঞানসমূহের লক্ষ্য তা হচ্ছে মানুষের জীবনের অবস্থা, তাদের সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক জীবনের আইন এবং সরকারের রূপসমূহ এবং মানুষের দর্শন, ধর্ম, শিল্প—প্রভৃতি জাতীয় ভাবাদর্শগত উপরিকাঠামো। জৈব প্রকৃতিতে অন্তত এমন প্রক্রিয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যেগুলি বৃহৎ ব্যবধানের সীমার মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ নিয়মিতভাবে পৌনঃপুনিকরূপে সংঘটিত হয়। মোটের উপর বলা যায়, এ্যারিস্টটল -এর কাল থেকে আজ পর্যন্ত জৈব-প্রজাতিগুলি অপরিবর্তিত রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের আদি অবস্থা তথা তার প্রস্তর যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরে তার সামাজিক ইতিহাসে কিন্তু অবস্থানসমূহের পুনরাবৃত্তি ব্যতিক্রম বিশেষ, নিয়ম নয়। পুনরাবৃত্তি যদি কোনো ঘটনার ঘটেও, তথাপি তাদের অবস্থা হুবহু এক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজের আদিতে ভূমির যৌথ মালিকানা এবং কালক্রমে সে মালিকানা লোপ পাওয়ার ঘটনার কথা। মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান জীববিজ্ঞানের চাইতেও পশ্চাদপদ। তাছাড়া ব্যতিক্রম হিসাবে কোনো যুগের সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রকারসমূহের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়ে জ্ঞান লাভের ঘটনা যখন সংঘটিত হয় তখন দেখা যায়, ইতোমধ্যে জ্ঞাত সমাজকাঠামোর জীবনের অর্ধকাল অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং তার অন্তকাল প্রায় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান মূলতই আপেক্ষিক। কারণ, এ ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কোনো এক যুগের কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সমাজ-কাঠামোর পরিবর্তনশীল আন্তঃসম্পর্ক এবং ফলাফলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কাজেই এমন জগতে যারা চরম, শেষ, বিশুদ্ধ এবং নিরেট অপরিবর্তনীয় শাশ্বত সত্যের শিকারে বার হবেন তাদের ভাগ্যে 'মানুষ কর্মহীন হয়ে জীবিত থাকতে পারে না', 'মানুষ এ যাবৎকাল শাসক এবং শাসিত হিসাবে বিভক্ত রয়েছে', 'নেপোলিয়ন ৫ মে, ১৮২১ সালে মারা গেছেন'- ইত্যাদি জাতীয় বাক্যের অধিক কিছু জোটার সম্ভাবনা আদৌ থাকতে পারে না।

এবং এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, এই ক্ষেত্রেই আমরা প্রায়শ এমন সব সত্যের সাক্ষাৎ পাই যাদের দাবি হচ্ছে যে, তারা শাশ্বত, চরম এবং শেষ সত্য বৈ অপর কিছু নয়। দুইএ দুইএ চার হয়, পাখিদের ঠোঁট আছে—ইত্যাকার কথা বা বিষয়কে তারাই শাশ্বত সত্য বলে ঘোষণা করে যারা এরূপ সাধারণ সত্য থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায় যে, মানুষের ইতিহাসেও শাশ্বত নীতি, শাশ্বত ন্যায়-রূপ শাশ্বত সত্য রয়েছে এবং অঙ্কশাস্ত্রের সত্যের যেরূপ সঠিকতা এবং পরিধি, এই সত্যের রয়েছে তেমনি সঠিকতা এবং প্রয়োগ। মানুষের ইতিহাসের এমন সত্য-সন্ধিৎসুকেই আমরা দেখি যে তিনি এমন শাশ্বত-সত্যলাভের পরবর্তী প্রথম উত্তম মুহূর্তেই আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করছেন, ইতঃপূর্বে যাঁরা শাশ্বতসত্য সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা সব মূর্খ এবং ভ্রান্ত। তাঁর পূর্ববর্তীগণ ভ্রান্ত হবেনই, কারণ তাঁদের ভ্রান্তি প্রকৃতিরই বিধান এবং প্রকৃতির সেই বিধানেই তিনি নিজের শাশ্বত সত্যের ক্ষেত্রে অভ্রান্ত। মোটকথা পয়গম্বর হিসাবে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন এবং এবার আর মনুষ্যজাতির কোনো চিন্তা নেই, কারণ তাঁর জ্ঞানের থলে সর্বপ্রকার চরম, পরম এবং শেষ সত্য, শাশ্বত নীতি এবং শাশ্বত ন্যায়তে পূর্ণ। মানুষের ইতিহাসে এই ঘটনা এত শত এবং সহস্রবার সংঘটিত হয়েছে যে আমাদের বিস্ময় এখানে যে, এখনো এরূপ আত্ম-বিশ্বাসী পয়গম্বর দৃষ্ট হয়। যা হোক পয়গম্বরকুল যে নিঃশেষ হননি তার একটি সাক্ষাৎ প্রমাণ তো আমাদের সামনেই রয়েছে। পূর্বসূরিদের ন্যায় এঁরও বৈশিষ্ট্য এই যে, ইনিও শাশ্বত সত্য দানের ক্ষমতা কারুর নাই, একথা শুনলেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনি মনে করেন শাশ্বত সত্যের কোনো অস্বীকার বা সন্দেহ হচ্ছে আমাদের দুর্বলতা, আমাদের ভ্রান্তি, চিন্তার চরম নৈরাজ্যিকতা এবং ইত্যাকার অন্যান্য পাপ ছাড়া আর কিছু নয়। পয়গম্বরগণ যা করেন, ইনিও তাই করেন। বৈজ্ঞানিক এবং বিচারমূলক কোনো পরীক্ষা এবং সিদ্ধান্তের পরিবর্তে আমরা লাভ করি তাঁর কাছ থেকে শতহীন সব নৈতিক নিন্দা এবং নাকচকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ প্রসঙ্গে আমরা উপরের আলোচনাতে মানুষের চিন্তার বিধান অনুসন্ধানকারী বিজ্ঞান তথা ন্যায়শাস্ত্র এবং দ্বান্দ্বিকতা বা ডায়ালেকটিকস্ –এর উল্লেখও করতে পারতাম। এ ক্ষেত্রেও শাশ্বত সত্যের ভাগ্য তত ভালো নয়। এক্ষেত্রে হের ডুরিং –এর ঘোষণা হচ্ছে যে, যথার্থ দ্বন্দ্ব একেবারেই অর্থহীন এবং ন্যায়শাস্ত্রের উপর ইতঃপূর্বে রচিত হয়েছে এবং বর্তমানে রচিত হচ্ছে যে সমস্ত পুস্তক তাতেই যথেষ্ট পরিমাণে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এখানেও অনেকে যেরূপ বিশ্বাস করেন তার চাইতে বিরলভাবেই চরম সত্যের বীজ বপন করা হচ্ছে।

কিন্তু তাই বলে আমাদের এমন আতঙ্কিত হবার কারণ নেই যে, জ্ঞানের যে পর্যায়ে আমরা পৌঁছেছি সে পর্যায় আমাদের অতিক্রান্ত পর্যায়ের সঠিকতার চাইতে কোনো ক্রমেই ন্যূন। আমাদের হাতে সঞ্চিত হয়েছে জ্ঞানের বিপুল এক ভাণ্ডার। এ ভাণ্ডারের কোনো বিশেষ বিভাগ তথা বিজ্ঞানকে আজ যিনি আয়ত্ত করতে চাইবেন তাকে এ বিজ্ঞানের বিশেষ অধ্যয়নে জীবনকে ব্যয় করতে হবে। কিন্তু আমাদের বর্তমান জ্ঞানীপ্রবরের ন্যায় যিনি ভ্রান্তিহীনতার দাবি করবে না তিনিও যদি বিশুদ্ধ, চরম এবং শেষ সত্যের মানদণ্ড দ্বারা মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের কোনো বিভাগের জ্ঞানের সত্যাসত্য নিরীক্ষণ করতে চান তবে তিনি ভ্রান্তই হবেন এবং বিকারের শিকার হবেন। কারণ, জগৎ তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব এবং মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান তথ্যের ন্যূনতার কারণে সর্বদা অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ থাকতে যেমন বাধ্য, তেমনি সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারই বহু যুগব্যাপী আপেক্ষিক এবং বিন্দু বিন্দু করেই মাত্র সে সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারে। চিন্তার যে কোনো বিন্দু দুই বিপরীত মেরুর মধ্যে সর্বদা আন্দোলিত হয়। এবং তাই সত্য এবং অ-সত্যের চরমতা আমরা একেবারে সংকীর্ণ কোনো ক্ষেত্রের উপরই মাত্র প্রয়োগ করতে পারি। হের ডুরিং –এর যদি দ্বান্দ্বিকতার প্রাথমিক সূত্রগুলির সঙ্গেও পরিচয় থাকত তাহলে তিনিও এ সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হতেন। কারণ, দ্বান্দ্বিকতার বিচার্যই হচ্ছে, যে কোনো মেরুর সত্যের ন্যূনতা বা আপেক্ষিকতা। যে সংকীর্ণ ক্ষেত্রের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, যে মুহূর্তে আমরা তার বাইরে সত্য-অসত্যের বৈপরীত্য তথা এ্যান্টিথিসিসকে প্রয়োগ করতে যাই তখনি সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রকাশের ব্যাপারে তা অনুপযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রের বাইরে যদি আমরা একে চরমভাবে সঠিক বলে প্রয়োগ করি তাহলে আমাদের একেবারেই পতন ঘটে: তখন আমরা দেখি বৈপরীত্যের বিন্দু দুইটি একটি অপরটি হয়ে দাঁড়িয়েছে : সত্য, মিথ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; মিথ্যা, সত্য। বয়েলের* সুপরিচিত সূত্রটিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক। এই সূত্র অনুযায়ী তাপের পরিমাণ যদি সমান থাকে তাহলে একটা গ্যাসের পরিমাণ তার উপর চাপের পরিমাণের ভিত্তিতে বিপরীতক্রমে পরিবর্তিত হবে। রেনলট্ দেখলেন, এই সূত্রটি কয়েকটি ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। রেনলট্ যদি আমাদের দার্শনিকের ন্যায় বাস্তবতার দার্শনিক হতেন তাহলে তাঁকে বলতে হতো বয়েলের সূত্র পরিবর্তনীয় এবং সূত্রটি সত্য নয়। সূত্রটি মিথ্যা। কিন্তু তেমন সিদ্ধান্ত দ্বারা তিনি বয়েল-এর সূত্রে যতটা 'অসত্য' আছে তার চাইতে অনেক বড় এক অসত্যে পতিত হতেন। তাঁর নিজের সত্য বিন্দুটি মিথ্যার বালুকা-স্তূপে তলিয়ে যেত। তাহলে তাঁর মূল সঠিক সিদ্ধান্তটিকে তিনি এমন ভ্রান্তির মধ্যে

---

* বয়েল : Robert Boyle

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিক্ষেপ করতেন যার তুলনাতে বয়েলের সূত্রে যে বিন্দু পরিমাণ অসত্য রয়েছে সেই অসত্যসহ বয়েলের সূত্রটি সত্য বলে বোধ হতো। কিন্তু রেনলট্ তা করেননি। কারণ তিনি একজন বিজ্ঞানী এবং এরূপ বালসুলভ বিজ্ঞানীর বালসুলভ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে তাঁর গবেষণা নিয়ে তিনি অগ্রসর হন এবং পরিশেষে এই সত্য আবিষ্কার করেন যে, বয়েলের সূত্র মোটামুটি সঠিক, কিন্তু যে গ্যাসকে চাপের মাধ্যমে তরল করা যায় (অর্থাৎ চাপের যে বিন্দুতে গ্যাস তরল হতে শুরু করে) সেক্ষেত্রে সূত্রটি প্রযোজ্য থাকে না। কাজেই একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বয়েলের সূত্রের সঠিকতা প্রমাণিত হলো । কিন্তু সেই সীমার মধ্যে সূত্রটিকে কি চরম এবং অন্তিমভাবে সত্য বলা চলে? কোনো পদার্থ বিজ্ঞানীই এমন কথা বলবেন না। তাঁর কথা হবে, চাপ এবং তাপের কিছু সীমার মধ্যে এবং কতিপয় গ্যাসের ক্ষেত্রে সূত্রটি ঠিক। এবং এইভাবে অধিকতর নির্দিষ্ট সীমার ক্ষেত্রেও তিনি ভবিষ্যৎ গবেষণার ভিত্তিতে এর অধিক সীমাবদ্ধতা এবং নতুনতর সূত্র তৈরির সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিবেন না।* পদার্থবিজ্ঞানে শেষ সত্যের এই হচ্ছে অবস্থা। এ কারণেই যথার্থ বৈজ্ঞানিক রচনাসমূহ নিয়ম হিসাবেই 'সত্য-মিথ্যা' এরূপ নীতিসূচক অনড় কথার ব্যবহার পরিহার করে থাকে। কিন্তু বাস্তবতার দর্শন জাতীয় গ্রন্থে যেখানে শূন্যগর্ভ বাক্যবিলাসিতাকেই সার্বভৌম চিন্তার সার্বভৌম ফল বলে আমাদের উপর চাপানোর প্রয়াস চলে সেখানে সর্বত্রই এর সাক্ষাৎ ঘটে।

কিন্তু কোনো সরল পাঠক জিজ্ঞেস করতে পারেন : হের ডুরিং কোথায় স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তাঁর বাস্তবের দর্শনের বিষয় হচ্ছে চূড়ান্ত এবং তা সর্বশেষ সত্য? কোথায়? দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর নিজ দর্শনের আকাশচুম্বী আত্মপ্রশংসার মধ্যে আমরা এর সাক্ষাৎ পাই। এরই অংশ বিশেষ আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।* তাছাড়া যে অনুচ্ছেদটি আমরা ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যেও হের ডুরিং তাঁর নৈতিক সত্যের জন্য গণিতশাস্ত্রের সত্যের সঠিকতা দাবি করেছেন।* কারণ, তাঁর ঘোষণা কি এই নয় যে, তিনি তাঁর বিধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিষয়ের শিকড়তল নিসিক্ত গবেষণা দ্বারা চূড়ান্ত এই ভিত্তি সমূহে তিনি উপস্থিত হয়েছেন এবং তার দ্বারা নৈতিক সত্যাবলীর উপর চূড়ান্ত এবং অন্তিম সঠিকতা তিনি আরোপ করেছেন। অথবা ধরা যাক, হের ডুরিং নিজের জন্য কিংবা

---

* আমি একথা লেখার পরে বিষয়টি যে প্রমাণিত হয়েছে, তা বলা যায়। মেনডেলেয়েভ এবং বগুস্কী অধিকতর সঠিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে সর্বশেষ গবেষণা এক্ষেত্রে সম্পন্ন করেছেন তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, যথার্থ গ্যাস মাত্রই চাপ ও পরিমাণের সঙ্গে একটা পরিবর্তন যোগ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। হাইড্রোজেন গ্যাসের উপর প্রদত্ত সকল চাপের ক্ষেত্রেই প্রসারের 'কোয়েফিসিয়েন্ট' বা গুণাঙ্ক হচ্ছে সদর্থক তথা হ্যাঁ-সূচক। অর্থাৎ চাপের বৃদ্ধির চাইতে আয়তনের হ্রাস হয়েছে ধীরতর। আবহমণ্ডলের বায়ু এবং পরীক্ষিত অন্যান্য গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, প্রত্যেকটি গ্যাসের জন্যই চাপের একটি শূন্য বিন্দু বর্তমান। যার ফলে এই বিন্দুর নীচের চাপে গুণাঙ্ক সদর্থক হয় এবং বিন্দুর উপরের চাপে এটা ণঞর্থক হয়। কাজেই বয়েল-এর যে সূত্র এতদিন বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে তার জন্যও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বেশ কিছু সংখ্যক পরিপূরক সূত্রের। আজকে, ১৮৮৫ সালে আমরা একথাও জানি যে, বিশুদ্ধ গ্যাস বলে কোন গ্যাস নেই। তাদের সবগুলিকেই তরল করা হয়েছে । —এঙ্গেলস এর টীকা।

বর্তমান অনুবাদের ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বর্তমান অধ্যায়ের দ্বিতীয় উদ্ধৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার যুগের চরম সত্যের এমন দাবি পেশ করেছেন না। ধরা যাক, তিনি বলতে চান যে, অন্ধকার এবং কুয়াসাচ্ছন্ন ভবিষ্যতে একদিন চরম সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। মোট কথা তাঁর বক্তব্য যদি হয় 'অবক্ষয়ী সন্দেহবাদ' এবং বন্ধ্যা বিভ্রান্তি, তাহলে প্রভুবর,এত শোরগোলের কি আবশ্যক?

সত্য এবং অ-সত্যের ক্ষেত্রে সাফল্য যদি এই হয়, তাহলে উত্তম এবং অধম তথা ন্যায় অন্যায়ের ক্ষেত্রে আমাদের সফলতা অধিকতর কম বৈ বেশি হবে না। ন্যায় এবং অন্যায়ের বৈপরীত্যের প্রকাশ কেবলমাত্র নীতির জগতে। এই জগৎ মানুষের ইতিহাসের অন্তর্গত এবং এ ক্ষেত্রেই শেষ এবং অন্তিম সত্যের বপন অধিকতর বিরল। ন্যায় এবং অন্যায়ের ধারণাসমূহ জাতি থেকে জাতিতে এবং যুগ থেকে যুগে এত বিভিন্ন হয়েছে যে অনেক সময়েই এরা পরস্পরের বিরোধী হয়ে দেখা দিয়েছে।

তা সত্ত্বেও কেউ বলতে পারে, যা উত্তম বা ন্যায় তা অধম বা অন্যায় নয়। এবং যা অধম তা উত্তম নয়। যা অন্যায় তা ন্যায় নয়। ন্যায় অন্যায় যদি একাকার হয়ে যায়, তাহলে সকল নীতিবোধই নিঃশেষিত হয়ে যাবে এবং তখন যে কারুর পক্ষে যে কোনো কিছু করা বা না করা নির্বাধ হয়ে উঠবে। দৈবজ্ঞসুলভ আড়ম্বর বাদ দিলে এটা হের ডুরিং-এরও ধারণা। কিন্তু ব্যাপারটাকে এত সরলভাবে শেষ করে দেওয়া যায় না। ব্যাপারটা যদি এত সরল হতো তাহলে ন্যায়-অন্যায়ের উপর কোনো বিতর্কের উদ্ভব হতো না। তাহলে সকলেই জানত, কোন্‌টা ন্যায় কোন্‌টা অন্যায়। কিন্তু বাস্তবে অবস্থাটা কি? কোন্ নীতির প্রচারকে আমরা দেখতে পাই? প্রথমত রয়েছে খ্রিষ্টীয় সামন্তবাদী নৈতিকতা। কিন্তু এই নৈতিকতার মধ্যেও আবার ভাগ আছে : ক্যাথলিক নৈতিকতা এবং প্রোটেস্ট্যান্ট নৈতিকতা। এই দুই ভাগের মধ্যেও আবার উপ-ভাগের অভাব নাই। এদের কেউ জেসুইট-ক্যাথলিক, কেউ গোঁড়া প্রোটেস্ট্যান্ট। কারুর বা শিথিল নৈতিকতা, কারুর বা জ্ঞান-দীপ্ত নৈতিকতা। খ্রিষ্টীয় সামন্তবাদী নৈতিকতা ছাড়া আধুনিকতার বুর্জোয়া বা ধনবাদী নৈতিকতাকেও আমরা জানি। আবার ধনবাদী নৈতিকতার বিপরীতে ভবিষ্যতের সর্বহারা শ্রেণীর নৈতিকতার কথাও আমরা চিন্তা করি। কাজে কাজেই ইউরোপের সব চাইতে উন্নত যে দেশগুলি রয়েছে তাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে একই কালে কার্যকর তিন ধরনের নীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। এদের মধ্যে কাকে আমরা সত্য বলব? চরম সত্য হিসাবে এদের কোনো একটিই চরম সত্য নয়। কিন্তু এদের যে নৈতিকতার ভেতরে স্থায়ীত্বের সম্ভাবনার উপাদান রয়েছে অধিক, অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণীর নৈতিকতা, যার লক্ষ্য বর্তমানের উচ্ছেদ এবং ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা, আমার কাছে সেইই অধিক সত্য।

কিন্তু আমরা যখন দেখি, সামন্তবাদী অভিজাত, বুর্জোয়া এবং সর্বহারা তথা আধুনিক সমাজের তিনটি শ্রেণীর প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটা নৈতিকতা আছে, তখন একমাত্র যে সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করতে পারি সে হচ্ছে এই যে, সচেতনভাবে হোক কিংবা অচেতনভাবে হোক, মানুষ শেষ পর্যন্ত তার নৈতিক ভাবসমূহ তার শ্রেণীগত অবস্থানের ভিত্তিতেই তৈরি করে ; যে আর্থিক সম্পর্কের মাধ্যমে তার উৎপাদন এবং বিনিময় কার্য সংঘটিত হয় সেই আর্থিক সম্পর্কই তার নৈতিকতার ভিত্তি।

তবে যে-তিনটি নৈতিক তত্ত্বের উল্লেখ আমরা উপরে করেছি তারাও সম্পর্কশূন্য নয়, তাদের মধ্যেও অনেক বিষয়েতেই রয়েছে সাদৃশ্য। তাহলে সাদৃশ্যের এই অংশটিকে কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা সর্বকালের জন্য নির্দিষ্ট শাশ্বত সত্য বলে অভিহিত করতে পারিনে? নৈতিকতার এই তিনটি তত্ত্ব একই ঐতিহাসিক বিকাশের তিনটি বিভিন্ন পর্যায়ের সূচক। এ কারণে যেমন তাদের ইতিহাসগত পটভূমি হচ্ছে এক, তেমনি এবং সে কারণেই অনিবার্যভাবে তাদের অনেক কিছুতে রয়েছে মিল। কেবল তাই নয়। অর্থনৈতিক বিকাশের একই কিংবা মোটামুটিভাবে একই পর্যায়ে মানুষের নৈতিকতার তত্ত্বসমূহের মধ্যে কম বেশি পরিমাণ সাদৃশ্য থাকতে বাধ্য। বস্তুত যখন থেকে মানুষের সমাজে সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিকাশলাভ করেছে, তখন থেকে যে-সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে সে সমাজেরই অন্যতম নৈতিক বিধান হয়েছে : 'হে মানুষ, তুমি অপরের দ্রব্য চুরি করিবে না।' কিন্তু এর ফলেই কি আমরা বিধানটিকে শাশ্বত বিধান বলে অভিহিত করব? তেমন তো আদৌ হতে পারে না। যে সমাজে চুরি করার কারণকে দূর করা গেছে, যেখানে এখন চুরি করতে পারে কেবলমাত্র উন্মাদেরাই সেখানেও নৈতিকতা প্রচারকারী যদি গম্ভীরভাবে ঘোষণা করতে থাকেন : 'বৎস তুমি চুরি করিও না', তাহলে তিনি অবশ্যই উপহাসের পাত্র হবেন।

কাজেই নৈতিকতার জগতে এমন সব শাশ্বত নীতি রয়েছে যার স্থান ইতিহাস এবং জাতিসমূহের পার্থক্যের ঊর্ধ্বে, এই যুক্তিতে কেউ যদি আমাদের উপর চরম, চিরন্তন এবং অন্তিম বলে কোনো নৈতিক বিধানকে আরোপ করতে চান তবে তাঁর তেমন যে কোনো প্রয়াসকে আমরা প্রত্যাখ্যান করব। বরঞ্চ আমরা বলব, আজ পর্যন্ত যত নৈতিক তত্ত্ব তৈরি হয়েছে শেষ বিশ্লেষণে তার প্রত্যেকটিই হচ্ছে সমাজে বিরাজমান অর্থনৈতিক অবস্থার ফল। এবং যেহেতু সমাজ আজ পর্যন্ত শ্রেণী দ্বন্দ্বে বিভক্ত সে কারণে সমাজে বিদ্যমান নৈতিকতা হচ্ছে শ্রেণী-নৈতিকতা : এ নৈতিকতা হয় শাসক শ্রেণীর স্বার্থে এবং প্রভুত্বের পক্ষে যুক্তি যুগিয়েছে, নয়ত নির্যাতিত শ্রেণী যখন যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে তখন সে শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং শোষিতের ভবিষ্যৎ স্বার্থের প্রকাশ ঘটিয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, জ্ঞানের অপরাপর শাখায় যেমন, নৈতিকতার শাখাতেও তেমনি মোটামুটি কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু শ্রেণী-নৈতিকতার পর্যায়কে আমরা এখনো অতিক্রম করিনি। যথার্থভাবে মানবিক নৈতিকতা,যে-নৈতিকতা শ্রেণী-দ্বন্দ্ব এবং তার স্মৃতিরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত তেমন নৈতিকতা সম্ভব হবে সমাজের একমাত্র সেই পর্যায়ে যেখানে কেবল যে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব অতিক্রান্ত হয়েছে, তাই নয়, যেখানে বাস্তব জীবনে মানুষ তাকে বিস্মৃত হয়েছে। এই অবস্থায় পুরাতন শ্রেণী-সমাজের মধ্যে অবস্থান করে হের ডুরিং যখন সমাজ বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে দাবি করেন যে, বাস্তব জীবনের কাল এবং পরিবর্তন-নিরপেক্ষ এক শাশ্বত নৈতিকতাকে তিনি ভবিষ্যৎ শ্রেণীহীন সমাজের উপর আরোপ করার ক্ষমতা রাখেন তখন তাঁর দাবির বহর পরিমাপ করতে কারুর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ভবিষ্যৎ সমাজের কাঠামো আমরা জানিনে। আমরা ধরে নিচ্ছি হের ডুরিং সেই সমাজের কাঠামোকে অন্তত তার বহিঃরেখায় জানেন।

শেষ কথা, হের ডুরিং-এর কাছ থেকে আমরা আর একটি অন্তর্বাণী পাচ্ছি যা "মৌলিকভাবেই মৌলিক" এবং যেটি "শেকড়তক গমন করে"। অন্তর্বাণীটি হচ্ছে পাপের মূল সম্পর্কে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পশুকুলে মার্জারের মধ্যে যে চতুরতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সে চতুরতার সাক্ষাৎ মানুষের মধ্যেও পাওয়া যায়। এ দু'টি সত্যের অবস্থান এক স্তরে।...কাজেই মার্জার কিংবা শিকারি অপর কোনো পশুর অস্তিত্বের মধ্যে রহস্যের যদি কোনো ব্যাপার না থাকে, তাহলে পাপের ব্যাপারেও রহস্যের কিছু থাকে না।".

তাই পাপ হচ্ছে মার্জার। এ কারণেই শয়তানের শিং কিংবা খণ্ডিত খুর নাই। শয়তানের আছে থাবা এবং সবুজ চক্ষু। এবং সে জন্য গ্যেটে তাঁর মেফিসটোফেলিসকে কালো বিড়ালের বদলে কালো কুকুর হিসাবে অঙ্কিত করে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন। শয়তান হচ্ছে বিড়াল। এই হচ্ছে নৈতিকতা : কেবল সকল জগতের জন্য নয়, বিড়ালের জন্যও। 'ফুর ডি কাট্জে'।*

* জার্মান ভাষার কথা ; এর অর্থ, 'নিরর্থক'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০

নৈতিকতা এবং আইন : সমতা

হের ডুরিং-এর কৌশলের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমাদের একাধিকবার পরিচয় ঘটেছে। তাঁর পদ্ধতিটি হচ্ছে, জ্ঞানের প্রতিটি বিষয়কে তাঁর তথাকথিত সরল উপাদানে খন্ড-বিখন্ড করা এবং এদের উপরও সরল এবং স্বতঃসিদ্ধমূলক নীতি প্রয়োগ করা এবং তারপরে এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে অগ্রসর হওয়া। এমনকি আমাদের সামাজিক জীবনের কোনো সমস্যার ক্ষেত্রেও তাঁর এই পদ্ধতি। এখানেও সমস্যার "সিদ্ধান্ত হবে অঙ্কশাস্ত্রের মূল নীতির মতো কতগুলি বিশিষ্ট স্বতঃসিদ্ধমূলক প্রকারের ভিত্তিতে।"

আর এ ভাবেই ইতিহাস, নীতি এবং আইনের ওপর অঙ্কশাস্ত্রের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে আমাদের জ্ঞানের এই ক্ষেত্রগুলিতে প্রাপ্ত ফলাফলের গলায় বিশুদ্ধ এবং শাশ্বত সত্যের ফলক ঝুলিয়ে দেয়ার জন্য।

কিন্তু এর মাধ্যমে পুরনো পরিচিত ভাবগত সেই পদ্ধতিটিকে একটি নতুন মোড়ক পরানো ব্যতীত আর কি সাধিত হতে পারে? পুরাতন পদ্ধতিটি অভিজ্ঞতা-পূর্ব পদ্ধতি বলেই পরিচিত। এবং তার রীতিটি হচ্ছে, কোনো বস্তুর বৈশিষ্ট্যকে বস্তুর পরিচয়ের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করার চাইতে বস্তুর ধারণা থেকে যুক্তিগত অনুমানে স্থির করা। রীতিটি হচ্ছে এরূপ : বস্তুর ধারণাকে প্রথমে বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন কর। এবার ব্যাপারটিকে উল্টে দাও। এখন বস্তুকে ধারণার ভিত্তিতে পরিমাপ করে। এবার আর ধারণাকে বস্তুর অনুরূপ হতে হবে না। এবার বস্তুকেই ধারণার অনুরূপ হতে হবে। ডুরিং সাহেবের ক্ষেত্রেও, যে সরলতম উপাদানগুলিকে তিনি চরমে পৌঁছে উদ্ধার করেন, তাদেরই তিনি নিযুক্ত করেন তাঁর লক্ষ্য সাধনে। কিন্তু তাতে মূল ব্যাপারের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তাঁর এই সরলতম উপাদানগুলোর চরিত্র বড়জোর বিশুদ্ধ ধারণামূলক। কাজেই এখানেও বাস্তবতার দর্শন বিশুদ্ধ ভাবের দর্শনে পর্যবসিত হচ্ছে। এখানেও বাস্তবকে আহরণ করা হচ্ছে বাস্তব থেকে নয়, বাস্তবকে আহরণ করা হচ্ছে ভাব থেকে।

আর তাই এমন ভাববাদী যখন নীতি এবং আইন কিংবা তাঁর তথাকথিত 'সমাজের' সরলতম উপাদানসমূহকে তাঁর চারপাশের মানুষের বাস্তব সামাজিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি না করে গঠন করেন কেবল ধারণার উপরে। উপাদান বলতে তখন থাকতে পারে মাত্র দুই রকম উপাদান। প্রথমত থাকতে পারে তাঁর বিমূর্ততার প্রক্রিয়াতে পরিত্যাক্ত কিছু তলানী এবং দ্বিতীয়ত সেই উপাদান যা এই ভাবুক নিজের চেতনার জগৎ থেকে আহরণ করে আমদানি করেছেন তাঁর গঠন প্রক্রিয়ায়। কিন্তু তাঁর চেতনালোকে তিনি কি প্রাপ্ত হন? সেখানে প্রধানত তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের পরিমন্ডলে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস করেন তারই কম বেশি সঠিক, ইতিবাচক, বা নেতিবাচক, আপোষমূলক কিংবা বিরোধমূলক প্রকাশ। হয়ত এই প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত হয় এই বিষয়গুলোর উপর রচিত সাহিত্যক্ষেত্র থেকে গৃহীত ধারণা এবং শেষত যুক্ত হয় তাঁর নিজস্ব কিছু ব্যক্তিক ব্যতিক্রমী ভাব। এগুলি নিয়ে আমাদের ভাবুক যতোই খেলা করুন না কেন, যতোই এদের ভাঙ্গুন এবং গড়ুন না কেন, আসলে এগুলো হচ্ছে তাঁর সদর দরোজায় প্রত্যাখ্যাত সত্য সমূহেরই গবাক্ষপথে পুনঃপ্রবিষ্ট ঐতিহাসিক বাস্তবতা। এবং এগুলি নিয়ে তিনি যখন ভাবছেন যে তিনি শাশ্বত এক জগৎ ও কালের তত্ত্ব তৈরি করছেন তখন আসলে তিনি তাঁর নিজের কালেরই রক্ষণশীল বা বিপ্লবী প্রবণতাগুলিরই রূপকল্প দাঁড় করাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট এ রূপ হচ্ছে বিকৃত রূপ, কারণ এ সৃষ্টিকে তার ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং সে কারণেই বক্রতল আরসিতে প্রতিফলিত বস্তুর ন্যায় তাকে এখন 'শিরোপর পদ'-গত এক উল্টো আকারের বস্তু বলে বোধ হচ্ছে।

এভাবেই হের ডুরিং সমাজকে তার সরলতম উপাদানে বিখন্ডিত করছেন এবং এমন ক্রিয়াতে আবিষ্কার করছেন যে অন্তত দু'জন ব্যক্তি হচ্ছে তার এই সরলতম সমাজের অধিবাসী। এবং এই দু'জনকে নিয়ে তিনি এবার স্বতঃসিদ্ধমূলক প্রক্রিয়ায় কর্মে নিমগ্ন হন। আর তার ফলে যে মূলত নৈতিক স্বতঃসিদ্ধটি স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হয় সেটি হচ্ছে :

"দু'টি মানব-ইচ্ছা একেবারে পরস্পরের সমান। ফলে এদের একটির উপর অপরটির নির্দিষ্টভাবে আদৌ কোনো দাবি উত্থাপিত হতে পারে না। যাকে আমরা নৈতিক ন্যায় বলি, এই হচ্ছে তার মৌলিক রূপের বৈশিষ্ট্য। এবং এ কথা আইনগত ন্যায়ের ক্ষেত্রেও সত্য কারণ অধিকারের মূল ধারণা গঠনের জন্য আমাদের আবশ্যক হচ্ছে একেবারে সরল এবং আদি দু'টি ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্ক।"

কিন্তু দু'জন মানুষ কিংবা দু'টি মানব ইচ্ছা একেবারেই পরস্পর সমান একথা যেমন একটি স্বতঃসিদ্ধ নয়, তেমনি এটি একটি অতিশয়োক্তি। প্রথমত দু'টি মানুষ, মানুষ হিসেবেও যৌন ক্ষেত্রে অসম হতে পারে : একজন নারী, অপরজন পুরুষ। এবং এই সহজ সত্য থেকে সাথে সাথেই আমাদের বলতে হয় যে, সমাজের সরলতম উপাদান (সরলতম উপাদানের বালসুলভতাকে যদি ক্ষণিকের জন্য আমরা স্বীকারও করি) দু'জন মানুষ নয়, সরলতম উপাদান হচ্ছে একজন মানুষ এবং অপরজন মানুষী ; একজন পুরুষ আর একজন নারী, যাদের সম্মিলনে গঠিত হয়েছে উৎপাদনের আদি এবং সরলতম সংস্থা, পরিবার। কিন্তু এমন সত্যতে হের ডুরিং-এর চলে না। কারণ, একদিকে যেমন হের ডুরিং-এর আদি সমাজপ্রতিষ্ঠাতাদ্বয়কে একেবারে সমান হতে হবে, অপর দিকে আদিম পরিবার থেকে হের ডুরিং নিজেও স্ত্রী এবং পুরুষের নৈতিক এবং আইনগত সমতাকে আদৌ তৈরি করতে পারেন না। ফলত এদিক কিংবা ওদিক-যে দিকই ধরা যাকনা কেন ডুরিঙীয় যে-সামাজিক পরমাণুর বৃদ্ধিতে সমগ্র সমাজকে তৈরি হতে হবে সেই সমাজ গোড়া থেকেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, কারণ দুইজন পুরুষ মিলিত হয়ে আর যাই পারুক, তারা একটি সন্তান উৎপাদন করতে পারে না ; অথবা এই দুইজন পুরুষকে দু'টি পরিবারের প্রধান বলে আমাদের ধরতে হয়। তেমন ক্ষেত্রে পরিকল্পিত কাঠামোটির সমগ্রটিই তার বিপরীতে পর্যবসিত হয়ে যায়। কারণ এর ফলে মানুষের সাম্য আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমাণিত হয় না। বড়জোর এর দ্বারা প্রমাণিত হয় পরিবার প্রধানদের সমতা। কিন্তু সেখানেও মেয়েদের কোনো স্থান নেই। কারণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মেয়েরা বিবেচনার বাইরে। আর তাতে তারা যে সমান নয়, অধঃস্থ তথা অধীন সে সত্যই আরো বেশি করে প্রমাণিত হয়।

এবার পাঠকবর্গের নিকট আমাদের একটি উদ্বেগজনক ঘোষণা উচ্চারণ করতে হয়। আমাদের বলতে হয়, এখন থেকে বেশ কিছুকাল যাবৎ তাঁদের ভাগ্যে এই 'দুই সমান' এর তত্ত্ব থেকে মুক্তি ঘটবে না। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই 'দুই সমান' অন্তরীক্ষের অপর জগৎ-সমূহের অধিবাসীদের ন্যায়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অন্তরীক্ষের অপর জগৎসমূহের ব্যাপারটিরই ইতোমধ্যে ইতি ঘটেছে, এরূপ আমরা আশা করতে পারি। কিন্তু এই দুই সমাজের সাক্ষাৎ ঘটছে এবার অহরহ। অর্থনীতি বলুন, রাজনীতি বলুন -যে কোনো সমস্যা সমাধানেরই আমরা চেষ্টা করিনে কেন, অমনি এই 'দুই সামান' এসে হাজির হয় এবং নিমেষের মধ্যে 'স্বতঃসিদ্ধভাবে' তারা সে সমস্যার সমাধান করে দেয়। বাস্তবতার দার্শনিকের পক্ষে এমন দক্ষতাকে অবশ্যই একটি অতি উত্তম তাত্ত্বিক-ব্যবস্থা আবিষ্কারের দক্ষতা বলে আমাদের অভিহিত করতে হয়। তবে দুর্ভাগ্যের কথা হলো এই যে, সত্যকে সম্মান করতে হলে আমাদের বলতে হয় যে, এই 'দুই সমান' আমাদের এই দার্শনিকের আবিষ্কার নয় — তারা তাঁর চাইতে পুরাতন। তারা সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীরই সাধারণ এক সম্পত্তি বিশেষ। আমাদের সঙ্গে এদের সাক্ষাৎ ঘটে রুশোর 'অসাম্যের উপর আলোচনা' নিবন্ধেই (১৭৫৪)।* অবশ্য তার মধ্যে তারা ডুরিং সাহেব যা দাবি করেন তার বিপরীত সত্যকেই প্রমাণিত করে। কেবল রুশো নয়। এ্যাডাম স্মীথ থেকে রিকারডো সকল অর্থনীতিবিদদের মধ্যেই এই 'দুই সমানের' বেশ বড় ভূমিকা। তবে এ ক্ষেত্রে এই দুই সমান অন্তত এই ব্যাপারে অসমান যে তারা বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত ; তাদের একজন যদি শিকারী তো অপরজন মৎস্যজীবী এবং দেখা যায় যে তারা পরস্পরের মধ্যে তাদের দ্রব্যাদির বিনিময় ঘটাচ্ছে। তাছাড়া অষ্টাদশ শতকের পুরোটাতেই এই দুই সমান প্রধানত পালন করছে একটি দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা। হের ডুরিং-এর এ ক্ষেত্রে যা মৌলিকতা তা হচ্ছে এই যে, তিনি দৃষ্টান্তের এই পদ্ধতিটিকে সকল সমাজবিজ্ঞানের মূল পদ্ধতি এবং সকল ঐতিহাসিক রূপের একটা পরিমাপকে 'উন্নীত' করেছেন। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে "বস্তু এবং মানুষের একেবারে বৈজ্ঞানিক ধারণার" সরলীকরণ : এর অধিক করা কারুর পক্ষে সম্ভব হত না।

কিন্তু দুইজন মানুষ সমান, তাদের দুজনের ইচ্ছা একেবারে পারস্পরিকভাবে সমান এবং এদের কেউ অপরের উপর প্রভুত্ব করে না — এমন মৌলিক স্বতঃসিদ্ধকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে আমাদের যে কোনো 'দুইজনকে' ধরলে চলবে না। তাদের হতে হবে এমন দু'জন যারা বাস্তব থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। তাদের কোনো যোগ নেই জগতে বহমান জাতীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় সমস্যার সঙ্গে, তাদের চরিত্রে থাকতে পারবে না যৌন বা ব্যক্তিগত কোনো বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন — মোট কথা তারা দু'জন মানুষ — এই কথা বলা ছাড়া তাদের সম্পর্কে আর কিছুই বলা যাবে না — এবং এমনভাবে যখন

* রুশোর Discourse on Inequality.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের দুজনকে পাওয়া যাবে তখনি তারা একেবারেই সমান হয়ে দাঁড়াবে। এমন সমান হচ্ছে তেমন ডুরিং-এরই কল্প শক্তির ছুমন্তর সৃষ্টি যে ডুরিং আমাদের চারিদিকে পরিব্যপ্ত 'ভৌতিক' প্রবণতাতে ক্লিষ্ট। তবে এ কথা ঠিক, যে শক্তিধরের এরা সৃষ্টি — তার একেবারেই বাধ্য এই উপচ্ছায়াদ্বয়। তাদের প্রভু তাদের যা বলে তাই তারা সাধন করে। এবং যেহেতু ব্যাপারটা স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ সে কারণে তাদের কর্ম-কীর্তির জন্য অবশিষ্ট জগতের কোনো কৌতূহলও নেই।

তবু হের ডুরিং –এর স্বতঃসিদ্ধতার ব্যাপারটিকে আমরা আর খানিকটা দেখতে পারি। মূল কথা হচ্ছে, দুই সমানের দুই ইচ্ছা পরস্পরের নিকট থেকে কোনো কিছুই ইচ্ছা তথা দাবি করতে পারে না। তবু দুই-এর কোনো এক যদি এমন কোনো দাবি করেই বসে এবং তার জোরের ভিত্তিতেই সেটি আদায় করে ছাড়ে তবে অবশ্যই একটি অন্যায় অবস্থা সংঘটিত হয়। বস্তুত হের ডুরিং-এর পদ্ধতি এটিই। এই কায়দাতেই তিনি অন্যায়, স্বৈরাচার, দাসত্ব—ইত্যাকার প্রপঞ্চগুলি তথা সমগ্র ঘৃণ্য অতীত ইতিহাসটিকে ব্যাখ্যা করেন। অথচ রুশো কিন্তু তাঁর উল্লিখিত নিবন্ধটিতে এর ঠিক বিপরীতটিই ইতঃপূর্বে প্রমাণ করে রেখেছেন এবং তাও কম স্বতঃসিদ্ধমূলক ভাবে নয়। তিনি বলেছিলেন ধরা যাক এমন দু'জন মানুষ সমান, ক সমান খ-এর। তাহলে ক, খ-কে জোরের ভিত্তিতে দাসে পরিণত করতে পারে না ; কারণ জোরের ক্ষেত্রে তারা সমান। ক, খ-কে দাস বানাতে পারে খ-কে এমন পরিস্থিতিতে স্থাপিত করে যাতে ক বাদে খ এর আদৌ চলে না। দুই সমানে যখন অসমতা আসে, রুশোর মতে তখন এভাবেই আসে। কিন্তু ডুরিং সাহেবের কাছে এ ব্যাখ্যা অতিমাত্রায় জড়বাদী ব্যাখ্যা : মর্ত্যবাদী ব্যাখ্যা। একথা আর একটু ভিন্ন ভাবে বলা যাক। ঝড়ে বিধ্বস্ত জাহাজের দু'জন যাত্রী উপনীত হয়েছে একটি দ্বীপে. তারা দু'জনই মাত্র তার অধিবাসী। তাদের দুজনের সমাজই সমাজ। দু'জনে তৈরি করেছে সমাজ। তাদের উভয়ের ইচ্ছা সমান, শক্তি সমান। এ সত্য উভয় দ্বারাই স্বীকৃত। তাদের সম্পর্কের বাহ্য রূপটি অবশ্যই এই। দুই সমানের সমাজ। কিন্তু বাস্তবিকভাবে ব্যাপারটি কিন্তু আলাদা। বাস্তবিকভাবে তাদের সম্পর্ক অসমতার সম্পর্ক। কারণ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ক-এর চরিত্রে আছে যেখানে দৃঢ়তা এবং সাহস, খ-এর সেখানে সিদ্ধান্তহীনতা, আলস্য এবং স্থূলতা। ক হচ্ছে বুদ্ধিমান, দ্রুতমতি, খ মূর্খ। এমন ক্ষেত্রে অনতিকাল মধ্যেই দেখা যাবে ক বৈষয়িকভাবেই খ-এর উপর তার ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিচ্ছে ; প্রথমত বুঝ ব্যবস্থা দ্বারা এবং পরবর্তীতে তার স্বভাবের ভিত্তিতে। কিন্তু সর্বক্ষণই খ এর সেচ্ছা সম্মতির ভিত্তিতে। খ ক-এর দাস হয়েছে। দাস হয়েছে সেচ্ছামূলকভাবে। কথাটা হচ্ছে দাসত্ব, দাসত্বই — তাকে সেচ্ছামূলকই বল, আর অ-সেচ্ছা-মূলকই বল। সমগ্র মধ্যযুগ ব্যাপী এই সেচ্ছামূলক দাসত্বেরই তো অস্তিত্ব। জার্মানিতে এমন অবস্থা চলে এসেছে এমন কি ত্রিশ বছরের যুদ্ধের পর পর্যন্ত। ১৮০৬ এবং ১৮০৭-এর পরাজয়ের পরে যখন ভূমিদাস প্রথাকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো এবং অব্যাহতি দেওয়া হলো প্রভুদের, অভাবে, অসুখে বার্ধক্যে দাসদের রক্ষণের দায়িত্ব থেকে, তখন দেখা গেল মুক্ত কৃষকরা আবেদন করছে রাজার কাছে, রাজা যেন দয়া করে তাদেরকে দাসত্বে বহাল রাখেন। না হলে তাদের অভাবে তাদের দেখবে কে? কাজেই 'দুই মানুষের' তত্ত্ব সমতা ও পরস্পর সাহায্যের যেমন 'উপযোগী' তেমনি উপযোগী হচ্ছে অসমতা এবং দাসত্বের। আর যেহেতু 'দুই মানব'কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা প্রজাতি বিলোপের ভাগ্য ছাড়া 'দুই পরুষ' ভাবতে পারিনে, তাদেরকে ভাবতে হয় 'দুই পরিবার প্রধান' হিসাবে, সে কারণে বংশক্রমিক দাসত্বের ব্যাপারটিও এর সূচনা থেকেই সম্ভব হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই গোটা ব্যাপারটা আমরা আপাতত ছেড়ে দিচ্ছি। আসুন বরঞ্চ আমরা মনে করি, হের ডুরিং-এর স্বতঃসিদ্ধতে আমাদের প্রত্যয় ঘটেছে এবং তাঁর দুই ইচ্ছার অধিকারের পুরো সমতা এবং 'সাধারণ মনুষ্য-সার্বভৌমত্ব' এবং 'ব্যক্তির সার্বভৌমিকতা' — ইত্যাকার শব্দ-দানব (যাদের সঙ্গে তুলনাতে স্টারনারের 'অহম' এবং 'আত্মা' একেবারেই শিক্ষানবিশ, যদিচ তাদেরও একটা ভূমিকার দাবি তিনি করতে পারেন) -দের আমরা সোৎসাহী সমর্থকে পরিণত হয়েছি। তাই যদি হয়, তাহলে এবার আমরা সকলে সম্পূর্ণ সমান এবং স্বাধীন হলাম। আমরা বলতে চাচ্ছিলাম, 'সকলে'। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, একেবারে সকলে নয়। কারণ :

অধীনতারও ক্ষেত্র আছে যেগুলিকে 'অনুমোদন করতে হয়'।

অবশ্য এগুলির ব্যাখ্যার "ভিত্তি ইচ্ছা হিসাবে দু'ই ইচ্ছার কর্ম নয়,

এদের ভিত্তি তৃতীয় কোনো ক্ষেত্র, যেমন শিশুদের ক্ষেত্র, যার মূলে রয়েছে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অসম্পূর্ণতা।

বাহরা দেওয়ার বিষয় বটে। অধীনতার ভিত্তি আমাদের অনুমোদন করতে হবে ইচ্ছা হিসাবে, দুই ইচ্ছার কর্মে নয়। স্বাভাবিক কথা। কারণ ইচ্ছার একটা কর্মকে তো বাস্তবে যথার্থই বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্রের অবস্থাটি কি? এবং এই তৃতীয় ক্ষেত্রটিই বা কি? একটি ইচ্ছাকে বাস্তবে নিষ্ফল করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও যথেষ্ট হয়নি। আমাদের বাস্তবতার দার্শনিক বাস্তব থেকে এত দূরে সরে গেছেন যে, বিমূর্ত শব্দ 'ইচ্ছার' প্রতিকূলে এবার তিনি এই ইচ্ছার বস্তুগত বিষয়কে 'তৃতীয় ক্ষেত্র' বলে আখ্যায়িত করতে চাচ্ছেন। সে যাহোক আমাদের বলতে হচ্ছে যে, অধিকারের সমতাও ব্যতিক্রমহীন নয়। তারও একটি ব্যতিক্রম আছে। অন্তত যে-ইচ্ছার আত্মনিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট নয় তার ক্ষেত্রে এটি খাটে না। এটি পশ্চাদপসরণ নং ১

আর একটু এগুনো যাক।

এক ব্যক্তির মধ্যে যেখানে মানুষ এবং পশু মিলিত হয় সেখানে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে মানুষ তার পক্ষ থেকে প্রশ্ন তুলে বলা যায় তার আচরণ কি এমন হবে যেন দুটি মানুষ পরস্পরের মোকাবিলা করছে . . .' এই পার্থক্যের ভিত্তিতে যে সম্পর্ক উদ্ভূত হতে পারে সেই সম্পর্কই হচ্ছে আমাদের কল্পিত দু'জন অসম নৈতিক ব্যক্তি, যাদের একজনের ভেতরে যথার্থ পশুর চরিত্রই বিদ্যমান, তাদের মধ্যকার চরিত্রগত সম্পর্ক...

এবার পাঠকবর্গ দেখুন একজন জেসুইট পাদ্রীর ন্যায় ডানে বাঁয়ে মোচড় দিয়ে ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাবার বিসদৃশ কসরতের মাধ্যমে হের ডুরিং কিভাবে যথার্থ মানুষের মোকাবিলায় পাশবিক মানুষকে দাঁড় করাতে চাচ্ছেন। হের ডুরিং দেখাতে চাচ্ছেন কিভাবে, কি কৌশলে তাঁর শাশ্বত নৈতিকতার নীতির বিচ্যুতিবিহীন হয়ে যথার্থ মানুষ কূট-কৌশল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা সন্ত্রাসবাদ-যে কোনো উপায়ের দ্বারা সেই পাশবিক মানুষকে দ্বন্দ্বে পরাস্ত করতে পারে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে দুইজন মানষ যখন 'নৈতিকভাবে অসমান' তখনো আর সমতা অস্তিত্বমান থাকে না। এই যদি পরিণাম তাহলে একেবারে সমান দুই মানুষকে যাদু মন্ত্রে তৈরি করে লাভ কি হলো? এ কসরত নিস্ফল হতে বাধ্য। কারণ, নৈতিকভাবে একেবারে সমান-এরূপ কোনো দু'জন মানুষের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু হের ডুরিং-এর অসমতার মূল হচ্ছে এরূপ যে, এক ব্যক্তি যেখানে মানুষ, আর এক ব্যক্তির মধ্যে সেখানে পশুত্বের কিছু পরিমাণ নিহিত আছে। কিন্তু পশুত্বের কম বেশি পরিমাণ থেকে কোন্ মানুষ মুক্ত হতে পারে? কারণ পশু হতে মানুষের বিবর্তনের মধ্যেই মানুষের পশুত্ব সত্তাগতভাবে নিহিত। বাস্তবতার দর্শনের বাইরে, মানবিক আর পাশবিক ভালো এবং মন্দ, নেকড়ে এবং মেষ — মানবজাতির এরূপ দ্বৈত বিভাগ খ্রিস্টধর্মেরই বৈশিষ্ট্য। খ্রিস্টধর্মের অবশ্য আর এক বিশ্বাস হচ্ছে, ঈশ্বর গোড়াতে এরূপ বিভাগ নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু বাস্তবের দর্শনের ক্ষেত্রে এই বিভাগের শেষ বিচারকটি কে? এ ক্ষেত্রেও আমাদের আন্দাজ করতে হয় খ্রিস্টান ধর্মে যেরূপ, এখানেও সেরূপ পবিত্র নেকড়েকুলই অধম মেষকুলের বিচারকের ভূমিকা পালন করবে এবং তাদের সে বিচারকার্যে দক্ষতার কোনো অভাব ঘটবে না। বাস্তবতার দার্শনিকদের একটি সম্প্রদায় যদি কখনো সৃষ্টি হয় তাহলে তারা নিশ্চয়ই পবিত্র পাদ্রীদের নিজেদের চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করবেন না। যে যাহোক এ নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন নই। যা আমাদের আগ্রহের বিষয় সে হচ্ছে এই যে, নৈতিক অসমতার কারণে সমতা যে আবার অন্তর্হিত হয়েছে, এই সত্যটিও স্বীকৃত হলো। এটি তাহলে দাঁড়াল হের ডুরিং-এর পশ্চাদপসরণ নং ২ আরো একটু অগ্রসর হওয়া যাক :

> কোনো মানুষ যদি সত্য এবং বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কর্মরত হয় এবং অপর একজন যদি তার কর্মের ভিত্তি করে কুসংস্কার এবং বদ্ধমূল ধারণাকে ... তাহলে স্বভাবতঃই হস্তক্ষেপ সংঘটিত হবে ... অক্ষমতা, পাশবিকতা, চরিত্রের বিকারের পরিমাণের একটি বিন্দুতে সংঘর্ষ সর্বদাই অবশ্যম্ভাবী ... শিশু এবং উন্মাদদের ক্ষেত্রেই যে চরমে জবরদস্তি প্রয়োগ করতে হয় তা নয়। প্রকৃতিগত এবং সাংস্কৃতিক কোনো শ্রেণীর মানুষদের সকলের চরিত্রের কারণে তাদের ইচ্ছাকে বাধ্য তথা অধীন করারও প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য ভাবে দেখা দিতে পারে। সমাজের সামাজিক বন্ধনে এদের প্রত্যাবর্তিত করতে হলে এটা আবশ্যক। কারণ, এদের চরিত্রের বিকারের ফলে এরা বৈরী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও বৈরি ইচ্ছাকে সমঅধিকারের অধিকারী বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এর ক্ষতিকর এবং বৈরীকর্ম এদেরকে "সমান করে দেওয়ার" অবস্থা সৃষ্টি করে। ফলে যখন এদের বিরুদ্ধে জোরের প্রয়োগ হয়, তখন একে তাদের নিজেদের অন্যায় আচরণের ফলশ্রুতিতে অপর কিছু ভাবার তাদের আর অধিকার থাকে না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে কেবল নৈতিক অসমতা নয় মানসিক অসমতাও দুই ইচ্ছার 'পরিপূর্ণ সমতা'কে বিদূরিত করার কারণ হিসাবে যথেষ্ট এবং এ কারণে এমন একটি নৈতিকতাকেও তৈরি করা যায় যার মাধ্যমে তুর্কিস্তানের রুশ বর্বরতাসহ পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভ্য দস্যু রাষ্ট্রসমূহের কুখ্যাত কর্মকান্ডের ন্যায্যতা প্রমাণ করা যায়। তাই ১৮৭৩ সনের খর মৌসুমে যখন জেনারেল কাউফমান ইয়মুদদের তাতার গোত্রকে আক্রমণ করে তাদের শিবিরগুলোকে ভস্মীভূত করার এবং স্ত্রী পুত্র পরিজন শিশুদের "ককেশীয় কায়দায়" নির্বিচারে হত্যা করার হুকুম দিয়েছিল তখন তারও ঘোষণা ছিল যে, এই বিকৃত, বিভ্রান্ত, বৈরী ইয়মুদদের ইচ্ছাকে সমাজের সামগ্রিক বন্ধনের মধ্যে প্রত্যাবর্তিত করার অনিবার্য প্রয়োজনের খাতিরেই তাকে এ কাজ করতে হচ্ছে এবং যে উপায়ে কাজটি সমাধা করা হয়েছে যে উপায়টি লক্ষ্য সাধনের উপযুক্ত ছিল। কারণ লক্ষ্যকে যে সাধন করতে চায় উপযুক্ত মাধ্যমও তাকে গ্রহণ করতে হয়। তবু জেনারেল কাউফমানের পক্ষে একথা বলা যায় যে, নির্যাতন অন্তত এত দূর পৌঁছায়নি যে এর পরেও ইয়মুদদের অপমানিত করে সে দাবি করবে, এ হত্যাযজ্ঞ আসলে ইয়মুদদের ইচ্ছার সমঅধিকারের প্রতি তার সম্মান প্রদর্শন বৈ আর কিছু নয়। এখানেও দেখা যাচ্ছে এই বিরোধের ক্ষেত্রে কোন্‌টা সংস্কার এবং বদ্ধমূল ধারণা, চরিত্রের বর্বরতা এবং বিকার এবং কখন সমান করে দেওয়ার স্বার্থে জবরদস্তি এবং দমনকে প্রয়োগ করা তার শেষ বিচার করেন সত্য আর বিজ্ঞান তথা বাস্তবতা দর্শনের ভিত্তিতে তাঁদের কর্মকান্ড পরিচালিত করার দাবি করেন সেরা যে ব্যক্তিগণ তাঁরাই। কাজেই এবার ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, সমতা মানে হচ্ছে জোর করে সমান করে, দেওয়া এবং দ্বিতীয় এই ইচ্ছা প্রথম ইচ্ছার দ্বারা দমনের মাধ্যমে সমঅধিকার সম্পন্ন ইচ্ছা বলে স্বীকৃত। এই হচ্ছে পশ্চাদপসরণ নং ৩। এর অধঃপতন ঘটেছে ঘৃণ্য পলায়নে।

প্রসঙ্গত বলি : দমিত হওয়ার মাধ্যমে দমিত ইচ্ছার সমঅধিকারের ভোগের কথাটি আসলে 'দন্ড দন্ডিতের প্রাপ্য অধিকার' — মূলক হেগেলীয় তত্ত্বেরই বিকৃতি বৈ আর কিছু নয়।

> হেগেলের কথায় : দন্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অপরাধীর অধিকার এবং সে কারণে অপরাধী যখন দন্ডিত হয় তখন সে যৌক্তিক প্রাণী হিসাবে সম্মানিত হয়।
>
> [হেগেলের ফিলসফি অফ রাইট বা অধিকারের দর্শন]

এখানে হের ডুরিংকে ছেড়ে দিতে হয়। তিনি একেবারে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে সমতার এবং সাধারণ মনুষ্য-সার্বভৌমত্বের যে সৌধ তৈরি করেছিলেন তার এরূপ খন্ডিত ধ্বংস সাধনের প্রক্রিয়ার পেছনে আর ছুটে আমাদের লাভ নেই। তাছাড়া তিনি কিভাবে তার 'দুই মানুষ' নিয়ে সমাজটাকে সৃষ্টি করেন এবং আবার রাষ্ট্র তৈরির জন্য তাঁর একজন তৃতীয় পুরুষের আবশ্যক হয়, কারণ মোদ্দা কথা তৃতীয় একজন না হলে সংখ্যাধিক্যের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয় এবং এই সকল অনুষঙ্গ ব্যতিরেকে এবং সে কারণে সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগুরুর শাসন ব্যতীত কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অসম্ভব ইত্যাকার ব্যাপার অবশ্যই কৌতুকের। এর পরে হের ডুরিং বেশ ধীরেসুস্থে নিস্তরঙ্গ জলাভূমিতে তাঁর সৃষ্টির পোত চালনা করে ভবিষ্যতের এক সামূহিক রাষ্ট্রকে তৈরি করে চলেন। এমন পরিক্রমার কোনো এক শুভ সকালে তাঁর এই রাষ্ট্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে সাক্ষাৎ ঘটে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমানে যা আমাদের বক্তব্য তা হলো এই যে আমরা দেখলাম, দুই ইচ্ছার পরিপূর্ণ সমতা ততক্ষণ পর্যন্তই মাত্র বজায় থাকছে যতক্ষণ পর্যন্ত এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই ইচ্ছা 'কোনো কিছুই ইচ্ছা করেন না' এবং যখনই বিশুদ্ধ ইচ্ছা হিসাবে "মনুষ্য ইচ্ছা না থেকে মূর্ত ব্যক্তিক ইচ্ছা তথা দু'জন বাস্তব মানুষের ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয় তখনি সমতার শেষ ঘটে যায় এবং তখনি উদিত হয় একদিকে শৈশব, মস্তিষ্ক-বিকার, তথাকথিত পাশবতা, সংস্কার, বদ্ধমূল ধারণা এবং অক্ষমতা এবং অপর দিকে মানবতা ও জ্ঞান ও সত্যের মালিকানা। ফলত এই দুই ইচ্ছার সকল গুণগত ও বুদ্ধিগত পার্থক্য এদের অসমতার যুক্তি, এমনকি দাসত্বের সম্ভাব্য পরিণামের যুক্তি হিসাবে সমুপস্থিত হয়। হের ডুরিং নিজে যখন তাঁর সমতার সৌধকে এমন গভীর-গামী এবং মূলগতভাবে ধ্বংস করে দিলেন তখন তাঁর নিকট অধিক আর কি আমরা প্রত্যাশা করতে পারি?

কিন্তু হের ডুরিং যে অগভীর ও শিক্ষানবীশীভাবে সমতার ধারণাটি আলোচনা করেছেন সে প্রসঙ্গ যদি আমরা শেষ করে থাকি, তার অর্থ এই নয় যে, সমতার ধারণাটি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে গেছে।

রুশোর আলোচনার কারণে সাম্যের ধারণা যেমন একটি তাত্ত্বিক ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি মহান ফরাসি বিপ্লবের কারণে এই ধারণা বিপ্লবের মধ্যে এবং বিপ্লবের পরবর্তীকালে একটি বাস্তব রাজনৈতিক ভূমিকাও সাধন করেছে। এবং আজও প্রায় প্রত্যেক দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে এই সাম্যের ধারণা একটি আলোড়নকারী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই ধারণার বৈজ্ঞানিক অর্থকে নির্দিষ্ট করা হলে তা সর্বহারার আন্দোলনেও মূল্যবান অবদান রাখবে।

সমতার প্রশ্নে একেবারে প্রাচীন কাল থেকে যে ভাবটি চলে এসেছে সে হচ্ছে এই যে, মানুষ হিসাবে সকল মানুষের মধ্যেই কিছু সমানতা বিদ্যমান এবং সেদিক থেকে সকল মানুষই সমান। কিন্তু আধুনিক কালের সাম্যের যে দাবি তা একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার। এ হচ্ছে মানুষ হিসাবে মানুষের সেই মূল সমতার অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে কোনো একটা সমাজের সকল নাগরিকের জন্য অথবা কোনো সমাজের সকল সদস্যদের জন্য সমান রাজনৈতিক এবং সামাজিক মর্যাদার দাবি। তবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সেই মূল সমতার ধারণা থেকে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনে মানুষের মধ্যে সাম্যের দাবির বোধ জাগ্রত হওয়ার পূর্বে, এমন কি সাম্যের এই সিদ্ধান্ত যে স্বাভাবিক তথা প্রাকৃতিক এবং স্বতঃসিদ্ধ — এমন বোধের উদয়ের পূর্বে মানুষের জীবনের ইতিহাসে সহস্র সহস্র বৎসরকে অতিক্রান্ত হতে হয়েছে। একেবারে আদিম মনুষ্য-সমাজসমূহে সমঅধিকার কেবল বিশেষ সমাজের সদস্যদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারত ; মেয়েরা, দাসগণ এবং বহিরাগতগণ প্রচলিত রীতি হিসাবেই সমতার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকত। গ্রিক এবং রোমানদের মধ্যে সমতার চাইতে অসমতার দিকটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রাচীনদের নিকট গ্রিক এবং বর্বরগণ অ-দাস এবং দাস, নাগরিক এবং অ-নাগরিক কিংবা বৃহৎভাবে বললে রোমান নাগরিক ও রোমান প্রজা, এদের সকলের সমান রাজনৈতিক মর্যাদা থাকবে — এরূপ ধারণা প্রাচীনদের নিকট অদ্ভুত বলে বোধ হতো। রোমান সাম্রাজ্যে অবশ্য দাস এবং অ-দাস ব্যতীত বাকি অসমতার ব্যাপারগুলি ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এবং এর ভিত্তিতেই অন্তত অ-দাস বা স্বাধীন নাগরিকের ক্ষেত্রে রোমান আইনের বিকাশের উৎস অর্থাৎ ব্যক্তির সঙ্গে সমান — এই বোধের উদ্ভব ঘটে। রোমান আইনের এই এক বৈশিষ্ট্য যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে আইনের বিকাশের যে কথা আমরা জানি তার মধ্যে রোমানদের আইনই হচ্ছে সর্বাধিক বিকাশিত আইন। কিন্তু স্বাধীন নাগরিক আর দাস–এই দু'-এর মধ্যে অসমতার ব্যবধান যত দিন বিরাজমান ছিল ততদিন মানুষের সাধারণ সমতার ভিত্তিতে কোনো সামাজিক আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো কথা আদৌ চিন্তা করা যেত না। কেবল প্রাচীন কালের ব্যাপারে নয়। এর দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিককালে উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দাসপ্রথাযুক্ত রাজ্যসমূহের মধ্যে আমরা দেখেছি।

খ্রিস্টীয় ধর্মে সকল মানুষের যে একটি মাত্র সমতার সাক্ষাৎ আমরা পাই সে সমতাটি হচ্ছে, মানুষ সকলেই মূল পাপে পাপী। দাস এবং নির্যাতিতের ধর্ম হিসাবে এই ধারণাটি ছিল যথার্থই এই ধর্মের চরিত্রোপযোগী। এই সমতার বাইরে যে সমতার উপর এই ধর্মে আমরা গুরুত্ব দেবার প্রবণতা দেখি সে হচ্ছে ঈশ্বরের নির্বাচিত পবিত্র পুরুষদের সমতা। একেবারে গোড়াতে এই ক্ষেত্রটির উপর বিশেষ জোরদানের ব্যাপারটির সাক্ষাৎ মেলে। এই নতুন ধর্মের সূচনাতে যৌথ মালিকানার যে লক্ষণ দেখা গিয়েছিল তার উৎসেও ছিল প্রধানত নির্যাতিতের একতা বোধ, সত্যকার কোনো সমতার বোধ নয়। কিন্তু অল্পকিছু কালের মধ্যেই আমরা দেখি খ্রিস্টান ধর্মের পাদ্রী এবং সাধারণ ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে যে পার্থক্য চিহ্নিত করা হ'ল তার দ্বারা খ্রিস্টান ধর্মের সূচনার সেই খ্রিস্টীয় সমতারও অবসান ঘটান হ'ল।

পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে, সমগ্র পশ্চিম ইউরোপকে জার্মানগণ ছেয়ে ফেলেছে এবং ক্রমান্বয়ে সমাজের মধ্যে যে অভূতপূর্ব এবং জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম তারা তৈরি করে তুলল তার ফলে শত শত বছর যাবৎ সাম্যের ধারণা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু এর অন্য ফল একই সময়ে এই ঘটল যে, অভিযানে পশ্চিম আর মধ্য ইউরোপ একটা ঐতিহাসিক বিকাশের পর্যায়ে প্রবেশ করল। এই সর্বপ্রথম একটা সংবদ্ধ সাংস্কৃতিক এলাকার সৃষ্টি হ'ল। এবং এই অঞ্চলের মধ্যেই সর্বপ্রথম কতগুলি পারস্পরিক প্রভাবময় এবং একের উপর অপরের নিয়ন্ত্রণ–মূলক প্রধানত জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের একটা ব্যবস্থা উদ্ভূত হলো। এর ফলেই তৈরি হলো সেই সড়ক যার উপরই মাত্র পরবর্তীকালে উদ্ভূত হতে পেরেছিল মানুষের অধিকার এবং মর্যাদার সমতার প্রশ্ন।

তা ছাড়া মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের গর্ভেই বর্ধিত হতে লাগল সেই শ্রেণীটি ইতিহাসের পরবর্তী বিকাশে যার কাঁধে ন্যস্ত হয়েছিল সাম্যের আধুনিক দাবির নিশানকে বহন করবার দায়িত্ব। বর্ধিত হতে লাগল সামন্তবাদের গর্ভে নতুন এই শ্রেণীটি অর্থাৎ বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি শ্রেণী। গোড়াতে এ শ্রেণী সামন্ততন্ত্রেরই অঙ্গীভূত ছিল। কালক্রমে এ তৈরি করলো প্রধানত হস্তশিল্প এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বিখ্যাত সব সামুদ্রিক অভিযান যখন এই নতুন শ্রেণীর সম্মুখে খুলে দিল বৃহত্তর সম্ভারনার এক জীবনকে তখন বিকশিত হলো এই সমাজের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পর্যায়ের এক দ্রব্যবিনিময় ব্যবস্থা। পূর্বে যেখানে বাণিজ্য চলত কেবল ইটালি এবং লেভান্ত তথা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সেখানে এবার ইউরোপকে অতিক্রম করে বাণিজ্যের শাখা বিস্তারিত হলো একদিকে আমেরিকা অপর দিকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত। এবং অচিরকালমধ্যে এ বাণিজ্য গুরুত্বের দিক দিয়ে অতিক্রম করল যেমন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিদ্যমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাণিজ্যকে তেমনি তা অতিক্রম করল প্রত্যেকটি দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে। আমেরিকার স্বর্ণ ও রৌপ্য ইউরোপকে প্লাবিত করে ফেলল এবং এক ধ্বংসাত্মক বীজ হিসাবে সে প্রবিষ্ট হতে লাগল সামন্ততান্ত্রিক সমাজদেহের প্রতিটি ফাঁক, ফাটল ও ছিদ্রের মধ্যে। ফলে হস্ত শিল্পের পক্ষে এই ঊর্ধগামী চাহিদার যোগান দেওয়া আর সম্ভব হলো না। আর তাই সবচাইতে অগ্রসর দেশগুলিতে দেখা গেল হস্ত শিল্পের জায়গাতে সৃষ্টি হয়ে গেছে কারখানা শিল্প।

কিন্তু সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে সংঘটিত এই মহা পরাক্রমশালী বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এল না। রাষ্ট্র ব্যবস্থা তখন সামন্ততান্ত্রিক — অথচ সমাজ ক্রমাধিক পরিমাণে ধারণ করছে পুঁজিবাদী চরিত্র। বৃহৎ আকারের ব্যবসায় এবং বিশেষ করে আন্তর্জাতিক এবং তার চেয়েও অধিক বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন পণ্যরাজির এমন এক শ্রেণী-মালিকের যারা তাদের যাতায়াত এবং চলাচলে নিয়ন্ত্রণহীন এবং সে কারণে যাদের সকলেই সমান অধিকারের অধিকারী, তাদের পণ্যের বিনিময়ের জন্য প্রয়োজন এমন আইনের যার বিধান অন্তত এলাকার ভিত্তিতে ব্যবসায়ে রত সকলের জন্য সমান। হস্তশিল্প থেকে কারখানা শিল্পের এই রূপান্তরের আর এক পূর্বশর্ত হচ্ছে এমন একদল শ্রমিকের যারা একদিকে যেমন মুক্ত হবে গিল্ডের বন্ধন থেকে, তেমনি মুক্ত হবে উৎপাদনের পুরনো উপায় থেকে যেন তারা ব্যবহার করতে পারে নিজেদের শ্রমশক্তিকে, প্রয়োজন তেমন শ্রমিকদের যাদের স্বাধীনতা রয়েছে পণ্য উৎপাদকের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তিকে ভাড়া খাটাবার চুক্তিতে আবদ্ধ হবার এবং সে দিক থেকে উৎপাদকের অধিকারের সমান অধিকার রয়েছে যার। এবং পরিশেষে এল সকল মনুষ্য শ্রমের সাম্য এবং সমান মর্যাদার অবস্থা। কারণ মানুষের শ্রম হিসাবে মনুষ্য শ্রমের সাম্যের অচেতন কিন্তু সবচাইতে স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল্যের সেই বিধানে যার মূল কথা হচ্ছে যে কোনো পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় উক্ত পণ্যে অন্তর্ভুক্ত সামাজিক শ্রমের দ্বারা। (পুঁজিবাদী সমাজে উদ্ভূত সাম্যের আধুনিক ধারণাকে সর্বপ্রথম উৎঘাটিত করেন মার্কস তার 'পুঁজি' নামক গ্রন্থে।)

অথচ রাজনৈতিক অবস্থাটা রইল অর্থনৈতিক অবস্থার বিপরীত হয়ে : যেখানে অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল স্বাধীনতা এবং সমঅধিকারের, সেখানে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা গিল্ডের নিয়ন্ত্রণ আর বিশেষ সুবিধার শৃঙ্খল দিয়ে তাকে প্রতিপদে বাধাগ্রস্ত করতে লাগল। স্থানীয় সুবিধাসমূহ, নানা হারের কর, এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যতিক্রমী আইন কেবল যে বৈদেশিক এবং উপনিবেশে বাসকারী ব্যবসায়ীদেরই স্বার্থের প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াল তাই নয়, অনেক সময়ই এ সকল নিয়মনিষেধ জাতীয় ব্যবসায়ীদেরও এক একটা শ্রেণীর সমগ্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করত। সর্বত্রই এবং সর্বদাই গিল্ডের নতুন সব সুবিধার দাবি শিল্পের উৎপাদনের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে দিত। কোথাও, পুঁজিপতি প্রতিযোগীদের জন্য যা ছিল অপরিহার্য এবং ক্রমাধিক পরিমাণে জরুরি, চাহিদার ব্যাপারে সেই নির্বাধ সড়ক এবং প্রতিযোগীদের মধ্যে সমসুযোগের অবস্থা — তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ একবার যখন ব্যাপারটাকে যুগের আওয়াজে পরিণত করে দিল তখন সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তির দাবি এবং সামন্ত অসমতাকে উচ্ছেদ করে সমঅধিকারের অবস্থা সৃষ্টি প্রয়াসের তাৎপর্য অচিরকাল মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিবার্যরূপে ব্যাপকতর হ'য়ে দাঁড়াল। যদি দাবিটা উত্থাপিত হয়েছিল শিল্প এবং ব্যবসায়েরই স্বার্থে, কিন্তু বিপুল সংখ্যক যে কৃষককুল একেবারে ভূমিদাসত্ব থেকে শুরু করে, নিজেদের শ্রমসময়ের বৃহত্তর অংশকে 'লিজ-লর্ড', বা জমিদারের সেবায় বিনাখেসারতে ব্যয় করতে ছিল বাধ্য, তদুপরি যারা আরো অসংখ্য দায়ে ছিল বদ্ধ সামন্ত প্রভু এবং রাষ্ট্রের কাছে, তাদের জন্যও এই অধিকারের দাবি তোলা প্রয়োজন ছিল পুঁজিপতি, উৎপাদক আর ব্যবসায়ীদেরই। অপর দিকে সামন্তবাদী সুবিধাসমূহের তথা কর বা ট্যাক্স প্রদানের দায়িত্ব থেকে যে স্বাধীনতা সামন্তপ্রভুরা ভোগ করত এবং রাষ্ট্রের প্রতিপত্তিশালী অংশসমূহ যে রাজনৈতিক সুবিধা একচেটিয়া করে রেখেছিল তার বিলোপের দাবি ওঠাও ছিল অবশ্যম্ভাবী। রোমান সাম্রাজ্যের দিন তখন গত হয়েছে। মানুষ আর রোমান সাম্রাজ্যে বাস করছে না। সম-অধিকারের ভিত্তিতে সম্পর্কিত এবং ধনবাদী অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে প্রায় সমপর্যায়ে অবস্থিত একটা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে গেছে। কাজেই এটা তো ছিল কেবল সময়ের ব্যাপার যে, সাম্য এবং স্বাধীনতার আওয়াজ রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রের সীমানাকে অতিক্রম করে সর্বত্র বিস্তারিত হবে এবং এ দাবি মানব অধিকারের দাবি বলে ঘোষিত হতে থাকবে। তবু এই ঘোষিত মানব অধিকারগুলির চারিত্র বৈশিষ্ট্য যে ছিল বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী সে কথা এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত যে, আমেরিকার সংবিধানে যেখানে একদিকে স্বীকৃত হয়েছে মানুষের অধিকার, ঠিক একই সংবিধানে একই নিঃশ্বাসে সেখানে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে আমেরিকার কৃষ্ণকায় মানুষের দাসত্বকে। অন্যকথায় শ্রেণীগত সুবিধাসমূহ হলো নিষিদ্ধ আর বর্ণগত সুবিধাসমূহ হলো স্বীকৃত।

কিন্তু এ কথাও তো সুপরিজ্ঞাত যে, যে-মুহূর্ত থেকে বুর্জোয়া সম্প্রদায় সামন্ততন্ত্রের চৌহদ্দীকে অতিক্রম করতে সক্ষম হলো, যখন থেকে মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রের অঙ্গ থেকে এই সম্প্রদায় একটা আধুনিক শ্রেণীতে পরিণত হলো তখন থেকে অনিবার্যরূপে তার সঙ্গী হয়ে দাঁড়াল তারই প্রতিচ্ছায়া তথা প্রলেটারিয়েট শ্রেণী। এবং ঠিক একইভাবে সাম্যের বুর্জোয়া দাবির বরাবর উচ্চারিত হতে লাগল সর্বহারার সাম্যের দাবি এবং যে মুহূর্ত থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী দাবি উত্থাপন করল শ্রেণী সুবিধার বিলোপের, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে দাবি উচ্চারিত হলো শ্রেণীসমূহেরই বিলুপ্তির। এ দাবি প্রকাশের রূপ প্রথমে ছিল ধর্মীয় ; এর প্রবণতা ছিল আদি খ্রিস্টীয় সাম্যকে আরাধ্য মনে করার ; কিন্তু পরবর্তীকালে বুর্জোয়ার সাম্যবাদী তত্ত্ব থেকেই প্রলেটারিয়েট তার নিজের দাবির যুক্তিগত সমর্থনকে সংগ্রহ করেছে। গোড়াতে সর্বহারা বিশ্বাস করেছে বুর্জোয়ার ঘোষণাকে — বিশ্বাস করেছে ঘোষিত সাম্য কেবল কথার সাম্য হবে না, এ সাম্য প্রযুক্ত হবে না কেবল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে। বিশ্বাস করেছে এ সাম্য হবে যথার্থ সাম্য এবং এ অবশ্যই বিস্তারিত হবে তার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে। বিশেষ করে মহান বিপ্লব থেকে শুরু করে, ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণী যখন থেকে রাজনৈতিক সাম্যের প্রশ্নকে সামনে ধরতে লাগল তখন থেকে ফরাসি সর্বহারা শ্রেণীও প্রত্যেকটি বুর্জোয়া দাবির বরাবর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দাবি সোচ্চারে ঘোষণা করে এসেছে। এমনিভাবে, বিশেষ করে ফরাসি সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষেত্রে, সাম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের সংগ্রামের মূল আওয়াজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বহারা শ্রেণীর মুখে উচ্চারিত সাম্যের দাবির তাই দু'টি অর্থ। এ দাবি একাদিকে ছিল বিদ্যমান 'সামাজিক অসাম্য তথা ধনী এবং দরিদ্রের, সামন্ততান্ত্রিক প্রভু এবং তার ভূমিদাসদের, অতিভুক্ত এবং অভুক্তদের মধ্যকার নগ্ন বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বিশেষ (পেজান্টস ওয়ার বা কৃষক যুদ্ধকালের অবস্থা দৃষ্টান্ত হিসাবে স্মরণীয়)। এদিক থেকে এ প্রকাশ ছিল সর্বহারার বিপ্লবী অনুভূতির প্রকাশ মাত্র — এবং এর বাস্তব সার্থকতা এতেই ছিল সীমাবদ্ধ। অপরদিকে সর্বহারার সাম্যের এই দাবি জাগ্রত হয়েছে বুর্জোয়াদের সাম্যের দাবির প্রতিক্রিয়া হিসাবে। সর্বহারা বুর্জোয়াদের সাম্যের দাবি থেকে যেমন কম বেশি পরিমাণে সঠিক এবং অধিকতর দূরগামী দাবি ক্রমান্বয়ে উত্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে, তেমনি একে ধনিকশ্রেণীর নিজের ঘোষণার ভিত্তিতে ধনিকশ্রেণীরই বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার হাতিয়ার হিসাবেও সে ব্যবহার করেছে। এক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের সাম্যের উত্থান পতনের মধ্যেই এ দাবির নিজের ভাগ্য জড়িত ছিল। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে সাম্যের জন্য সর্বহারার দাবির মূল ভাব ছিল : শ্রেণীসমূহের সামগ্রিক বিলোপ। কিন্তু সাম্যের যে দাবি প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যায় সে দাবি অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। এর বিভিন্ন দৃষ্টান্তের আমরা উল্লেখ করেছি এবং হের ডুরিং-এর ভবিষ্যৎ কল্পলোকে এর দৃষ্টান্তের আদৌ অভাব ঘটবে না। কাজেই বুর্জোয়া কিংবা সর্বহারার সাম্যের ভাবনা হচ্ছে ঐতিহাসিক বিকাশেরই একটি ফল বিশেষ। এর উদ্ভবের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অবস্থার — এবং এ অবস্থারও ভিত্তি ছিল তার পূর্বকার দীর্ঘ ইতিহাস। কাজেই আধুনিক সাম্যের এই ধারণা আর যাই হোক, শাশ্বত কোনো ব্যাপার নয়। আজ যদি সাধারণ মানুষের কাছে এ ধারণা কোনো না কোনো অর্থে নিত্য দিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং মার্কসের ভাষায় 'একটা জনপ্রিয় সংস্কারের নিবদ্ধতা' যদি এ প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তবে এর কারণ এর কোনো স্বতঃসিদ্ধতা নয়। এর কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তা-ভাবনা সমূহের বিস্তার এবং তাদের সর্বশেষ বিকাশ। কাজেই হের ডুরিং বিনাক্লেশে তাঁর 'দুই'-এর তত্ত্বকে যে সমতার ভিত্তিতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট করতে সক্ষম হন তারও কারণ ব্যাপারটি জনতার সংস্কারের কাছে একেবারে স্বাভাবিক বলে অনুভূত হচ্ছে। বস্তুত হের ডুরিং তাঁর দর্শনকে যে স্বাভাবিক বা 'ন্যাচারাল' বলে অভিহিত করেন তারও কারণ তাঁর দর্শনকে তিনি সেই সকল উপাদান থেকেই সংগ্রহ করছেন যেগুলি তাঁর নিকট স্বাভাবিক তথা ন্যাচারাল বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু এরা তাঁর কাছে স্বাভাবিক বলে কেন বোধ হচ্ছে, সে প্রশ্নটিকেই কেবল তিনি তাঁর জিজ্ঞাসার বাইরে রেখে দিচ্ছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১

নীতি এবং আইন : স্বাধীনতা এবং অনিবার্যতা

রাষ্ট্রনীতি এবং আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান আলোচনায় যে সকল বিধানের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেগুলি আমার সর্বাধিক সুবিস্তারিত বিশেষিত অধ্যয়নের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কাজেই এখানে বক্তব্যের সূচনাতে আমাদের বুঝতে হবে যে আমার বর্তমান আলোচনা আইন এবং রাজনীতির বিষয়ে আমার লব্ধ অনুমানসমূহের সঙ্গতিময় ব্যাখ্যা। গোড়াতে আমার বিশেষ গবেষণার বিষয় ছিল এই আইনগত বিষয়ই এবং এক্ষেত্রে আমি যে কেবল প্রথাগতভাবে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বছরের প্রস্তুতিকালকে ব্যয়িত করেছি, তাই নয়। আমার পরবর্তী তিন বছরের আদালতে আইনের ব্যবসায়তেও আমি আমার সে গবেষণা অব্যাহত রেখেছি। এবং একালে আমার বিশেষ উদ্দেশ্যই ছিল আমার জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক উপাদানকে গভীরতর করা। এবং একথাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ব্যক্তির আইনগত সম্পর্ক এবং তার বরাবরে এ সম্পর্কের অসম্পূর্ণতার বিষয়ে যে আত্মবিশ্বাস সহকারে আমি পর্যালোচনা উপস্থিত করেছি তা এ বিষয়ে বিদ্যমান গুণাগুণের উপর আমার সচেতন জ্ঞান ব্যতিরেকে সম্ভব হতো না।

যে ব্যক্তি এমন আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজের সম্পর্কে কথা বলতে পারেন তিনি গোড়া থেকেই আমাদের মনে বিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করেন। বিশেষ করে "হের মার্কস-এর এককালে সজ্ঞানভাবে অবহেলিত আইনবিষয়ক অধ্যয়নের" সঙ্গে তুলনাতে তো কোনো কথাই নেই। সে কারণেই আমরা বিস্মিত হই যখন দেখি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কবিষয়ক আইনের এরূপ বিশ্বাসপূর্ণ আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকছে কেবল আমাদের একথা বলাতে যে :

> আইনশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক চরিত্র অধিকতর অগ্রসর হতে পারেনি এবং দেওয়ানি বিধান অ-বিধান ব্যতীত কিছু নয়, কারণ এর ভিত্তি হচ্ছে জোরের উপর প্রতিষ্ঠিত সম্পত্তির স্বীকৃতি প্রদান এবং ফৌজদারি বিধানের চারিত্র-ভিত্তি হচ্ছে প্রতিহিংসা ..."

এই উক্তিটির নতুনত্ব কেবল এর 'স্বাভাবিক ভিত্তির' ওপর জড়ানো রহস্যের মোড়কটিই। তার অধিক কিছু নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হের ডুরিং-এর সিদ্ধান্তসমূহ সীমাবদ্ধ থাকছে আমাদের পরিচিত ত্রিত্বের মধ্যকার সম্পর্কে। তিনের এক অপরের উপর আঘাত হেনেছে, হিংসা তথা জোরের সৃষ্টি করেছে। আর হের ডুরিং ভয়ানকভাবে ব্যস্ত থাকছেন গবেষণা করে নির্ধারণ করতে আঘাতটা প্রথম হানল কে : কে উপ্ত করল মানুষের জীবনে হিংসা এবং দাসত্বকে? সেকি ত্রয়ের দ্বিতীয় কিংবা সে তৃতীয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে যাহোক আমাদের এই আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী আইনবিদ যিনি সমাধা করেছেন 'সর্বাধিক সুবিস্তারিত বিশেষিত অধ্যয়ন' এবং যিনি তাঁর সেই প্রজ্ঞাকে তিনবছরের আদালতের জীবিকা দ্বারা গভীরতর করেছেন, তাঁর চিন্তার আর একটু গভীরে আমাদের প্রবেশ করা উচিত।

হের ডুরিং লাসাল* সম্পর্কে আমাদের অবগত করে বলছেন :

> তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল একটি তহবিল বাক্সকে চুরি করার চেষ্টাতে প্ররোচনাদানের অভিযোগে' কিন্তু আদালতের পক্ষে কোনো দন্ডদান সম্ভব হলোনা, কারণ 'প্রমাণের অভাবে খারিজের' প্রচলিত নিয়ম এসে বিচারকদের সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'এবং তাতেই সম্ভব হয়েছিল লাসালের এই অর্ধ খালাসের' ভাগ্য।"

লাসাল-মামলার যে উল্লেখ হের ডুরিং এখানে করছেন তা উত্থাপিত হয়েছিল ১৮৪৮-এর গ্রীষ্মকালে কলোনের একটি সাময়িক আদালতে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাইন প্রদেশের প্রায় সমগ্র এলাকাতে যেমন, তেমনি কলোনে তখন জারি ছিল ফরাসি ফৌজদারি বিধি। কিন্তু এর সঙ্গে ব্যতিক্রম হিসাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ড এবং অপরাধের জন্য জারি করা হয়েছিল প্রুশীয় বিধান তথা ল্যান্ডরেকট। তাহলেও ১৮৪৮ এর এপ্রিলের মধ্যেই এই বিশেষ ধারাকে ক্যাম্পহশেন* বাতিল করে দিয়েছিলেন। 'অপরাধ করার প্রচেষ্টায় প্ররোচনা দান' এমন কথা বাদই দিলাম 'অপরাধে প্ররোচনা দান' (ইনসাইটিং) বলে ক্রিশ্চিয় বিধানে যে অনির্দিষ্ট কথা আছে, ফরাসি বিধানে তার কোনো স্থান নেই। ফরাসি বিধান স্বীকার করে অপরাধ সংঘটনে সুনির্দিষ্টভাবে উৎসাহদানকে** (ইনসটিগেশন)। আর এ অপরাধ দন্ডীয় হবে যদি উৎসাহদান সংঘটিত হয় "উপঢৌকন প্রদান, প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন, হুমকিদান, কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার অপব্যবহার, ষড়যন্ত্র আর নিন্দনীয় কৌশলের মাধ্যমে" (কোড পেনাল ৬০ নং ধারা)।*** প্রুশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় আদিষ্ট ছিল প্রুশীয় বিধান তথা ল্যান্ডরেকট দ্বারা এবং সে কারণে হের ডুরিং-এর ন্যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ও সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ফরাসি বিধান এবং ল্যান্ডরেকটের অস্পষ্টতা এবং অনির্দিষ্টতার মধ্যকার পার্থক্যকে উপেক্ষা করে লাসালকে একটা অসৎ উদ্দেশ্যমূলক বিচারে সোপর্দ

---

* লাসাল Lassale (১৮২৫-১৮৬৪) : জার্মান আইনবিদ। ষাটের দশকে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন, জেনারেল এ্যাসোসিয়েশন অব জার্মান ওয়ার্কার্স-এর একজন প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তাঁর অনুসৃত নীতিকে মার্কসবাদীগণ সুবিধাবাদী বলে আখ্যায়িত করে। আইনজীবী হিসাবে একটি বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় নিযুক্ত থাকাকালীন এই মামলা সংক্রান্ত কিছু নথী চুরি করার প্রচেষ্টায় প্ররোচনা দানের অভিযোগে লাসাল ১৮৪৮-এ অভিযুক্ত এবং গ্রেপ্তার হন। কিন্তু জুরীর বিচারে তিনি অভিযোগ থেকে খালাস পান।

* প্রুশীয় ল্যান্ডরেকট : ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত প্রুশীয় আইন। আইনের ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাৎপদতার ভিত্তি হিসাবে এই আইন প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে। এর অবসান ঘটে ১৯০০ খ্রিটাব্দে দেওয়ানি আইন বিধি প্রবর্তনের মাধ্যমে।

** এখানে ইংরেজি inciting এবং instigating শব্দদ্বয়ের মধ্যে আইনগত পার্থক্য বুঝানো হচ্ছে।

*** Code penal : ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন কর্তৃক প্রবর্তিত ফৌজদারি বিধি। নেপোলিয়ন কর্তৃক অধিকৃত জার্মানির পশ্চিম অঞ্চলেও এই বিধি প্রয়োগ করা হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক প্রুশীয় বিধানের চাইতে নেপোলিয়নের বিধান ছিল ধনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন এবং প্রগতিশীল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল। কিন্তু তাদের সে অপচেষ্টায় তারা লজ্জাজনকভাবেই ব্যর্থ হয়েছিল। আধুনিক ফরাসি আইন সম্পর্কে যে একেবারেই অজ্ঞ কেবলমাত্র তার পক্ষেই বলা সম্ভব যে ফৌজদারি বিধানের ভিত্তিতে প্রমাণ 'অভাবে' এই অর্থ মুক্তি সাধিত হয়েছিল। ফরাসি ফৌজদারি বিধান 'দন্ড' অথবা 'মুক্তি' এই দুটি অবস্থাকেই মাত্র স্বীকার করে : এই দু'এর মধ্যবর্তী কোনো অবস্থাকে নয়।

কাজেই আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, লাসালের বিরুদ্ধে 'ইতিহাসের এমন আড়ম্বরপূর্ণ আচরণকে' হের ডুরিং কিছুতেই এমন আত্মবিশ্বাস নিয়ে চিরস্থায়ী করে রাখতে পারতেন না কেবল যদি তাঁর হাতে 'কোড় নোপোলিয়ন'–এর একটি কপি কোনোকালেই এসে থাকতো।*

কাজে কাজেই আমাদের বলতে হচ্ছে যে, আসল ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে, মহান ফরাসি বিপ্লবের সামাজিক সাফল্যের ফলশ্রুতি হিসাবে তৈরি হয়েছিল আধুনিককালের একমাত্র যে দেওয়ানি আইনবিষয়ক সংহিতা, এবং ফরাসি বিপ্লবই যাকে আইনের আকার প্রদান করেছিল, আধুনিক সেই ফরাসি আইন সংহিতা সম্পর্কে হের ডুরিং ছিলেন একেবারেই অজ্ঞ।

অপর এক স্থানে দেখা যায় যে, ফরাসি আদর্শ অনুসরণ করে সমগ্র মহাদেশেই যখন সংখ্যাধিকের ভিত্তিতে জুরির বিচারব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তখন হের ডুরিং আমাদের শেখাচ্ছেন যে,

> হাঁ, ব্যাপারটার সঙ্গে পরিচিত হলে আমাদের অসুবিধা হবে না। ব্যাপারটি ইতিহাসগত দৃষ্টান্তবিহীনও নয়। জনমত যদি বিভক্ত হয় তাহলে আদর্শ সমাজে দন্ডদান যে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে এতে আর বিস্ময়ের কি আছে ... তবে ইতোমধ্যে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এরূপ 'গুরুত্বপূর্ণ' আর গভীরভাবে বৌদ্ধিক চিন্তা প্রচলিত ব্যবস্থার অনুপযোগী বলেই বিবেচিত হবে। কারণ, সাধারণ মানুষের জন্যে এটি অত্যধিকভাবেই উত্তম।

আবারও বলি, ইংরেজদের সাধারণ আইন তথা স্মরণাতীতকাল থেকে, অন্তত চতুর্দশ শতাব্দী থেকে, প্রচলিত অলিখিত আইনে কেবলমাত্র ফৌজদারি মোকদ্দমাতেই নয়, দেওয়ানি মামলাতেও সিদ্ধান্তের জন্য ঐক্যমতকে অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত বলে যে স্বীকার করা হয়েছে সে কথাটি হের ডুরিং এর অজ্ঞাত। কাজেই, 'গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীরভাবে বৌদ্ধিক' যে চিন্তা বর্তমানের দুনিয়ার জন্য 'অত্যধিক উত্তম' বলে গ্রহণের অযোগ্য, সেই ব্যবস্থা অন্ধকারতম মধ্যযুগ থেকে ইংল্যান্ডে আইনগত ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। এবং ইংল্যান্ড থেকে সে ব্যবস্থার আগমন ঘটেছে আয়ারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটিশ উপনিবেশসমূহে। তা সত্ত্বেও 'সর্বাধিক সুবিস্তারিত বিশেষিত

---

* Code Napolcon বা নেপোলিয়নের বিধানের অন্তর্ভুক্ত ছিল সিভিল কোভবা দেওয়ানী বিধি, দেওয়ানি বিধির পদ্ধতি, কমারশিয়াল কোড় ,ক্রিমিনাল কোড় বা ফৌজদারি বিধি এবং ফৌজদারি বিধির পদ্ধতি। এ সকল কোড় ১৮০৪–১৮১০ এই সময়ের মধ্যে গৃহীত হয়। সাধারণ ব্যবহারে কোড় নেপোলিয়ন দ্বারা দেওয়ানি বিধিকে বুঝান হয়। এঙ্গেলস এই বিধিকে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ক্লাসিকাল তথা চিরায়ত বিধি বলে অভিহিত করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যয়নের' মাধ্যমেও হের ডুরিং এসবের বিন্দুমাত্র আভাস পাননি! কাজেই জুরিদের ঐক্যমত যে সমস্ত বিষয়ের জন্য আবশ্যক তার এলাকার পরিধি 'প্রুশিয় ল্যান্ডরেকট অধ্যুসিত' ক্ষুদ্র এলাকার চাইতে সীমাহীনভাবেই যেমন বৃহত্তর, তেমনি সংখ্যাধিকের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এলাকার চাইতেও বৃহৎ। একমাত্র আধুনিক যে বিধানমালা তথা ফরাসি আইনের কথা আমরা বলেছি, হের ডুরিং কেবল যে সে আইন সম্পর্কেই অজ্ঞ, তাই নয়। তিনি অজ্ঞ সেই জার্মান তথা বৃটিশ আইন সম্পর্কেও যে আইন বর্তমানকাল অবধি রোমান কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীনভাই বিকশিত হয়েছে এবং সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। আর তিনি অজ্ঞ না হবেনই বা কেন? কারণ ইংরেজি কায়াদার আইনগত চিন্তা

> "জার্মানির মাটিতে উপ্ত প্রাচীন রোমক আইনবিদদের বিশুদ্ধ ধারণার মোকাবিলা করতে অবশ্যই অক্ষম।"

অধিকন্তু হের ডুরিং এর অভিমত হচ্ছে :

> "আমাদের ভাষার স্বাভাবিক গঠনের সামনে ইংরেজি ভাষী জগতের ভাষার বালসুলভ জগাখিচুরীর স্থান কোথায়?"

আমরা অবশ্য এর জবাবে স্পিনোজার ভাষায় বলতে পারি : 'ইগনোরেশিয়া নন্ এস্ট্ আরগুমেন্টাম : অজ্ঞতা কোনো যুক্তি হতে পারে না।*

কাজেই আমাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহন করা ছাড়া উপায় থাকে না যে, হের ডুরিং-এর আইন সম্পর্কে সর্বাধিক সুবিস্তারিত বিশেষিত অধ্যয়নের ভিত্তিতে ছিল তিন বছর যাবৎ করপাস জুরিস** এর বিশোষণ এবং তাঁর পরবর্তী আর তিনবছর মহান প্রুশীয় 'ল্যান্ডরেকট' এর বাস্তব অনুশীলন। এমন কর্ম অবশ্যই কৃতিত্বের ব্যাপার এবং বিগত দিনের প্রুশিয়াতে একজন জেলা জজ কিংবা উকীলের জন্য এর চাইতে অধিক কিছুর প্রয়োজন হতো না। কিন্তু যে ব্যক্তি সকল যুগ এবং জগতের জন্য আইনের একটা দর্শন দাঁড় করাতে চান তাঁর অবশ্যই প্রয়োজন পড়ে ফরাসি, ইংরেজ এবং আমেরিকান তথা যে জাতি সমূহ প্রুশীয়ল্যান্ড রেকট্ অধ্যুসিত জার্মানীর একটি ক্ষুদ্র প্রান্তের চাইতে নিঃসন্দেহে ভিন্নতর এক বৃহৎ ভূমিকা পালন করেছে তাদের আইন ব্যবস্থার সঙ্গে কিছু পরিমাণ পরিচয় থাকা।

সে যাহোক, ব্যাপারটি আর খানিকটা দেখা যাক।

---

* স্পিনোজা : (১৬৩২-১৬৭৭) সপ্তদশ শতকের ইউরোপের বিখ্যাত বস্তুবাদী দার্শনিক। ঈশ্বরই আদি কারণ, সব কিছুই তাঁর দ্বারা নির্দিষ্ট, ধর্মীয় পন্ডিতগণ এই দাবির যুক্তি হিসাবে বলতেন, কারণ 'আমরা অপর কোন কারণের কথা জ্ঞাত নই।' স্পিনোজা এই যুক্তির বিরোধিতা করে বলেন : অজ্ঞতা কোন যুক্তি হতে পারে না।

** Corpus Juris Civilis : রোমক সম্রাট জাসটিনিয়ান-এর দ্বারা ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রোমান রাষ্ট্রে প্রবর্তিত সম্পত্তি-সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের বিধি। পণ্য উৎপাদনী সমাজের এটাই ছিল প্রথম সুবিস্তারিত বিধি। ক্রেতা, বিক্রেতা, মহাজন, খাতক, চুক্তির দায় — বাস্তব জীবনের সম্পত্তিগত সকল সম্পর্কের বিস্ময়কর রূপে বিস্তারিত বিধানমালা এই আইনে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এঙ্গেলস এ কারণে এই বিধানকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> স্থানীয়, প্রাদেশিক আর জাতীয় আইন হিসাবে অভিহিত বিধি বিধানের যে বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎ আমরা পাই, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিধানহীনভাবে কোনো সময়ে সাধারণ আইন, কোনো সময়ে লিখিত আইন বলে অভিহিত হওয়ার এবং প্রায়শ যে গুরুত্বপূর্ন সমস্যার গায়ে একেবারে নির্দিষ্ট বিধানের চাপকান চাপিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং পরস্পর বিরোধী লক্ষ্যে ধাবিত হতে থাকে : বৈরাজ্য আর পরস্পরবিরোধিতার এমন যে নকশী কাঁথা, যেখানে বিশেষ অনেক সময়েই নির্বিশেষকে অতিক্রম করে যায় এবং নির্বিশেষ অতিক্রমে করে বিশেষকে, এমন বৈচিত্র্য দ্বারা নিশ্চয়ই আইনের কোনো পরিষ্কার ধারণা আমরা তৈরি করতে পারিনে।

কিন্তু প্রশ্ন হচেছ এই অস্পষ্টতার অবস্থান কোথায়? আমাদের আবারও বলতে হয়, তার অবস্থান সেখানে যেখানে প্রুশীয় ল্যান্ডরেকট্–এরই প্রতিপত্তি, যেখানে এই ল্যান্ডরেকট্–এর উপরস্থ কিংবা অধিনস্থ হয়ে বিদ্যমান থাকে প্রাদেশিক আইন আর স্থানীয় কানুন, বিরাজ করে এখানে সেখানে সাধারণ আইনও যেমন তেমনি অপরসহ অর্থহীন নিয়ম। এসব কিছুর কার্যকরতা বা মান্যতারও এত বৈচিত্র্য যে আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যবহারজীবীদের অন্তর থেকে সাহায্যের জন্য হের ডুরিং–এর উচ্চারিত আর্তরবের ন্যায় আর্ত–আহ্বান নির্গত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। আমরা বলি, ডুরিং সাহেবকে তাঁর প্রিয় প্রুশিয়ার সীমানারও বাইরে যেতে হবে না। আসুন তিনি এই রাইন পর্যন্ত। তাহলেই তাঁর প্রত্যয় হবে যে, বিগত সত্তর বছর ধরেই এখানে এগুলো কোনো সমস্যা নয়। অন্যান্য সভ্য দেশে যেখানে এইসব বাসি ব্যবস্থার বিলোপ ঘটেছে বহু পূর্ব থেকেই সে সব দেশের কথা আমরা এখানে উল্লেখ নাই করলাম। তদুপরি :

> খানিকটা কম স্থূলভাবে ব্যক্তির দায়িত্বকে 'কলেজিয়া' বা সরকারি অপর সংস্থাসমূহের অনির্দিষ্ট এবং গোপন সিদ্ধান্ত এবং কার্যের আড়ালে ঢেকে রাখা হয় যার ফলে ব্যাক্তর নিজ নিজ দায় দৃষ্টির অন্তরালে নিক্ষিপ্ত হয়।

আবার অপর একটি বাক্যে দেখা যায় :

> আমাদের বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তির নিজ দায়িত্বকে যৌথ সংস্থার দ্বারা আড়াল করার বিরোধিতাকে বিস্ময়কর এবং চরমকার্য বলেই গণ্য করা হবে।

এখন আমরা যদি বলি যে, ইংরেজদের আইনে বিচার বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যকে ভিন্নভাবে যেমন তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত স্থির করতে হয়, তেমনি তাঁকে আদালতে প্রকাশ্যে তাঁর সিদ্ধান্তের যুক্তি উল্লেখ করে ঘোষণা করতে হয়, তাহলে তথ্যটি হের ডুরিং এর কাছে বিস্ময়কর বলেই বোধ হবে। প্রশাসনিক যে যৌথ সংস্থার কথা হের ডুরিং বলছেন, যে সংস্থা না নির্বাচিত না তার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় প্রকাশ্যে, সেটা বস্তুতঃই প্রুশিয়ান ব্যবস্থা। অপর প্রায় সকল দেশেই এমন ব্যবস্থা অজানিত। আর সে কারণেই যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরোধিতা প্রুশিয়াতেই মাত্র বিস্ময়কর এবং কঠোর বলে বিবেচিত হতে পারে।

তেমনিভাবে জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু এবং শেষকৃত্যের বাধ্যতামূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে হের ডুরিং–এর যে অভিযোগ তাও প্রযোজ্য বৃহৎ সভ্য দেশসমূহের মধ্যে কেবল প্রুশিয়ার উপরই মাত্র। আর সেই প্রুশিয়াতেও রেজিষ্টিকরণের সাধারণ নীতি গৃহীত হওয়ার পর থেকে সেখানেও এর আর অস্তিত্ব নেই। হের ডুরিং তাঁর ভবিষ্যৎ 'সামাজিকানা'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা দ্বারা যা সাধন করার ক্ষমতা প্রকাশ করেছেন, এমনকি বিসমার্কও ইতোমধ্যে একটি সরল আইন দ্বারা* তার বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন।

'জুরিদের কার্যের জন্য অযথেষ্ট প্রস্তুতির' অভিযোগ তুলে একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে প্রুশিয়ার জেরেমিয়ার** ভূমিকা যেখানে তিনি পালন করার চেষ্টা করেছেন সেখানেও ব্যাপারটা একই। এ অভিযোগকে, 'প্রশাসনিক সকল কর্মচারীদের' উপরই বিস্তারিত করা যায়। এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে তাঁর যে হাস্যস্পদরূপে স্ফীত ঘৃণা এবং যে ঘৃণা তিনি সম্ভব সকল সুযোগেই প্রকাশ করে থাকেন, তাঁর সে বৈশিষ্ট্য তো বটেই, বাস্তবতার যে দার্শনিকের হৃদয় সকল রকম কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে ঘৃণা দিয়ে ভরা, সেই দার্শনিকদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জাল এত গভীর যে তিনি মধ্যযুগের ধর্মান্ধতার ঐতিহ্য হিসাবে প্রাপ্ত ইহুদীদের বিরুদ্ধে লোকপ্রিয় সংস্কারগুলিকে 'স্বাভাবিক ভিত্তি'র উপর প্রতিষ্ঠিত 'স্বাভাবিক বিধান' বলে আখ্যায়িত করতে দ্বিধা করেন না। এবং তিনি যখন বলেন যে,

> "সমাজতন্ত্র হচ্ছে একমাত্র সেই শক্তি যে জনসংখ্যার অবস্থাকে বেশ পরিমাণে ইহুদী মিশ্রণের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে পারে"

তখন তিনি পিরামিডের উচ্চতায় উত্তীর্ণ হয়ে যান। (ইহুদী সংমিশ্রণের দ্বারা অবস্থা তৈরি! কি অপূর্ব 'স্বাভাবিক' জার্মান!)

কিন্তু এই পাঁচালী আর নয়। যথেষ্ট হয়েছে। আইনের পান্ডিত্যের যে রাজকীয় দাবির সাক্ষাৎ আমরা পাচ্ছি তার মূলে পুরোনো প্রুশিয়ার নিতান্তই সাধারণ কোনো উকিলের বড়জোর একেবারে সাধারণ ব্যবসায়গত জ্ঞানের অধিক যে কিছু নেই, তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে সব কৃতিত্বের কথা হের ডুরিং বিরামহীনভাবে ব্যাখ্যা করছেন তার সীমানা সেই এলাকাটিতেই সীমাবদ্ধ যে এলাকাটিতে 'ল্যান্ডরেকটের' এর প্রাধান্য। যে রোমক আইন সম্পর্কে আজকের ইংল্যান্ডেও প্রত্যেক আইনজীবীই বিস্তারিতভাবেই পরিচিত সেই রোমক আইনের বাইরে হের ডুরিং-এর আইনের জ্ঞান আবদ্ধ থাকছে সমগ্রভাবে এবং একেবারেই প্রুশীয় ল্যান্ডরেকট-এ, তথা বুদ্ধিমান পিতৃতান্ত্রিক স্বৈরশাসকের হাতে তৈরি সেই বিধানের মধ্যে যার ভাষা এমন জার্মান, যে জার্মান ভাষায় হের ডুরিংই যেন শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন — এবং যে বিধান তার নৈতিকতার বাহুল্যে তার আইনের অস্পষ্টতা এবং অসংগতিতে, মানুষের উপর অত্যাচার এবং দন্ড হিসাবে এর বেত্রাঘাতের ব্যবস্থায় একেবারেই বিপ্লবের পূর্বযুগীয় ছাড়া আর কিছু নয়, আবদ্ধ থাকছে তেমন বিধানে। এর বাইরে যা কিছু আছে, আধুনিক ফরাসি দেওয়ানি বিধান এবং নিজস্ব বিকাশ এবং মহাদেশে কোথাও যেটা অজানিত সেই ব্যক্তি স্বাধীনতার নিরাপত্তাসহ বৃটিশ আইন : এ সবকিছুই হের ডুরিং এর নিকট অসৎ। যে দর্শনে স্থান নাই

---

* ১৮৭৪ সালে বিসমার্ক (১৮১৫-১৮৯৮) প্রুশিয়াতে জন্ম, মৃত্যু ও রেজিষ্ট্রি করার আইন প্রবর্তন করেন। পরবর্তী বছর সমগ্র জার্মান সাম্রাজ্যে এই আইনকে বিস্তারিত করা হয়। ক্যাথলিক সম্প্রদায় এর বিরোধিতা করত। সেদিক থেকে এ আইনের প্রবর্তন ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে বিসমার্কের 'সাংস্কৃতিক সংগ্রামের অংশ' বলে বিবেচিত হয়।

** জেরেমিয়া : ইহুদীদের নিরাশাবাদী নবী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো "আপাতঃ দৃষ্ট দিগন্তের, যে দর্শন তার বিপ্লবী ঝাড়নে উন্মোচিত করে দেয় স্বর্গ-মর্ত্যের সকল অন্তর-বাহিরকে" সে দর্শনের আসল দিগন্ত তৈরি হয়েছে পুরোন প্রুশিয়ার ছয়টি পূর্ব প্রদেশ এবং মহান 'ল্যান্ডরেকট' অধ্যুসিত আর কিছু জমির খন্ড দ্বারা। এই দিগন্তের বাইরে এ দর্শন উন্মুক্ত করে, না স্বর্গ, না মর্ত্যকে ; না অন্তর, না বাহিরকে। এ উন্মোচিত করে বাকিজগতে কি সংঘটিত হচ্ছে সে সম্পর্কে মহামূর্খতার এক চিত্রকে।

ইচ্ছার তথাকথিত স্বাধীনতা, মানুষের কর্মের ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব, অনিবার্যতা এবং স্বাধীনতার মধ্যকার সম্পর্ক — এইসব প্রশ্নের মোকাবেলা না করে নীতি এবং বিধানের বিষয়ে আলোচনা করা কষ্টকর। অবশ্য এ সমস্যার ক্ষেত্রে বাস্তবের দর্শনের সমাধান কেবল একটি নয়, আসলে দেখা যাচ্ছে তার সমাধানের সংখ্যা হচ্ছে দুটি।

> স্বাধীনতার সকল অসার তত্ত্বের জায়গাতে আমাদের অভিজ্ঞতায় লব্ধ একদিকে যৌক্তিক বিচার, অপরদিকে সজ্ঞাগত সংবেদন — এ দুই-এর মধ্যকার সম্পর্ক, তথা যে সম্পর্ক উভয়কে একটি গড় শক্তিতে পরিণত করে, তাকে স্থাপন করতে হবে। এই প্রকৃতির গতির মূল সত্যকে পর্যবেক্ষণ থেকে আহরণ করতে হবে এবং এদের পরিমাপও করতে হবে যথাসাধ্য ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে এদের প্রকৃতিগত পরিমাণ ও স্বভাব দ্বারা অসংঘটিত ঘটনার ঘটনা-পূর্ব হিসাবের ভিত্তিতে। এভাবেই অন্তঃস্বাধীনতার চপল ভ্রান্তি, যে ভ্রান্তিকে সহস্র সহস্র বছর ধরে চর্বন এবং পোষণ করা হয়েছে, সেই ভ্রান্তি থেকে তাকে যে কেবল বিমুক্ত করা সম্ভব হবে, তাই নয়। তার মনে সুনির্দিষ্ট একটা কিছুকে উপ্ত করা যাবে, যার ভিত্তিতে তার বাস্তব জীবন মানুষ পরিচালন করতে সক্ষম হবে।

এ বিচারে স্বাধীনতা মানে হচ্ছে, যৌক্তিক সিদ্ধান্ত মানুষকে যখন ডানে ঠেলছে, তাঁর অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত তখন তাকে বাঁয়ে ঠেলছে এবং শক্তির সমান্তরালের এই আকর্ষণ বিকর্ষণের মধ্যে দিয়ে আসল গতি কর্ণের দিকে ধাবিত হয়। তার মানে, স্বাধীনতা হচ্ছে সিদ্ধান্ত বা বিচার এবং সংবেদন, যুক্তি এবং অযুক্তি-র মধ্যবর্তী এক অবস্থা। এবং প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এর পরিমাণ নির্ধারণ করা চলে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায়, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি "ব্যক্তিক সমীকরণের" মাধ্যমে।*

কিন্তু কয়েক পৃষ্ঠা পরেই আমরা দেখি :

> আমাদের নৈতিক দায়িত্বের ভিত্তি হচ্ছে স্বাধীনতা : অবশ্য আমাদের প্রকৃতিগত এবং অর্জিত বুদ্ধিমত্তার সচেতন ইচ্ছাকে গ্রহণ করার অধিক কিছু এ স্বাধীনতার অর্থ নেই। বাস্তবে এর বিরোধিতার বোধ আমাদের যতোই থাকনা কেন, এসব ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক আইনের অনিবার্যতা নিয়েই কার্যকর হয়। কিন্তু আমাদের নৈতিক মানদন্ড যখন আমরা প্রয়োগ করি, তখন এই অনিবার্য বাধ্যতার উপরই আমরা নির্ভর করি।

---

* ব্যক্তিক সমীকরণ : personal Equation গ্রহ নক্ষত্রের পরিক্রমা নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণকারীর দৈহিক মানসিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত ভ্রান্তির উৎসকে ব্যক্তিক সমীকরণ বা Personal Equation বলা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হের ডুরিং-এর স্বাধীনতার এই দ্বিতীয় সংজ্ঞা, যার দ্বারা তিনি কোনো সৌজন্যের পরোয়া না করে তাঁর প্রথমটিকে একেবারে বিতাড়িত করে দেন, সে সংজ্ঞাটিও তো হেগেলীয় তত্ত্বের চরম স্থূলতা বৈ আর কিছু নয়।

স্বাধীনতা এবং অনিবার্যতার মধ্যকার সম্পর্ককে হেগেলই সর্বপ্রথম সঠিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন। হেগেলের কাছে, স্বাধীনতা হচ্ছে অনিবার্যতারই স্বীকৃতি। "অনিবার্যতাকে ততক্ষণই অন্ধ বলে বোধ হয় যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে আমরা অনুধাবন করতে অক্ষম হই।"* প্রকৃতির বিধানসমূহ থেকে কোনো কাল্পনিক বিমুক্তির মধ্যে স্বাধীনতা নিহিত নয়। প্রকৃতির বিধানসমূহের জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের মাধ্যমে এই বিধানসমূহকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনে সুশৃঙ্খলভাবে নিযুক্ত করার যে সম্ভাবনা আমরা লাভ করি তার মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতা নিহিত। এ কথা কেবল যে বাইরের প্রকৃতি জগতের ক্ষেত্রে সত্য তাই নয়। মানুষের দেহ এবং মনের অস্তিত্বের উপর কার্যকর বিধানের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। দুই ধরনের বিধান বটে, কিন্তু, এদের এককে অপর থেকে বড়জোর মনোগতভাবেই মাত্র পৃথক করা চলে, বাস্তব ক্ষেত্রে নয়। কাজেই তথ্য তথা বাস্তবজগৎ সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতাই হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা। এ ছাড়া কিছু নয়। কাজেই কোনো প্রশ্নের বিবেচ্য বিষয়ে মানুষের সিদ্ধান্ত যত অধিক স্বাধীন হবে, তত অধিক অনিবার্যভাবে তার সে স্বাধীনতা নির্দিষ্ট হবে। অন্যদিকে অজ্ঞানতা থেকে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় এবং যার কারণেই বিভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী সম্ভাবনাসমূহের মধ্যে যদৃচ্ছাভাবে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব বলে আমাদের বোধ হয়, আসলে সেই অনিশ্চয়তাই একথা প্রমাণ করে যে আমাদের এরূপ সিদ্ধান্ত স্বাধীন নয়, কারণ, যাকে নিয়ন্ত্রণ করাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ তাকে তথা বাস্তব অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সে বাস্তব অবস্থারই অজ্ঞতা দ্বারা। কাজেই স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে প্রকৃতির অনিবার্যতার জ্ঞানের ভিত্তিতে বহির্জগত এবং আমাদের নিজেদের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ। সে কারণে এ হচ্ছে ঐতিহাসিক বিকাশেরই এক যুক্তিগত ফলশ্রুতি।

যে আদিম মানুষ একদিন পশুজগৎ থেকে নিজেদের পৃথক করেছিল সে মানুষ মূলত ছিল পশুদের মতোই অস্বাধীন। কিন্তু তখন থেকে সভ্যতার পথে যত সে পা বাড়িয়েছে তত সে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। মানুষের ইতিহাসের সূচনায় রয়েছে মানুষের এই আবিষ্কার যে, যান্ত্রিক গতিকে রূপান্তরিত করা যায় তাপে, আগুন তৈরি করা যায় ঘর্ষণে। যে পথ মানুষ এতাবৎ অতিক্রম করে এসেছে তার শেষে রয়েছে মানুষের আবার এই আবিষ্কার যে, তাপকে রূপান্তরিত করা যায় যান্ত্রিক গতিতে, তৈরি করা যায় বাষ্পীয় ইনজিনকে। সামাজিক জগতে বাষ্পীয় ইঞ্জিন যে বিপুল বন্ধনমুক্তির বিপ্লব সাধন করে চলেছে, যার কীর্তি তার সম্ভাবনার অর্ধপরিমাণও হয়ত এখনো অতিক্রম করেনি, তার কথা স্মরণে রেখেই আমরা বলতে পারি ঘর্ষণের দ্বারা আগুন আবিষ্কারের সেই আদিকালের ঘটনা মানবজাতির মুক্তির ক্ষেত্রে এর চাইতেও গভীরতর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ ঘর্ষণ দ্বারা আগুন তৈরির ক্ষমতা মানুষকে প্রকৃতির অন্যতম এক শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণের

* হেগেল : 'লজিক' দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকার অর্জন করে দিল এবং চিরকালের জন্য মানুষকে পশুর জগৎ থেকে ভিন্ন করে দিল। বাষ্পীয় ইঞ্জিন তার উপর নির্ভর করা যে বিরাট উৎপাদনী শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছে, যে উৎপাদনী শক্তির ভিত্তিতেই এমন একটা সমাজ তৈরি হতে পারবে যে সমাজে থাকবে না শ্রেণীর বৈষম্য কিংবা ব্যক্তির জীবনধারণের জন্য দুশ্চিন্তা, এবং যে সমাজেই মাত্র প্রথমবারের মতো যথার্থ স্বাধীনতার চিন্তা করা সম্ভব হবে, যে সমাজে প্রকৃতির জ্ঞাত বিধানের সঙ্গে সঙ্গতির ভিত্তিতে মানুষের জীবন যাপন সম্ভব হবে, বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সেই শক্তির কথা স্মরণে রেখেও বলা যায় যে, মানুষের বিকাশে আগুন যে বিরাট উৎক্রমণের সৃষ্টি করেছিল তেমন বিরাট উৎক্রমণ বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাধন করা কখনো সম্ভব হবে না। কিন্তু যান্ত্রিক গতিকে তাপে এবং তাপকে যান্ত্রিক গতিতে রূপান্তরিত করা পর্যন্ত প্রসারিত একটি যুগ বলে মানুষের অতীত ইতিহাসকে যে চিহ্নিত করা যায়, এই সহজ ঘটনা থেকেই অনুধাবন করা যায়, সমগ্র মানব ইতিহাসের বয়স এখনো কত কম, এখনো সে কত তরুণ এবং সে কারণেই আমাদের বর্তমানের অভিমতের উপর কোনো চরম সঠিকতা আরোপ করা কত হাস্যকর।

একথা অবশ্য সত্য, ডুরিং সাহেব ইতিহাসকে এভাবে দেখেন না। ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ভিন্নতর। সাধারণভাবে বাস্তব দর্শনের কাছে ভ্রান্তি, অজ্ঞতা এবং বর্বরতা, হিংসা তথা শক্তির প্রয়োগ এবং অধীনতা — এসবের কাহিনী হিসাবে ইতিহাস হচ্ছে এক বিপ্রকর্ষণের বিষয়। কিন্তু আভ্যন্তরীক বিশ্লেষণে এ ইতিহাস বিভক্ত হচ্ছে দুটি বৃহৎ যুগ পর্যায়ে। তার একটি হচ্ছে আত্ম-সম অবস্থা থেকে ফরাসি বিপ্লব এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ফরাসি বিপ্লব থেকে হের ডুরিং পর্যন্ত। উনিশ শতক এখনো থাকছে,

> মূলত প্রতিক্রিয়াশীল। বস্তুত বুদ্ধির দিক দিয়ে উনিশ তাই। বরঞ্চ বলব, অষ্টাদশের চাইতেও অধিক। তবুও বলতে হবে যে, এর গর্ভে রয়েছে সমাজতন্ত্র এবং তার সঙ্গে রয়েছে অধিকতর পরাক্রমশালী এমন পুনর্জাগরণের বীজ যে পুনর্জাগরণ ফরাসি বিপ্লবের বীরগণ এবং পূর্বগামীদের কল্পনাকে অতিক্রম করে যায়। সমস্ত অতীত ইতিহাসকে নস্যাৎ করার ক্ষেত্রে বাস্তবতার দর্শনের যুক্তি হচ্ছে নিম্নরূপ :
>
> মূল দলিলপত্রের ভিত্তিতে যে কয়েক হাজার মাত্র বৎসরের ঐতিহাসিক বিবরণ তৈরি হয়েছে এবং মানুষের গঠনের যে বিকাশ ঘটেছে তার তাৎপর্য ভবিষ্যতের সহস্র সহস্র বৎসরের তুলনাতে সামান্য মাত্র ... জাতি হিসাবে মানুষের বয়স এখনো সামান্য, এখনো সে খুবই তরুণ এবং ভবিষ্যতে কয়েক সহস্র বৎসরের জায়গাতে মানুষের ইতিহাসে যখন লক্ষ বৎসর জমা হবে তখন আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহের শৈশবের বুদ্ধিগত অপরিণত অবস্থা আপনা থেকেই ভাস্বর হয়ে উঠবে, তার এই অপরিপক্কতা তখন বিতর্কের ঊর্ধ্বে অবস্থান করবে এবং তখন একে পক্কেশ অতীত বলেই মাত্র শ্রদ্ধা করা হবে।

ডুরিং সাহেবের এই শেষ বাক্যটির যথার্থই "স্বাভাবিক ভাষা-কাঠামোর" বিষয়ে কোনো কথা না তুলে আমরা দুটো বিষয়ের উল্লেখ করব। প্রথমত যে 'পক্কেশ অতীত'-এর কথা হের ডুরিং বলেছেন সে 'পক্কেশ অতীত' সবকিছু সত্ত্বেও সকল ভবিষ্যৎ মানুষের নিকট সর্বাধিক তৎপর্যের একটি ঐতিহাসিক যুগ বলেই বিবেচিত হবে। কারণ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সকল বিকাশ সংঘটিত হয়েছে। কারণ, এর সূচনাই ঘটেছে মানুষকে পশুজগৎ থেকে পৃথক করে গঠন করার লক্ষ্য নিয়ে। এবং এই যুগ তার অন্তর্গত বিষয়ের দিক থেকে যে সব প্রতিবন্ধকের মোকাবেলা করেছে, ভবিষ্যতের যুথবদ্ধ মানুষকে আর কখনো তার মোকাবেলা করতে হবে না। দ্বিতীয়ত একদিকে যেমন এ 'পক্বকেশ অতীত' যুগের সমাপ্তির পরবর্তীকাল মানুষের সামনে উন্মুক্ত করছে অতীতের সকল বাধা এবং বিপত্তি দ্বারা অনবরুদ্ধ এক নতুনতর বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং সামাজিক সাফল্যের সম্ভাবনা, তেমনি এই সমাপ্তিকালকে আমাদের "পশ্চাৎপদ" এবং "পশ্চাৎমুখী" শতাব্দীর বুদ্ধিগতভাবে অপরিপক্ক শৈশবে আবিষ্কৃত বিধানাবলীকে অনাগত সহস্র সহস্র বছরের জন্য চরম এবং সর্বশেষ অপরিবর্তনীয় সত্য এবং গভীর মূলবদ্ধ ধারণা হিসাবে ঘোষণা করার উপযুক্ত মুহূর্ত বলে নির্দিষ্ট করা অদ্ভুত বৈ আর কিছু নয়। ওয়াগনারের দক্ষতাশূন্য দর্শনের একজন ওয়াগনারের* পক্ষেই এই সত্যটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করা সম্ভব যে, বিগত যুগের ঐতিহাসিক বিকাশকে নস্যাৎকারী অভিধাগুলি সেই ইতিহাসের শেষ বিকাশ, তথা বাস্তবতার দর্শনের উপরও প্রযোজ্য। এই নতুন গভীর মূলবদ্ধ বিজ্ঞানের একটি সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি হচ্ছে জীবনের ব্যক্তিকায়ন এবং এর মূল্যের বৃদ্ধির উপর রচিত অংশটি। তিনটি পুরো অধ্যায়ব্যাপী পুঞ্জিত এবং উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আপ্ত-উক্তিমালা। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তার কয়েকটি ক্ষুদ্র নমুনা দর্শনেই আমাদের সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে :

> সকল প্রকার সংবেদন এবং সে কারণে জীবনের সকল প্রকার গঠনের সার নির্ভর করে অবস্থার পার্থক্যের মধ্যে ... কিন্তু একটা পরিপূর্ণ (!) জীবনের ক্ষেত্রে এটা দেখাতে তেমন বেগ (!) পেতে হয় না যে, সংবেদন এবং মূল উত্তেজকের বৃদ্ধি ঘটে কোনো একটা অবস্থাতে বর্তমান থাকতে নয়, তার বৃদ্ধি ঘটে জীবনের এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থাতে উৎক্রমণে ... আত্মসম যে অবস্থা, যার স্থিতি হচ্ছে এক স্থায়ী জাড্য অবস্থাতে এবং একই ভারসাম্যে যার অবস্থান, তার প্রকৃতি যাই হোক না কেন, অস্তিত্বের পরীক্ষার ক্ষেত্রে সে কোনো তাৎপর্য বহন করে না, অভ্যস্ততাকে মৃত্যু থেকে আসলে অভিন্ন এক উদ্বেগহীনতা এবং নিস্পৃহতায় পর্যবসিত করে। এ অস্তিত্বে বড়জোর বৈচিত্র্যহীনতার যন্ত্রণা একটা নেতিবাচক জীবনানুভূতি হিসাবে প্রবিষ্ট হয়। ... এ হচ্ছে বন্ধ্যাত্বের এক জীবন, এ জীবন অস্তিত্বের জন্য সকল আবেগ ও আগ্রহকে যেমন ব্যক্তি, তেমনি জাতির মধ্যে নির্বাপিত করে দেয়। আমাদের ভিন্নতার বিধানের মাধ্যমেই মাত্র এই সকল রহস্যের ব্যাখ্যা সম্ভব।

যে বিষম দ্রুততার সঙ্গে হের ডুরিং তাঁর মৌলিকভাবে মৌলিক সিদ্ধান্ত সমূহকে প্রতিষ্ঠিত করে চলেন তা সকল বিশ্বাসের সীমানাকে অতিক্রম করে যায়। সাধারণভাবে জ্ঞাত এই সত্য যে, একই স্নায়ুর ক্রম উত্তেজনা কিংবা একই উত্তেজকের অব্যাহত প্রয়োগ প্রত্যেক স্নায়ু অথবা স্নায়ু ব্যবস্থার মধ্যে একটা অবসাদের সৃষ্টি করে এবং সে কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় স্নায়ু উত্তেজককে বিরতিসহ এবং বৈচিত্র্যময় হতে হবে — তথা যে সত্য বহু বছর যাবৎ শারীরবিদ্যার প্রত্যেকটি পাঠ্যপুস্তকে বিবৃত হয়ে আসছে এবং যে

---

* রিচার্ড ওয়াগনার (১৮১৩-১৮৮৩) : বিখ্যাত জার্মান সঙ্গীত রচয়িতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জ্ঞাত হয় সেই সত্যকে প্রথমে বাস্তবতার দর্শনের ভাষাতে অনুবাদ করা হয়েছে। এবং যে মুহূর্তে এই ধূসর শুভ্র অসারতাকে রহস্যজনক এই ফর্মূলায় রূপান্তরিত করা সম্পন্ন হলো যে, সকল সংবেদনের গভীরতর সারের ভিত্তি হচ্ছে অবস্থার মধ্যকার ভিন্নতা, তখনি এটিকে অধিকতরভাবে রূপান্তরিত করে পরিণত করা হলো "আমাদের ভিন্নতার বিধানে।" আর এই ভিন্নতার বিধান "চরমভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য" করে দেয় ঝাঁককে ঝাঁক সমস্যাসমূহকে যেগুলি আসলে যেমন বৈচিত্র্যের আনন্দের দৃষ্টান্ত এবং উদাহরণ বৈ আর কিছু নয়, তেমনি সাধারণ মূর্খের জন্যও যার কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না এবং এই ভিন্নতার বিধানের কারণে বিন্দুমাত্র স্বচ্ছতার বৃদ্ধি ঘটে না।

কিন্তু "আমাদের ভিন্নতার বিধানে" গভীর-মূলবদ্ধতার এখানেই শেষ নয়।"

জীবনের বিকাশে যুগের পর্যায়ক্রম এবং এর সঙ্গে যুক্ত জীবনের শর্তসমূহের উদ্ভব আমাদের ভিন্নতার নীতির অতি স্পষ্ট দৃষ্টান্তই আমাদের কাছে উপস্থিত করে ... শিশু, বালক, তরুণ এবং বয়স্ক মানুষ তাদের জীবনবোধের তীব্রতাকে অবস্থার স্থিতিতে যতনা অনুভব করে, তার অধিক তারা অনুভব করে পর্যায় থেকে পর্যায়স্তরে অভিগমনের কালসমূহে।

কিন্তু এও যথেষ্ট নয় :

"যা চেষ্টিত হয়েছে এবং কৃত হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি যে আকর্ষণবিহীন, একথা স্মরণ রাখলে আমাদের ভিন্নতার বিধানের অধিকতর দূরবর্তী প্রয়োগও সম্ভব।"

এবার পাঠক নিজেই উল্লিখিত গভীরতা এবং মূলবদ্ধতামূলক বাক্যসমূহ দ্বারা যার সূত্রপাত ঘটানো হয়েছে সেই দৈববাণীমূলক বকবকুনীর বহরকে আন্দাজ করতে সক্ষম হবেন। বস্তুত তার গ্রন্থের যবনিকাতে হের ডুরিং বিজয়ীর নির্ঘোষে যথার্থই ঘোষণা করতে পারেন:

জীবনের সার্থকতার অনুধাবনে এবং বৃদ্ধিতে তত্ত্ব এবং প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রে ভিন্নতার বিধান মীমাংসাকারী বিধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জনসাধারণের বুদ্ধিগত মূল্য সম্পর্কেও হের ডুরিং-এর অনুধাবনের ক্ষেত্রেও একথা সত্য : তাকে একথা অবশ্য বিশ্বাস করতে হবে যে, জনতা তৈরি হয় নিতান্তই গর্দভ অথবা মূর্খদের দ্বারা।

তাছাড়া আমরা উপহার পাচ্ছি নিম্নোক্ত, বাস্তব জীবনের ভয়ানকভাবে কর্মোপযোগী নীতিমালাকে :

জীবনে সামূহিক আগ্রহকে সক্রিয় রাখার উপায় হচ্ছে সমগ্র স্বার্থ যে উপাদান দ্বারা তৈরি সেই বিশেষ তথা প্রাথমিক স্বার্থসমূহকে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী বিকাশের পারম্পর্যকে সম্ভব করা, আবার সাথে সাথে অভিন্ন অবস্থার জন্য পর্যায়ক্রমকে নিম্নতর এবং অধিকতর সহজে তৃপ্ত উদ্দীপকের স্থানে উচ্চতর এবং অধিকতর স্থায়ী উদ্দীপককে স্থাপনের মাধ্যমে সার্থকতাশূন্য ব্যত্যয়কে পরিহারের জন্য ব্যবহার করা। অবশ্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, সামাজিক জীবনের অস্তিত্বে স্বভাবগতভাবে যে আবেগের জন্ম হয় সেগুলি যেন কৃত্রিমভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে বা তৃপ্ত হয়ে, বা সামান্যমাত্র উদ্দীপকে উত্তেজিত হয়ে সমাধানযোগ্য কোনো চাহিদার বিকাশকে রুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে না দেয়। কারণ, যেমন অপরাপর ক্ষেত্রে, তেমনি এক্ষেত্রে সকল সঙ্গতিপূর্ণ এবং বাঞ্ছিত বিকাশের পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি স্বাভাবিক দ্বন্দ্বকে রক্ষা করা। আবার প্রকৃতি বা অবস্থা যে কাল নির্দিষ্ট করেছে তার অধিক কোনো উদ্দীপককে দীর্ঘায়িত করার অসম্ভব চেষ্টাতেও কারুর নিবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

'জীবনের পরীক্ষার জন্য' যে সুজন এই সকল গুরুগম্ভীর সূক্ষ্মচুলচেড়া অসার পান্ডিত্যের দৈববাণীকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করে, তাকে "একেবারে তাৎপর্যশূন্য ব্যত্যয়"-এর জন্য ক্ষোভ করতে হবে না। তার আনন্দ-সুখ সমূহকে প্রস্তুত করতে এবং তাদের সঠিক শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত করতে তার সকল সময় ব্যয়িত হবে এবং একথা নিশ্চিত সেই বিন্যস্ত সুখের কোনো একটিকে ভোগ করার জন্য একটি মুহূর্তও আর তার অবশিষ্ট থাকবে না।

আমাদের সমগ্র জীবন, পুরো জীবনটা নিয়েই পরীক্ষা করতে হবে। কেবল দুটি ব্যাপারকে হের ডুরিং আমাদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করছেন :

"১. তামাক সেবনে নিহিত অপরিচ্ছন্নতা এবং

২. পরিষ্কৃত অনুভূতির হানিকর বা তাতে ঘৃণা সঞ্চারকারী পানীয় এবং অনুরূপ কোনো খাদ্য।"

কিন্তু হের ডুরিং তাঁর 'কোর্স অব পলিটিক্যাল ইকনমি'তে মদ্য পরিশোধনের ওপর এমন গীত রচনা করেছেন যে, মদ্যকে তিনি নিষিদ্ধ তালিকার অন্তর্গত করবেন এমন আদৌ সম্ভব বলে মনে হয় না। কাজেই এমন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হই যে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা কেবল বিয়ার এবং ধেনো মদের ওপরই প্রযোজ্য। এবার তাকে মাংসকেও নিধিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। তাহলেই প্রয়াত গুসতাভ স্টুভ যে বিরাট সাফল্যকে আয়ত্ত করেছিলেন, বিশুদ্ধ বালসুলভতার সেই সাফল্যের চূড়ায় তিনি তাঁর বাস্তবতার দর্শনকে উন্নীত করতে সক্ষম হবেন।

এসবের বাইরে তরল পানীয়ের ব্যাপারে হের ডুরিং-এর আর খানিকটা উদারমনা হতে কোনো বাঁধা নেই। যে ব্যক্তি তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী স্থিতি থেকে গতিতে পৌঁছার সূত্র লাভে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁর পক্ষে যে-হতভাগ্য কোনো সময়ে তরল একটু অধিক পরিমাণে গ্রহণ করে ফেলেছে এবং তেমন অবস্থায় গতি থেকে স্থিতিতে পৌঁছার সূত্রের জন্য হাতড়ে ফিরছে তেমন হতভাগ্যের ওপর কিছুটা প্রশ্রয়শীল হওয়ার যুক্তি অবশ্যই আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২
দ্বান্দ্বিকতা : পরিমাণ এবং গুণ

সত্তার মূল যৌক্তিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেটা প্রথম এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে বিরোধিতাকে নাকচ করার বৈশিষ্ট্য। পরস্পর বিরোধিতার সূত্র কেবল মাত্র চিন্তার সামূহিকতার মধ্যে বিরাজ করতে পারে, বাস্তবের মধ্যে নয়। বস্তুর মধ্যে কোনো পরস্পর বিরোধিতার অস্তিত্ব নাই। অন্য কথায় বিরোধিতাকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করা চরম মূর্খতারই নামান্তর। জগৎ এবং তার সৃষ্টিসমূহের জীবন প্রক্রিয়ায় পরস্পর বিরোধী লক্ষ্যে কার্যরত শক্তিসমূহই হচ্ছে সকল ক্রিয়াশীলতার মূল প্রকার। কিন্তু উপাদান এবং ব্যক্তির লক্ষ্যের এই বিরোধিতার সঙ্গে অর্থহীন বিরোধিতা সূত্রের বিন্দু মাত্র সম্পর্ক নাই। যুক্তির তথাকথিত রহস্য থেকে যে কুয়াশার জন্ম বাস্তবে যথার্থই বিরোধিতার যে অবাস্তবতা রয়েছে তাকে পরিষ্কার করার এবং বিরোধিতার দ্বন্দ্বের সম্মানে যত্রতত্র যে ধূপধূনার অসার আয়োজন তার উদঘাটনেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব। বস্তুত জগতের বৈরি বিরোধিতার জায়গাতে যাকে স্থাপিত করা হয়েছে সে আনাড়ি হাতে খচিত কাঠের পুতুল বৈ আর কিছু নয়।

হের ডুরিং-এর 'কোর্স অব ফিলসফি' বা দর্শনের পাঠে' দ্বান্দ্বিকতা সম্পর্কে আমরা যা পাই তা কার্যত এতেই সীমাবদ্ধ। অপরদিকে তাঁর 'ক্রিটিক্যাল হিস্টরি' বা 'ইতিহাসের আলোচনায়' ডুরিং বৈপরিত্যের দ্বান্দ্বিকতা এবং বিশেষ করে হেগেলের উপর একেবারে ভিন্ন বক্তব্য পেশ করেন।

হেগেলের ন্যায়তে বিরোধিতা তথা লগোস*-এর তত্ত্ব চিন্তার মধ্যে বাস্তবভাবে বিদ্যমান নয়। লগোসকে চরিত্রগতভাবে অন্তর্মুখীন এবং সচেনতভাবেই মাত্র চিন্তা করা যায়। কারণ চিন্তাকে অনুভব করা যায় কেবলমাত্র অন্তর্মুখীনতা এবং চেতনার মধ্যে। কিন্তু লগোস-এর অবস্থান বস্তু এরং তার প্রবাহের মধ্যে। দেহী সত্তায় এর সাক্ষাৎ মেলে। এর ফলে এ্যাবসারডিটি বা অসঙ্গতি চিন্তার অসঙ্গত সংযুক্তিতে সীমাবদ্ধ না থেকে একটা বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়। সঙ্গতি এবং অসঙ্গতির ঐক্যের

---

* লগোস : Logos : গ্রীক শব্দ। অর্থগতভাবে 'যুক্তি' বা আলোচনা। দার্শনিক শব্দ হিসাবে গোড়াতে এর দ্বারা বিশ্ববিধান তথা জগতের ভিত্তিকে বুঝান হত। গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস এবং স্টয়েক চিন্তাবিদদের মধ্যে এর ব্যবহার দেখা যায়। ভাববাদী হেগেল হিরাক্লিটাসের 'লগোসকে বিশ্ববিবেক বা বিশ্বযুক্তি বলে বিবেচনা করেছেন। প্রাচীন চীনা দর্শনের 'তাও' এবং প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের 'ধর্ম লগোসে-এর কিছুটা অনুরূপ কথা। মার্কসীয় দর্শনে 'লগোস ব্যবহৃত হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তবতা হচ্ছে সত্তার হেগেলীয় বিশ্বাসের প্রথম শর্ত।...একটা সত্তা যত বিরোধী তত সে সত্য। অন্য কথায় সত্তা যত অসঙ্গত তত সে সঙ্গত। কিন্তু এ তত্ত্ব যে, কোনো নতুন আবিষ্কার তা নয়। একে ধার করা হয়েছে রহস্যবাদ এবং ধর্মীয় ঈশ্বর প্রকাশের তত্ত্ব থেকে। এবং এ হচ্ছে দ্বান্দ্বিকতার নীতির বে-আব্রু এক প্রকাশ।

যে দু'টি অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি আমরা দিয়েছি তার মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে : বিরোধিতা বা বৈপরীত্য তথা কন্ট্রাডিকশন=অ-বোধ ও সে কারণে বাস্তব জগতে বৈপরীত্য সংঘটিত হতে পারে না। মানুষের মধ্যে যাদের বেশ কিছুটা সাধারণ বোধ বিদ্যমান তাদের কাছে এই বক্তব্যকে সেই পরিমাণ স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে হবে যে পরিমাণ স্বতঃসিদ্ধ হচ্ছে আমাদের সাধারণ ধারণা যে, একটি সরল রেখা বক্র নয় এবং একটি বক্র রেখা সরল হতে পারে না। কিন্তু আমাদের সাধারণ বোধের সকল বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বীজগণিতের ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস বা বিভেদক অন্তরকলন দাবি করে যে, একটা বিশেষ অবস্থায় সরল এবং বক্র রেখা অভিন্ন। এবং এই ধারণার ভিত্তিতে যে ফল বিজ্ঞান লাভ করে সে ফল সরল রেখা এবং বক্র রেখার অভিন্নতার-অসম্ভবতার বিশ্বাস দ্বারা আমাদের সাধারণ বোধ কোনো সময়েই লাভ করতে পারে না। এবং আদি গ্রিকদের কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিপরীতের দ্বান্দ্বিকতা বলে কথিত তত্ত্ব যে-গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে সে ভূমিকার বিবেচনায় হের ডুরিং-এর চাইতেও এর শক্তিমান কোনো বিরুদ্ধবাদী এর বিরোধীতায় কেবল মাত্র বিশ্বাসমূলক একটি উক্তি এবং ধিক্কারমূলক ভাষা ব্যবহারের অধিক কোনো যুক্তির আশ্রয় গ্রহণের আবশ্যকতা বোধ করতেন।

এ কথা সত্য যে, বস্তুকে আমরা যতক্ষণ স্থির এবং গতিহীন বলে বিবেচনা করি, যতক্ষণ প্রত্যেকটি বস্তুকে বিচ্ছিন্ন একের পাশে এবং পরবর্তীতে অপর ভাবি, ততক্ষণ পর্যন্ত বস্তুর এমন অস্তিত্বে বৈপরীত্যের সাক্ষাৎ আমরা লাভ করিনে। এমন চিন্তায় কোনো বৈশিষ্ট্যকে আমরা বিভিন্ন বস্তুর যেমন কিছুটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করি, তেমনি সে বৈশিষ্ট্য বা গুণকে বিভিন্ন বস্তুতে বন্টিত বলে বিবেচনা করি। এবং সে কারণে একের সঙ্গে অপরের কোনো দ্বন্দ্বের কথা আমাদের মনে উদয় হয় না। আমাদের পর্যবেক্ষণের এমন সীমার মধ্যে আমরা আমাদের প্রচলিত অধিদার্শনিক ভাবনাতে কোনো অসুবিধা বোধ করিনে। কিন্তু বস্তুপুঞ্জকে যখনি আমরা তাদের গতি, পরিবর্তন, জীবন এবং পারস্পরিক প্রভাবময় ক্রিয়াশীলতার ভিত্তিতে বিবেচনা করি তখনি ব্যাপারটা একেবারে ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। এবং তখনি আমরা বিপরীতের দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হই। 'গতি' ব্যাপারটা নিজেই একটা বিপরীতের ব্যাপার : এমন যে সাধারণ যান্ত্রিক গতি, কোনো কিছুর স্থান পরিবর্তন, তাও সংঘটিত হতে পারে বস্তুটির একই মুহূর্তে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে থাকা এবং না থাকার ভিত্তিতে : বস্তুটির একই সময়ে এক স্থান থেকে ভিন্নতর স্থানে অবস্থানের মাধ্যমে। বস্তুত গতি হচ্ছে বিপরীতের এই বিরোধিতার যেমন বিরামহীন ব্যক্তকরণ, তেমনি একই সাথে তার সমাধান সাধন।* এখানে তাহলে আমরা এমন একটা বৈপরীত্যকে পাচ্ছি যে

---

* প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক জেনো (খ্রি: পূর্ব: ৪৯০-৪৩০) গতির অন্তর্নিহিত পরস্পর বিরোধিতার সত্যকে তাঁর বিখ্যাত গতিমান তীরের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। তীরটি যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে একটি স্থানে অবস্থান করতে বাধ্য। হয় তীরটি এখানে, নয়তো সে ওখানে। এখানে হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈপরীত্য "বাস্তবভাবে বস্তু এবং তার প্রক্রিয়ার মধ্যেই বিরাজমান এবং যাকে দস্তুরমত দেহী প্রকারেই" আমরা দেখতে পাই। এ ক্ষেত্রে হের ডুরিং-এর বক্তব্য কি? তাঁর বক্তব্য হচ্ছে :

> এখন পর্যন্ত যৌক্তিক গতিবিজ্ঞানে স্থিতি থেকে গতিতে গমনের কোনো সূত্র আবিষ্কৃত হয়নি।

পাঠক এবার নিশ্চিয়ই ডুরিং সাহেবের প্রিয় উক্তিটির পেছনকার সত্যটির সাক্ষাৎ পাচ্ছেন। সত্যটি হচ্ছে আসলে এই যে, যে-চিন্তার ভিত্তি অধিদার্শনিক তার পক্ষে স্থিতির ধারণা থেকে গতির ধারণাতে পৌঁছান সম্ভব নয়। কারণ, যে বৈপরীত্যের কথা উপরে বলা হয়েছে সেই বৈপরীত্যই তার পথকে রোধ করে। এমন চিন্তার কাছে গতির ব্যাপারটি অচিন্তনীয়— কারণ গতির ব্যাপারটিই একটি বিপরীত ব্যাপার। এবং গতির ব্যাপার যে অচিন্তনীয়, এমন স্বীকৃতির মধ্যেই ইচ্ছার বিরুদ্ধেও রয়েছে এই স্বীকারোক্তি যে, বৈপরীত্যের একটা অস্তিত্ব আছে এবং রয়েছে এই স্বীকৃতিও যে, বস্তু এবং তার প্রক্রিয়ার মধ্যেই এই বৈপরীত্যের অবস্থান এবং বৈপরীত্য একটা বাস্তব শক্তি।

সাধারণ যান্ত্রিক পরিবর্তনের মধ্যেই যদি বৈপরীত্যের সত্য নিহিত থাকে তাহলে বস্তুর উন্নততর গতির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অধিকতর সত্য। বিশেষ করে জৈবিক অস্তিত্ব এবং তার বিকাশের ক্ষেত্রে এ কথা তো বিশেষভাবেই সত্য। আমরা ইতঃপূর্বের আলোচনাতে** দেখেছি যে জীবনের এটাই হচ্ছে আসল এবং প্রধান সত্য। আমরা দেখেছি একটা জৈবিক অস্তিত্ব প্রতি মুহূর্তেই যেমন সে যা তাই, তেমনি সে যা নয় তাও বটে—অর্থাৎ ভিন্নতর কিছু। কাজেই জীবনও একটা বৈপরীত্যের ব্যাপার। জীবনের বৈপরীত্য জীবন এবং তার প্রক্রিয়ার মধ্যে বিরাজমান। এ বৈপরীত্য যেমন বিরামহীনভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তেমনি বিরামহীনভাবে তার সমাধান ঘটছে। এই দ্বন্দ্বের যে মুহূর্তে শেষ, জীবনেরও সে মুহূর্তে সমাপ্তি : তখনি মৃত্যুর আগমন। আমরা আরো দেখেছি, চিন্তার জগতেও দ্বন্দ্ববাদে সত্য নাই। আমরা দেখেছি একদিকে যেখানে মানুষের রয়েছে জ্ঞানের অসীম ক্ষমতা, আর একদিকে সেই মানুষই বাস্তব অবস্থায় থাকছে সীমাবদ্ধ। মানুষ অর্জন করতে পারছে সীমাবদ্ধ জ্ঞান। এই পরস্পর বিরোধিতার সমাধান ঘটছে সীমাহীন পুরুষানুক্রমে মানুষের জ্ঞানের অসীম বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে। আমাদের জন্য এই হচ্ছে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা এবং সত্য।*

ওখানে নয়। ওখানে হলে এখানে নয়। অর্থাৎ বিবেচিত মুহূর্তে সে গতিহীন। অথচ গতিময় হতে হলে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে তাকে যেমন এখানে তেমনি ভিন্নতর স্থান, ওখানে অবস্থিত হতে হয়। জেনোর মতে তা যখন বাস্তব নয় তখন যুক্তিগতভাবে বস্তুর পরিবর্তন এবং গতি সম্ভব নয়। "গতির মধ্যে যে একটা বৈপরীত্যের ব্যাপার আছে, একথা জেনো সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু এই বৈপরীত্যের ঐক্য বা 'ইউনিটি অব কন্ট্রাডিক্টরি মোমেনট্স'কে তিনি অনুধাবন করতে পারেন নি।" —অনুবাদক

** অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

* অধ্যায় ২ এবং অধ্যায় ৯ দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা এর পূর্বেই দেখেছি যে, উচ্চতর গণিতশাস্ত্রের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে এই ধারণা যে, বিশেষ অবস্থাতে সরল এবং বক্র রেখা অভিন্ন হতে পারে। এর অপর একটি দ্বন্দ্বগত সত্য হচ্ছে এই যে, একটি রেখা যদি আমাদের চোখের সামনে অপর একটি রেখাকে ভেদ করে যায় তবু তাদের এই ভেদ বিন্দু থেকে পাঁচ কিংবা ছয় সেন্টিমিটার ব্যবধানেই এর রেখা দু'টিকে পরস্পরের সমান্তরাল বলে প্রমাণ করা যায়। অন্য কথায় পরস্পরকে ভেদ করা রেখা দু'টিকে অসীম পর্যন্ত প্রলম্বিত করলেও তারা কখনো মিলিত হবে না। মোট কথা, উল্লিখিত বৈপরীত্য, এমন কি এর চাইতেও অধিকতর বৈপরীত্যের দ্বারা উচ্চতর গণিত যে ফলসমূহ লাভ করে সে ফল কেবল যে সঠিক তাই নয়। তেমন ফল নিম্নতর গণিতের কাছে একেবারেই অলভ্য।*

কিন্তু নিম্নতর গণিতেও বৈপরীত্যের অভাব নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি বলা হয় যে 'ক' এর যেটা মূল, 'ক'-এর সেটা শক্তি তাহলে এটা একটা পরস্পর বিরোধী ব্যাপার বলে বোধ হবে। তা সত্ত্বেও ক $1/2=\sqrt{ক}$। আবার এটাও একটা স্ববিরোধী ব্যাপার যে, কোনো ঋণাত্মক মান কোনো কিছুর বর্গ বলে গণ্য হবে। কারণ, যে কোনো ঋণাত্মক মানকে ঐ মান দ্বারা গুণ করলে তার ফলে একটি ঋণাত্মক বর্গের সৃষ্টির হয়। সে কারণে 'বিয়োগ এক'-এর বর্গমূল কথাটা কেবল যে অসঙ্গত কথা, তাই নয়। এ কথা একটা অসম্ভব রকমের, বলা চলে, একটা বাস্তব অসঙ্গতির কথা। অথচ এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে $\sqrt{-১}$ সঠিক আঙ্কিক প্রক্রিয়ার একটি আবশ্যিক ফল হিসাবেই গৃহীত হয়। তাছাড়া $\sqrt{-১}$ এর ব্যবহার যদি নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে উচ্চতর বা নিম্নতর, যে কোনো গণিত শাস্ত্রের অবস্থা কি দাঁড়াত?

গণিত যখন পরিবর্তনীয় মান নিয়ে কাজ করতে শুরু করে তখন সে নিজেই দ্বান্দ্বিকতার জগতে প্রবেশ করে। এবং এ ব্যাপরটি একটি তাৎপর্যের ব্যাপার যে একজন দ্বান্দ্বিক দার্শনিক, ডেকার্ট* -এর হাতেই গণিতেই এই অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। আর সাধারণভাবে বললে পরবির্তনীয়মানের গণিত এবং নিত্যমানের গণিতের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, দ্বান্দ্বিক চিন্তা এবং অধিদার্শনিক চিন্তার মধ্যেও সেই সম্পর্ক বিদ্যমান। এ কারণে বিপুল

* পাঠকদের প্রতি অনুরোধ : এ্যান্টি-ডুরিং-এ বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং ফর্মুলা আলোচিত হয়েছে। বর্তমান অনুবাদক বিজ্ঞানে একেবারেই অজ্ঞ। অনুবাদক তাঁর সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে যথাসাধ্য মূলানুগভাবে বিজ্ঞানের অংশগুলিকে সতর্কতার সঙ্গে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছেন। তথাপি অনুবাদে অজ্ঞতাবশত: ভুল হওয়া সম্ভব। বিজ্ঞান-জ্ঞাত পাঠকবৃন্দের প্রতি অনুরোধ, তাঁরা এ সকল অংশ পাঠে অনুবাদে কোন ভুলের সাক্ষাৎ পেলে তার প্রতি দয়া করে অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।-অনুবাদক

* ডেকার্ট : Descartes (১৫৯৬-১৬৫০) সপ্তদশ শতকের প্রখ্যাত ফরাসি দর্শনিক এবং গণিতশাস্ত্রবিদ বিজ্ঞানী। তাঁর বৈজ্ঞানিক মতবাদের জন্য তাঁকে সেকালের গোঁড়া ধর্মযাজকদের হাতে নানা প্রকার নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। জ্যামিতি ও মেকানিকস বা বল বিদ্যার ক্ষেত্রে ডেকার্ট গতি ও স্থিতির আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম আবিষ্কার করেন। জ্ঞানের অন্বেষণে তাঁর মূল ভিত্তি ছিল জিজ্ঞাসা এবং সন্দেহ পোষণ করা। সন্দেহ বাদে তিনি কোনো কিছুকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেন। তাঁর মতে কেবল মাত্র যা সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে তাই হচ্ছে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাসযোগ্য। আর তেমন সত্য হচ্ছে মানুষের নিজের অস্তিত্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংখ্যক গাণিতিকের পক্ষে কেবল গণিত শাস্ত্রের ক্ষেত্রেই দ্বান্দ্বিকতার অস্তিত্বকে স্বীকার করতে যেমন কোনো অসুবিধা হয় না, তেমনি বহু গাণিতিকের পক্ষে আবার দ্বান্দ্বিকভাবে প্রাপ্ত উপায় দ্বারা পুরাতন, সীমাবদ্ধ এবং অধিবিদ্যকভাবে কাজ করতেও কোনো বাধা থাকে না।

কেবল একটি কথার উচ্চারণে সীমাবদ্ধ না থেকে এ ব্যাপারে হেরডুরিং যদি আমাদের আরো কিছু বেশি দান করতেন তাহলে তাঁর শক্তির দ্বন্দ্ব এবং বৈরী দ্বন্দ্বের বিশ্বব্যবস্থার অধিকতর ভেতরে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হত। তাই এই বাহাদুরী সাধনের পরে হের ডুরিং এই বৈপরীত্যকে একটিবারের জন্যও তাঁর বিশ্বব্যবস্থা কিংবা তাঁর প্রাকৃতিক দর্শনে, কোথাও, এর কার্যকারিতা দেখাবার প্রয়োজন বোধ করেন না। আর এটাই হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে সবচাইতে বিশ্বাসযোগ্য এই স্বীকৃতি যে, 'জগৎ এবং তার সৃষ্টির সকল কার্যের মূল প্রকার' দ্বারা তিনি সুনির্দিষ্টভাবে কোনো কার্যই সম্পাদন করতে পারেন না। বস্তুত হেগেলের 'সত্তার তত্ত্বকে দ্বান্দ্বিকভাবে কার্যকর হিসাবে না দেখে তাকে শক্তিসমূহের বিপরীতমুখী প্রবণতায় পর্যবসিত করার পরে নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম ব্যাপার হচ্ছে এই সামান্যতার প্রয়োগকে পরিহার করে চলা।

মার্কসের 'ক্যাপিটাল' ডুরিং সাহেবকে আর একবার তাঁর দ্বান্দ্বিকতা-বিরোধিতার কসরত প্রদর্শনে উদ্দীপিত করে তোলে।

> স্বাভাবিক এবং বোধগম্য যুক্তির যে অভাব এই সব দ্বান্দ্বিকতার গোলক ধাঁধা এবং চিত্রিত ভূষণের বৈশিষ্ট্য..., যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত অংশটরও ভূষণ, তার উপর সেই দার্শনিক নীতিকে আমরা প্রয়োগ করতে পারি, যে-নীতিটা যেমন সাধারণ তেমনি বিশেষ এবং একটি সুপরিচিত দার্শনিক সংস্কার হিসাবে যার মূল বাণী হচ্ছে : বিশিষ্টের মধ্যেই সমষ্টি এবং সমষ্টির মধ্যেই বিশিষ্টের অন্বেষণ করতে হবে এবং ফলত : এই শঙ্কর এবং অচল কথার অর্থ দাঁড়ায়, সব কিছুই সব শেষে সম।

এভাবে সুপরিচিত দার্শনিক সংস্কারে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির জোরে হের ডুরিং নিশ্চয়তার সঙ্গে মার্কসের অর্থনৈতিক দার্শনিকতার কি পরিণাম হবে, 'ক্যাপিটাল'-এর ভবিষ্যৎ খণ্ডগুলির মধ্যে কি থাকবে তার ভবিষ্যদ্বাণী করতে কুণ্ঠিত হন না এবং এই কাজটি তিনি সাধন করেন তাঁর সেই ঘোষণার মাত্র সাতটি ছত্র পরে যে ঘোষণাতে তিনি বলেছিলেন :

"মানুষের সহজ ভাষায় বললে বলতে হয়, সত্যই আমরা জানিনে, এর শেষ দুই খণ্ডে আমাদের কি প্রাপ্তি ঘটবে।"

সে যাহোক, দৃষ্টান্ত হিসাবে এটিই প্রথম দৃষ্টান্ত নয় যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, হের ডুরিং-এর রচনা হচ্ছে এমন 'বস্তু' যার মধ্যে 'দ্বন্দ্ব বাস্তবভাবে বর্তমান এবং তার সঙ্গে দেহী প্রকারেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে।' কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর পক্ষে বিজয়ী ভঙ্গীতে অগ্রসর হয়ে চলতে বাধে না :

> তথাপি আমরা বলব, সুস্থ যুক্তিই ভাঁড়ামির উপর জয়লাভ করবে...শ্রেষ্ঠত্বের এই দাবি এবং রহস্যময় দ্বান্দ্বিকতার এই জঞ্জাল সুস্থ বিচার বোধের বিন্দু মাত্র যার মধ্যে বিরাজ করছে তাকে বিভ্রান্ত করতে ব্যর্থ হবে...চিন্তা এবং রচনার এমন বিকারের সঙ্গে তার আদৌ কোনো সম্পর্ক থাকবে না। দ্বান্দ্বিকতার মূর্খতার সর্বশেষ নিদর্শনেরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন বিলোপ ঘটবে তখন মানুষকে বিভ্রান্ত করার এমন উপায়ের বিভ্রান্তির প্রভাবেরও শেষ ঘটবে। তখন আর করুর মনে এমন বিশ্বাসের উদ্ভব হবে না যে, খোসার নিম্নে যে গভীর জ্ঞান আসলে সাধারণ পরিচিত তত্ত্বের অধিক কিছু নয়, তেমন গভীর জ্ঞানের মূলে যাওয়ার জন্য প্রাণান্তক প্রয়াসে তাকে পরিশ্রান্ত হতে হবে।...বস্তুত লগোসের তত্ত্ব অনুযায়ী সুস্থ ন্যায়ের আত্মবিক্রয় ব্যতীত মার্কসীয় মারপ্যাঁচকে উপস্থিত করা একেবারেই অসম্ভব। আসলে, মার্কসীয় পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অনুসারীদের জন্য দ্বান্দ্বিকতার যাদু প্রদর্শন করা।...

আপাতত আমাদের বিবেচনার বিষয় মার্কসের অর্থনৈতিক গবেষণার ফলাফলের সঠিকতা, বেঠিকতা নয়। আমাদের বিবেচনার বিষয় কেবলমাত্র মার্কসের প্রযুক্ত দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। তবে একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, 'ক্যাপিটাল'-এর বেশির ভাগ পাঠক এই প্রথমবারের মত ডুরিং সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারবেন, 'ক্যাপিটাল'-এ আসলে তাঁরা কি পাঠ করেছেন। এবং এই পাঠকদের মধ্যে হের ডুরিং নিজেকেও দেখতে পাবেন। কারণ, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে হের ডুরিং-ই তাঁর ক্ষমতানুযায়ী এই গ্রন্থের একটি যুক্তিপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ করেছিলেন এবং তার জন্য সেদিন তাঁকে আজকের মতো মার্কসীয় যুক্তিকে ডুরিঙীয় ভাষায় অনুবাদের অপরিহার্যতা বোধ করতে হয়নি। অবশ্য সেদিনও তিনি মার্কসীয় দ্বান্দ্বিকতাকে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতার অঙ্গে অভিন্ন ভাবার ভ্রান্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। তবু সেদিন তিনি দ্বান্দ্বিকতার পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতি প্রয়োগে প্রাপ্ত ফলের মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবনের ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেননি। এবং এ বোধও তখন তাঁর বিনষ্ট হয়নি যে, পূর্ববর্তী তথা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে কটু-কাটব্য দ্বারা পরবর্তী তথা তার ফলাফলকে খণ্ডন করা যায় না।

সে যা হোক, এখানে ডুরিং সাহেবের যেটা সবচাইতে বিস্ময়কর উক্তি সে হচ্ছে এই যে, মার্কসীয় বিচারে 'সব কিছুই সব শেষে সম' সুতরাং মার্কস-এর কাছে পুঁজিপতি এবং মজুরি-শ্রমিক এবং সামন্তবাদী, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি—এ সবই হচ্ছে সম অর্থাৎ অভিন্ন। শুধু এগুলিই বা কেন? এতে আর সন্দেহ কি যে, কার্কস এবং হের ডুরিং এঁরাও 'সর্বত সম'। এরূপ অজমূর্খতার কেবল এই ব্যাখ্যা হতে পারে যে, 'দ্বান্দ্বিকতা' শব্দটা উল্লেখমাত্র ডুরিং সাহেবকে এমন দায়িত্বহীন পর্যায়ে উৎক্ষিপ্ত করে যে, কতগুলি ধারণার জগাখিচুরীর ফলে, তিনি এমন অবস্থায় যা কিছু বলেন এবং করেন তার সব কিছুই শেষে 'সর্বত সম' তথা অভিন্ন।

এখানে হের ডুরিং যাকে

আমার বিস্ময়কর পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক আলোচনা" কিংবা "জাতি এবং আদর্শের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক মীমাংসাকারী কৌশল, যে কৌশল একজন হিউম-স্বীকৃত বিজ্ঞ মানুষকে আণবিক যুক্তির সূক্ষ্মতা দিয়ে সম্মান দানে সম্মত নয়, তেমন উচ্চতর এবং মহত্তর এবং সমগ্র সত্যের সঙ্গে এবং অপেশাদারী জনসমষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি বলে" অভিহিত করেন তার একটি নমুনা পাচ্ছি।

এ কথা যথার্থ যে, বিস্ময়করভাবে ঐতিহাসিক আলোচনা এবং জাতি এবং আদর্শের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক মীমাংসা হের ডুরিং-এর জন্য বিশেষভাবেই উপযুক্ত। কারণ, জ্ঞাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকল তথ্যকে তিনি অণু-ন্যায় বলে যেমন উপেক্ষা করতে পারেন, তেমনি তাকে এই উপায়ে শূন্য-সমও বিবেচনা করতে পারেন যাতে কোন কিছু প্রমাণের বদলে কিছু সাধারণ কথা ব্যবহার, উক্তি উচ্চারণ এবং বজ্রস্বরে নিন্দা ঘোষণাতেই তাঁর চলে। এ পদ্ধতির অধিকতর সুবিধা এই যে এতে প্রতিপক্ষের কোনো অবস্থান গ্রহণেরই উপায় থাকে না, এবং বিস্ময়করভাবে তাৎক্ষণিক অনুরূপ কিছু উক্তি করা ব্যতীত অপর কোনো জবাবদানের সুযোগ তার থাকে না এবং শেষকালে হের ডুরিং-এর প্রতি পাল্টা নিন্দাবাজী ঘোষণা ছাড়া কোনো গত্যন্তরও তার থাকে না। মোটকথা, এ এমন এক পাল্লা-পাল্লিতে জড়িত হওয়া যা কারুর জন্যই রুচিকর বলে বোধ হতে পারে না। আর এ কারণেই কোনো এক দুর্লভ মুহূর্তে হের ডুরিং যখন তাঁর উচ্চতর এবং মহত্তর রীতিটি পরিত্যাগ করেন এবং লগোসের ঘৃণ্য মার্কসীয় তত্ত্বের অন্তত দু'টি উদাহরণ উপস্থিত করেন তখন আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ না করে পারিনে।

> পরিমাণ গুণে পরিবর্তিত হয়। কাজে কাজেই একটা বিন্দুতে সে তার এই পরিমাণগত বৃদ্ধিতেই পুঁজিতে পরিণত হয়। হেগেলীয় বিভ্রান্তিকর এবং ধোঁয়াটে তত্ত্বের অনুসরণ কি হাস্যকর ফলই না উৎপাদন করে।

হের ডুরিং-এর এই 'বিশোধিত' প্রকাশে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত বলেই বোধ হয়। আসুন আমরা বরঞ্চ মূলে যাই, দেখি মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল'-এ কি বলেছেন। (ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড : ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩১৩) মার্কস ইতঃপূর্বে স্থির বা কনস্ট্যান্ট এবং পরিবর্তনীয় পুঁজি এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের* যে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন তার ভিত্তিতে তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে : "যে কোনো পরিমাণ টাকা বা উদ্বৃত্ত মূল্যকে যে কোনো সময়ে ইচ্ছামতো পুঁজিতে পরিণত করা যায় না। এই রূপান্তরের জন্য, বাস্তবে, যা প্রয়োজন তা হচ্ছে টাকা বা পণ্যের মালিকবিশেষের হাতে একটা ন্যূনতম পরিমাণ টাকা বা বিনিময় মূল্যের সঞ্চয়।" এর পরে মার্কস দৃষ্টান্ত হিসাবে যে কোনো শিল্পের একজন শ্রমিকের কথা বলেছেন। এই মজুর রোজ আট ঘন্টা করে নিজের জন্য শ্রম করে। অর্থাৎ এই শ্রম দ্বারা সে তার মজুরির মূল্য পরিশোধ করে। কিন্তু আট ঘন্টার অধিক তাকে আরো চার ঘন্টা খাটতে হয়। এই চার ঘন্টা সে শ্রম করে পুঁজিপতির জন্য। এই শ্রম দ্বারা সে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন করে। এই উদ্বৃত্ত মূল্যই সরাসরি পুঁজির মালিকের পকেটে প্রবেশ করে। আলোচ্য দৃষ্টান্তটিতে একজন পুঁজির মালিককে যদি তার নিযুক্ত একজন শ্রমিকের পর্যায়ে দৈনিক জীবনযাপন করার আবশ্যকীয় উদ্বৃত্ত মূল্য লাভ করতে হয় তাহলে তার হাতে এমন পরিমাণ মূল্যের সঞ্চয় আবশ্যক যার দ্বারা সে দু'জন শ্রমিকের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, উৎপাদনের যন্ত্র এবং শ্রমের মজুরি যোগান দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ন্যূনতম জীবিকা নির্বাহের মূল্য উৎপাদন নয়। তার উদ্দেশ্য অর্থ তথা সম্পদের বৃদ্ধি। সে কারণে দৃষ্টান্তের দু'জন মজুর নিয়োগকারী ব্যক্তি এখনও পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত হতে পারেনি। এখন আলোচ্য এই ব্যক্তি যদি একজন সাধারণ শ্রমিকের চাইতে দ্বিগুণ উন্নত জীবন যাপন করতে চায়, তাছাড়া যে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন হবে তার অর্ধেক পরিমাণকে সে যদি পুঁজি হিসাবে পুনরায় খাটাতে চায় তবে তাকে আটজন শ্রমিক খাটাতে

---

* Constant and Variable Capital and Surplus Value.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তিসম্পন্ন হতে হবে। অন্য কথায়, যে মূল্যের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, এই ব্যক্তিকে তার চার গুণ মূল্যের মালিক হতে হবে। কেবলমাত্র এই কথা বলার পর, এবং এরও বিস্তারিত ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে এই সত্য স্থাপন করার পরে যে, যে-কোন সামান্য পরিমাণ মূল্যকে ইচ্ছামতো পুঁজিতে রূপান্তরিত করা যায় না, এবং এ ব্যাপারে অর্থনৈতিক বিকাশের প্রত্যেক পর্যায় এবং শিল্পের প্রত্যেকটি শাখার একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণ অর্থের আবশ্যকতা রয়েছে, মার্কস বলেন : "প্রকৃতি বিজ্ঞানে যেমন এখানেও তেমনি হেগেল তাঁর 'ন্যায়' বা লজিক-এ যে আইনকে আবিষ্কার করেছেন এবং যার মর্ম হচ্ছে এই যে, কেবলমাত্র পরিমাণগত পার্থক্য যদি একটা নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করে যায় তাহলে গুণগত পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়,—এই আইনের সঠিকতা প্রতিপন্ন হচ্ছে।"**

এবার পাঠক ডুরিং সাহেব যে উচ্চতর এবং মহত্তর কৌশলের দ্বারা মার্কসের মুখে মার্কস যা বলেছেন তার বিপরীত কথা আরোপ করতে সক্ষম হয়েছেন তার প্রশংসা করুন। মার্কসের কথা হচ্ছে : অবস্থাভেদে ভিন্নতর বটে, তবু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একটা ন্যূনতম নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছেই মাত্র একটা মূল্য-সমষ্টি যে পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে পারে-এই ঘটনাটিই হেগেলীয় আইনের সত্যতার একটা প্রমাণ। অপর দিকে হের ডুরিং মার্কসের মুখে বসাচ্ছেন : হেগেলীয় আইন অনুযায়ী যেহেতু পরিমাণ গুণে পরিবর্তিত হয় "সে কারণে কোনো বিশেষ বিন্দুতে বৃদ্ধি পৌঁছলে তা পুঁজি হয়ে যায়।" এ হচ্ছে মার্কসের একেবারে বিপরীত কথা।

"সমগ্র সত্যের স্বার্থে" এবং অ-পেশাদারী মানুষের প্রতি দায়িত্ব বোধ" থেকে ডুরিং সাহেব কাউকে বেঠিকভাবে উদ্ধৃত করতে যে অভ্যস্ত তা আমরা তাঁর ডারউইন সম্পর্কিত আলোচনাতে দেখেছি। এটা এবার ক্রমাধিকভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, এই অভ্যাসটি বাস্তবতার দর্শনের একটি অন্তর্গত অনিবার্যতা এবং ব্যাপারটি যে একেবারেই একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি তাতেও কোনো সন্দেহ নাই। এবং এ কথা না বললেও চলে যে হের ডুরিং কেবল এখানে থামেন নি। তিনি এ ছাড়াও মার্কসকে দিয়ে যে কোন 'বৃদ্ধি'র কথা বলাচ্ছেন। অথচ মার্কস কেবল কাঁচামাল, শ্রমের হাতিয়ার এবং মজুরির আকারে বৃদ্ধির কথা বলেছেন। হের ডুরিং তাঁর এই কৌশলে মার্কস দ্বারা অর্থহীন উক্তি করাবার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এবং এর পরেও যে অর্থহীনতাকে তিনি নিজে তৈরি করেছেন তাকে মার্কসের বলে ব্যঙ্গ করতে তাঁর বাধছেনা। ডারউইনের ক্ষেত্রেও তিনি এমন কৃতিত্বই দেখিয়েছিলেন। নিজের কল্পনামাফিক এক ডারউইনকে তৈরি করে তার বিরুদ্ধে নিজের শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। এখানেও নিজের ইচ্ছামাফিক এক অবিশ্বাস্য মার্কসকে তিনি তৈরি করেছেন। "মনোহর কায়দায় ঐতিহাসিক বর্ণনাই" বটে!

বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে যখন আমরা আলোচনা করেছি* তখনি আমরা দেখেছি যে, পরিমাপের ক্ষেত্রে হেগেলীয় এই ক্রান্তি বিন্দু তথা একটা বিশেষ ক্রান্তিতে পরিমাণগত পরিবর্তন যে আকস্মিকভাবে গুণগত পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়ে যায়, এই প্রশ্নে ডুরিং

** ক্যাপিটাল : ১ম খণ্ড : পৃ: ৩০৯

* ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেবের একটি ছোটখাট বিপদ ঘটেছিল। কোনো একটি দুর্বল মুহূর্তে তিনি নিজেই কথাটিকে যথার্থ বলে স্বীকার করেছিলেন, এবং তাকে ব্যবহার করেছিলেন। সেই আলোচনার স্থলে আমরা একটি অতি পরিচিত দৃষ্টান্তের কথা বলেছিলাম। আমরা জলের সাধারণ অবস্থার পরিবর্তনের কথা বলেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, জল আবহাওয়ার সাধারণ চাপে O*C অর্থাৎ শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তরল অবস্থা থেকে জমাট অবস্থাতে এবং ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে তরল থেকে গ্যাসের অবস্থাতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে কারণে দেখা যায় যে, এই দুটি ক্রান্তি বিন্দুতেই তাপের পরিমাণগত পরবির্তনই জলের চরিত্রে একটা গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করে।

এই আইনের সপক্ষে যেমন প্রকৃতি তেমন মানুষের সমাজ থেকে আমরা অনুরূপ শত ঘটনার উল্লেখ করতে পারতাম। দৃষ্টান্ত হিসাবে মার্কসের ক্যাপিটাল–এর ৪র্থ অংশের সমগ্র আলোচনা, যথা আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদন, ব্যয়িত হচ্ছে, সমবায়, শ্রমের এবং উৎপাদনের বিভাগ, যন্ত্রপাতি, আধুনিক শিল্প প্রভৃতি বিষয়ের বিবেচনায় এবং এখানে এমন সংখ্যাহীন দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হচ্ছে যেখানে আলোচিত বিষয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন গুণের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে এবং গুণের পরিবর্তনও পরিমাণের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। অর্থাৎ, হের ডুরিং যে কথাটিকে সাংঘাতিকভাবে ঘৃণা করেন সেই কথাটি ব্যবহার করলে বলা যায়, পরিমাণ গুণে এবং গুণ পরিমাণে রূপান্তরিত হচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মানুষের সহযোগিতার প্রশ্নে বলা যায়, অনেক মানুষ যদি সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, বহু শক্তি যদি একটা শক্তিতে সন্নিবিষ্ট হয়, মার্কসের ভাষায়, তাহলে একটা 'নতুন শক্তির' সৃষ্টি হয়, যে–শক্তি বিভিন্ন শক্তির সমাহার থেকে মূলত ভিন্ন একটা শক্তি।

এরও অতিরিক্ত কথা হচ্ছে, সেই অনুচ্ছেদটিতেই, যে অনুচ্ছেদটিকে হের ডুরিং সমগ্র সত্যের খাতিরে তার বিপরীতে পরিণত করেছেন, মার্কস একটি পাদটীকাতে বলেছেন : "আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের পারমাণবিক যে তত্ত্বকে সর্বপ্রথম লরেন্ট ও গরহারড্ট বৈজ্ঞানিকভাবে বিস্তারিত করেছেন তার ভিত্তিও অপর কোনো আইন নয়।" তাতে অবশ্য হের ডুরিং–এর কিছু আসে যায় না। কারণ তিনি জানেন যে,

> প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রদত্ত একেবারেই আধুনিক শিক্ষামূলক উপাদানগুলোর সাক্ষাৎ তাদের মধ্যেই ঘটে, যারা মার্কস এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী লাসাল–এর ন্যায়, বিজ্ঞান ও দর্শনের কিছু খৈ ছিটানোকে তাদের জ্ঞান–মহড়ার অস্ত্র হিসাবে প্রদর্শন করে।

অপরদিকে "বলবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নের সুনির্দিষ্ট জ্ঞানের প্রধান সাফল্যগুলো" হের ডুরিং–এর ক্ষেত্রে কি ভাবে ভিত্তি হিসাবে কাজ করে তা আমরা দেখেছি। সে যেহোক, এ ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের মানুষও যেন একটা সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারে সে জন্য মার্কসের পাদটীকায় প্রদত্ত দৃষ্টান্তটিকে আমরা আর একটু ঘনিষ্ঠভাবে বিচার করে দেখব।

এখানে যার কথা বলা হচ্ছে সে হচ্ছে, কতগুলো কারবনযৌগের পারস্পরিক অনুরূপ ধারা। এদের অনেকগুলি ইতঃমধ্যে বিজ্ঞানীরা জ্ঞাত হয়েছেন এবং এদের প্রত্যেকের গঠনের নিজস্ব বীজগাণিতিক ফরমুলা বা প্রণালী আছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, রসায়নে যেমন ধরা হয় তেমনি, আমরা যদি কারবনের একটি পরমাণুকে C দ্বারা নির্দিষ্ট করি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাইড্রোজেনের একটি পরমাণকে H দ্বারা, অক্সিজেনের একটি পরমাণুকে O দ্বারা এবং প্রত্যেক যৌগের অন্তর্গত পরমাণুগুলির পরিমাণকে n দ্বারা চিহ্নিত করি তাহলে এই যৌগ ধারাগুলি কয়েকটির আণবিক প্রণালীকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায় :

Cn H_{2n+2}-স্বাভাবিক প্যারাফিনের ধারা

Cn H_{2n+20}-প্রাথমিক এ্যালকোহলের ধারা

Cn H_{2n} O_2- মোনাবেসিক চর্বিযুক্ত এ্যাসিডের ধারা

উদাহরণ হিসাবে উপরের ধারাগুলির শেষ ধারাটিকে ধরা যাক এবং পরম্পরাক্রমে আসুন আমরা মনে করি যে n=১, n=২, n=৩। এর দ্বারা আমরা নিম্নোক্ত ফলাফল লাভ করি : (সমাংশ বা আইসোমারগুলিকে হিসাবে না ধরে)

CH_2 O_2-ফরমিক এসিড : স্ফুটন বিন্দু ১০০° গলাঙ্ক বিন্দু ১°

C_2 H_4 O_2-এ্যাসিটিক এসিড স্ফুটন বিন্দু ১১৮° গলাঙ্ক বিন্দু ১৭°

C_3 H_6 O_2-প্রোপিয়নিক এসিড স্ফুটন বিন্দু ১৪০° গলাঙ্ক বিন্দু

C_4 H_3 P_2-বুটিরিক এসিড স্ফুটন বিন্দু ১৬২° গলাঙ্ক বিন্দু

C_5 H_{10} O_2-ভ্যালেরিয়ানিক এসিড স্ফুটন বিন্দু ১৭৫° গলাঙ্ক বিন্দু

এভাবে যেতে যেতে C_{30} H_{co} O_2 তে মেলিসিক এসিড, যার গলাঙ্ক হবে ৮০° এবং যার কোনো স্ফুটন বিন্দু আদৌ থাকবে না। কারণ গঠন বিযুক্ত হওয়া ছাড়া এ বাষ্পে পরিণত হতে পারে না।

এখানে তাহলে এই ধারাগুলিতে আমরা গুণগতভাবে ভিন্নতর বস্তু পাচ্ছি। অথচ এগুলি গঠিত হচ্ছে এর উপাদানগুলির পরিমাণের সাধারণ ক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং এর অনুপাত সর্বদাই সমান। যে সব গঠনে যৌগের উপদানগুলি একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় সেখানে ব্যাপারটা সব চাইতে স্পষ্ট। যেমন স্বাভাবিক প্যারাফিনে CnH_{2n+2} নিম্নতম হচ্ছে মিথেন, CH_4 হচ্ছে একটি গ্যাস ; উচ্চতম জ্ঞাত হেকসাডিকেন, $C_{16}H_{34}$: এ হচ্ছে বর্ণহীন কার্বন ক্রিসটাল. যার গলাঙ্ক হচ্ছে ২১° এবং স্ফুটাঙ্ক ২৭৮°। এই উভয় ধারায় প্রতিটি নতুন যৌগ তৈরি হচ্ছে CH_2-এর যৌগের মাধ্যমে : আগের আণবিক গঠনের সঙ্গে কার্বনের একটি পরমাণু এবং হাইড্রোজেনের দুইটি পরমাণুর যোগে। এবং আণবিক গঠনের এরূপ পরিমাণগত পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে গুণগতভাবে ভিন্নতর বস্তু।

দৃষ্টান্তের এই ধারাগুলি অবশ্য একেবারে স্পষ্ট ধারারই উদাহরণ। সমগ্র রসায়ন জগতেই, এমনকি বিভিন্ন প্রকার নাইট্রোজেনের অকসাইড এবং ফসফরাস অথবা সালফারের অক্সিজেন এসিডের ক্ষেত্রে, 'পরিমাণ যে গুণে পরিবর্তিত হয়' তার দৃষ্টান্ত যে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে। যে কেউ সেই তথাকথিত ভ্রান্তিপূর্ণ এবং কুয়াশাচ্ছন্ন হেগেলীয় তত্ত্বকে দেহী আকারে এবং বস্তুগত প্রক্রিয়ার মধ্যে দর্শন করতে পারে। এবং এমন অভিজ্ঞতায় হের ডুরিং ব্যতীত অপর কারুর বিভ্রান্ত এবং কুয়াশাচ্ছন্ন হওয়ার কারণ নেই। মার্কস যদি সর্ব প্রথমে এই বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন এবং হের ডুরিং ব্যাপারটা না বুঝলেও যদি সে কথা আদৌ পাঠ করে থাকেন (অন্যথায় তিনি এমন একটা অপকীর্তিকে বিনা প্রতিবাদে পরিচিত হতে নিশ্চয়ই দিতেন না) তাহলেই আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে যথেষ্ট বলে গণ্য করব। এবং প্রকৃতি সম্পর্কে ডুরিঙীয় দর্শনের দিকে ফিরে না তাকিয়েই আমরা বলব, এটাই যথেষ্ট। এতেই স্পষ্ট হবে, মার্কস অথবা হের ডুরিং-কার মধ্যে অভাব ঘটেছে "প্রকৃতি বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক চিন্তার পদ্ধতি একেবারে আধুনিক শিক্ষামূলক যে জ্ঞান" আমাদের দান করছে সেই জ্ঞানের এবং কে অজ্ঞ থাকছেন 'রসায়নের প্রধান প্রধান কীর্তিগুলির' বিষয়ে।

সবশেষে, আসুন, পরিমাণের গুণে রূপান্তরের এই মামলাতে আর একজন সাক্ষীকে আমরা হাজির করি। এই সাক্ষীর নাম নেপোলিয়ন। একদিকে ফরাসি অশ্বারোহী বাহিনী, যারা অশ্বারোহী হিসাবে খারাপ হলেও সুশৃঙ্খল ছিল এবং অপর দিকে মামলুক বাহিনী যারা সেইকালে একক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিঃসন্দেহে সবচাইতে দক্ষ অশ্বারোহী ছিল কিন্তু যাদের অভাব ছিল শৃঙ্খলার—এমন দু'টি বাহিনীর মধ্যকার সংঘর্ষের বিবরণ দিতে গিয়ে নেপোলিয়ন বলেছেন :

> তিনজন ফরাসির চাইতে দু'জন মামলুক নিঃসন্দেহে অধিক তেজী ; ১০০ জন ফরাসির সামনে ১০০ জন মামলুক ; আর ৩০০ ফরাসি মোটামুটি ৩০০ মামলুককে খতম করতে সক্ষম। কিন্তু ফরাসি যদি ১০০০ হয় তাহলে নিশ্চিতরূপেই তারা ১৫০০ মামলুককে নিকেশ করতে পারবে।

মার্কস যেরূপ বলেছেন যে, পরিবর্তনীয় তথাপি একটা নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণ বিনিময় মূল্য তার পুঁজিতে রূপান্তরের জন্য আবশ্যক, তেমনি নেপোলিয়ন বলেছেন তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে অবশ্যই একটা ন্যূনতম সংখ্যার বাহিনী হতে হবে, যার ফলে তার সন্নিবদ্ধতা এবং পরিকল্পিত প্রয়োগের মাধ্যমে তার শৃঙ্খলার শক্তি প্রকাশিত হতে পারবে এবং তার দ্বারা তার চাইতে সংখ্যায় অধিক, দক্ষ এবং দুর্ধর্ষ, এবং ফরাসি বাহিনীর মতই অন্তত সাহসী একটা প্রতিদ্বন্দ্বী অনিয়মিত বাহিনীকে পর্যদুস্ত করতে সে সক্ষম হবে। কিন্তু এতে ডুরিং সাহেবের বিরুদ্ধে কি প্রমাণিত হয়? কিছুই না। কারণ, নেপোলিয়ন কি ইউরোপের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন নি? বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় কি তার ভাগ্যে ঘটে নি? এবং তা কেন ঘটেছে? অবশ্যই তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর যুদ্ধ কৌশলে বিভ্রান্ত এবং কুয়াশাময় হেগেলীয় তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩

দ্বান্দ্বিকতা : নাস্তির নাস্তি : নেগেশন অব নেগেশন

"ইংল্যাণ্ডে পুঁজির তথাকথিত প্রাথমিক সঞ্চয়ের এই ঐতিহাসিক বর্ণনা তুলনামূলকভাবে মার্কসের গ্রন্থের সবচাইতে ভাল অংশ ; এটা অধিকতর উত্তম হতো যদি মার্কস একে তাঁর পণ্ডিতি-খঞ্জ পায়ের দ্বারা খাড়া করার জন্য আবার দ্বান্দ্বিকতার খঞ্জ পাকেও না লাগাতেন। অধিকতর উত্তম এবং পরিষ্কার কিছু না পাওয়াতে ভবিষ্যৎকে অতীতের গর্ভ থেকে খালাস করার জন্য হেগেলীয় নাস্তির নাস্তিত্বকে এখানে দাই-এর ভূমিকাতে লাগানো হয়েছে। এর প্রথম নাস্তিত্ব হচ্ছে উল্লিখিত ভাবে ষোড়শ শতাব্দী থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন। এর পরে আসবে দ্বিতীয় নাস্তি, উচ্চতর পর্যায়ে জমি এবং শ্রমের হাতিয়ারের যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা। মার্কস সাহেব এই নতুন 'ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে' 'সামাজিক সম্পত্তি' বলেও অভিহিত করবেন, আর এর মধ্যে আবির্ভূত হবে এমন এক হেগেলীয় উচ্চতর ঐক্য যার মধ্যে দ্বন্দ্বকে ধরা হবে শোধিত বা 'সাবলিমেটেড' হিসেবে তথা হেগেলীয় বুলিতে অতিক্রান্ত এবং সংরক্ষিত হিসাবে।...ফলত মনে হয়, শোষিত হওয়ার ব্যাপারটা যেন বস্তুর বহিঃসম্পর্কের স্বতোৎসারিত ফল বিশেষ।...কিন্তু নাস্তির নাস্তিত্ব বাচক হেগেলীয় ধারণার বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোনো বুদ্ধিমান মানুষের মনে জমি এবং পুঁজির উপর সামূহিক মালিকানার প্রত্যয় ঘটানো কঠিন ব্যাপারই হবে। সে যাহোক, যে বুঝতে পারবে, হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হিসাবে ধরলে কি মূর্খতাই না তৈরি করা যায়, তার কাছে মার্কসের এইসব কুহেলীকাময় শব্দকর ধারণা অপরিচিত বলে বোধ হবে না। সে বুঝতে পারবে এ থেকে মূর্খতার উদ্ভব অনিবার্য। কিন্তু যে পাঠক এইসব যাদুকরী খেলার সঙ্গে পরিচিত নয় তার জন্য এটা স্পষ্ট করে বলা আবশ্যক যে, হেগেলের প্রথম নাস্তি হচ্ছে স্বর্গ থেকে আপাতমূলক পতন এবং তাঁর দ্বিতীয় নাস্তি হচ্ছে উচ্চতর ঐক্যের মাধ্যমে পতন থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্তি। ধর্মের জগৎ থেকে ধার করা একটা হাস্যকর উপমার ভিত্তিতে ঘটনার প্রতিষ্ঠা করা অবশ্য এক দুঃসাধ্য কাজ।...মার্কস সাহেব সানন্দচিত্তে তাঁর প্রহেলিকাময় সম্পত্তির জগতে বিহার করছেন ; তাঁর সম্পত্তি যেমনি ব্যক্তিগত, তেমনি সমষ্টিগত। তাঁর এমন গভীর দ্বন্দ্বমূলক রহস্য উদ্ঘাটনের ভার অবশ্য তিনি সঁপে দিয়েছেন তাঁর দক্ষ দীক্ষিতদের স্কন্ধে।"

হের ডুরিং-এর দৌড় হচ্ছে এ পর্যন্ত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজন এবং জমি ও শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত উৎপাদনের উপায় সমূহের উপর কোনো মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য হেগেলীয় নাস্তির নাস্তিত্বের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত মার্কসের আর উপায়ন্তর নাই। এবং যেহেতু মার্কস তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বকে ধর্ম থেকে ধার করা এই সব হাস্যকর উপমার উপর দাঁড় করাচ্ছেন, সে কারণে তিনি পরিণামে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, শোধিত দ্বান্দ্বিকতার হেগেলীয় উচ্চতর ঐক্য হিসাবে ভবিষ্যতে সমাজে এমন এক মালিকানা বিরাজ করবে যা হবে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং সমাজগত।

নাস্তির নাস্তিত্বের কথা আপাতত থাক। আসুন আমরা সেই মালিকানাকে একটু তলিয়ে দেখি যে 'যেমনি ব্যক্তিগত তেমনি সমাজগত'। হের ডুরিং ব্যাপারটাকে একটা প্রহেলিকাময় জগতের ব্যাপার বলে অভিহিত করেছেন। এবং কৌতুকের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এখানটাতে তিনি বাস্তবিকই ঠিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, এবারও মার্কস নন, হের-ডুরিংকেই দেখা যাচ্ছে প্রহেলিকাময় এই জগতের মধ্যে। এবং হেগেলীয় 'প্রলাপময় আর্তির' ক্ষেত্রে যেরূপ দক্ষতার সঙ্গে তিনি বিনাক্লেশে মার্কসের 'পুঁজি'র তখনো অসমাপ্ত খণ্ডসমূহের মধ্যে নিশ্চিত কি থাকবে তা স্থির করতে পেরেছিলেন, তেমনি এখানেও হেরডুরিং তেমন কোনো আয়েশ ব্যতীত, হেগেলকে অনুসরণ করে, মার্কসের মধ্যে যার একটি শব্দ মাত্র নাই তেমন উচ্চতর ঐক্যের এক সম্পত্তিকে মার্কসের মাথার উপর স্থাপন করে তাঁকে ঠিক করে দেখার পারদর্শীতা প্রদর্শন করছেন।

মার্কস বলেন : "এটা হচ্ছে নাস্তির নাস্তি তথা 'নেগেশন অব নেগেশন। এই নাস্তিত্ব উৎপাদকের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠিত হয় পুঁজিবাদী যুগের অর্জনের উপর : প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন শ্রমিকদের সহযোগিতার উপর এবং জমিতে তাদের যৌথ সত্ত্বা এবং তাদের শ্রমশ্রমের ভিত্তিতে উৎপাদিত উৎপাদনের উপায়সমূহে তাদের যৌথ অধিকারের উপর। যে পুঁজিবাদী সম্পত্তির ভিত্তি হচ্ছে সামাজিক-কৃত উৎপাদন, সেই পুঁজিবাদী সম্পত্তির সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার পক্রিয়ার তুলনাতে ব্যক্তিক নিজের পরিশ্রমে অর্জিত ব্যক্তিক সম্পত্তির পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া স্বভাবতই তুলনাহীনভাবে অধিকতর প্রলম্বিত, জবরদস্তিমূলক এবং কঠিন"।* মার্কস এটাই বলেছেন। উচ্ছেদকদের উচ্ছেদের মাধ্যমে যে অবস্থা তৈরি হলো মার্কস তাকে বলেছেন ব্যক্তিক সম্পত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধিত হয়েছে জমি এবং শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত উৎপাদনের উপায় সমূহের উপর সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে। সহজ ভাষা যাদের বোধগম্য তাদের কাছে ব্যাপারটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, সামাজিক মালিকানা বিস্তারিত হচ্ছে জমি এবং উৎপাদনের অপরাপর উপায়গুলির উপর এবং ব্যক্তিগত মালিকানা তৈরি হচ্ছে উৎপাদিত দ্রব্য তথা ভোগের পণ্যের উপর। ব্যাপারটাকে সহজবোধ্য করার জন্য, ছ'বছরের একটি বালকও যেন বুঝতে পারে তার জন্য মার্কস তাঁর 'ক্যাপিট্যাল'-এর ৫৬ সংখ্যক পৃষ্ঠায় 'এমন একটি স্বাধীন ব্যক্তি মানুষের সমবায়ে গঠিত সমাজের কথা কল্পনা করেছেন যে সমাজে বিচ্ছিন্ন সকল ব্যক্তির শ্রম-শক্তিকে সচেতনভাবে যুক্ত করে সমাজের যৌথ শ্রমশক্তি হিসাবে নিয়োগ করা হচ্ছে উৎপাদনের কাজে'। অন্যকথায় এ সমাজ হচ্ছে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সংগঠিত সমাজ। এর পরে মার্কস আরো বলেন : "এ সমাজের সর্বমোট উৎপাদন হচ্ছে সামাজিক উৎপাদন। এই উৎপাদনের একটি অংশ পুনরুৎপাদনের

---

* Capital Vol I pp 763-64

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপায় হিসাবে কার্যকর হয়। এটিতে বহাল থাকে তার সামাজিক চরিত্র। কিন্তু উৎপাদনের বাকি অংশ সমাজের মানুষ তথা তার সদস্যবর্গ ব্যবহার করে তাদের জীবন ধারণের উপায় হিসাবে। সমাজের সদস্যদের মধ্যে উৎপাদনের এই অংশের একটি বন্টনের প্রয়োজন তাই ফলগতভাবেই দেখা যায়।"* এ ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই ডুরিং সাহেবের হেগেলীকৃত** মস্তিষ্কের নিকটও যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার বলে বোধ হয়। কাজেই 'এমন সম্পত্তি যেমন ব্যক্তিক, তেমন সামাজিক'—বিভ্রান্তিকর এই জগাখিচুড়ী, এমন অর্থহীন উক্তি, যার উদ্ভব ঘটছে অনিবার্যভাবে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতা থেকে, প্রহেলিকার এই জগৎ এবং দ্বান্দ্বিক এই অতল গভীর রহস্য,যে রহস্যের রহস্য ভেদ করার দায়িত্ব মার্কস ন্যস্ত করে গেছেন তার দক্ষ দীক্ষিতদের স্কন্ধে ইত্যাদি ইত্যাদি হচ্ছে একেবারে স্বাধীন সৃষ্টি এবং হের ডুরিং এর কল্পনার ফসল। একজন কথিত হেগেলীয় হিসাবে মার্কসকে তৈরি করতে হচ্ছে নাস্তির নাস্তিত্ব থেকে একটি যথার্থ উচ্চতর ঐক্যকে এবং যেহেতু মার্কসের এমন কর্ম ডুরিং সাহেবের রুচি মাফিক তেমন ঘটছেনা, সে কারণে হের ডুরিংকে আবার আশ্রয় নিতে হচ্ছে তাঁর স্বভাব সুলভ উচ্চতর এবং মহত্তর কল্পনাশৈলীর এবং তার মাধ্যমে তিনি মার্কসের উপর আরোপ করে দিচ্ছেন তাঁর নিজের উৎপাদিত এক সমগ্র সত্যকে। যে ব্যক্তি অপর কোনো লেখককে ব্যতিক্রম হিসাবেও কখনো যথার্থভাবে উদ্ধৃত করতে একেবারেই অক্ষম তাঁর পক্ষে অপরের সত্যানুগ উদ্ধৃতির 'চৈনিক দক্ষতা' দৃষ্টে এবং এমন উদ্ধৃতির মাধ্যমে উদ্ধৃত লেখকদের ভাবের সামগ্রিকভাবে অন্তরে প্রবেশের অক্ষমতাকে গুপ্ত রাখতে যাঁরা অদক্ষ তাদের দৃষ্টান্তে ক্ষোভে তার ক্ষুদ্র হয়ে ওঠা মোটেই কোনো বিস্ময়ের বিষয় নয়। হের ডুরিং যথার্থ। আমরা বলি, এমন বৃহৎ ভাবের ঐতিহাসিক বিবেচনা দীর্ঘজীবী হোক।

এ যাবৎ আমরা অগ্রসর হয়েছি এই ধারণা থেকে যে ডুরিং সাহেবের আর কিছু না হোক ভ্রান্ত উদ্ধৃতিতে তাঁর একটা অনড় আনুগত্য আছে। আমাদের ধারণা ছিল, এই আনুগত্যের একটা কারণ, হয় তিনি কোনো কিছুর অনুধাবনে একেবারেই অক্ষম, নয়ত স্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দানই তাঁর অভ্যাস, যদিচ যেমন বৃহৎভাবে তিনি ইতিহাসের বিচার করেন তাতে এরূপ অভ্যাসকে অদ্ভুত বলেই বোধ হবে। বস্তুত তাঁর ইতিহাসের বিবরণ অবিন্যাস্ত বিবরণ বই আর কিছু নয়। সে যা হোক, আমরা এবার বোধহয় এমন একটি বিন্দুতে এসে উপস্থিত হয়েছি যেখানে, এমন কি হের ডুরিং-এর ক্ষেত্রেও পরিমাণ গুণে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। প্রথমত, মার্কসের উপরোক্ত অনুচ্ছেদটি নিজেই একেবারে পরিষ্কার। তাছাড়া এই গ্রন্থেই অপর একটি অনুচ্ছেদে কথাটিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে যাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র আর অবকাশ থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, 'যে সম্পত্তি যেমন ব্যক্তিগত তেমন সমষ্টিগত' বলে যে অদ্ভুত বস্তুটি হের ডুরিং আবিষ্কার করেছেন তাঁর সেই আবিষ্কারের ঘটনাটি ঘটেছে না তাঁর 'ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থের উল্লিখিত সমালোচনার 'সম্পূরক পত্রগুলিতে', না ঘটেছে তাঁর 'ক্রিটিক্যাল হিস্টরীর' প্রথম সংস্করণে। ঘটনাটিকে ঘটতে দেখা যায় এর দ্বিতীয় সংস্করণে অর্থাৎ হের ডুরিং কর্তৃক 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয়

---

* ঐ পৃ. ৭৮

** হেগেলীকৃত-hegelianized

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠের কালে। তাছাড়াও দেখা যায়, হের ডুরিং তাঁর গ্রন্থের এই দ্বিতীয় সংস্করণে—তথা যে সংস্করণটি হচ্ছে তাঁর সমাজতান্ত্রিক বোধ দ্বারা পুনর্লিখিত সংস্করণ, তার মধ্যে তিনি মার্কসের মুখে সমাজের ভবিষ্যৎ সংগঠন সম্পর্কে নিকৃষ্টতম অর্থহীন সব উক্তিকে বসিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এরূপ কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বৈপরীত্য হিসাবে, যেন তিনি অধিকতর বিজয়দম্ভে তাঁর ভাষায়, "আমার 'কোর্সের' মধ্যে যে অর্থনৈতিক কম্যুনকে আমি মিতভাবে এবং আইনের ভিত্তিতে বিবৃত করেছি" সেই কাজটি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। এইসব বিবেচনা করে আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, হের ডুরিং ইচ্ছাকৃতভাবে মার্কসের ভাবধারার এমন এক সুবিধাজনক সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন' যা তাঁর নিজের সুবিধা সাধন করতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মার্কসের নাস্তির নাস্তি তথা 'নেগেশন অব নেগেশন'-এর ভূমিকা কি? মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ডের ৭৯১ এবং তার পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে তথাকথিত প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তী পঞ্চাশ পৃষ্ঠার অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক গবেষণার শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পুঁজিবাদী যুগের পূর্বে অন্তত ইংল্যাণ্ডে ক্ষুদ্র শিল্পের অস্তিত্ব ছিল। এর ভিত্তি ছিল উৎপাদনে শ্রমিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তথাকথিত প্রাথমিক পুঁজির যখন সঞ্চয় ঘটে তখন সাক্ষাৎ এই উৎপাদকের উচ্ছেদের মাধ্যমেই তা সংঘটিত হয়। অন্য কথায় মালিকের নিজের শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির এখানে বিলোপ ঘটে। এটা সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে, উল্লিখিত ক্ষুদে শিল্প প্রচলিত সংকীর্ণ সমাজ এবং তার স্থূল উৎপাদনের সীমার সঙ্গেই মাত্র সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এবং এই বিলোপ তথা ব্যক্তিক এবং বিচ্ছিন্ন বিস্তস্ত উৎপাদনের সামাজিকভাবে কেন্দ্রীকৃত উৎপাদনে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে পুঁজির প্রাকইতিহাস। পরবর্তীতে শ্রমিকরা যখনি সর্বহারা তথা প্রলেতারিতে পর্যবসিত হলো এবং তাদের শ্রমের উৎপাদনে পুঁজিতে পরিণত হলো, মোট কথা যখনি পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি নিজের পায়ে দণ্ডায়মান হলো তখনি শ্রমের ঘটতে থাকল অধিকতর সামাজিককরণ, অধিকতর রূপান্তর ঘটতে লাগল জমি এবং উৎপাদনের অপররাপর উপায়সমূহের। ফলত ব্যক্তিগত মালিকদের অধিকতর উচ্ছেদের প্রক্রিয়া নতুনতররূপ গ্রহণ করল। "এখন যার উচ্ছেদ সংঘটিত হবে সে আর নিজের জন্য শ্রমরত শ্রমিক নয় ; এখন উচ্ছেদ ঘটবে বহু শ্রমিকের শোষণকারী পুঁজিপতির। এই উৎসাদন সাধিত হয় পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির অন্তর্নিহিত নিজস্ব বিধান দ্বারা : পুঁজির কেন্দ্রীভবন হচ্ছে এই উৎসাদনের কর্তা। এক পুঁজিপতি অপর বহু পুঁজিপতিকে খতম করে। কেন্দ্রীভবন অথবা কতিপয়ের হাতে বহু পুঁজিপতির খতম হওয়ার এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে অগ্রসর হয়, ক্রম বিস্তারমান আকারে, শ্রমের সমবায়ী রূপ, বিকাশ লাভ করে উৎপাদনে বিজ্ঞানের সচেতন কারিগরি প্রয়োগ, জমির সুসংবদ্ধ যৌথ কর্ষণ ক্রিয়া, শ্রমের মাধ্যম তথা যন্ত্র সমূহের সংঘটিত হয় এমন রূপান্তর যার ফলে কেবল মাত্র যৌথভাবেই এগুলির উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার সম্ভব হয়ে ওঠে এবং সম্মিলিত সামাজিক-কৃত শ্রমের যৌথ উৎপাদনের উপায় হিসাবে ব্যবহারের ফলে উৎপাদন খরচের সাশ্রয় ঘটতে থাকে। বৃহৎ পুঁজিতে যারা এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সুযোগ সুবিধাকে দখল এবং একচেটিয়া করে তোলে তাদের সদা হ্রাসমান সংখ্যার সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে শ্রমিকদের ব্যাপক দুর্দশা, অত্যাচার, দাসত্ব, অধোগতি এবং শোষণ। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সঙ্গে আবার জন্মলাভ করে শ্রমিক শ্রেণী তথা সেই শ্রেণীর বিদ্রোহ যে শ্রেণীর সংখ্যা যেমন প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়ে চলে, তেমনি পুঁজিবাদী উৎপাদনী প্রক্রিয়ার নিজস্ব প্রক্রিয়াতেই তারা হয়ে ওঠে সুশৃঙ্খল এবং সংগঠিত। পুঁজির একচেটিয়ারূপ, যে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি পুঁজির মাধ্যমে জন্মলাভ এবং বিকাশ লাভ করেছে, সেই উৎপাদন পদ্ধতিরই শেকল হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদনের উপায় সমূহের কেন্দ্রীকরণ এবং শ্রমের সামাজিককরণ এমন এক বিন্দুতে এসে পৌছে যেখানে তারা পুঁজিবাদী খোলসের সঙ্গে অসহ হয়ে দাঁড়ায়। এবার তাই খোলসটা ফেটে পড়ে। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসানের ঘন্টা-ধ্বনি বেজে ওঠে। এবং উচ্ছেদকগণ উৎসাদিত হয়।"*

এখন পাঠকের কাছে আমার জিজ্ঞাসা : এর মধ্যে দ্বান্দ্বিক বাঁকচুরটা কোথায়, কোথায় ভাবের গলিঘুঁজি এবং কারুকার্য, কোথায় চিন্তার জগাখিচুড়ী এবং যার ফলে সব কিছুই নাকি শেষ কালে একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়? আমাদের জিজ্ঞাসা এর মধ্যে কোথায় সেই রহস্যজনক দ্বন্দ্বের আবর্জনা এবং লগোস-এর হেগেলীয় তত্ত্ব অনুযায়ী ভাবের মারপ্যাঁচ যা বাদে, হেরডুরিং-এর অভিমত অনুযায়ী মার্কসের পক্ষে তাঁর ব্যাখ্যাকে রূপদান করা সম্ভব হচ্ছে না? মার্কস এখানে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে সহজ ঐতিহাসিক ভাবে এটাই দেখিয়েছেন যে, ইতঃপূর্বে যেমন ক্ষুদে শিল্প তার বিকাশের ধারাতেই নিজের বিলোপের অবস্থা অর্থাৎ ক্ষুদে মালিকদের উৎসাদনের অবস্থা তৈরি করেছিল, ঠিক তেমনি পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি নিজেই এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যার ফলে তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। প্রক্রিয়াটা হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। এবং প্রক্রিয়াটি যদি একই সঙ্গে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াও হয়, তার দোষ মার্কসের নয়, ব্যাপারটি ডুরিং সাহেবের কাছে যতোই অপছন্দনীয় হোক না কেন?

এবং মার্কস তাঁর ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক প্রমাণের কাজ সম্পন্ন করার শেষে এখানেই মাত্র বলেছেন : "পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদন ভোগ তথা পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি হচ্ছে নিজের শ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথম নাস্তি। পুঁজিবাদী উৎপাদনের নাস্তিকরণ হচ্ছে তার নিজের প্রকৃতির মধ্যে জাত একটা অনিবার্য স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।" এর পরই আসছে মার্কসের আর সব কথা যার উদ্ধৃতি আমরা পূর্বে দিয়েছি।

এভাবে মার্কস যখন প্রক্রিয়াটিকে নাস্তির নাস্তি তথা নেগেশন অব নেগেশন বলে অভিহিত করেন তখন তিনি এ কথা প্রমাণ করতে চান না যে, প্রক্রিয়াটা ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য ছিল। পরন্তু তিনি ইতিহাস থেকে যখন দেখিয়েছেন যে, প্রক্রিয়াটি অংশত ইতঃমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তার বাকি অংশ অবশ্যই সম্পন্ন হবে, তখনি মার্কস বলেন যে, প্রক্রিয়াটি চরিত্রগত ভাবে একটি নির্দিষ্ট দ্বান্দ্বিক বিধানের ভিত্তিতে বিকাশ লাভ করছে। এটাই সব। কাজেই এখানেও, হের ডুরিং যখন বলেন যে, নাস্তির নাস্তি হচ্ছে অতীতের গর্ভ থেকে ভবিষ্যৎকে খালাসকারী দাই অথবা যখন তিনি বলেন যে মার্কস কারুর মনে জমি এবং পুঁজির যৌথ মালিকানার প্রয়োজনের প্রত্যয় সৃষ্টিতে আগ্রহী, তখন

---

* Capital : ১ম খণ্ড পৃ. ৭৬৩-৬৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি পুনরায় একটা খাঁটি বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে নিবদ্ধ হন। আসলে এ হচ্ছে ডুরিঙীয় বৈপরীত্যেরই দেহী-রূপ : নাস্তির নাস্তিত্বের বিশ্বাসের ভিত্তিতে কৃত কীর্তি।

দ্বান্দ্বিকতার চরিত্র সম্পর্কে হের ডুরিং-এর পরিপূর্ণ অজ্ঞতা এই ঘটনাতেও ধরা পড়ে যে, তিনি দ্বান্দ্বিকতাকে মনে করেন শুধু প্রমাণের একটি উপায় হিসাবে। সীমাবদ্ধভাবে হয়ত কাঠামোগত ন্যায় কিংবা প্রাথমিক গণিতকে সে ভাবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু কাঠামোগত ন্যায় বা ফরমাল লজিকও হচ্ছে প্রধানত নতুন সিদ্ধান্ত লাভের একটি পদ্ধতি ; জানা থেকে অজানার দিকে অগ্রসর হওয়ার উপায়। দ্বান্দ্বিকতার ক্ষেত্রে এই কথা অধিকতর ভাবে সত্য। কারণ, দ্বান্দ্বিকতা কাঠামোগত ন্যায়ের সংকীর্ণ সীমানাকে ভাঙ্গার মাধ্যমে অধিকতর পরিপূর্ণ একটা বিশ্বদৃষ্টির বীজ নিজের মধ্যে ধারণ করে। গণিতের মধ্যেও এই একই সত্যের সাক্ষৎ ঘটে। প্রাথমিক গণিত তথা স্থির সংখ্যার যে গণিত, তার ক্রিয়াশীলতা মোটামুটি কাঠামোগত ন্যায়ের সীমানাতে আবদ্ধ। কিন্তু চলের গণিত বা 'ভ্যারিয়েবলস্'-এর গণিত, যে গণিতের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে 'ইনফাইনিটেসিম্যাল ক্যালকুলাস' বা অনুকলন, সে গণিত হচ্ছে আসলে গাণিতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিকতারই প্রয়োগ। এখানে নতুন নতুন গবেষণার ক্ষেত্রে গণিতের এই পদ্ধতির প্রয়োগের তুলনাতে প্রমাণ হিসাবে এর ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই অপ্রধান। কিন্তু উচ্চতর গণিত বা অংক শাস্ত্রের ক্ষেত্রে ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসের প্রথম প্রমাণ থেকে শুরু করে বাকি সবই প্রাথমিক গণিতের দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল। এমন হওয়া স্বাভাবিক, কেননা দ্বান্দ্বিকতার ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে, দ্বান্দ্বিকতার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলকে কাঠামোগত ন্যায়ের দ্বারা প্রমাণের চেষ্টায় ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। হের ডুরিং-এর মতো একজন নিরেট অধিবিদ্যকের কাছে কেবল মাত্র দ্বান্দ্বিকতার দ্বারা কোনো কিছুকে প্রমাণ করার চেষ্টা সেই পরিমাণেই সময়ের অপচয় হবে, সময়ের যে অপচয় ঘটেছিল সেকালের গাণিতিকদের কাছে লাইবনিজ এবং তাঁর অনুসারীদের দ্বারা ইনফাইনিটেসিম্যাল ক্যালকুলাসের নীতি প্রমাণের চেষ্টায়। নেগেশন অব নেগেশন বা নাস্তির নাস্তি থেকে হের ডুরিং-এর মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া বা খিঁচুনীর উদ্ভব হয়, সেদিনের গাণিতিকদের মধ্যেও ডিফারেনশিয়াল বা বিভেদক সেই প্রতিক্রয়াই সৃষ্টি করত। আমরা পরবর্তীতে দেখব কেবল গণিতে নয়, দ্বান্দ্বিকতার মধ্যেও এই বিভেদকের একই ভূমিকা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই ভদ্রমহোদয়গণ, কিংবা তাঁদের মধ্যে যাঁরা ইতঃমধ্যে পরলোকগমন করেননি তাঁরা অনিচ্ছা সহকারে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। অবশ্য সে এ কারণে নয় যে বিভেদকের তত্ত্বে তাঁদের প্রত্যয় এসেছিল। তাঁরা পিছু হটেছিলেন কারণ বিভেদকের তত্ত্ব সর্বদাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। ডরিং সাহেব নিজেই বলেছেন, বয়সে তিনি মাত্র চল্লিশের ঘরে অবস্থান করছেন। তিনিও যদি বৃদ্ধ হওয়ার বয়স প্রাপ্ত হন, আমরা আশা করছি তিনি তা প্রাপ্ত হবেন, তাহলে তাঁর অভিজ্ঞতাও হয়ত অভিন্নই হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে নেগেশন অব নেগেশন বা নাস্তির নাস্তি হের ডুরিং-এর জীবনকে এত অতিষ্ঠ করে তোলে এবং যাকে স্বীকার করা তাঁর পক্ষে খ্রিস্টান ধর্মে পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে পাপ করার মতই ক্ষমার অতীত এক অপরাধ, সেই ভয়ঙ্কর নাস্তির নাস্তি-ব্যাপারটি কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটা একেবারেই একটি সহজ প্রক্রিয়া। সর্বত্র এবং সবসময়েই ব্যাপারটা সংঘটিত হচ্ছে। পুরনো ভাববাদী দর্শন যে রহস্য দিয়ে একে লুককায়িত রেখেছিল তাকে সরিয়ে দিলে যে কোন বালকও ব্যাপারটাকে বুঝতে পারে। আসলে হের ডুরিং ধরনের অসহায় অধিবিদ্যক দার্শনিকদের স্বার্থ হচ্ছে প্রক্রিয়াটিকে এমনি রহস্যের পেছনে লুক্কায়িত রাখা। বার্লির একটি দানাকেই আমরা ধরিনা কেনো। বার্লির এমন কোটি কোটি দানা প্রতিদিন পেষা হচ্ছে, তাদেরকে সিদ্ধ করা হচ্ছে এবং তাদেরকে ভক্ষণ করা হচ্ছে। কিন্তু পিষ্ট হওয়ার ফলে দানাটি যদি স্বাভাবিক অবস্থায় উপযুক্ত কিছু মাটিতে পতিত হয়, তাহলে একটা পরিমাণ তাপ এবং আর্দ্রতার ফলে তার মধ্যে নির্দিষ্ট একটি পরিবর্তন সংঘটিত হয়, এর মধ্যে বীজ সঞ্চারিত হয়। দানা হিসাবে এর আর অস্তিত্ব থাকে না, দানা হিসাবে এর নাস্তিত্ব ঘটে। দানার যায়গাতে এবার আমরা একটি চারার অস্তিত্বকে দেখতে পাই : এটা হচ্ছে দানা নাকচ বা নাস্তিত্ব। কিন্তু এই চারাটির স্বাভাবিক জীবন প্রক্রিয়াটি কি? চারাটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পুষ্পিত হয়, ফলদানে নিষিক্ত হয় এবং পরিশেষে পুনরায় সে বার্লিদানাকে তৈরি করে। এবং বার্লিদানাগুলি যেই মাত্র পরিপক্ক হয় তখনি বার্লির ডাঁটা শুকিয়ে যায় : অর্থাৎ এবার সে নিজেই নাস্তিত্বে পরিণত হয়। আর নাস্তির এই নাস্তিত্বের ফলে আমরা আবার সেই বার্লির দানাকে প্রাপ্ত হই। কিন্তু একটি দানা থেকে একটি নয়। একটি দানা থেকে দশ গুণ, বিশগুণ বা ত্রিশগুণ অধিক দানা আমরা প্রাপ্ত হই। শস্যের দানার যে প্রজাতি তার পরিবর্তনের গতি একেবারেই ধীর। আর সে কারণেই আজকের বার্লির দানা এবং শতবর্ষ পূর্বের বার্লির দানা প্রায় অভিন্ন। কিন্তু আমরা যদি ডালিয়া ফুলের চারার ন্যায় একটি নমনীয় শোভন চারা কিংবা অরকিড চারার কথা ধরি, কুশলী বাগানী তাদের যেভাবে পরিচর্যা করে তা বিবেচনা করি, তাহলে আমরা দেখি যে এই নাস্তির নাস্তিত্বের মাধ্যমে কেবল যে আমরা মূল বীজকেই অধিক সংখ্যায় লাভ করি তাই নয়—আমরা লাভ করি উন্নত প্রকারের এমন বীজ যার থেকে উৎপন্ন হয় আরো সুন্দর সব ফুল। এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি পুনরাবর্তন, প্রতিটি নতুন নাস্তির নাস্তিত্ব এই উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে বৃদ্ধি করে চলে।

একটি বার্লিদানার ক্ষেত্রে যা ঘটে, বেশির ভাগ পতঙ্গের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। ধরা যাক একটি প্রজাপতির কথা। প্রজাপতির জন্ম ডিম থেকে। ডিমের নাস্তিত্ব থেকে প্রজাপতির জন্ম। এই প্রজাপতি নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যৌন পরিপক্কতা লাভ করে, অপর প্রজাপতির সঙ্গে তার যৌন মিলন ঘটে। এবং মিলন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্ত্রী প্রজাপতি যখন বহু সংখ্যক ডিম তৈরি করা সম্পন্ন করে তখন প্রজাপতি নিজেই আবার নাস্তিত্বে পরিণত হয় : প্রজাপতিটি মারা যায়। অপর গাছ-পালা, জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার রূপটি যে এত সরল নয়, তাদের মৃত্যুর পূর্বে তারা যে কেবল একবার নয়, একাধিকবার বীজ, ডিম কিংবা সন্তান-সন্ততি তৈরি করে-সেই কথা বর্তমান মুহূর্তে আমাদের বিবেচ্য নয়। এখানে আমাদের বক্তব্য শুধু এইটুকু যে, নাস্তির নাস্তিত্বের প্রক্রিয়া জৈব জগতের উভয় মণ্ডলে যথার্থই সংঘটিত হয়।

তাছাড়া ভূতত্ত্বের সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে নাস্তির নাস্তিত্বের একটা ধারাক্রম : এই ধারায় পুরাতন প্রস্তর গঠন একের পরে এক বিধ্বস্ত হয় এবং নতুন প্রস্তর গঠন তৈরি হয়। সেই গোড়াতে তরল বস্তুমণ্ডল ঠাণ্ডা হওয়া থেকে গঠিত পৃথিবীর উপরিতল ভেঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিল সামুদ্রিক, আবহাওয়াগত এবং পরিবেশ–রাসায়নিক কার্যক্রমে। খণ্ডবিখণ্ড এই বস্তুপুঞ্জ সমুদ্র–বেলাতে জমাট বেঁধেছিল। গোড়ার এই গঠনের কোনো কোনো অংশ সমুদ্রতলের উঠে যাওয়াতে তার উপর পুনর্বার প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল বর্ষণ, ঋতুপরিক্রমে তাপের তারতম্যের এবং পরিমণ্ডলে ব্যপ্ত অক্সিজেন এবং কার্বন–ডাই–অক্সাইডের। পৃথিবীর অন্তর্দেশ থেকে উত্থিত তরল পাথরপুঞ্জ–যেগুলি নিচের স্তর ভেঙ্গে বেরিয়েছিল এবং পরবর্তীতে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধেছিল তার উপরও প্রভাব পড়েছিল এইসব শক্তির। এইভাবে শত কোটি কোটি বছরের পরিধিতে নতুন নতুন স্তর তৈরি হয়েছে এবং এগুলি আবার বেশির ভাগ বিধ্বস্ত হয়েছে এবং নতুন স্তর গঠনের উপাদান হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার পরিফল হয়েছে খুবই সুনির্দিষ্ট : এর ফলে তৈরি হয়েছে বিচিত্র রাসায়নিক উপাদানে গঠিত মাটি আর এই মাটি তার যান্ত্রিক মিশ্রণগত অবস্থাতে উৎপাদন সম্ভব করে বিরাটভাবে পর্যাপ্ত এবং বিচিত্র সবুজ প্রাণের।

এই একই প্রক্রিয়ার সাক্ষাৎ পাই আমরা গণিত শাস্ত্রে। বীজগণিতের যে কোনো পরিমাণকে ধারা যাক। ধরা যাক a ; এর নাস্তিত্বে আমরা পাই-a (বিয়োগ a)। এই নাস্তিকে নাস্তি করার জন্য আমরা যদি-a কে a দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা পাই+ a^2: অর্থাৎ ফলে তৈরি হয় মূল সংখ্যাটি, কিন্তু তার একটা উচ্চতর পরিমাণে : মূল পরিমাণ এখানে দ্বিতীয় শক্তিতে উন্নীত হয়েছে। এই একই a^2 যে ধনাত্মক a কে a দ্বারা গুণ করেও পাওয়া যায়—তাতে এ ক্ষেত্রে কোনো তফাৎ সৃষ্টি হয় না। কারণ a^2 এর মধ্যে এই নাস্তির নাস্তিত্ব এমন দৃঢ়ভাবে প্রোথিত যে সর্বদাই এর দু'টি বর্গমূল থাকে : অর্থাৎ a এবং-a নাস্তিকৃত নাস্তি—তথা নেগেটেড নেগেশনকে যে কোন ক্রমে পরিহার করা সম্ভব নয়, এ ঘটনা যখনি আমরা কোয়াড্রাটিক ইকোয়েশনের বা দ্বিঘাত সমীকরণের প্রশ্নে আসি, তখনি স্পষ্টরূপে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

উচ্চতর বিশ্লেষণ তথা হের ডুরিং নিজে যাকে গণিতের উচ্চতম কার্য বলে অভিহিত করেন সেই "অসীমভাবে ক্ষুদ্র মাত্রার" বিশ্লেষণে এই নাস্তির নাস্তিত্ব এর চাইতেও অধিক লক্ষ্যণীয় হয়ে ধরা পড়ে। এগুলো সাধারণ কথায় বিভেদক বা ডিফারেনশিয়াল এবং ইনটেগ্রাল বা অখণ্ড ক্যালকুলাস বলে পরিচিত। ক্যাকুলাসের এই প্রকারগুলিকে কিভাবে প্রয়োগ করা হয়? দৃষ্টান্ত হিসাবে, ধারা যাক আমরা দুটি ভেরিয়েবল বা চল x এবং y আছে যার কোনো একটির পরিবর্তন অপরটির মধ্যে বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত অনুপাত ব্যতিরেকে সাধিত হতে পারে না। x এবং y কে আমি পৃথক করতে চাই–অর্থাৎ আমি x এবং y কে এত অসীম ক্ষুদ্রভাবে পরিমাপ করছি যে বাস্তব যে কোনো ক্ষুদ্রতম পরিমাণের তুলনাতেও এরা ক্ষুদ্র, এরা অদৃশ্য হয়ে যায় : অন্য কথায় এদের অন্তর্গত পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যতীত বস্তুগতভাবে এরা আর অস্তিত্বমান থাকে না : এ হচ্ছে এমন একটি পরিমাণগত অনুপাত যার মধ্যে কোনো পরিমাণ নেই।

সুতরাং $\frac{dy}{dx}$,x এবং y -এর মধ্যকার বিভেদক হচ্ছে $\frac{0}{0}$ এর সমান, কিন্তু $\frac{0}{0}$ কে $\frac{y}{x}$ এর প্রকাশ হিসাবে ধরার ভিত্তিতে। প্রসঙ্গক্রমে আমি শুধু এ কথা বলছি যে, বিলোপের মুহূর্তে দৃষ্ট দুটি বিলুপ্ত সংখ্যার মধ্যকার এই অনুপাত হচ্ছে একটা বৈপরিত্যের ব্যাপার। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলেও এ ঘটনা সমগ্র গণিত শাস্ত্রকে বিগত প্রায় দু'শ বছর যদি তেমন বিব্রত করতে না পেরে থাকে, তবে আমাদের জন্যও এ তেমন কোনো বিপদ সৃষ্টি করবে না। এখন, এখানে আমরা x এবং y কে নাকচ করা ব্যতীত আর কি করেছি? অবশ্য এদের এই নাস্তিত্ব এমন নয় যে এদের সম্পর্কে অধিবিদ্যক নাস্তিত্বের ন্যায় আমাদের আর চিন্তার কোনো কারণ নাই। এ নাস্তিত্ব হচ্ছে বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এক নাস্তিত্ব। সুতরাং এখানে x এবং y এর স্থানে আমরা তাদের নাস্তিত্ব হিসাবে পাচ্ছি, আমাদের ফর্মুলা বা ইকোয়েশনের মধ্যে dx এবং dy কে। এবার dx এবং dy কে বাস্তব পরিমাণ, যে পরিমাণ কিছু ব্যতিক্রমী বিধানের বাধ্য, হিসাবে ধরে অগ্রসর হয়ে একটা বিন্দুতে নাস্তির নাস্তিত্ব আমি সম্পাদন করি—অর্থাৎ বিভেদক ফর্মুলার সমন্বয় সাধন করি এবং dx এবং dy-এর স্থানে আমি আবার বাস্তব পরিমাণ x এবং y কে লাভ করি। ফলত গোড়াতে আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই যে পৌঁছি, তা নয়। অপরন্তু এর মাধ্যমে আমি সম্পাদন করতে সক্ষম হই সাধারণ জ্যামিতি এবং বীজ গণিত যে সমস্যা সমাধানে অসহায় ভাবে ব্যর্থ হত এবং ভেঙ্গে পড়ত, তেমন সমস্যার সমাধান।

এই একই ঘটনার সাক্ষাৎ পাই আমরা ইতিহাসের মধ্যে। সকল সভ্য মানুষের জীবনের শুরু হয়েছে জমির যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে। আবার সকল মানুষের জীবনেই আদিম অবস্থার একটা পর্যায়ে কৃষিকার্যের বিকাশের সঙ্গে জমির এই যৌথ মালিকানা উৎপাদনের উপর একটা শেকল বা প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দেয়। ফলে যৌথ মালিকানার বিলোপ ঘটে, যৌথ মালিকানার নাস্তিত্ব ঘটে এবং দীর্ঘ কিংবা অল্পকালীন অন্তর্বর্তী বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে যৌথ মালিকানা রূপান্তরিত হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির মাধ্যমে অর্জিত কৃষির বিকাশের উচ্চতর অপর এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিজেই উৎপাদনের উপর শৃঙ্খল বা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, যেমন দাঁড়িয়েছে বর্তমানকালে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ উভয় প্রকার জমির মালিকানার ক্ষেত্রে। স্বাভাবিকভাবে এ কারনে তাই দাবি উঠেছে, এই ব্যক্তিগত মালিকানাকেও নাকচ করতে হবে এবং একে পুনরায় যৌথ সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। কিন্তু এ দাবির অর্থ এই নয় যে, এর মাধ্যমে আদিম যৌথ মালিকানা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। বরঞ্চ আদিম মালিকানার জায়গাতে প্রতিষ্ঠিত হবে উচ্চতর এবং অধিকতর উন্নত যৌথ স্বামিত্ব, যে স্বামিত্ব উৎপাদনের অন্তরায় না হয়ে, ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম, উৎপাদনকে মুক্ত করবে শৃঙ্খল থেকে এবং সম্ভবপর করে তুলবে আধুনিক রাসায়নিক সকল আবিষ্কার এবং যান্ত্রিক সকল উদ্ভাবনের পরিপূর্ণ ব্যবহারকে।

কিংবা ধরুন অপর একটি দৃষ্টান্তের কথা। প্রাচীনকালের দর্শনের চরিত্র ছিল আদিম। তার বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাকৃতিক বস্তুবাদী বৈশিষ্ট্য। সে ছিল প্রাকৃতিক বস্তুবাদ। এ কারণে এই দর্শনের পক্ষে চিন্তা বা ভাব এবং বস্তুর মধ্যকার সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রশ্নটির জবাবের চাহিদা থেকে তৈরি হয়েছিল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন এক আত্মার ব্যাখ্যা। এখান থেকে মানুষ কল্পনা করেছিল আত্মার অমরতার। এবং পরিশেষে মানুষের মনে এসেছিল একেশ্বরবাদের ধারণা। এভাবে আদিম বস্তুবাদের নাস্তিত্ব ঘটল ভাববাদে : ভাববাদ আদিম বস্তুবাদকে নাকচ করে দিল। কিন্তু দর্শনের অধিকতর বিকাশে ভাববাদও অগ্রহণযোগ্য হয়ে দাঁড়াল। ভাববাদকে নাকচ করে দিয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক বস্তুবাদ। আধুনিক বস্তুবাদকে আমরা বলতে পারি নাস্তির নাস্তিত্ব তথা নেগেশন অ্যানেগেশন । কারণ এ বস্তুবাদ আদিম বস্তুবাদের পনুঃপ্রতিষ্ঠা মাত্র নয়। এ বস্তুবাদ পুরনো আদিম বস্তুবাদের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে দু হাজার বছরের দর্শন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে তথা দু হাজার বছরের মানুষের ইতিহাসের উন্নতির সমগ্র মানসিক অর্জনকে। সাধারণভাবে বললে, এই আধুনিক বস্তুবাদ আর মোটেই দর্শন নয়, এ হচ্ছে একটি সহজ বিশ্বদৃষ্টি, যে বিশ্বদৃষ্টিকে পরীক্ষিত এবং প্রযুক্ত হতে হবে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলে বিচ্ছিন্ন কোনো বিশেষ বিজ্ঞানে নয়, যাকে স্বীকৃত এবং প্রযুক্ত হতে হবে সদর্থক সকল বিজ্ঞানের জগতে। আমরা বলতে পারিদর্শন এখানে 'পরিশুদ্ধ' হয়েছে—অন্যকথায় 'দর্শন যেমন অতিক্রান্ত হয়েছে তেমনি রক্ষিত হয়েছে' : সে অতিক্রান্ত হয়েছে তার রূপ বা প্রকারে এবং রক্ষিত হয়েছে তার আসল বক্তব্যে। এভাবে, হের ডুরিং যেখানে দেখেন কেবল 'শব্দের যাদু' আমরা সেখানে তার নিবিড়তর পরীক্ষায় দেখি প্রকাশিত হতে এক বাস্তব বিষয়কে।

পরিশেষে, এমনকি রুশোর সাম্যের তত্ত্ব, ডুরিং এর সাম্যতত্ত্ব যার দুর্বল এবং নকল অনুকরণ মাত্র, এবং সে অনুকারও যেখানে হেগেলীয় নাস্তির প্রদত্ত ধাত্রীমাতার খালাসকারী সাহায্য ব্যতিরেকে দিনের আলো দেখতে সক্ষম হতো না, রুশোর সেই সাম্যের তত্ত্ব হেগেলের জন্মেরও বিশ বছর পূর্ব থেকে এই বক্তব্য পেশ করে এসেছে। কাজেই এ তত্ত্বের লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ নেই ; এ তত্ত্ব বরঞ্চ তার প্রথম প্রকাশেই প্রায় সাড়ম্বরে নিজের দেহে তার দ্বান্দ্বিক মূলের চিহ্ন ধারণ করেছে। প্রকৃতির রাজ্যে এবং বর্বরযুগে মানুষের মধ্যে সাম্য ছিল। এবং যেহেতু রুশো মানুষের ভাষাকেও প্রাকৃতিক অবস্থায় একটা বিকার বলে গণ্য করেন, সে কারণে একই প্রজাতির অংশ হিসাবে পশু–মানবের উপর পশুর সাম্যকে তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবেই আরোপ করেন। এই পশুমানবকে সাম্প্রতিক কালে হায়কেল ভাষাহীন 'আলালী' বলে অনুমানমূলক একটি শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। কিন্তু অপর পশুর চাইতে এই সম পশু–মানবের এমন একটি গুণ ছিল যে গুণ তাকে অপর পশু থেকে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছিল। এ গুণ হচ্ছে তার সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি তথা আরো অগ্রসর হওয়ার গুণ। এই গুণই তার মধ্যে অসাম্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাজেই মানুষের মধ্যে অসাম্যের মধ্যে রুশো প্রগতির চিহ্নকেই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এই অগ্রগতির মধ্যেও একটা বিরোধিতার বীজ ছিল : কারণ এ অগ্রগমন একই সময়ে পশ্চাদগমনেরও ব্যাপার ছিল।

> পরবর্তী সকল অগ্রগতি (প্রকৃতির রাজ্যের আদিঅবস্থার পরবর্তী) আপাত দৃশ্যে ব্যক্তির সম্পূর্ণতা হলেও, আসলে তা হচ্ছে প্রজাতির অবক্ষয়ের দিকে গতি ... ধাতব বিদ্যা এবং কৃষির আবিষ্কার এই বৃহৎ বিপ্লবকে সাধন করেছে, (আদি বনভূমির কর্ষিত ক্ষেত্রে রূপান্তর এবং এ ছাড়াও সম্পত্তির সৃষ্টিতে দারিদ্র্য এবং দাসত্বের সূচনা।) কবির কাছে এ হচ্ছে স্বর্ণ এবং রৌপ্য, কিন্তু দার্শনিকের কাছে লৌহ এবং শস্য : এরা মানুষকে করেছে সভ্য আর মানব জাতিকে করেছে ধ্বংস।*

Rousseau : Discourse on the Origin of Inequality Among Men

—৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভ্যতার প্রতিটি নতুন অগ্রগতি একই সঙ্গে অসাম্যের দিকেও একটি নতুন অগ্রগতি। সভ্যতার বিকাশে মানুষের সমাজ যত সংস্থাকে সৃষ্টি করেছে তারা প্রত্যেকে তত তাদের মূল লক্ষ্যের বিপরীতে পরিণত হয়েছে।

> এটা হচ্ছে অখণ্ডনীয় এক সত্য এবং সাংবিধানিক সকল বিধানের মূল ধ্বনি যে, জনতা নিজেরা অধিনায়কদের তৈরি করেছে তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, নিজেরা দাসত্বে আবদ্ধ হওয়ার জন্য নয়।**

তা সত্ত্বেও অধিনায়করা জনতার অত্যাচারীতে পরিণত হয় এবং তাদের অত্যাচার তীব্র করে এমন এক বিন্দুতে নিয়ে যায় যেখানে অসাম্য তার চরমে পৌঁছে পুনরায় তার বিপরীতে পর্যবসিত হয় এবং সমতার কারণে রূপান্তরিত হয় : স্বৈরাচারীর কাছে সকলেই সমান—সমানভাবে মূল্যহীন।

> এখানে আমরা পাচ্ছি অসাম্যের সর্বশেষ রূপকে : শেষ বিন্দু, যেখানে বৃত্তটি পূর্ণ হয়েছে এবং যেখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল সেখানটাতে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে : এখানে সকল ব্যক্তি আবার সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এখন তারা 'কিছুইনা'তে পরিণত হয়েছে এবং প্রভুর ইচ্ছার বাইরে প্রজার অপর কোনো আইনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু স্বৈরাচারী, প্রভুমাত্র ততক্ষণ যতক্ষণ তার হাতে শক্তি আছে এবং সে কারণে শক্তির দ্বারাই সে যখন বিতাড়িত হয় তখন শক্তি ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তার কোন যুক্তি থাকে না। শক্তিই তাকে রক্ষা করেছে, শক্তিই তাকে উচ্ছেদ করেছে : সবকিছুই তার স্বাভাবিক পথে সাধিত হয়েছে।*

কাজে কাজেই অসমতা পুনরায় সমতায় পরিণত হয়েছে—যদিও এ সমতা সেই পূর্বের ভাষাহীন আদিম মানুষের সমতা নয়। এ সমতা হচ্ছে সামাজিক চুক্তির উচ্চতর সমতা। অত্যাচারী অত্যাচারিত হচ্ছে। এ হচ্ছে নাস্তির নাস্তি, নেগেশন অব নেগেশন।

কাজেই মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল' –এ যে কথা বলেছেন আমরা রুশোর মধ্যে তার অনুরূপ কথারই যে সাক্ষাৎ পাই, তাই নয়। মার্কস যে রূপ দ্বান্দ্বিকভাবে কথা বলেছেন সেরূপ দ্বান্দ্বিক কথার বিস্তারিত প্রচুর পরিমাণ প্রকাশের সাক্ষাৎও আমরা রুশোর মধ্যে পাই : আমরা সাক্ষাৎ পাই তেমন প্রক্রিয়ার যার চরিত্র হচ্ছে বিরোধাত্মক, যে ধারণ করে অন্তর্গত বিরোধকে ; আমরা দেখি এক মেরু রূপান্তরিত হচ্ছে তার বিপরীত মেরুতে এবং পরিশেষে সমগ্র ব্যাপারটির মূল হিসাবে আমরা দেখি নাস্তির নাস্তি তথা নেগেশন অব নেগেশনকে। অবশ্য একথা ঠিক যে ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে রুশো হেগেলীয় ভাষায় কথা বলেননি, তবু হেগেলীয় সংক্রামক জীবানুগুলি, তাঁর বিরোধের দ্বান্দ্বিকতা, লগোসের তত্ত্ব, ধর্মীয়করণ-ইত্যাদি দ্বারা হেগেলের জন্মের ষোলবছর পূর্বেই গভীরভাবে যে রুশো আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাতেও কোনো সন্দেহ নাই। এবং তাই হের ডুরিং যখন রুশোর সমতার তত্ত্বকে বিকৃত করার উদ্দেশ্যে তাঁর দ্বিত্বের তত্ত্ব বিজয়ীর মতো প্রয়োগ করতে অগ্রসর হন তখন তিনি এমন পিচ্ছিল ঢালু সড়কে অবস্থান গ্রহণ করেন যে, অনিবার্যভাবে

** Rousseau : ঐ

* Rousseau : ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে সড়কের ঢালুতে অসহায়ভাবে গড়িয়ে অচিরে নাস্তির নাস্তিত্বের হাতে নিপতিত হওয়া ব্যতীত তাঁর কোনো গত্যন্তর থাকে না। আদর্শ অবস্থা হিসাবে বিবৃত যে অবস্থাতে দুই সমান মানুষ খ্যাতি লাভ করেছিল হের ডুরিং তাঁর 'ফিলোসফি'র ২৭১ পৃষ্ঠাতে তাকে আদি অবস্থা হিসাবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ২৭৯ পৃষ্ঠাতে আমরা দেখি এই আদর্শ অবস্থা অশুদ্ধ হচ্ছে এক 'দস্যু ব্যবস্থা' দ্বারা। এবং এই হচ্ছে প্রথম নাস্তি, প্রথম নেগেশন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বাস্তবতার দর্শনের কল্যাণে আমাদের যাত্রা এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে, 'দস্যু ব্যবস্থা'র উৎখাতের মধ্য দিয়ে আমরা তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছি হের ডুরিং এর আবিষ্কৃত সমতার উপর তৈরি অর্থনৈতিক কম্যুনকে : এ হচ্ছে নাস্তির নাস্তি : নেগেশন অব নেগেশন, উচ্চতর স্তরের সমতা। কি মনোহর দৃশ্য! অবশ্যই মনোহর, কারণ এ আমাদের দৃষ্টির দিগন্তকে এমনভাবে প্রসারিত করে দিয়েছে যে আমাদের পক্ষে মহান হের ডুরিং-এর নিজের হাতে কৃত নাস্তির নাস্তিকরণের মতো হত্যাকাণ্ড দর্শন করা সম্ভব হয়েছে।

তাহলে, নাস্তির নাস্তি বা নেগেশন অব নেগেশন কি? নাস্তির নাস্তি হচ্ছে প্রকৃতি, ইতিহাস এবং চিন্তার একটি অতীব সাধারণ এবং সে কারণেই সুদূর প্রসারী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিকাশের বিধান। এ হচ্ছে এমন একটি বিধান, আমরা দেখেছি, যে বিধান জীবজগৎ, তৃণজগৎ, ভূতত্ত্ব, গণিত, ইতিহাস এবং দর্শন—প্রত্যেক্ষেত্রে সত্য এবং যে বিধানকে খোদ হের ডুরিংকে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে অনিচ্ছা এবং শত রকমের উচ্চ-বাচ্য সত্ত্বেও অনুসরণ করতে হচ্ছে। এটা অবশ্য বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, একটা বীজের ফলবতী বৃক্ষে পরিণতির পরে মৃত্যুকে আমি যদি নাস্তির নাস্তি বলে অভিহিত করি, তবে তার দ্বারা বীজটির বৃক্ষে পরিণতি প্রাপ্তির বিকাশ-মূলক বিশেষ প্রক্রিয়ার বিষয়ে আমি কোনো বিশ্লেষণ করিনে। কারণ, যেহেতু ইনটেগ্রাল ক্যালকুলাসও একটা নাস্তির নাস্তি, সে জন্য আমি যদি বলি যে, বার্লিদানার জীবন প্রক্রিয়া হচ্ছে ইনটেগ্রাল ক্যালকুলাস কিংবা এমনকি সমাজতন্ত্র, তাহলে সে কথা হবে অর্থহীন কথা। অধিবিদ্যক তথা মেটাফিজিশিয়ানরা দ্বান্দ্বিকতাকে সদা সর্বদা এমন অভিযোগেই অভিযুক্ত করে থাকেন। আমি যখন বলি যে, এসব প্রক্রিয়া হচ্ছে একটা নাস্তির নাস্তি তখন আমি এই সবগুলিকে গতির একটা বিধানভুক্ত করছি। এবং সে কারণেই প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিষয় আমার আলোচনার বাইরে থেকে যাচ্ছে। বস্তুত প্রকৃতি, মানুষের সমাজ এবং মানুষের চিন্তার গতির সাধারণ বিধানের বিজ্ঞান বই দ্বান্দ্বিকতা আর কিছু নয়।

অবশ্য কেউ আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারেন : যে-নেগেশন বা নাস্তির কথা এখানে বলা হচ্ছে সে নাস্তি যথার্থ নাস্তি নয়। কারণ বার্লির দানাটিকে আমি যখন পেষণ করি তখনো তার একটা নাস্তি বা নেগেশন ঘটে, একটা পোকাকে যখন আমি পা দিয়ে মাড়িয়ে দেই কিংবা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ a কে যখন আমি নাকচ করি তখনো একটা নাস্তি ঘটে। কিংবা বলা চলে 'গোলাপটি গোলাপ'—এই বাক্যটিকেও 'গোলাপটি গোলাপ নয়' বলে আমি নাকচ বা নাস্তি করতে পারি। কিন্তু তাতে কি হয়? আমি যদি এই নাস্তিকে পুনরায় নাস্তি করে বলি 'সে যাই হোক গোলাপটি একটি গোলাপই' তাহলে আমার কি লাভ হয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে এই আপত্তিগুলিই হচ্ছে দ্বান্দ্বিকতার বিরুদ্ধে অধিবিদ্যক দার্শনিকদের প্রধান আপত্তি। এবং এমন আপত্তি এই ধরনের চিন্তা পদ্ধতির সংকীর্ণমনতারই উপযুক্ত। দ্বান্দ্বিকতার ক্ষেত্রে নেগেশন বা নাস্তির অর্থ শুধুমাত্র 'না' বলা কিংবা কিছু 'অস্তিত্বমান নয়', এমন উক্তি করা বা কোনো কিছুকে কারুর ইচ্ছামাফিক ধ্বংস করাও নয়।

বহু আগে স্পিনোজা বলেছিলেন : 'অমনিস ডিটারমিনেশিও এসট্ নেগেশিও– প্রত্যেকটি সীমাবদ্ধতা বা নির্দিষ্টতাও একই সঙ্গে একটা নাস্তি বা নেগেশনও।* তাছাড়া আলোচ্য নাস্তির ক্ষেত্রে নাস্তি নির্ধারিত হচ্ছে প্রথমত সাধারণ প্রক্রিয়ায়, দ্বিতীয়ত বিশেষ প্রক্রিয়ার চরিত্র দ্বারা। আমাকে শুধুমাত্র নাস্তি বা নাকচ করলেই চলবে না, আমাকে পরস্তু নাস্তির সাবলিমেশন বা উৎক্ষেপও ঘটাতে হবে। কাজেই আমার প্রথম নাস্তির স্থাপনা এমন হতে হবে যাতে দ্বিতীয় নাস্তিও সম্ভব হয়। কিভাবে সে সম্ভব হবে? সম্ভব হবে প্রত্যেকটি অস্তিত্বের আপন চরিত্র অনুসারে। আমি যদি একটি বার্লিদানাকে পেষণ করে থাকি, যদি আমি একটি কীটকে পদদলিত করে থাকি তবে একথা সত্য যে, আমি প্রথম কাজটি সম্পন্ন করেছি কিন্তু সেই সাথে দ্বিতীয় পদক্ষেপকেও অসম্ভব করে দিয়েছি। কাজেই প্রত্যেক প্রকার অস্তিত্বেরই নাস্তি হওয়ার নিজস্ব প্রক্রিয়া আছে : নাস্তি হওয়ার প্রক্রিয়া এমন যাতে একটি নাস্তি তার পরবর্তী বিকাশের পথকে সম্ভব করে তুলে। যে কোনো ভাব বা চিন্তার ক্ষেত্রেও একথা সত্য। অনুকলনের** নাকচ বা নেগেশন সংঘটিত হয় ঋণাত্মক মূল থেকে ধনাত্মক শক্তি প্রতিষ্ঠা থেকে ভিন্ন প্রকারে। যে কোনো ক্ষেত্রের ন্যায়, এ ক্ষেত্রেও প্রয়োজন রয়েছে আমাদের শিক্ষিত হওয়ার, প্রক্রিয়াকে শেখার। বীণার তারের শব্দ তারের দৈর্ঘ্য এবং স্থিতির বিধানের অন্তর্গত, এমন জ্ঞানের দ্বারাই যেমন আমি বীণা বাজাতে পারিনে, তেমনি একটি বার্লিদানাকে সফলভাবে উৎপাদন করা, কিংবা তাকে নির্দিষ্ট করা বা পৃথক এবং সীমিত করা কেবল মাত্র আমার এই জ্ঞানেই সম্ভব নয় যে, বার্লির উাটা এবং অনুকলন উভয় নাস্তির নাস্তি তথা নেগেশন অব নেগেশনের অধীন।

কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, যে-ব্যক্তি কেবল একবার a লিখে এবং আর একবার a কে নাকচ করতে থাকে কিংবা পালাক্রমে বলতে থাকে 'এটা গোলাপ' এবং 'এটা গোলাপ নয়'– –নাস্তির নাস্তিকরণের এরূপ ক্লান্তিকর এবং বালসুলভ খেলা তার সামান্যতাকেই প্রকাশ করে—এর অধিক কিছু নয়। তবুও অধিবিদ্যক দার্শনিকদের দাবি হচ্ছে, আমরা কখনো যদি নাস্তির নাস্তিকরণ চাই, তবে এটাই হবে তার সঠিক উপায়।

কাজেই আর একবার আমাদের বলতে হচ্ছে, নাস্তির নাস্তি বা 'নেগেশন অব নেগেশন' হচ্ছে ধর্মের জগৎ থেকে ধার করা এবং মানুষের পতন এবং উদ্ধারমূলক

* Spinoza : 'omnis determinatio est nagotio' স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭) হল্যাণ্ডের বস্তুবাদী দার্শনিক। যে কোন সীমাবদ্ধতাই হচ্ছে একটা নাস্তি : এ সূত্র হেগেলের লজিকেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

** অনুকলন : infitesimal calculas

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত হেগেলের আবিষ্কৃত একটা অর্বাচীন উপমা, এমন উক্তি দ্বারা আর কেউ নয়, হের ডুরিংই আমাদের মোহাচ্ছন্ন করতে চান। 'গদ্য' পদটি তৈরি হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই মানুষ যেমন গদ্যে কথা বলেছে, তেমনি দ্বান্দ্বিকতা কি তা জানার বহু পূর্ব থেকেই মানুষ দ্বান্দ্বিকভাবে চিন্তা করেছে। অনুরূপভাবে নাস্তির নাস্তিকরণের যে বিধান প্রকৃতি এবং ইতিহাস এবং আমাদের মস্তিষ্কেও, আনুধাবনের পূর্ব থেকে, অচেতন ভাবে ক্রিয়া করে আসছে, সে বিধানকে হেগেলই প্রথম স্পষ্টরূপে সূত্রবদ্ধ করেছেন। হের ডুরিং-এর যদি এমন হয় যে তিনি নিজে বিধানটিকে নিয়ে চুপিসারে কাজ করতে চান, কিন্তু বিধানের এমন নামটি তাঁর অসহ্য, তাহলে অধিকতর উত্তম একটি নামকে বরঞ্চ তিনি আবিষ্কার করুন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছাটি যদি এই প্রক্রিয়াকে চিন্তা থেকেই নির্বাসিত করা হয়, তাহলে আমরা তাঁকে বলব : তিনি যেন প্রথমে প্রকৃতি জগৎ এবং ইতিহাস থেকে একে নির্বাসিত করেন এবং এমন একটি গাণিতিক সূত্র আবিষ্কার করেন যার মধ্যে–$ax-a$ এর ফল $+a^2$ নয় এবং যার মধ্যে পৃথক করণ এবং সমন্বয় করণ কঠিন দণ্ডের মাধ্যমে নিষিদ্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪

উপসংহার

এতক্ষণে আমরা হের ডুরিং-এর দর্শনের নিকেশ করেছি। তার 'কোর্স' -এর আর যা কিছু কল্প-কথা অবশিষ্ট আছে তার বিচার তখন হবে যখন আমরা সমাজতন্ত্রের মধ্যে হের ডুরিংকৃত বিপ্লবের আলোচনা করব। আমাদের কাছে হের ডুরিং-এর প্রতিশ্রুতি কি ছিল? প্রতিশ্রুতি ছিল সব কিছুর। এবং কোন্ প্রতিশ্রুতিটি তিনি রক্ষা করেছেন? কোনো একটিও না। দর্শনের এমন উপাদানসমূহ যা বাস্তব এবং সে কারণে প্রকৃতি এবং জীবনের বাস্তবতার লক্ষ্যে যারা নিয়োজিত' 'জগতের একেবারে খাঁটি বৈজ্ঞানিক ধারণা', 'বিশ্বব্যবস্থা রচনামূলক ধারণা' এবং ডুরিং সাহেবের বাকি সব উপার্জন যাদেরকে তিনি সাড়ম্বর সব প্রকাশে জগতের কাছে ঢক্কা নিনাদে ঘোষণা করেছেন তাদের মধ্যে যার গায়ে আমরা হাত দিয়েছি সেইই একেবারে খাঁটি জুয়া চুরির ব্যাপার বলে প্রমাণিত হয়েছে। 'চিন্তার গভীরতার বিন্দুমাত্র হানি না ঘটিয়ে অস্তিত্বের মৌলরূপ সমূহকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছে" যে-বিশ্ব ব্যবস্থা তা প্রমাণিত হয়েছে হেগেলীয় লজিক বা ন্যায়ের সীমাহীন স্থূলীকৃত এক সৃষ্টি হিসাবে। তার একটা গুণ এই যে, হেগেলীয় ন্যায়ের মতো এ ব্যবস্থাও এই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন যে, এই 'সত্য মৌল রূপ' বা ন্যায়গত সূত্র যাকে 'প্রয়োগ করা হবে' যে-জগতের উপর, সেই জগতের বাইরে এবং তার সৃষ্টির পূর্বে কোথাও রহস্যজনকভাবে অবস্থান ঘটছিল সেই সূত্রের। তাঁর প্রকৃতির দর্শন আমাদের উপহার দিয়েছে বিশ্বের এমন এক উৎপত্তি তত্ত্ব যার সূত্রপাত ঘটেছে 'বস্তুর আত্মসম এক অবস্থা' থেকে। অবস্থাটি এমন যাকে কেবল অনুধাবন করা যায় বস্তু এবং গতির মধ্যকার সম্পর্কের এক চরম বিভ্রান্তিকর ধারণা দ্বারা এবং যে ধারণারও ভিত্তি হচ্ছে বস্তুর অতিরিক্ত এক ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস, এক মাত্র যিনি এই আত্মসম বস্তুকে গতিশীল করে তুলতে সক্ষম। জৈবজগতের ক্ষেত্রে বাস্তবতার এই দর্শন প্রথমত 'মানবতার বিরুদ্ধে বর্বরতার আক্রমণ' বলে অভিহিত করে ডারউইনীয় 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বকে' প্রথমে বরবাদ করে পরবর্তীতে পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে তাকেই আবার দ্বিতীয় পর্যায়ের হলেও প্রকৃতিতে কার্যকর শক্তি হিসাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তদুপরি বাস্তবতার এই দর্শন জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন অজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে যে-অজ্ঞতাকে আজকের অনিবার্য জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার যুগে শিক্ষিত শ্রেণীর মেয়েদের মধ্যেও বিবর্ধক কাঁচের মাধ্যমে খুঁজে বের করতে হয়। নীতি এবং আইনের জগতে বাস্তবতার দর্শন হেগেলকে স্থূলীকরণের ক্ষেত্রে তার কৃত দক্ষতার অধিক কোনো দক্ষতা রুশোর এক অগভীর ভাষ্য তৈরিতে প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়নি। আইনতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি যাই দেওয়া হয়ে থাকনা কেন, এ দর্শন জ্ঞানের এমন অভাবই প্রদর্শন করেছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানের যে-অভাব পুরনো প্রুশিয়ার সাধারণ আইনবিদদের মধ্যেও খুব কমই দৃষ্ট হয়। যে-দর্শন 'কেবল মাত্র দৃশ্য কোনো দিগন্তের সঠিকতাকে স্বীকার করতে অক্ষম' তার পক্ষে প্রুশিয়া রাজ্যের দিগন্তে আবদ্ধ ল্যাণ্ডরেকটের প্রাধান্যে সন্তুষ্ট বোধ করতে কোনো অসুবিধা ঘটেনি। 'চরম এবং শেষ সত্য' এবং একেবারেই মৌল সত্য তো বটেই, আমরা এখনো প্রতীক্ষায় রয়েছি এই দর্শন তার শক্তিধর বিপ্লবী ব্যত্যয় বহিঃপ্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতির যে স্বর্গমর্তকে উদঘাটিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা অবলোকনের জন্য। যে দার্শনিকের চিন্তার পদ্ধতির মধ্যে 'অন্তর্মুখী সীমাবদ্ধ কোনো বিশ্ববোধের' জায়গা নেই, সেই দার্শনিক কেবল যে চরমরূপে ভ্রান্ত জ্ঞানের অন্তর্মুখীনতা, তাঁর সংকীর্ণ অধিবিদ্যক চিন্তাধারা, এবং তার বিসদৃশ আত্মগভীরতা দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাই নয়, তাঁর বালসুলভ ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি দ্বারাও তিনি পরিচালিত। তামাক, মার্জার এবং ইহুদী -এদের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণাকে ইহুদীসহ অবশিষ্ট মানবজাতির উপর আরোপ্য এক সাধারণ বিধান বলে বিবেচনা না করে বাস্তবতার এই দার্শনিক তাঁর বাস্তবতার দর্শনকে প্রকাশ করতে পারেন না। অপর লোকের ব্যাপারে তাঁর 'আসল সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর' প্রকাশ ঘটে তাঁরা যে কথা কখনো বলেননি, এবং যে কথা ডুরিং সাহেবের নিজেরই উৎপাদন, সেই কথাকে তাঁদের উপর আরোপ করার মধ্যে। জীবনের মূল্য এবং তাকে উপভোগের সর্বোত্তম পন্থার মতো পাঁতিবুর্জোয়া বিষয়াবলীর উপর তাঁর শূন্যগর্ভ আলোচনা মূর্খতার এত গভীরে প্রবিষ্ট যে তার দ্বারাই মাত্র গেটের ফাউস্টের উপর তাঁর মন্তব্যের ব্যাখ্যা করা সম্ভব। গেটের ক্ষমাহীন অপরাধ হচ্ছে, বাস্তবতার গুরুত্বের দার্শনিক ওয়াগনারকে নায়ক না করে নীতিহীন ফাউস্টকে তিনি তাঁর নায়ক করেছেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সবকিছু মিলিয়ে বাস্তবতার দর্শন হচ্ছে হেগেল যাকে বলে থাকেন "তরলীকৃত জার্মান বোধির তরলীকৃত গাদ"—তাই : এমন গাদ, যার তরলতা এবং স্বচ্ছ সামান্যতা ঘনত্ব এবং কর্দমাক্ততা প্রাপ্ত হয় সাড়ম্বরতার সঙ্গোপন টুকরো-টাকরার মিশ্রণ দ্বারা মাত্র। হের ডুরিং-এর এই গ্রন্থ যখন এবার আমরা শেষ করেছি, তখন এ কথা বলতে পারি যে, এর শুরুতে আমরা যতটুকু জ্ঞানী ছিলাম, এর যবনিকাতেও আমরা ততটুকুই রয়েছি। এবং একথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে যদিচ 'চিন্তার নতুন পদ্ধতি', 'মৌলিকভাবে মৌলিক সিদ্ধান্ত এবং অভিমত' এবং 'ব্যবস্থা সৃষ্টিকারী ভাবনাসমূহ' অবশ্যই আমাদের বিরাটভাবে বিচিত্র মৌলিক সব মূর্খতার উপঢৌকন প্রদান করেছে, তথাপি এ থেকে এমন একটি ছত্রও আমরা লাভ করিনি যা থেকে কোনো কিছুকে আমরা শিখতে পারি। এবং এই মানুষটি, যে নিজেই নিজের প্রতিভার প্রশংসা করেন এবং ঢাক-ঢোলের শব্দে নিজের মালামালের প্রচারকে পর্বতসমান উঁচু করে তোলেন এবং যাঁর সাড়ম্বর শব্দের পেছনে বিন্দুমাত্র কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সেই মানুষ ফিকটে, শেলিং এবং হেগেলের মতো লোকদের, যাদের মধ্যকার ক্ষুদ্রতমও তাঁর নিজের তুলনাতেদৈত্যপ্রায়,—এদেরকে বাকসর্বস্ব শূন্যগর্ভ বলে অভিহিত করার ঔদ্ধত্য দেখান। হ্যাঁ, অবশ্যই শূন্যগর্ভ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, শূন্যগর্ভ কে?*

---

* এই সঙ্গে এঙ্গেলস-এর 'এ্যান্টি-ডুরিং'-এর প্রথম খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত হলো। এ্যান্টি-ডুরিং-এর প্রথম খণ্ড দর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড পলিটিক্যাল তথা মার্কসীয় অর্থনীতি এবং তৃতীয় খণ্ড সমাজতন্ত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~